সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু

ষষ্ঠ খণ্ড

ষাটের দশক ■ পঞ্চম পর্ব ■ ১৯৬৯

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু

ষষ্ঠ খণ্ড

ষাটের দশক ■ পঞ্চম পর্ব ■ ১৯৬৯

সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু

ষষ্ঠ খণ্ড

ষাটের দশক ॥ পঞ্চম পর্ব

১৯৬৯

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগ

৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০

সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : ষষ্ঠ খণ্ড : ষাটের দশক : পঞ্চম পর্ব : ১৯৬৯

প্রকাশক	:	জাফর ওয়াজেদ মহাপরিচালক প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
প্রথম প্রকাশ	:	জুন ২০২২
প্রচ্ছদ	:	সোহেল আশরাফ খান
বানান সমন্বয়	:	মো. নাজমুল হাসান
কম্পিউটার বিন্যাস	:	ছৈয়দ মোহাম্মদ আবু সোহেল
মুদ্রণ	:	প্রগতি প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স ২২/১ তোপখানা রোড, ঢাকা।
মূল্য	:	৭৫০.০০ টাকা

SANGBADPATRE BANGABANDHU: SHOSTHA KHANDA : SHATER DOSHOK : PANCHAM PORBO : 1969

Chief Editor : Zafar Wazed

Published by Press Institute Bangladesh (PIB), 3 Circuit House Road, Dhaka-1000.

Price : 750.00 Taka ■ $ 09 Only

ISBN : 978-984-732-068-7

Phone: 9333403, 9330081-84, Fax: 880-02-48317458

E-mail: research@pib.gov.bd, Website: পিআইবি.বাংলা, http://www.pib.gov.bd

বইটি অনলাইনে পেতে হলে: www.rokomari.com

গ্রন্থস্বত্ব : পিআইবি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু

ষষ্ঠ খণ্ড

ষাটের দশক ॥ পঞ্চম পর্ব

১৯৬৯

প্রধান সম্পাদক

জাফর ওয়াজেদ
মহাপরিচালক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

সম্পাদক

ড. কামরুল হক
গবেষণা বিশেষজ্ঞ (চলতি দায়িত্ব)
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

উপদেষ্টা পরিষদ

ড. সাখাওয়াত আলী খান
অনারারি অধ্যাপক
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মফিদুল হক
লেখক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন
পরিচালক (গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ)
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

আধেয় সংগ্রহ
দিনেশ মাহাতো

কম্পিউটার কম্পোজ
মো. ফরিদুল আলম
গোলাম সরোয়ার কামাল

যেসব পত্রপত্রিকা থেকে সংবাদ সংগ্রহ করা হয়েছে

আজাদ
দৈনিক ইত্তেফাক
সংবাদ
দৈনিক পাকিস্তান
দৈনিক পয়গাম
পাকিস্তান অবজারভার
মর্নিং নিউজ
ডন

মু | খ | ব | ন্ধ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের বিভিন্ন তথ্য সংবাদপত্র থেকে সংকলনের মাধ্যমে সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে। *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু* শিরোনামে গ্রন্থাকারে এই তথ্যগুলো প্রকাশ করা হচ্ছে। ধারাবাহিক এই গ্রন্থমালায় রয়েছে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন কার্যক্রম, বক্তৃতা-বিবৃতি, বঙ্গবন্ধু-সংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম, চিঠি, জনসভার বিজ্ঞাপনসহ অন্যান্য তথ্য। সাল ও বিষয় অনুযায়ী প্রকাশ করা হচ্ছে এই গ্রন্থমালা।

সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু গ্রন্থমালার প্রকাশনা শুরু হয় ২০১৪ সালে। প্রথম খণ্ডের শিরোনাম: *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : প্রথম খণ্ড : পঞ্চাশের দশক*। এই খণ্ডে ১৯৫২ সাল থেকে শুরু করে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত সময়ের তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। ২০১৫ সালে প্রকাশিত হয় *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু* গ্রন্থমালার দ্বিতীয় খণ্ড। এই খণ্ডের শিরোনাম: *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : দ্বিতীয় খণ্ড : ষাটের দশক : প্রথম পর্ব*। এই খণ্ডে ১৯৬০ সাল থেকে শুরু করে ১৯৬৫ সালের আংশিক তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। ২০১৭ সালে প্রকাশিত হয় *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু* গ্রন্থমালার তৃতীয় খণ্ড। এর শিরোনাম: *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : তৃতীয় খণ্ড : ষাটের দশক : দ্বিতীয় পর্ব*। এই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত সময়ের তথ্য। ২০২০ সালে প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু গ্রন্থমালার চতুর্থ খণ্ড। এর শিরোনাম : *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : চতুর্থ খণ্ড : ষাটের দশক : তৃতীয় পর্ব*। এই খণ্ডে ১৯৬৮ সালের তথ্য স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া সংবাদপত্রে ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানি এবং সংশ্লিষ্ট সংবাদ-বিবরণীগুলো নিয়ে *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু* গ্রন্থামালায় *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা* শিরোনামে আলাদা দু'টি খণ্ড প্রকাশিত হয় ২০১৯ ও ২০২০ সালে।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ১৯৬৯ সালের তথ্য নিয়ে দু'টি খণ্ড প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়। এই দু'টি খণ্ডের প্রথমটি প্রকাশিত হয় ২০২২ সালের মে মাসে। এই খণ্ডের শিরোনাম: *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : পঞ্চম খণ্ড : ষাটের দশক : চতুর্থ পর্ব*। এই খণ্ডে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত সময়ের তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৬৯ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের তথ্য নিয়ে পরবর্তী খণ্ডটি প্রকাশিত হলো। এই খণ্ডের শিরোনাম: *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : ষষ্ঠ খণ্ড : ষাটের দশক : পঞ্চম পর্ব*।

গ্রন্থটি সম্পাদনা করতে গিয়ে দালিলিক মূল্য বিবেচনায় রেখে যথারীতি সংবাদপত্রের ভাষা ও বানান সবই অবিকল রাখা হয়েছে। বাক্য গঠন বা ব্যাকরণগত কোনো সংশোধন করা হয়নি। তথ্যের মধ্যবর্তী অংশ বা শেষে কোনো শব্দ, বাক্য বা প্যারা অস্পষ্ট থাকলে কিংবা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠার কোনো অংশ না পাওয়া গেলে সেখানে '....' চিহ্ন দিয়ে রাখা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর নামের বানান একেক সংবাদপত্রে একেক রকম আছে, তা হুবহু রাখা হয়েছে।

সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু গ্রন্থমালা প্রকাশনার জন্য জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ রয়েছে। গ্রন্থমালার এই খণ্ডটি প্রকাশনার সময় তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন। আমাদের সময় দেয়ার জন্য উপদেষ্টা পরিষদের সব সদস্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এই গ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য পিআইবির সংশ্লিষ্ট গবেষক ও অন্যান্য কর্মী যাঁরা পরিশ্রম করেছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, আর্কাইভস্ ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এই গ্রন্থের তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমাদের সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও গ্রন্থটি পূর্ণাঙ্গ হয়েছে এমন দাবি আমরা করতে পারবো না। ইতিহাসের অনেক কিছুই নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। আমরা হয়তো সেখানে পৌঁছতে পারিনি। গ্রন্থটি পূর্ণাঙ্গ করার প্রয়োজনে কারো কাছে সংশ্লিষ্ট নতুন কোনো তথ্য থাকলে তা আমাদেরকে সরবরাহ করার অনুরোধ করছি। আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা সংযুক্ত করব। সবার মূল্যবান পরামর্শও আমরা সাদরে গ্রহণ করতে চাই।

সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু গ্রন্থমালা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যের প্রামাণ্য দলিল। ধারাবাহিক এই গ্রন্থ পাঠকের হাতে পৌঁছে দেয়ার জন্য আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

জাফর ওয়াজেদ
মহাপরিচালক

সূ | চি | প | ত্র

জুলাই	৯-৫৯
আগস্ট	৫৯-১৬১
সেপ্টেম্বর	১৬১-২৪২
অক্টোবর	২৪২-৩৩৩
নভেম্বর	৩৩৩-৩৮৩
ডিসেম্বর	৩৮৩-৪৬৮
নির্ঘণ্ট	৪৬৯-৪৮০

দৈনিক ইত্তেফাক

১লা জুলাই ১৯৬৯

শেখ মুজিবর ও জনাব তাজুদ্দিনের অবস্থার উন্নতি

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান এখনও 'এশীয় জ্বরে' ভুগিতেছেন; তবে তাঁহার জ্বর কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে। তিনি ডঃ ফজলে রাব্বীর চিকিৎসাধীন রহিয়াছেন।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হইয়াছে। তাঁহার শরীরের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পাইয়াছে। জনাব তাজুদ্দিন ডাঃ ওয়াদুদের চিকিৎসাধীন আছেন।

সংবাদ

৩রা জুলাই ১৯৬৯

শেখ মুজিব সম্পর্কে বাকী বালুচ

রাওয়ালপিণ্ডি, ১লা জুলাই (এপিপি)।– বেলুচিস্তানের সাবেক এমপিএ জনাব আবদুল বাকী বালুচ আজ এখানে সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতিতে বলেন যে, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত পরিবর্ত্তিত মনোভাব প্রকাশিত হওয়ায় তিনি এখন তাঁহার ৬ দফা লইয়া ডিগবাজী খাইতেছেন।

তিনি উল্লেখ করেন যে, শেখ সাহেব সম্প্রতি বলিতেছেন ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র ঠিক আছে। একই সাথে তিনি তাঁহার ৬ দফার পরিবর্তে মুখ বাঁচানোর জন্য একটি ৪-দফা পেশ করিয়াছেন। ৬ দফাকে তিনি এখন আর পবিত্র কোরান অথবা বাইবেলের মত মনে করেন না।

তিনি বলেন, ইহাতে মনে হইতেছে যে, কোন অদৃশ্য যাদু হয়ত শেখ সাহেবের উপর আছর করিয়া আকস্মিকভাবে তাঁহার রাজনৈতিক বাগাড়ম্বরের পতন ঘটাইতেছে।

তিনি আরও বলেন যে, এখন শেখ সাহেব পল্টন ময়দানে জনসাধারণকে কি বলিবেন তাহা এখন একটু ব্যাখ্যা করিবেন। তিনি বলেন, আমি আশা করি, ইতিমধ্যে শেখ সাহেব এখন তাঁহার অবস্থা আমাদের পরিস্কার করিয়া বুঝাইয়া দিবেন এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে এই চমকপ্রদ বিষয়ে আমাদের একটু জ্ঞান দান করিবেন।

আজাদ

৪ঠা জুলাই ১৯৬৯

শেখ মুজিব বলেন : ৬ দফা কর্ম্মসূচী জনগণের সম্পদ

ঢাকা, ৩রা জুলাই।–নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শেখ মুজিবুর রহমান আজ এখানে পুনরায় ঘোষণা করেন যে, ৬ দফা কর্ম্মসূচী জনগণের সম্পদ।

৬ দফা কর্ম্মসূচী পুনঃপর্য্যালোচনা করা যাইতে পারে বলিয়া উর্দ্দু ডাইজেষ্টে শেখ সাহেবের যে উদ্ধৃতি প্রকাশ করা হইয়াছে, তিনি সেই সম্পর্কে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে আলাপ-আলোচনাকালে উপরোক্ত ঘোষণা করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, উর্দু ডাইজেষ্টে তাহার সম্পর্কে বিকৃত তথ্য পরিবেশন করা হইয়াছে। শেখ সাহেব আরো বলেন যে, ৬ দফা আজ আর কোন পার্টী কর্ম্মসূচী নয়– জনগণ তাহাদের রক্তের বিনিময়ে ৬ দফাকে গ্রহণ করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, গত ২২শে জুন প্রদত্ত তাহার বিবৃতিতে তাহার দলের নীতি বিদ্ধৃত হইয়াছে। –পিপিআই

Pakistan Observer

4th July 1969

Mujib's -- Nasrullah asked to face people's verdict

By A Staff Correspondent

Sheikh Mujibur Rahman, President of the Awami League, threw a challenge to other political parties and leaders to face his party in a referendum on three issues, namely provincial autonomy as enunciated in the Six Point programme, representation on population basis and dissolution of One Unit in West Pakistan.

The challenge of the Awami League chief was preceded by a lengthy rejoinder at a Press Conference by the Awami League General Secretary Mr. Tajuddin Ahmed to the recent observation of P.D.P leader Nawabjada Nasrullah Khan with regard to the Six Point programme of the Awami League.

Sheikh Mujibur Rahman said in a referendum or in a general election the people who opposed these three basic points would find themselves as a hopeless minority. The Awami League chief said that the next general election of the country could as well be held on the three issues. He urged the Government to hold general election immediately with a view to settle on for all the vital issues confroing the nation.

Earlier, Mr. Tajuddin Ahmed castigated Nawabzada Nasrullah Khan, for describing Awami League's Six Point programme as a seed for anti Pakistan movement and for accusing the Awami League chief for intriguing aganist Pakistan."

Mr. Tajuddin said that such baseless allegation could be made by the gentalemen who were not associated in the Pakistan Movement.

Mr. Nasrullah was then an Abrar leader Mr. Tajuddin Ahmed said.

Referring to the observation of the Nawabzada Mr. Tajuddin said that the demand for autonomy was embodied in the 1940 Lahore Resolution In that resolution he said, the proposed Pakistan was anvisaged to be a federation. The only thing, Mr. Tajuddin said, that was not settled at that time was as to what would be the quantum of autonomy to be given to the federating units. So, Mr. Tajuddin said, his party had given a concrete programme in this respect and there should not be any misunderstanding about that. He said that his party was ready to discuss the issue with all other political parties.

In fact, Mr. Tajuddin said, the viewpoints of the Awami League were presented in the R.T.C. in which the Nawabzada Nasrullah Khan was also a participant.

With regard to Nasrullah Khan's objection to the demand for representation on population basis, Mr. Tajuddin said that counting of heads (which means one man one vote) was the fundamental basis of democracy and there was no reason why it should not be followed in our country too.

Mr. Tajuddin said that Nawabzada Nasrullah Khan and other self styed leaders of his category were upset by the last popular movement. So, such leaders, who were the spokesmen of the vested interests started all-out vilification campaign against the popular demands at the instance of interested quarters.

Mr. Tajuddin Ahmed also criticised Moulana Maududi for his allegation that inflators from across the border has participated in the upsurge against the Ayub regime. Mr. Tajuddin said that Moulana Maududi had opposed Pakistan Movement, as he at one time had discovered germ of distraction of Islam in the very principle of Pakistan Movement. Now again, Mr. Tajuddin said, the veteran Jamat-e-Islami leader discovered some extraneous hands in the mass movement in East Pakistan against the Ayub regime. The Jamat leadr, Mr. Tajuddin said, had blackened the

face of the whole nation particularly those living in East Pakistan by attributing the credit of the last popular upsurge against a dictator to "infiltrators."

At the very outset of the Press Conference Mr. M. A. Samad a former General Secretary of the now defunct East Pakistan NDF announced his joining the Awami League.

দৈনিক ইত্তেফাক

৪ঠা জুলাই ১৯৬৯

'উর্দু ডাইজেষ্টের' অপপ্রচারের প্রতিবাদে শেখ মুজিব

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

উর্দু ডাইজেষ্ট পত্রিকায় প্রকাশিত আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের এক সাক্ষাৎকারের বরাত দিয়া পত্র-পত্রিকায় যে প্রচারণা চলিয়াছে গতকাল (বৃহস্পতিবার) শেখ সাহেব উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে পুনর্বার ঘোষণা করেন যে, ৬ দফা কর্মসূচী জনসাধারণের সম্পত্তি এবং দেশবাসী রক্তের বিনিময়ে এই কর্মসূচীকে তাঁহাদেরই কর্মসূচী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। উর্দু ডাইজেষ্ট পত্রিকায় শেখ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎকারের বিবরণ দান প্রসঙ্গে শেখ সাহেবের বরাত দিয়া বলা হয় যে, ৬ দফা কার্যসূচী পুনর্বিবেচনা সাপেক্ষ। শেখ সাহেব গতকাল বিবৃতিতে বলেন যে, উর্দু ডাইজেষ্ট পত্রিকা তাঁর বক্তব্যের ভুল উদ্ধৃতি দিয়াছে। তিনি বলেন যে, উক্ত পত্রিকার প্রতিনিধিকে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন যে, ৬ দফা এক্ষণে আর কেবল তাঁহার পার্টি প্রোগ্রাম নহে–উহা দেশবাসীরই সম্পত্তি।

শেখ সাহেব আরও জানান যে, উক্ত পত্রিকার প্রতিনিধির সঙ্গে তিনি ৬ দফা প্রশ্নে বিস্তারিত আলোচনা না করিয়া তাঁকে ৬-দফার ব্যাখ্যাবিশিষ্ট একটি পুস্তিকা এবং বিগত গোল টেবিল বৈঠকে প্রদত্ত তাঁর বিবৃতির একটি 'কপি' প্রদান করেন এবং তাঁকে বলেন যে, এগুলির মধ্যেই সবকিছু লিপিবদ্ধ আছে।

Dawn

5th July 1969

Mujib denies remark attributed to him

DACCA, July 4: Sheikh Mujibur Rahman, President of the Awami League, has stated that "Urdu Digest" "misquoted" him when it attributed the remark to him that the six-point programme can be reviewed.

Sheikh Sahib told inquiring newsmen here that the programme now longer remained a party programme but had become the "property" of the people. It had been accepted by the people at the cost of their blood, he added.

In this respect he recalled the policy statement of his party on June 22.

In the interview published in the July issue of "Urdu Digest" the editor of the magazine has quoted Sheikh Mujibur Rahman as telling him that: "The six points are not the Quran or the Bible. It can be reviewed."–PPI.

দৈনিক ইত্তেফাক

৫ই জুলাই ১৯৬৯

শেখ মুজিবের নেতৃত্বের প্রতি নারায়ণগঞ্জের ৫ জন নেতার সমর্থন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

নারায়ণগঞ্জের মেসার্স এ, কে, এম, শামসুজ্জোহা, এ, কে, এম, বজলুর রহমান, মহিউদ্দিন আহমদ, লিলু মিয়া ও কাজী আবুল কাসেম গতকাল (শুক্রবার) সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়া ৬-দফা আদায়ের জন্য আওয়ামী লীগের পতাকাতলে কাজ করিয়া যাওয়ার সংকল্প ঘোষণা করিয়াছেন।

বিবৃতিতে তাঁহারা বলেনঃ দীর্ঘ দিনের ত্যাগ ও তিতিক্ষার ফলে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের বঞ্চিত জনসাধারণের আশা-আকাংক্ষার প্রতীক হিসাবে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত এবং গণতন্ত্র ও জনগণের অধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে বদ্ধপরিকর। আমরা বর্তমান রাজনৈতিক শূন্যতার সময়ে আওয়ামী লীগের পতাকাতলে সমবেত হইয়া শেখ মুজিবর রহমানের হস্ত শক্তিশালী করিতে আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি আহ্বান জানাই।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, উপরোক্ত নেতৃবৃন্দ ইতিপূর্বে পিডিএম পন্থী আওয়ামী লীগের সদস্য ছিলেন।

Morning News

5th July 1969

Mujib symbolises aspirations of East Pakistan : Kazi Akbar

Kazi Mohammad Akbar, a political leader of the former Province of Sind and Editor the Daily Ibrat said here yesterday. Sheikh

Mujibur Rahman had emerged as the most popular political leader of East Pakistan and symbol of its people's aspiration and hopes reports APP.

In a statement Kazi Akbar said during my recent visit to East Pakistan my assessment of the political thinking of the people of East Pakistan is that they are highly patriotic Pakistanis and conscious of their rights as citizens of the State. They feel that during the 22 years of Pakistan's existence they have not been allowed to play their rightful role in the economic and political evolution of their country and consequently suffered from a sense of non-participation. This feeling has be come more apparent after the passing away of their great leaders like Mr. A.K. Fazlul Huq and Mr. H.S. Suhrawardy who enjoyed the confidence of the bulk of population in East Pakistan and were leaders of national stature.

The Editor of the Daily Ibrat said during 11 years of Ayub Khan's regime, East Pakistan was ruled by the nominees of Centre who could not ensure that confidence and willing cooperation of the people for the administration and were identified as agents of the remote controlling centre despite enormous amount of development in public and private sectors. It all culminated in an atmosphere of frustration and political agitation from November '68 to March 25, 1969 which had threatened to engulf the whole country and paralyse the administration and economic life. Toady normalcy has been restored in the province by the present administration who are making earnest efforts to sort out the basic problems of civil administration, educational field and produce a climate of social and economic justice for all. These are the prerequisites for restoration of normal political life in the country for which East Pakistanis are most anxious.

Kazi Akbar said it appears that Sheikh Mujibur Rahman has emerged as the most popular political leader in this wing and a symbol of its people aspiration and hopes for the better future. Sk. Mujibur Rahman's credentials as spokesman of East Pakistan are not challenged by many who have some insight into the popular thinking in East Pakistan. Nor can any one doubt his patriotism. He was in the thick of Pakistan Movement right from the beginning of his career and seems to have preserved his faith in the destiny of the country. His views on certain political and economic issues can be debatable but he has an arguable case on the fundamentals which cannot be easily brushed aside if norms of democratic system of Government are accepted.

Morning News

5th July 1969

Faith affirmed in Mujib's leadership

(By our staff Reporter)

Messrs A.K.M. Shamsuzzoha, A.K.M. Bazlur Rahman, Mahiuddin Ahmed, Lilu Miah and Kazi Abdul Kashem of Narayangunj in a joint statement issued on Friday expressed their confidence in the leadership of Sheikh Mujibur Rahman.

They said that Awami League (six-point) has earned a symbolic position of hopes and aspirations for the people of Pakistan.

They said 'As democrats we do not find any objection in the formation of any number of political parties but our objection definitely lies against manoeuvre of so-called merger of parties particularly the Awami League (Nazrullah Group) to which we belonged.'

'We make it fully clear that nobody has the right and power to merge the sacred organisation in any conglomeration and we reaffirm we will continue to be so under the dynamic leadership of Sheikh Mujibur Rahman they said.

সংবাদ

৫ই জুলাই ১৯৬৯

৬ দফা কর্মসূচী জনগণের সম্পত্তি : মুজিব

ঢাকা, ৩রা জুলাই (পিপিআই)।– অদ্য এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে সম্প্রতি উর্দু ডাইজেষ্ট নামে একটি পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রধান একথা বলেন যে, "ছয় দফা কর্মসূচী জনগণেরই সম্পত্তি।" পত্রিকাটিতে এক সাক্ষাৎকারে উদ্ধৃতি দিয়া বলা হইয়াছিল যে, ছয় দফা সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করা যাইতে পারে বলিয়া শেখ মুজিব উল্লেখ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, তাহার বক্তব্য বিকৃতভাবে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, গত ২২শে জুনের বিবৃতিতে তাহার পার্টির নীতি পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

৬ই জুলাই ১৯৬৯

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক গণমানস ও শেখ মুজিব : সিন্ধী পত্রিকা সম্পাদকের সফর-অভিজ্ঞতা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তানীদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করিয়া সিন্ধুর প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা ও দৈনিক ইবরাতের সম্পাদক কাজি মোহাম্মদ আকবর গত শুক্রবার বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানীরা উঁচুদরের দেশপ্রেমিক এবং রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে তাদের অধিকার সম্পর্কে তাঁরা অত্যন্ত সচেতন।

কাজি আকবর সাংবাদিক বেতন বোর্ডের বৈঠক উপলক্ষে গত ৩০শে জুন ঢাকায় আসেন এবং গত পরশু তিনি করাচী ফিরিয়া গিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তান সফর শেষে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক হালচাল সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া গত শুক্রবার তিনি সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দেন।

কাজি আকবর ঢাকা অবস্থানকালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শেখ মুজিবর রহমানের চিন্তাধারা ও রাজনৈতিক ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের আশা-আকাংক্ষার প্রেক্ষিতে তাদের জন্য উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ রচনার প্রতীক হিসাবে শেখ মুজিবর রহমান প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন এবং শেখ সাহেব পূর্ব পাকিস্তানে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নেতা হিসাবেও আজ প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পূর্ব পাকিস্তানের গণমানসের চিন্তাধারা সম্পর্কে তাঁদের সম্যক ধারণা আছে। তাদের অনেকেই পূর্ব পাকিস্তানীদের দাবীদাওয়ার প্রবক্তা হিসাবে শেখ সাহেবের ভূমিকা চ্যালেঞ্জ করেন না। শেখ সাহেবের রাজনৈতিক জীবনের উল্লেখ করিয়া কাজি আকবর বলেন যে, শেখ সাহেব তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরুতেই পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন প্রশ্নে তাঁর মতবাদ সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ থাকিতে পারে কিন্তু মৌলিক প্রশ্নে তাঁর বক্তব্য যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যদি গণতন্ত্রকে আদর্শ হিসাবে স্বীকার করা হয় তবে সে সব যুক্তি উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

পূর্ব পাকিস্তানের গণমানসের চিন্তাধারার বিষয় উল্লেখ করিয়া কাজি আকবর বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানীরা মনে করে যে, গত ২২ বৎসরে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনে তাদের যথাযথ ভূমিকা পালনের সুযোগ দেওয়া হয় নাই। সেজন্য তারা বঞ্চিত হইয়াছে বলিয়া তাদের মধ্যে একটা

ধারণা সৃষ্টি হইয়াছে। শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক এবং জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ইন্তেকালের পর এই ধারণা গুরুতর আকার ধারণ করে। এই দুইজন নেতা পূর্ব পাকিস্তানে গণসমর্থন ও গণআস্থার অধিকারী ছিলেন এবং তাঁরা ছিলেন জাতীয় নেতা।

জনাব আইয়ুব খানের শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তান শাসনের প্রসঙ্গ তুলিয়া কাজি আকবর বলেন যে, আইয়ুব শাসনের ১১ বৎসরে পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রের মনোনীত প্রতিনিধির দ্বারা শাসিত হইয়াছে। তাঁরা প্রশাসনের সমর্থনে জনসাধারণের আস্থা ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতা আদায় করিতে পারে নাই।

সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিপুল পরিমাণ উন্নয়ন সাধন সত্ত্বেও দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের এজেন্ট হিসাবেই তাঁরা নিজেদের প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। ১৯৬৮ সালের নবেম্বর মাস হইতে ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ পর্যন্ত সফরকালে ১১ বৎসরের পুঞ্জীভূত ব্যথা-বেদনা, হতাশা ও রাজনৈতিক বিক্ষোভের আকারে বিস্ফোরিত হয়। দেশব্যাপী এ বিক্ষোভ ছড়াইয়া পড়িয়া প্রশাসন ও অর্থনৈতিক জীবনকে পঙ্গু করিয়া দেওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। তিনি বলেন যে, বর্তমান প্রশাসন ব্যবস্থা প্রদেশে আজ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁরা বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ের মৌলিক সমস্যাসমূহ নিরূপণ করিয়া সর্বসাধারণের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচারের একটি পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস পাইতেছেন। এই সবই হইতেছে দেশে স্বাভাবিক রাজনৈতিক তৎপরতা পুনঃপ্রবর্তনের পূর্ব শর্ত এবং পূর্ব পাকিস্তানীরা দেশে স্বাভাবিক রাজনৈতিক তৎপরতা পনুঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যথেষ্ট উদগ্রীব।

দৈনিক পয়গাম

৬ই জুলাই ১৯৬৯

আওয়ামী লীগের প্রতি সমর্থন

ঢাকা, ৪ঠা জুলাই।– নারায়ণগঞ্জের মেসার্স এ, কে, এম শামসুজ্জোহা, এ, কে, এম ফজলুর রহমান, মহিউদ্দীন আহমেদ, লিলু মিয়া এবং কাজী আবুল কাসেম এক যুক্ত বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের গতিশীল নেতৃত্বের প্রতি পুনর্বার তাহাদের আস্থা জ্ঞাপন করেন। তাহারা বিবৃতিতে আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে কাজ করার কথাও উল্লেখ করেন।

দৈনিক পয়গাম

৬ জুলাই ১৯৬৯

লুন্দখোর আওয়ামী লীগে যোগ দিলেন

পেশোয়ার, ৪ঠা জুলাই।– খান গোলাম মোহাম্মদ খান লুন্দখোর অদ্য এখানে ঘোষণা করেন যে, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান অগণতান্ত্রিক ও অন্যায়ভাবে তাঁহার দলকে দেশের তিনটি দলের সহিত একত্রীকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি পাকিস্তান আওয়ামী লীগের আহ্বায়কের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন।

লুন্দখোর খান এতদিন পিডিএম পন্থী পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ কোন দলের সহিত একত্রীভূত হয় নাই এখনও উহার পৃথক সত্ত্বা রহিয়াছে।

তিনি বলেন, তিনি আওয়ামী লীগের দুইটি শাখার মত পার্থক্য দূর করার চেষ্টা করিবেন। শেখ মুজিবর তাঁহার ৬ দফার দুইটি দফা যেমন শক্তিশালী কেন্দ্র ও পৃথক মুদ্রা সম্পর্কে তাঁহার নীতি সংশোধনে রাজী হইলে দুইটি শাখা আপনা আপনি একত্রিত হইবে। –এপিপি

Morning News

8th July 1969

Samad joins 6-pt. AL

(By Our Staff Reporter)

Mr. M. A. Samad, former General Secretary, national democratic Front which has merged into PDP announced his, decision to join the Awami League (Six-Point Group) in Dacca yesterday.

Mr. Samad's Press statement announcing his decision to join the Awami League was handed over to newsmen at a Press conference addressed by General Secretary of the Provincial A.L Mr. Tajuddin Ahmed. Sheikh Mujibur Rahman was also present at the conference.

Mr. Samad in his statement briefly narrated the factors behind his resignation from the NDF and joining the Awami League. He said Awami League (Six-Point Group) alone had the programme and the leadership to carry on the struggle for the people to a successful end and establish a real democratic order in the country.

Mr. Samad said he had resigned from the General Secretary-ship of the NDF because of "palace intrigue" hatched by some leaders who had always been representing the vested interest in the country.

He said after resigning from the NDF he looked for joining a party which had correct programme and bold and dynamic leadership to carry on the struggle on the party. He said he found Awami League with Sheikh Mujibur Rahman as its leader capable of giving correct lead to the country.

Morning News

8th July 1969

Mujib Challenges PDP : Jamaat to referendum on autonomy, One Unit

(By Our Staff Reporter)

Sheikh Mujibur Rahman chief of the Awami League, yesterday threw a challenge to Pakistan Democratic Party, Jamaat-e-Islami and "all those who oppose the idea of regional autonomy as demanded by the Awami League" to face the people in a nationwide referendum on regional autonomy, dismemberment of One Unit and representation on the basis of population.

Sheikh Mujibur Rahman told newsmen at a Press conference, addressed mainly by the General Secretary of the Provincial Awami League, Mr. Tajuddin, that in the recent mass movement it was proved beyond doubt that people wanted regional autonomy, dismemberment of One Unit in West Pakistan and representation on the basis of population.

Sheikh Mujibur Rahman in a frontal attack on PDP leader Nawabzada Nasrullah Khan and the Ameer Jamaat-e-Islam, Moulana Maudoodi, said those who oppose any of the three demands of the people "are in hopeless minority" and people were not with them. He said a referendum on the three points will expose these leaders.

He said early election in the country would mean a referendum and "we will prove that the parties opposed to the idea of the three demands were in hopeless minority."

Mr. Tajuddin, General Secretary of the Provincial Awami League strongly criticised the statements made by PDP leader Nawabzada Nasrullah Khan and Ameer Jamaat-e-Islami, Moulana Maudoodi describing the programme of the Awami League as anti-Pakistani and calling its leader Sheikh Mujibur Rahman an "intriguer".

In a sharp retort to the two leaders, Mr. Tajuddin said that those who speak from their "hotelrooms" had no right to challenge the patriotism of Sheikh Mujibur Rahman and call Awami League's programme as anti Pakistani.

Mr. Tajuddin said the Six-point programme of his party, which is included "in toto" in the 11-point programme of the students reflected the hopes and aspirations of the people of both the wings.

He said the basis of the recent people's movement was the demand for regional autonomy and dismemberment of One Unit and representation on the basis of population.

He said some leaders who had traditionally represented the vested interests in the country were out to mislead the people with phoney slogans. He said the Six-point programme of his party aimed at ensuring lasting peace and progress in the country.

He said there was no difference of opinion among political parties on the regional autonomy for the provinces. Controversy was, however, there over the quantum of autonomy to be given to the provinces. The point at issue, he said, was what were the subjects to be left with the Centre. Mr. Tajuddin Claimed that the Awami League gave a solution to this problem through the Six-point programme.

Mr. Tajuddin said the Awami League was always ready to discuss with anybody the Six-point programme.

Refuting the charges brought against the certain of para-military force and taxation by province as contained in the Six-point programme, Mr. Tajuddin asserted that there was nothing objectionable in these proposals.

He said the concept of paramilitary force was not a new one for regional defence. He pointed out that East Pakistan Rifles in the Eastern Wing and Rangers in the West Pakistan were para-military force, call it by whatever name would not be an alien Government. The Central Government would be our Government and country would remain one, and a strong one at that.

He said that Nawabzada Nasrullah could not comprehend the import of the Six-point programme. It was not possible for him to grasp the meaning of the Lahore resolution which gave birth to Pakistan because Nawabzada was opposed to the idea of Pakistan. "How could we ask for the disintegration of the country when we ourselves fought for and achieved it on the basis of the Lahore resolution," he added.

Mr. Tajuddin also criticised Moulana Maudoodi who was reported to have said that the recent mass movement was inspired by external influence.

He remarked that the Moulana who was opposed to the creation of Pakistan could only speak like that.

দৈনিক পয়গাম

৮ই জুলাই ১৯৬৯

জনগণের দাবী-দাওয়ার প্রশ্নে গণভোট অনুষ্ঠানের আহ্বান

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সাবেক প্রদেশগুলির পুনরুদ্ধারের উপর ভিত্তি করিয়া গণভোটের সম্মুখীন হইবার জন্য দেশের রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি চ্যালেঞ্জ প্রদান করিয়াছেন।

তিনি গতকল্য (সোমবার) আওয়ামী লীগ অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানের বিবৃতির জবাব দানকালে উপরোক্ত চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানও সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

জনাব তাজুদ্দিন বলেন যে, আওয়ামী লীগের ৬ দফা, ছাত্রদের ১১ দফা, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব, পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভাঙ্গিয়া সাবেক প্রদেশগুলির পুনরুদ্ধারের উপর ভিত্তি করিয়াই চলতি সালের প্রথম দিকে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলন হইয়াছিল। তিনি বলেন মূলতঃ এইগুলিই হইতেছে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সমস্যা। যে কোন রাজনৈতিক দলের জন্য এইগুলির যে কোন একটিও পরীক্ষা স্বরূপ। আমরা এই সবের সম্মুখীন হইতে সদা প্রস্তুত। জনাব তাজুদ্দিন বলেন, নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান বিবৃতিতে আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচীর কথা উল্লেখ করিয়া যেভাবে উহাকে জাতীয় সংহতির পরীক্ষা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাহা মূলতঃ ভ্রান্তিমূলক, দুর্ভাগ্যজনক ও অপবাদপূর্ণ।

তিনি পাকিস্তান ডিমোক্র্যাটিক পার্টির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক দলের একত্রীকরণ অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু উক্ত দলের নেতৃবৃন্দ নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য যে ভাবে আওয়ামী লীগের প্রতি অপবাদ দেওয়া শুরু করিয়াছেন তাহা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক।

তিনি আওয়ামী লীগের ৬ দফা ব্যাখ্যা দান প্রসঙ্গে বলেন, দেশের প্রদেশদ্বয়ের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে

কোন মতভেদ নাই। একমাত্র মতানৈক্য হইতেছে, প্রদেশকে কতখানি স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইবে তাহা লইয়া। তিনি উল্লেখ করেন যে, এই সমস্যার ব্যাপারে আওয়ামী লীগ ৬ দফার মাধ্যমে একটি সমাধান প্রদান করিয়াছে। তিনি বলেন, স্বায়ত্তশাসনসহ অপরাপর রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হইলে দেশের স্থায়ী শান্তি এবং সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা বিধান করা যাইবে। তিনি বলেন, ৬ দফার প্রশ্নে কোন রাজনৈতিক দল অথবা নেতার সহিত আলোচনা করিতে আওয়ামী লীগ সর্বদা প্রস্তুত রহিয়াছে।

তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, কতিপয় রাজনৈতিক নেতা হোটেলে নিরাপদ দূরত্বে বসিয়া আওয়ামী লীগের প্রতি কদর্যপূর্ণ ভাষায় গালিগালাজ করিতেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, তাহারা ইচ্ছা করিলে স্বায়ত্তশাসন জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে জনসভায় আওয়ামী লীগের প্রতি চ্যালেঞ্জ করিতে পারেন এবং এসবের উপর তাহাদের মতামত প্রকাশ করিতে চাহিলে আওয়ামী লীগ তাহাদের সক্রিয় সহযোগীতা দান করিবে।

আওয়ামী লীগ নেতা ৬ দফায় বর্ণিত প্রদেশে প্যারা মিলিশিয়ার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, এই ব্যাপারে আওয়ামী লীগের প্রতি যেসব অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে তাহার কোন ভিত্তি নাই। প্যারা মিলিশিয়া গঠনের প্রস্তাবে অন্যায়ের কিছু নাই বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ ৬ দফায় যাহা বলিয়াছে লাহোর প্রস্তাবেও তাহাই বলা হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান লাহোর প্রস্তাবই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই।

জনাব তাজুদ্দিন মওলানা মওদুদীরও সমালোচনা করেন।

আজাদ

৯ই জুলাই ১৯৬৯

শেখ মুজিব কর্তৃক ছাত্রলীগের নয়া অফিস উদ্বোধন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

সংগ্রামের মধ্য দিয়াই ছাত্র লীগের জন্ম এবং আপোষহীন সংগ্রামী ভূমিকার দ্বারাই এই প্রতিষ্ঠান জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবে। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল মঙ্গলবার বলাকা ভবনে পূর্ব্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের (তোফায়েল সমর্থক) নূতন কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়ের উদ্বোধনকালে উপরোক্ত অভিমত প্রকাশ করেন। শেখ মুজিবর রহমান উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

ছাত্রলীগের ইতিহাস উল্লেখ করিয়া শেখ ছাহেব বলেন, ছাত্রলীগ একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। এই দেশে যখন কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল না, সেই সময় এই প্রতিষ্ঠান ভাষা ও মানুষের মুক্তি আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়াছে। তিনি বলেন, সংগ্রাম এখনও শেষ হয় নাই। সম্মুখে আরও সংগ্রাম রহিয়াছে।

তিনি ছাত্র লীগ কর্মীদের নীতি ও আদর্শের জন্য আত্মনিয়োগের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আদর্শগত কোন ভিত্তি ছাড়া বিশ্বে কখনও কোন কল্যাণকর কাজ করা সম্ভব নহে।

"নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিছে
বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
শান্তির ললিতবাণী শোনা হবে
ব্যর্থ পরিহাস।"

শেখ সাহেব রবীন্দ্রনাথের কবিতার উপরোক্ত কয়েকটি লাইন আবৃত্তি করিয়া তাহার বক্তৃতা সমাপ্ত করেন। ছাত্রলীগ সভাপতি তোফায়েল আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে জনাব তাজউদ্দীন ও ছাত্র লীগের বহু সংখ্যক প্রাক্তন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ছাত্র লীগের ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করিয়া অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা করেন।

উল্লেখযোগ্য যে, ১৫ক পুরান পলটন হইতে ছাত্র লীগের কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় গতকল্য ৪২ বলাকা ভবন, ঢাকা এই ঠিকানায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

আজাদ
৯ই জুলাই ১৯৬৯
৬ জন আইজীবীর আওয়ালী লীগে যোগদান

ঢাকা, ৮ই জুলাই।–ছয়জন আইনজীবী জনাব শাহাবুদ্দিন, জনাব কে, এ, খালেক, দেওয়ান লিয়াকতউদ্দিন, জনাব মোশাররফ হোসেন, জনাব সিরাজুল করিম চৌধুরী ও সৈয়দ আকবর হোসেন আওয়ামী লীগে যোগদান করিয়া এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন।

বিবৃতিতে তাঁহারা বলেন যে, আওয়ামী লীগ বাংলা ভাষার জন্য সংগ্রাম করিয়াছে, প্রথম বিরোধীদল গঠন করিয়াছে। ১৯৫৪ সালের নির্ব্বাচনে নেতৃত্ব দিয়াছে এবং স্বায়ত্তশাসনের দাবী প্রথম উত্থাপন করিয়াছে। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতা সংগ্রামে একজন বলিষ্ঠ সংগ্রামী। জনগণের দাবী আদায়ের জন্য তিনি দৃঢ় সঙ্কল্প। জনগণকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা পাকিস্তানে একমাত্র তিনিই রহিয়াছেন। কায়েমী স্বার্থবাদীদের হাতে তিনি ইতিমধ্যে বহু নিগ্রহ

ভোগ করিয়াছেন। আরও আত্মত্যাগের প্রয়োজন হইলেও তিনি কুণ্ঠিত হইবেন না। বিবৃতিতে তাঁহারা আওয়ামী লীগের ছয়দফা কর্ম্মসূচীর প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করেন।

Morning News
9th July 1969
Uphold glorious traditions of EPSL: Mujib

Sheikh Mujibur Rahman, Chief of the Awami League yesterday called upon the members of the East Pakistan Students' League to uphold the glorious traditions of the organization, reports PPI.

The Sheikh was giving his inaugural address at the new office of the Central Committee of the East Pakistan Students' League at the Balaka building here last evening.

The Awami League chief who was also the founder of the East Pakistan Students' League gave a brief history of the trials the organization had to face times without member since its creation in 1948.

He said that at times when there was no organized political party and even the Awami League was not born, it was this organization which gave a stubborn resistance to the onslaught on Bengali language.

He said that the organisation which came into being on an auspicious day of 1948 at the Fazlul Huq hall premises with only a few members between 30 and 40 students on its roll had by now become the biggest students' organization in the province.

The Sheikh advised the student Leaguers to be dedicated to their principle and ideology and maintained that no noble work could be achieved in the world without ideological background, dynamic principle and lofty sacrifice.

Earlier, Sheikh Mujibur Rahman opened the new office room of the Central Committee of the East Pakistan Students' League by cutting a tape.

The function which was presided over by Mr. Tofail Ahmad, President of the organization was also addressed by Messrs Tajuddin Ahmad, General Secretary of the East Pakistan Awami League, Sheikh Fazlul Haque Moni, K. M. Obaidur Rahman, Abdur Razzaq, Abdur Rouf, Khaled Muhammad Ali and A.S.M. Abdur Rab, General Secretary of the EPSL.

On arrival the Sheikh was profusely garlanded.

দৈনিক ইত্তেফাক

১০ই জুলাই ১৯৬৯

শেখ মুজিব কর্তৃক ছাত্রলীগের নয়া কার্যালয় উদ্বোধন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল (মঙ্গলবার) বিকালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের অন্যতম সংগঠক শেখ মুজিবর রহমান ৪২, বলাকা বিল্ডিংয়ে (তিনতলা) পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের নয়া কেন্দ্রীয় কার্যালয় উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ছাত্রলীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জনাব তাজুদ্দিন আহ্‌মদ, ছাত্রলীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শেখ ফজলুল হক মণি; ছাত্রলীগের প্রাক্তন সভাপতি জনাব কে, এম, ওবায়দুর রহমান, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুর রাজ্জাক, প্রাক্তন সভাপতি জনাব আবদুর রউফ, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক জনাব খালেদ মোহাম্মদ আলীসহ বহু প্রাক্তন ছাত্রলীগ নেতা ও কর্মী, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের নব-নির্বাচিত কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি তোফায়েল আহমদ, সাধারণ সম্পাদক আ স ম আবদুর রব, অন্যান্য কর্মকর্তা এবং ঢাকা শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। শেখ মুজিবর রহমান ছাত্রলীগ কার্যালয়ের উভয় কক্ষ পরিদর্শন করেন। একটি কক্ষে কার্যালয় ও অপর কক্ষে পাঠাগার স্থাপন করা হইয়াছে। কার্যালয়ের কক্ষে ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক মরহুম তফাজ্জল হোসেনের রচনার কতিপয় উদ্ধৃতি রক্ষিত হইয়াছে।

ঢাকা শহর ছাত্রলীগ কর্মকর্তাদের জ্ঞাতব্য

গতকাল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের ঢাকা শহর শাখার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ঢাকা শহরের সকল স্কুল-কলেজের ছাত্রলীগ শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণকে আজ (বুধবার) বিকাল ৫টায় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের ঢাকা শহর শাখার কার্যালয় ১৫/ক, পুরানা পল্টনে (সাবেক কেন্দ্রীয় কার্যালয়) উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ জানান হইয়াছে।

দৈনিক পয়গাম

১০ই জুলাই ১৯৬৯

সীমান্তের আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের ঢাকা সফর

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আওয়ামী লীগ নেতা মওলানা রসুল আমীন, মানকী শরীফের পীরসাহেব ও মাষ্টার খান গুল অদ্য (বৃহস্পতিবার) ঢাকা আগমন করিবেন। ঢাকা অবস্থানকালে তাঁহারা আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যের সহিত সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা করিবেন।

Morning News

11th July 1969

W.P.A.L. leaders confer with Mujib

(By Our Staff Reporter)

Maulana Ruhul Amin, Pir Shaheb of Manki Sharif and Master Khan Gul, both Awami League leaders in West Pakistan arrived in Dacca yesterday and had a two-hour talk with the Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman on organizational matters, according to a Press release of the party.

The two West Pakistan Awami League leaders will also hold another round of talks with the Sheikh and other leaders this morning. They are expected to leave for Lahore today.

দৈনিক পয়গাম

১১ জুলাই ১৯৬৯

মানিক মিয়ার চেহলাম সম্পন্ন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (বৃহস্পতিবার) 'ইত্তেফাকের' প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মরহুম তফাজ্জল হোসেনের (মানিক মিয়া) 'চেহলাম' অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে মরহুমের ধানমণ্ডিস্থ বাসভবনে সকাল ৭টায় কোরানখানি অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১১টায় মিলাদ শেষে মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করিয়া মোনাজাত করা হয়। দুপুর বারটা হইতে বিকাল তিনটা পর্যন্ত আম-জেয়াফতের খানাপিনা হয়। 'চেহলাম' অনুষ্ঠানে শেখ মুজিবর রহমান, জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী, জনাব আবদুস সালাম খান ও নওয়াব হাসান আসকরীসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

ছাত্রলীগের অনুষ্ঠান

গতকল্য (বৃহস্পতিবার) পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের উদ্যোগে মরহুম তফাজ্জল হোসেনের (মানিক মিয়া) চেহলাম উপলক্ষে এক মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। প্রতিষ্ঠানের ১৮ এলিফ্যান্ট রোডস্থ কেন্দ্রীয় অফিসে এই মিলাদ অনুষ্ঠিত হয়।

মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কন্যা বেগম আখতার সোলায়মান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান করেন।

অনুষ্ঠানে মরহুমের জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ আহমদ শরীফ, বেগম আখতার সোলায়মান, ছাত্রলীগের সভাপতি জনাব আল-মুজাহিদী ও সৈয়দা লুৎফুন্নেছা।

দৈনিক পয়গাম

১১ জুলাই ১৯৬৯

লুন্দখোরের বিবৃতি : '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র মোতাবেক নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী

পেশোয়ার, ১০ই জুলাই।– পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক খান গোলাম মোহাম্মদ খান লুন্দখোর ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র মোতাবেক নির্বাচন অনুষ্ঠানে সম্মত হওয়ার জন্য নেতৃবৃন্দের নিকট এক আহবান জানাইয়াছেন।

এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবর রহমান, খান আবদুল কাইয়ুম খান, মাহমুদুল হক ওসমানী ও নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রশ্নে যে পরস্পর বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে পরিস্থিতি আরও জটিল হইয়া উঠিবে। আশু সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথ পরিষ্কার হইবে না।

জনাব লুন্দখোর নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রকে একটা ভিত্তি হিসাবে গ্রহণের সুপারিশ করেন। তবে তিনি বলেন যে, জাতীয় পরিষদে শতকরা ৫৫ ভাগ ভোট লইয়া এই শাসনতন্ত্র যাহাতে প্রণয়ন করা যায় প্রেসিডেন্টকে সেইরকম একটা ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। –এপিপি

সংবাদ

১১ই জুলাই ১৯৬৯

শেখ মুজিবের সহিত সীমান্ত আওয়ামী লীগ নেতাদের বৈঠক

ঢাকা, ১০ই জুলাই (পিপিআই)।– সাবেক উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের দুইজন আওয়ামী লীগ নেতা মানকি শরীফের পীর মওলানা রুহুল আহিন এবং মাষ্টার খান গুল আজ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক বিষয়াদি সম্পর্কে পার্টি প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের সহিত আলোচনা করেন। স্থানীয় হোটেল শাহবাগে এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

আজ সকালের দিকে উক্ত সীমান্ত নেতৃদ্বয় ঢাকায় পৌঁছিয়াছেন। আজ হোটেল শাহবাগে আলোচনার সময় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দীন উপস্থিত ছিলেন। পীর সাহেব ও মাষ্টার খান গুল আগামীকাল লাহোর রওয়ানা হইবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৪ই জুলাই ১৯৬৯

শ্রদ্ধাঞ্জলী–

মওলানা তর্কবাগিশ

মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগিশ তাঁর শোকবাণীতে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ এবং তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। তিনি তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করেন।

শেখ মুজিবুর রহমান

পিপিআই পরিবেশিত খবরে বলা হয়, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান পাক-ভারত উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছেন। এক শোকবাণীতে তিনি বলেন যে, বিশিষ্ট পণ্ডিত ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লার আকস্মিক মৃত্যুতে সাহিত্য জগৎ আজ রিক্ত হইয়া পড়িল। শেখ সাহেব বলেন, ডঃ শহীদুল্লাহ তাঁহার অধ্যবসায়ের দরুন প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যেও খ্যাতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে শুধু জাতিরই ক্ষতি হয় নাই, শিক্ষা জগতেরও এক অপূরণীয় ক্ষতি হইল। তাঁর এই শূন্যস্থান পূরণ করা সম্ভব হইবে না বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন। আওয়ামী লীগ প্রধান তাঁহার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। সকালে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লার মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার অব্যবহিত পরই শেখ সাহেব মরহুমের বেগমবাজারস্থ ভবনে গমন করিয়া তাহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। ইহার পর তিনি মরহুমকে দেখার জন্য হাসপাতালে গমন করেন।

বিচারপতি মোর্শেদ

ঢাকা হাইকোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব এস, এম, মোর্শেদ তাঁর শোকবাণীতে বলেন, "একজন মহা-পণ্ডিত পরলোক গমন করিয়াছেন। পাকিস্তান ও বিশ্বের জ্ঞানজগতের জন্য ইহা অত্যন্ত বড় রকমের ক্ষতি। পরম করুণাময় আল্লাহতালার নিকট প্রার্থনা, তাঁহার আত্মা চিরশান্তিতে থাকুক।"

লাহোরে শোক

লাহোর হইতে পিপিআই পরিবেশিত খবরে বলা হয় যে, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লার মৃত্যু সংবাদে প্রাদেশিক রাজধানী লাহোরের সকল মহলে গভীর শোকের সঞ্চার হইয়াছে। লাহোরের সাহিত্য মহল তাঁহার মৃত্যুকে জাতির শিক্ষা ও বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে এক অপূরণীয় ক্ষতি বলিয়া অভিহিত করেন।

বিচারপতি হামুদুর রহমান

পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি হামুদুর রহমান তাঁহার শোকবাণীতে বলেন, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লা একজন সম্মানী ব্যক্তি এবং আরবী, ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষার একজন খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে জাতির ভয়ানক ক্ষতি হইল।

বিচারপতি এস, এ, রহমান

পাকিস্তানের সাবেক প্রধান বিচারপতি এস, এ, রহমান ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লার মৃত্যুতে আন্তরিক শোক প্রকাশ করিয়া বলেন, তিনি বাংলা ভাষার একজন বিজ্ঞানী ও পণ্ডিত ছিলেন।

খান এ সবুর

সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী খান সবুর তাঁর শোকবাণীতে বলেন, দেশ একজন পণ্ডিত, মৌলিক চিন্তাবিদ ও ভাষাবিদ হারাইল। তিনি মরহুমের আত্মার শান্তি কামনা করেন।

মিসেস আমেনা বেগম

পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছেন।

আতিকুজ্জামান খান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যক্ষ জনাব আতিকুজ্জামান খান তাঁর শোকবাণীতে বলেন, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লার মৃত্যুতে শিক্ষক সম্প্রদায় এতিম হইয়া পড়িয়াছে। তিনি বলেন, ডঃ শহীদুল্লা জ্ঞান ও বিজ্ঞতার আধার ছিলেন। তিনি আরও বলেন, বহু পণ্ডিতের জন্ম হইবে এবং বহু পণ্ডিত চলিয়াও যাইবেন; কিন্তু অন্য কোন ডঃ শহীদুল্লা আর জন্মগ্রহণ করিবে না। তিনি তাঁর রুহের মঙ্গল কামনা করেন।

জহিরুদ্দিন

সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনাব জহিরুদ্দিন তাঁর শোকবাণীতে বলেন, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লার মৃত্যুতে জাতির যে ক্ষতি হইল তাহা অদূর ভবিষ্যতে পূরণ হইবার নহে। তিনি মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর মওলানা আবদুর রহিম, অধ্যাপক গোলাম আজম, জনাব আবদুল খালেক, সাপ্তাহিক জনতা সম্পাদক জনাব শওকত আলী খান, বাংলা কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কাসেম, বুলবুল একাডেমির সভাপতি জনাব মাহমুদ নূরুল হুদা ও সম্পাদক সৈয়দ আহমদ হোসেন, পূর্ব পাকিস্তান চটকল শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি মওলানা সাইদুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান প্রমুখ প্রখ্যাত ভাষাবিদ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন।

ইপিইউজে'র সভাপতির শোক

সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ ডঃ শহীদুল্লার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিয়া প্রদত্ত এক শোকবাণীতে ইপিইউজে'র সভাপতি জনাব শহীদুল্লাহ কায়সার বলেন, ডঃ শহীদুল্লার মৃত্যুতে একটি যুগের অবসান ঘটিল।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শোক

প্রখ্যাত ভাষাবিদ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লার মৃত্যুতে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া গ্রুপ), ঢাকা শহর শাখা, পূর্ব পাকিস্তান মাতা ও শিশু কল্যাণ সমিতি, মুসলিম মডার্ন একাডেমি, মুড়াপাড়া মালটিলেটারেল হাইস্কুল, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ (আল-মুজাহিদী গ্রুপ), খিলগাঁও হাইস্কুল ও নজরুল একাডেমী, জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন (দোলন গ্রুপ), পাকিস্তান ছাত্রশক্তি, পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘ, পাকিস্তান জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়া, ইদারাতুল মা আরিফ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে শোক সভার আয়োজন ও শোক প্রকাশ করা হয়।

Dawn

15th July 1969

Mujib due in City on Aug 10

Shaikh Mujibur Rahman, President of the Pakistan Awami League, will arrive in Karachi on August 10 for a 10-day stay in the City, Pir Sahib of Manki Sharif said in Karachi yesterday.

During his stay Sheikh Mujib will Preside over a meeting of Awami League Working Committee to be held on Aug 6.

Sheikh Sahib will also meet various political leaders besides his party workers.

It is understood that he will also discuss his party's organisational matters in West Pakistan. –PPI.

দৈনিক পাকিস্তান

১৫ই জুলাই ১৯৬৯

ইয়াহিয়া মুজিব সাক্ষাৎকার

(স্টাফ রিপোর্টার)

এপিপির খবরে প্রকাশ, প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় ঢাকায় প্রেসিডেন্ট ভবনে জনাব শেখ মুজিবর রহমান, জনাব তাজুদ্দিন, খন্দকার মুশতাক আহমদ ও জনাব কামরুজ্জামানকে সাক্ষাৎদান করেন।

এর আগে তিনি পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি আমিন আহমদকে সাক্ষাৎদান করেছেন।

প্রেসিডেন্টের ইপিআইডিসি ও ওয়াপদা অফিস পরিদর্শন

গতকাল সোমবার সকালে প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন সংস্থা এবং পূর্ব পাকিস্তান পনি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অফিসদ্বয় পরিদর্শন করেন। এই সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন খ এলাকার সামরিক প্রশাসক মেজর জেনারেল মোজাফফর উদ্দিন।

পূর্ব পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন সংস্থা এবং পূর্ব পাকিস্তান ওয়াপদার চেয়ারম্যানদ্বয় তাঁদের নিজ নিজ সংস্থার অধীনে এ পর্যন্ত কাজের যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং যে সকল প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির পথে রয়েছে তা পর্যালোচনা করেন।

দৈনিক পয়গাম

১৬ই জুলাই ১৯৬৯

শেখ মুজিবের মোমেনশাহী সফর

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আগামী ২০শে জুলাই (রবিবার) সকালে মোটরযোগে মোমেনশাহী রওয়ানা হইবেন। জনাব তাজুদ্দীন আহমদ, মীজানুর রহমান চৌধুরী, আবদুল মোমেন, মিসেস আমেনা বেগম, ওবায়দুর রহমান, শামসুল হক, এস, এ, সামাদ, আরহাম সিদ্দিকী, মতিয়ুর রহমান প্রমুখ নেতা দলীয় প্রধানের সঙ্গে থাকিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। মোমেনশাহীর পথে শেখ মুজিবর রহমান আওয়ামী লীগের কালিয়াকৈর থানা শাখা উদ্বোধন করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। নেতৃবৃন্দ উক্ত দিনই মোমেনশাহী হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন।

Dawn

17th July 1969

Pakistan is indivisible, says Mujibur Rahman :
'Implementation of 6 points to end discontentment'

DACCA, July 16: Sheikh Mujibur Rahman, President of the Pakistan Awami League has flatly rejected the contention that his party programme aimed at independence of East Pakistan from the Federation. "Pakistan is one and indivisible and we like to live as Pakistanis", he emphatically declared.

The Awami League chief was talking to a correspondent of the Czechoslovak news agency who called on him at his residence here Tuesday morning.

The correspondent wanted to know from the Awami League leader what was his political and economic programme during the pendency of Martial Law and when the rule of Martial Law is over. In reply Sheikh Mujibur Rahman referred to his party's Six-point programme and said he and his party always stood for complete regional autonomy. "This is the most suitable gentleman's settlement for the people of the eastern and western part of Pakistan which could Provide a strong bond of national solidarity and integrity", he said.

When the correspondent pointed out that the Awami League's Six-point programme is generally taken to be regional in nature and secessionist in tone, Sheikh Mujibur Rahman flatly rejected the contention and asked "How could it be regional and secessionist?"

He said Six-Point programme did not only demand complete regional autonomy for East Pakistan, but it did also demand the dissolution of one Unit in West Pakistan and then similar autonomy for each region there. "This is a programme of West Pakistani people as much as it is of the East Pakistan.

He said, One Unit was imposed on the people of the western part of the country against their will. When it (One Unit) is gone, the Sindhis, the Punjbis, the Baluchis and the Pathans will get back their identity and can shape their own affairs according to their hopes and aspirations, he said and added that dissolution of One Unit is the demand of every West Pakistan.

DISCONTENTMENT

On the other points, the Awami League leader said that the Six-point programme aimed at settling the issues of discontentment between the two wings of the country once for all and in the most practicable manner by "gentleman's settlement".

He said the gentleman's agreement could never be called secessionist in tone because once the root of frustration is gone, it would continue to strengthen our national solidarity and integrity.

He said, "my struggle is for the rightful share of the poor, irrespective of what part of the country they come from. I am a socialist, my and my party's fight is against the vested interest which has so far prevented the poor people of East and West Pakistan from tasting the fruits of their national independence", he declared.

FEDERAION

Giving further elaboration of the Six-Point programme, Sheikh Mujib explained how the programme believed in federation and said the programme did not dispute Centre retaining the subjects like defence and others without which federation became meaningless.

Questioned on economic programme of his party, the Awami League chief said that it stood for Socialism but not of the pattern adopted by different countries of the world presently. "Our pattern of Socialism would be formulated by the climate and soil of our country", he said.

Questioned Specifically on agrarian reform suited to both parts of the country, Sheikh Mujib said that it was a matter for the experts to formulate it in accordance with the wishes and aspirations of the people.

"But our programme would definitely be Pakistani in nature and character, serving the greater interest of the people of both East and West Pakistan alike", he said.

Other programme, he mentioned included election on the basis of adult franchise, representation in the Centre on the basis of population (and not parity) dismemberment of One Unit etc.

FOREIGN POLICY

Sheikh Mujib would not readily agree to say anything about foreign policy at the moment. He is very much nationalist in character and thought, he said.

He said "the Opposition in our country is not in a position to know how our national interest had been linked up with other countries by successive Governments and that the factors guiding a country's foreign policy had been always kept a secret from the Opposition".

He however, summarised his feelings on the foreign policy as "friendship for all and malice towards one". "We believe in coexistence and world peace", he said.

He would not like to be dragged into any specific international issue like Indo-Pakistan relations, Kabul talks, US-USSR, relations vis-a-vis Pakistan-china friendship etc. Nor would he like to say what results he expected for his party in the general elections when held in the country.

Asked whether he thought of any alliance with other political parties, Sheikh Mujibur Rahman said that such a thinking might grow only after the elections are fought.

"Please put the question to Maulana Bhashani", was his reply when asked whether he foresees any chance of some sort of alliance of co-operation between his Awami League and maulana Bhashani's National Awami Party.

Before saying "thank you", Sheikh Mujib gave the correspondent his analysis of how the Irish people, those of some Soviet Republics and even the Czechoslovak people are struggling for an autonomous life while in the Federation. –PPI.

দৈনিক পাকিস্তান

১৭ই জুলাই ১৯৬৯

শেখ মুজিব ময়মনসিংহ যাবেন

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান আগামী ২০শে জুলাই মোটরযোগে একদিনের সফরে ময়মনসিংহ গমন করবেন।

তিনি ময়মনসিংহ যাওয়ার পথে সেদিন সকাল ৮টায় কালিয়াকৈর থানা আওয়ামী লীগ অফিস উদ্বোধন করবেন।

শেখ সাহেবের সঙ্গে জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, জনাব আবদুল মোমেন, মিসেস আমেনা বেগম, জনাব ওবায়দুর রহমান, জনাব শামসুল হক, জনাব এম এ সামাদ, জনাব আরহাম সিদ্দিকী ও জনাব মতিউর রহমান প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতা ময়মনসিংহ গমন করবেন। তাঁরা সেদিনই ঢাকা প্রত্যাবর্তন করবেন।

আওয়ামী লীগে যোগদান

গত মঙ্গলবার আওয়ামী লীগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, জনাব দেলোয়ার হোসেন ও জনাব আবদুল কাদের এক বিবৃতিতে তাঁদের ৬ দফা আওয়ামী লীগে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন এবং শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্ব মেনে নেওয়ার জন্য জনগণ ও বুদ্ধিজীবীদের প্রতি আহ্বান জানান।

সংবাদ

১৭ই জুলাই ১৯৬৯

শেখ মুজিবের সহিত চেটেকা প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার : স্বায়ত্তশাসন ভদ্রজনোচিত সমাধান

ঢাকা, ১৬ই জুলাই (পিপিআই)।– পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে জনৈক সংবাদদাতার সহিত এক সাক্ষাতকারে

এই অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করাই তাঁহার পার্টির কর্মসূচীর লক্ষ্য। তিনি দৃঢ়তার সহিত বলেন, 'পাকিস্তান এক এবং অভিভাজ্য'। "আমরা পাকিস্তানী হিসাবেই বাস করিতে চাই।"

আওয়ামী লীগ প্রধান চেকোশ্লোভাক বার্তা প্রতিষ্ঠান চেটেকার জনৈক সংবাদদাতার সহিত আলোচনাকালে বলেন যে, তাঁহার পার্টি সর্বদাই পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী জানাইয়া আসিয়াছে। তিনি বলেন যে, পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের জনগণের জন্য ইহাই একমাত্র চমৎকার ভদ্রজনোচিত সমাধান। উভয় অংশের জনগণের মধ্যে ইহা এক শক্তিশালী জাতীয় সংহতি ও বন্ধনের সৃষ্টি করিতে পারে। আওয়ামী লীগের ছয়দফা কর্মসূচীকে প্রকৃতির দিক হইতে আঞ্চলিক হইলেও উহাতে বিচ্ছিন্নতার আভাস রহিয়াছে বলিয়া সাধারণভাবে যে অভিযোগ করা হয়, সে সম্পর্কে সংবাদদাতা প্রশ্ন করিলে শেখ মুজিব এই বক্তব্য সরাসরি অস্বীকার করেন। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করিয়া বলেন যে, কি করিয়া ইহা বিচ্ছিন্নতার ভাবাপন্ন হইতে পারে? তিনি বলেন যে, ছয়দফা কর্মসূচীতে কেবল পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী জানান হইয়াছে তাহাই নহে, পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিটের বিলোপ এবং অঙ্গ প্রদেশগুলির জন্য অনুরূপ স্বায়ত্তশাসনের দাবী উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানীদের মত ইহা পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের দাবী।

শেখ মুজিব বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক ইউনিট ব্যবস্থা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহার বিলুপ্তি ঘটিলে সিন্ধী, পাঞ্জাবী, বেলুচী ও পাঠানী তাঁহাদের সকীয় সত্তালাভ করিবে। তাঁহারা তাহাদের আশাআকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের ব্যবস্থা পরিচালনা করিতে সক্ষম হইবেন। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, দেশের দুই অংশের মধ্যে অসন্তোষের কারণ দূর করিয়া অত্যন্ত বাস্তবসম্মত উপায়ে সমস্যার সমাধানই ছয় দফা কর্মসূচীর লক্ষ্য। তিনি বলেন যে, ইহাকে কোনক্রমেই ভাবধারার দিক হইতে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলিয়া আখ্যায়িত করা চলে না। কারণ একবার যদি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মন হইতে হতাশার মূল উৎপাদন করা সম্ভব হয় তবে জাতীয় সংহতি দৃঢ়তর হইবে।

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে জাতীয় অর্থনীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তাহাদের ন্যায্য অংশ হইতে যে বঞ্চিত করা হইয়াছে শেখ মুজিব সংবাদদাতার নিকট উহার বিবরণ পেশ করেন। তিনি বলেন, "আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা পাকিস্তানী হিসাবেই বাস করিতে চাই। কলোনী হিসাবে ব্যবহার লাভ করিতে চাই না।"

তিনি বলেন, "দেশের যে অংশেরই হোক গরীব যাহাতে তাহার ন্যায্য অংশ লাভ করে সেই জন্যই আমার সংগ্রাম। আমি একজন সমাজতন্ত্রী। আমি ও আমার পার্টির সংগ্রাম কায়েমী স্বার্থবাদীদের বিরুদ্ধে যে কায়েমী স্বার্থবাদী মহল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের গরীব জনগণকে স্বাধীনতার সুফল হইতে বঞ্চিত করিয়া আসিতেছে। ছয় দফা কর্মসূচীর বিশদ বিশ্লেষণ করিয়া শেখ মুজিব দেখান যে, কিভাবে তাহার উক্ত কর্মসূচী ফেডারেশনের পক্ষে। তিনি বলেন যে, দেশরক্ষা প্রভৃতি বিষয় কেন্দ্রের হাতে রাখার বিরোধী তিনি নহেন। তাঁহার পার্টির অর্থনৈতিক কর্মসূচী কি, জিজ্ঞাসা করা হইলে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, তাহার দল সমাজতন্ত্রের পক্ষে। তবে বর্তমান বিশ্বের অন্যান্য দেশের সমাজতন্ত্রের যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হইতেছে উহার নকল করা তাহার দলের লক্ষ্য নয়। বরং নিজ দেশের পরিবেশ ও পরিস্থিতির সহিত খাপ খাওয়াইয়া সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি গড়িয়া তুলিতে তাহারা চাহেন। তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য হইবে পূর্ব পাকিস্তানী সমাজতন্ত্র এবং সমগ্র পাকিস্তানের জন্য পাকিস্তানী সমাজতন্ত্র।

দেশের উভয় অংশের জনগণের জন্য কি কি কৃষি সংস্কার তিনি সুপারিশ করেন, জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, ইহা বিশেষজ্ঞদের ব্যাপার। তাঁহারা জনগণের আশা-আকাঙ্খার পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার কর্মসূচী বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন, জনসংখ্যা অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব ও এক ইউনিটের বিলোপের দাবীর কথা উল্লেখ করেন। বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে জনাব মুজিব বলেন যে, তিনি এক্ষুণি বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে কিছুই বলিতে চাহেন না কারণ বর্তমান মূহুর্তে তাহার চিন্তা ও চরিত্র অতিমাত্রায় জাতীয় ভিত্তিক। তিনি বলেন যে, আমাদের দেশের পর পর কয়েকটি সরকার এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে যে, বিরোধী দল অন্যান্য দেশের সহিত আমাদের জাতীয় স্বার্থের যোগাযোগ সম্পর্কে অবহিত হইতে পারে না। দেশের বৈদেশিক নীতির মূল বিষয়গুলি সর্বদাই বিরোধীদলের নিকট গোপন রাখা হয়। তবে, বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে তিনি "সকলের জন্য বন্ধুত্ব, কাহারও জন্য বিদ্বেষ নয়" এই নীতির অনুসারী। তিনি বলেন, আমরা সহ অবস্থান ও বিশ্ব শান্তিতে বিশ্বাসী। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে তাঁহার পার্টি কিরূপ ফল আশা করেন জিজ্ঞাসা করা হইলে আওয়ামী লীগ প্রধান এই ব্যাপারে কোন কিছু বলিতে অস্বীকার করেন।

অন্যান্য রাজনৈতিক পার্টির সহিত কোনরূপ মৈত্রীর কথা তিনি চিন্তা করিতেছেন কিনা, জিজ্ঞাসা করা হইলে শেখ মুজিব বলেন যে, নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়া যাওয়ার পর এই বিষয় চিন্তা করা যাইতে পারে। মওলানা ভাসানী ন্যাপের সহিত তাঁহার পার্টির কোন ঐক্য জোটের সম্ভাবনা রহিয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, "এই প্রশ্ন মওলানা ভাসানীকেই করুন।"

দৈনিক ইত্তেফাক

১৮ই জুলাই ১৯৬৯

বিচ্ছিন্নতা নহে, জনগণের ন্যায্য প্রাপ্য আদায়ই আমার সংগ্রামের লক্ষ্য :
বিদেশী সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব কর্তৃক দলীয় কর্মসূচী ব্যাখ্যা

পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ফেডারেশন বহির্ভূত স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানই তাঁহার দলের কর্মসূচীর লক্ষ্য এই ধারণা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন; পাকিস্তান এক ও অবিভাজ্য এবং আমরা পাকিস্তানী হিসাবেই বাঁচিতে চাই। গত মঙ্গলবার চেকোশ্লোভাক নিউজ এজেন্সীর 'চেটেকা'র এক প্রতিনিধির সঙ্গে স্বীয় বাসভবনে এক সাক্ষাৎকারে আওয়ামী লীগ প্রধান উপরোক্ত মন্তব্য করেন। উক্ত প্রতিনিধি আওয়ামী লীগ প্রধানের কাছে সামরিক শাসন চালু থাকাকালে এবং সামরিক শাসন প্রত্যাহারের পর তাঁহার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী কি সে সম্পর্কে জানিতে চাহেন। জবাবে শেখ মুজিবর রহমান তাঁহার দলের ৬ দফা কর্মসূচীর কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, তিনি ও তাঁর দল সর্বদাই পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী করিয়া আসিতেছেন। তিনি বলেন ঃ ইহাই পাকিস্তানের পূর্ব পশ্চিম অংশের জনসাধারণের জন্য উপযোগ ভদ্রস্থ সমাধান; কারণ ইহাই জাতীয় ঐক্য ও সংহতির শক্তিশালী বন্ধনের ভিত্তি রচনা করিতে পারে।

আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচীতে আঞ্চলিকতার গন্ধ ও বিচ্ছিন্নতার সুর রহিয়াছে বলিয়া সাধারণ ধারণা রহিয়াছে, এই মর্মে উক্ত প্রতিনিধি আওয়ামী লীগ প্রধানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি উহা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন এবং পাল্টা প্রশ্ন করেন ঃ কেমন করিয়া উহা আঞ্চলিকতা ও বিচ্ছিন্নতামূলক হইতে পারে?

তিনি বলেন, ৬-দফা কর্মসূচীতে কেবল পূর্ব পাকিস্তানের জন্যই পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবী করা হয় নাই, বরং পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিল ও তৎপর তথাকার প্রত্যেক অঞ্চলের জন্যও একই ধরণের

স্বায়ত্তশাসন দাবী করা হইয়াছে। এই কর্মসূচী পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের উভয় অংশের জনগণের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

৬-দফার অন্যান্য দফা সম্পর্কে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, ৬ দফা কর্মসূচীর লক্ষ্য হইতেছে দেশের দুই অংশের মধ্যকার অসন্তোষের বিষয়গুলির ভদ্রস্থ পথে বাস্তব উপায়ে চূড়ান্ত সমাধান।

তিনি বলেন যে, ভদ্রলোকের চুক্তিতে বিচ্ছিন্নতার সুর থাকে একথা কখনই বলা চলে না; বরং একবার হতাশার উৎস বিনষ্ট হইলে উহা আমাদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে শক্তিশালী করিতে থাকিবে। তিনি বলেন, দরিদ্র জনসাধারণের ন্যায্য প্রাপ্য আদায়ের জন্যই আমার সংগ্রাম, তা তারা দেশের যে কোন অংশেরই হোক না কেন। তিনি ঘোষণা করেন ঃ আমি একজন সমাজতন্ত্রী। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দরিদ্র জনসাধারণকে যে কায়েমী স্বার্থবাদী চক্র জাতীয় স্বাধীনতার ফল ভোগ হইতে বঞ্চিত করিতেছে, সেই কায়েমী স্বার্থবাদী চক্রের বিরুদ্ধেই আমার ও আমার দলের সংগ্রাম।

৬-দফা কর্মসূচী আরও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন যে, এই কর্মসূচী ফেডারেশনে বিশ্বাসী। দেশরক্ষা ও অন্যান্য যে সব বিষয় ছাড়া কেন্দ্র অর্থহীন হইয়া পড়ে, সেই সব বিষয় কেন্দ্রে রাখার ব্যাপারে এই কর্মসূচীর কোন বিরোধ নাই। দলের অর্থনৈতিক কর্মসূচী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, আওয়ামী লীগ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ; তবে উহা বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত সমাজতন্ত্রের ধাঁচে নহে। তিনি বলেন, আমাদের দেশের আবহাওয়া ও মৃত্তিকাই আমাদের সমাজতন্ত্রের ধাঁচ নির্ধারণ করিবে।

দেশের উভয় অংশের উপযোগী কৃষি পুনর্গঠন সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন যে, জনসাধারণের আশা-আকাংক্ষা অনুযায়ী বিশেষজ্ঞরাই এই কর্মসূচী প্রণয়ন করিবেন। তবে আমাদের কর্মসূচী অবশ্যই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের সমভাবে উপযোগী পাকিস্তানী অবয়বের ও চরিত্রের হইবে। 'সকলের সহিত বন্ধুত্ব–কাহারো সহিত দুশ্মনী নয়'; সংক্ষেপে এই কয়টি কথা দ্বারা শেখ মুজিব বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে তাঁহার মনোভাবের ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন, আমরা সহাবস্থান ও বিশ্বশান্তিতে বিশ্বাসী।

পাক-ভারত সম্পর্ক, কাবুল আলোচনা, পাক-চীন বন্ধুত্বের আলোকে সোভিয়েট মার্কিন সম্পর্ক প্রভৃতি আন্তর্জাতিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন মন্তব্য হইতে তিনি বিরত থাকেন। দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে তিনি তাঁর দলের জন্য কি ফল আশা করেন, সে সম্পর্কেও তিনি কোন মন্তব্য করা হইতে বিরত থাকেন।

অপর কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কোন সমঝোতার বিষয় তিনি চিন্তা করিতেছেন কিনা, এই মর্মে এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন যে, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরই শুধু এই ধরনের চিন্তা করা যাইতে পারে। মওলানা ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সঙ্গে তাঁর আওয়ামী লীগের কোন সমঝোতা বা সহযোগিতার সম্ভাবনা আছে কিনা এই প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন, মওলানা ভাসানীকেই বরং জিজ্ঞাসা করুন।

বিদায় জ্ঞাপনের পূর্বে শেখ মুজিব ফেডারেশনের অধীনে স্বায়ত্তশাসিত জীবন যাপনের জন্য আইরিশ জনগণ, কয়েকটি সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের জনগণ; এমনকি চেকোশ্লোভাক জনগণ কিভাবে সংগ্রাম করিতেছেন তৎপ্রতি চেকোশ্লোভাক নিউজ এজেন্সীর প্রতিনিধির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। –পিপিআই

Morning News
18th July 1969
AL not for secession : says Mujib

Sheikh Mujibur Rahman, President of Pakistan Awami League, has flatly rejected the contention that his party programme aimed at independence of East Pakistan from the federation. "Pakistan is one and indivisible and we like to live as Pakistanis" he emphatically declared reports PPI.

The Awami League chief was talking to a correspondent of the Czechoslovak News Agency who called on him at his residence here Tuesday morning.

The correspondent wanted to know from the Awami League leader what was his political and economic programme during the pendency of Martial Law and when the rule of Martial Law is over. In reply Sheikh Mujibur Rahman referred to his party's six-point programme and said he and his party always stood for complete regional autonomy "this is the most suitable gentleman's settlement for the people of the eastern and western parts of Pakistan which could provide a strong bond of national solidarity and integrity", he said.

When the correspondent pointed out that the Awami League's six-point programme is generally taken to be regional in nature and secessionist in tone. Sheikh Mujibur Rahman flatly rejected the contention and asked "how could it be regional and secessionist?"

ONE UNIT

He said six-point programme did not only demand complete regional autonomy for East Pakistan but it did also demand the dissolution of One Unit in West Pakistan and then similar autonomy for each region. "This is a programme of West Pakistani people as much as it is of East Pakistan."

He said One Unit was imposed on the people of the western part of the country against their will when it (One Unit) is gone, the Sindhis, the Punjabis, the Baluchis and the Pathans will get back their identity and can shape their own affairs according to their hopes and aspirations, he said, and added that dissolution of One Unit is the demand of every West Pakistan.

On the other points, the Awami League leader said that the six-point programme aimed at settling the issues of discontentment between the two wings of the country once for all and in the most practicable manner by "gentleman's settlement."

He said the gentleman's agreement could never be called secessionist in tone because once the root of frustration is gone, it would continue to strengthen our national solidarity and integrity.

AM SOCIALIST

He said, "my struggle is for the rightful share of the poor. Irrespective of what part of the country they come from. I am a socialist, my and my party's fight is against the vested interest which has so far prevented the poor people of East and West Pakistan from tasting the fruits of their national independence", he declared.

Giving further elaboration of the six-point programme, Sheikh Mujib explained how the programme believed in federation and said the programme did not dispute centre retaining the subjects like defence and others without which federation became meaningless.

Questioned on economic programme of his party, the Awami League chief said that it stood for socialism but not of the pattern adopted by different countries of the world presently. "Our pattern of socialism would be formulated by the climate and soil of our country", he said.

AGRARIAN REFORM

Questioned specifically on agrarian reform suited to both parts of the country, Sheikh Mujib said that it was a matter for the experts to formulate it in accordance with the wishes and aspirations of the people.

"But our programme would definitely be Pakistani in nature and character serving the greater interest of the people of both East and West Pakistan alike", he said.

Other programmes, he mentioned, included election on the basis of adult franchise, representation in the centre on the basis of population (and not parity), dismemberment of One Unit, etc.

FOREIGN POLICY

Sheikh Mujib would not readily agree to say anything about foreign policy. At the moment he is very much nationalist in character and thought, he said.

He, summarised his feelings on the foreign policy as "friendship for all and malice towards none. "we believe in co-existence and world peace", he said.

He would not like to be dragged into any specific international issue like Indo-Pakistan relations, Kabul talks, US-USSR relations vis-a-vis Pakistan-China friendship, etc. nor would he like to say what results he expected for his party in the general elections when held in the country.

POLITICAL ALLIANCE

Asked whether he thought of any alliance with other political parties, Sheikh Mujibur Rahman said that such a thinking might grow only after the elections are fought.

"Please put the question to Maulana Bhashani", was his reply when asked whether he forces any chance of some sort of alliance or co-operation between his Awami League and Maulana Bhashani's National Awami Party.

Before saying "thank you" Sheikh Mujib gave the correspondent his analysis of how the Irish people, those of some Soviet republics and even the Czechoslovak people are struggling for an autonomous life while in the federation.

দৈনিক পয়গাম

১৯শে জুলাই ১৯৬৯

সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিবের বক্তৃতা : 'বিচ্ছিন্নতাবাদ নহে– জনগণের দাবীর সংগ্রামই আমার লক্ষ্য'

ঢাকা, ১৭ই জুলাই।– 'পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ফেডারেশন বহির্ভূত স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানই তাঁহার দলের কর্মসূচীর লক্ষ্য।'

এই ধারণা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন; পাকিস্তান এক ও অভিভাজ্য এবং আমরা পাকিস্তানী হিসাবেই বাঁচিতে চাই। গত মঙ্গলবার চেকোশ্লোভাক নিউজ এজেন্সীর 'চেটেকার' এক প্রতিনিধির সঙ্গে স্বীয় বাস ভবনে এক সাক্ষাৎকারে আওয়ামী লীগ প্রধান উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

উক্ত প্রতিনিধি আওয়ামী লীগ প্রধানের কাছে সামরিক শাসন চালু থাকাকালে এবং সামরিক শাসন প্রত্যাহারের পর তাঁহার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী কি সে সম্পর্কে জানিতে চাহেন। জনাব শেখ মুজিবর রহমান তাহার দলের ৬-দফা কর্মসূচীর কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, তিনি ও তাহার দল সর্বদাই পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী করিয়া আসিতেছেন। পূর্ব পশ্চিম অংশের জনসাধারণের জন্য উপযোগী ভদ্রস্থ সমাধান, কারণ ইহাই জাতীয় ঐক্য ও সংহতির শক্তিশালী বন্ধনের ভিত্তি রচনা করিতে পারে। আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচীতে আঞ্চলিকতার গন্ধ ও বিচ্ছিন্নতার সুর রহিয়াছে বলিয়া সাধারণ ধারণা রহিয়াছে। এই মর্মে উক্ত প্রতিনিধি আওয়ামী লীগ প্রধানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি উহা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন এবং পাল্টা প্রশ্ন করেনঃ কেমন করিয়া উহা আঞ্চলিকতা ও বিচ্ছিন্নতামূলক হইতে পারে?

তিনি বলেন, ৬-দফা কর্মসূচীতে কেবল পূর্ব পাকিস্তানের জন্যই পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবী করা হয় নাই, বরং পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিল ও তৎপর তথাকার প্রত্যেক অঞ্চলের জন্যই একই ধরণের স্বায়ত্তশাসন দাবী করা হইয়াছে। এই কর্মসূচী পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের উভয় অংশের জনগণের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

৬-দফার অন্যান্য দফা সম্পর্কে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, ৬ দফা কর্মসূচীর লক্ষ্য হইতেছে দেশের দুই অংশের মধ্যকার অসন্তোষের বিষয়গুলির ভদ্রস্থ পথে বাস্তব উপায়ে চূড়ান্ত সমাধান।

তিনি বলেন যে, ভদ্রলোকের চুক্তিতে বিচ্ছিন্নতার সুর থাকে, একথা কখনোই বলা চলেনা বরং একবার হতাশীর উৎস বিনষ্ট হইলে উহা আমাদের জাতীয় ঐক্য সংহতিকে শক্তিশালী করিতে থাকিবে। তিনি বলেন, দরিদ্র জনসাধারণের ন্যায্য প্রাপ্য আদায়ের জন্যই আমার সংগ্রাম, তা তারা দেশের যে কোন অংশের হোক না কেন। তিনি ঘোষণা করেন ঃ আমি একজন সমাজতন্ত্রী পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দরিদ্র জনসাধারণকে যে কায়েমী স্বার্থবাদী চক্র জাতীয় স্বাধীনতার ফল ভোগ হইতে বঞ্চিত করিতেছে, সেই কায়েমী স্বার্থবাদী চক্রের বিরুদ্ধেই আমার ও আমার দলের সংগ্রাম।

৬-দফা কর্মসূচীর আরও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন যে, এই কর্মসূচী ফেডারেশনে বিশ্বাসী। দেশরক্ষা ও অন্যান্য যে সব বিষয় ছাড়া কেন্দ্র অর্থহীন হইয়া পড়ে, সেইসব বিষয় কেন্দ্রে রাখার ব্যাপারে এই কর্মসূচীর কোন বিরোধ নাই।

দলের অর্থনৈতিক কর্মসূচী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, আওয়ামী লীগ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তবে উহা বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রচলিত সমাজতন্ত্রের ধাচে নহে। তিনি বলেন, আমাদের দেশের আবহাওয়া ও মৃত্তিকাই আমাদের সমাজতন্ত্রের ধাচ নির্ধারণ করিবে।

দেশের উভয় অংশের উপযোগী কৃষি পূণগঠন সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন যে, জনসাধারণের আশা আকাংক্ষা অনুযায়ী বিশেষজ্ঞরাই এই কর্মসূচী প্রণয়ন করিবেন। তবে আমাদের কর্মসূচী অবশ্যই পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের সমভাবে উপযোগী পাকিস্তানী অবয়বের ও চরিত্রের হইবে। 'সকলের সহিত বন্ধুত্ব, কাহারো সহিত দুশমনী নয়' সংক্ষেপে এই কয়টি কথা দ্বারা শেখ মুজিব বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে তাহার মনোভাবের ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন, আমরা সহ-অবস্থান ও বিশ্বশান্তিতে বিশ্বাসী।

পাক-ভারত সম্পর্ক, কাবুল আলোচনা, পাক-চীন বন্ধুত্বের আলোকে সোভিয়েট-মার্কিন সম্পর্ক প্রভৃতি আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্ক প্রভৃতি আন্তর্জাতিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা হইতে তিনি বিরত থাকেন। দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে তিনি তাহার দলের জন্য কি ফল আশা করেন, সে সম্পর্কেও তিনি কোন মন্তব্য করা হইতে বিরত থাকেন।

অপর কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কোন সমঝোতার বিষয় তিনি চিন্তা করিতেছেন কিনা এই মর্মে এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন যে, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরই শুধু এই ধরনের চিন্তা করা যাইতে পারে। মওলানা ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সঙ্গে তাঁহার আওয়ামী লীগের কোন সমঝোতা বা সহযোগিতার সম্ভাবনা আছে কিনা এই প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন, মওলানা ভাসানীকেই বরং জিজ্ঞাসা করুন।

বিদায় জ্ঞাপনের পূর্বে শেখ মুজিব ফেডারেশনের অধীনে স্বায়ত্তশাসিত জীবন যাপনের জন্য আইরিশ জনগণ; কয়েকটি সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের জনগণ; এমনকি চেকোশ্লোভাক জনগণ কিভাবে সংগ্রাম করিতেছেন তৎপ্রতি চেকোশ্লোভাক নিউজ এজেন্সীর প্রতিনিধির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

দৈনিক পাকিস্তান

২০শে জুলাই ১৯৬৯

আজ শেখ মুজিব ময়মনসিংহ যাচ্ছেন

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ রোববার সকালে মোটরযোগে একদিনের সফরে ময়মনসিংহ গমন করবেন। তাঁর সঙ্গে জনাব তাজউদ্দীন আহমদ, জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, জনাব আবদুল মোমিন, মিসেস আমেনা বেগম, মিসেস নূরজাহান মোরশেদ, জনাব ওবায়দুর রহমান, জনাব শামসুল হক, জনাব আবদুল মান্নান, জনাব আবদুর রব, জনাব এম এ সামাদ, গাজী গোলাম মোস্তফা, জনাব মতিউর রহমান, জনাব আরহাম সিদ্দিকী ও জনাব শফিকুল আলমসহ বহুসংখ্যক আওয়ামী লীগ নেতাও ময়মনসিংহ গমন করবেন।

শেখ সাহেব ময়মনসিংহ যাওয়ার পথে সকাল ৮টায় কালিয়াকৈর থানা আওয়ামী লীগ অফিস উদ্বোধন করবেন।

তাজউদ্দিনের ঢাকা প্রত্যাবর্তন

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের (৬ দফা) সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দীন আহমদ গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় করাচী থেকে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি ও জনাব কামরুজ্জামান করাচী ও সিন্ধুর আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দলীয় সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা করেন। জনাব কামরুজ্জামান করাচী থেকে লাহোর গমন করেছেন বলে গতকাল শনিবার আওয়ামী লীগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।

আজাদ

২১ই জুলাই ১৯৬৯

যুব সমাজের প্রতি শেখ মুজিবের আহ্বান : সাধারণ মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করুন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

শেখ মুজিবর রহমান গতকাল রবিবার মোমেনশাহী জেলা আওয়ামী লীগের অফিস উদ্বোধনকালে বলেন যে, ত্যাগ, তিতিক্ষা ও আদর্শের জন্য সংগ্রামের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের জন্ম।

এক ঘরোয়া পরিবেশে উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ কর্মী ও নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনাকালে জনাব শেখ মুজিব বলেন যে, আওয়ামী

লীগের বিরুদ্ধে যে যত কথাই বলুন না কেন, আমাদের সংগ্রাম ও আদর্শ হইতে কেহ কখনও বিচ্যুত করিতে পারিবে না।

গতকাল ভোরে আওয়ামী লীগ প্রধান সদলবলে ঢাকা হইতে মোমেনশাহীতে গমন করেন। তিনি মোমেনশাহীসহ আরও কয়েকটি স্থান সফর শেষ করিয়া গভীর রাত্রে ঢাকায় ফিরিয়া আসেন।

মোমেনশাহী জেলা আওয়ামী লীগের কর্মী ও নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ করিয়া শেখ সাহেব বলেন, আওয়ামী লীগ একটি গরীব প্রতিষ্ঠান এবং এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শকে বাস্তবায়ন করিতে হইলে ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সংগ্রামের প্রয়োজন। কর্মীদের প্রতি আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কার্য্যাদি জোরদার করিয়া তোলার আহ্বান জানাইয়া তিনি বলেন যে, আমাদের প্রতিটি ইউনিয়ন ভিত্তিক সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হইবে।

সাংগঠনিক আলোচনাকালে তিনি যুব সমাজকে উদ্দেশ করিয়া বলেন যে, সাধারণ মানুষের কল্যাণে আপনারা আত্মত্যাগ করুন। আপনাদের পিছনে বহু কুচক্রী মহল কাজ করিতেছে, তাহাদের ব্যাপারে সজাগ থাকুন।

মোমেনশাহী জেলা আওয়ামী লীগ অফিসে সাংগঠনিক বিষয় সম্পর্কে আলোচনাকালে আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, খোন্দকার মোস্তাক আহমদ, জনাব আবদুল মোমিন, জনাব ওবায়দুর রহমান, বেগম বদরুন্নেছা আহমদ, নূরজাহান মোর্শেদ, বেগম সাজেদা চৌধুরীসহ আরও বহু সংখ্যক আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্ম্মী উপস্থিত ছিলেন। উপরোক্ত নেতৃবৃন্দ ঢাকা হইতে শেখ সাহেবের সহিত মোমেনশাহীতে গমন করেন। ঢাকা হইতে মোমেনশাহীতে যাইবার পথে জনাব শেখ মুজিব কালিয়াকৈর থানা আওয়ামী লগি অফিস উদ্বোধন করেন। ইহা ছাড়া গোড়াই, মীর্জ্জাপুর, পাকুল্লা, করোটিয়া, টোঙ্গাইল, কালিহাতি, ঘাটাইল, পাকুটিয়া, মধুপুর, গাবতলী, মুক্তগাছা, টঙ্গি প্রভৃতি স্থানের আওয়ামী লীগ অফিস পরিদর্শন করেন।

শেখ সাহেব মোমেনশাহীতে পৌঁছিলে অসংখ্য লোক তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলে এবং ফুলের মালায় তাহার দেহ ভরিয়া দেয়। অপেক্ষামান জনতার সহিত তিনি সহাস্যবদনে আলাপ-আলোচনা করেন। ঢাকা হইতে মোমেনশাহী পর্য্যন্ত যাইবার সময় বিশটি স্থানে রাস্তার পার্শ্বে দণ্ডায়মান জনতা স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে তাহাকে প্রাণঢালা সম্বর্দ্ধনা জানায় এবং মাল্য ভূষিত করে। বেশ কয়েকটি স্থানে সম্বর্দ্ধনা জানানর সময় শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে তাহাকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

২১শে জুলাই ১৯৬৯

ময়মনসিংহের পথে শেখ মুজিবের বিপুল সম্বর্ধনা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (রবিবার) সদলবলে ময়মনসিংহ সফর করেন। এই সফরের দুই পর্যায়ে তিনি কালিয়াকৈর ও ময়মনসিংহে আওয়ামী লীগের অফিস উদ্বোধন করেন এবং দলীয় কর্মীদের সঙ্গে ঘরোয়া বৈঠকে সাংগঠনিক বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ পর্যন্ত দীর্ঘ পথে বহু স্থানে সকল শ্রেণীর মানুষ আওয়ামী লীগ প্রধানকে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। শেখ সাহেবের সম্মানার্থ বিভিন্ন স্থানে রাস্তায় তোরণ নির্মাণ করা হয় এবং রাস্তার পার্শ্বে দীর্ঘ সারিতে দণ্ডায়মান থাকিয়া সর্বশ্রেণীর মানুষ নেতৃবৃন্দকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খোন্দকার মোশতাক আহমদ, সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমিন, সমাজসেবা সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমান, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শামসুল হক, বেগম বদরুন্নেসা আহমদ, মিসেস নুরজাহান মোরশেদ, মিসেস সাজেদা চৌধুরী, জনাব আবদুর রব, জনাব সফিউল আলম, জনাব জিল্লুর রহমান, এস, এ, সামাদ, আবদুল মান্নান প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মী এই সফরে আওয়ামী লীগ প্রধানের সঙ্গে ছিলেন।

পথিমধ্যে গতকাল টঙ্গী, জয়দেবপুর, চৌরাস্তার কালিয়াকৈর, গড়াই, মীর্জাপুর, সাটিয়াচড়া, পাকুল্লা, জামুরকি, করটিয়া, টাঙ্গাইল, কালিহাতি, ঘাটাইল, পাকুটিয়া, গোপালপুর, মধুপুর, গাবতলী, মুক্তাগাছা, প্রভৃতি স্থানে নেতৃবৃন্দকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। কালিয়াকৈরে আওয়ামী লীগ প্রধান থানা আওয়ামী লীগের কার্যালয় উদ্বোধন করেন। এখানে ঘরোয়া আলোচনায় আওয়ামী লীগ সংগঠনকে ইউনিয়ন পর্যায়ে যুব কর্মীদের নিয়া শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তোলার জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান আহবান জানান।

সাটিয়াচড়ায় স্থানীয় গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা রাস্তার দুই পার্শ্বে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া নেতৃবৃন্দকে আন্তরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। জামুয়কী, টাঙ্গাইল ও গোপালপুরে আওয়ামী লীগ প্রধান আওয়ামী লীগ অফিস পরিদর্শন এবং ময়মনসিংহের গাঙ্গিনারপাড়ে জেলা আওয়ামী লীগের নয়া কার্যালয় উদ্বোধন করেন। টাঙ্গাইলে মোটর ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দ আওয়ামী লীগ প্রধানকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে।

নির্ধারিত সময়ের প্রায় পৌনে তিন ঘণ্টা পর অর্থাৎ বেলা প্রায় পৌনে তিনটায় নেতৃবৃন্দ ময়মনসিংহে পৌঁছিলে জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব রফিকুদ্দিন ভুঁইয়াসহ জেলার আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীবৃন্দ তাঁহাদের স্বাগত সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। বিকালে আওয়ামী লীগ প্রধান জেলা ছাত্রলীগের কার্যালয় পরিদর্শন করেন। পরে আওয়ামী লীগ প্রধান জেলার বিভিন্ন মহকুমার আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীবৃন্দের সঙ্গে ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হন। নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে বিপুল সংখ্যক আওয়ামী লীগ কর্মী ময়মনসিংহে আগমন করেন। শেখ সাহেব যখন ময়মনসিংহ শহরে গাঙ্গিনারপাড়ে জেলা আওয়ামী লীগের নয়া কার্যালয় উদ্বোধন করিতেছিলেন তখন নেতাকে দেখার জন্য কার্যালয়ের সামনের রাস্তায় তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না।

নেতৃবৃন্দ গতকাল গভীর রাত্রে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন।

Morning News
21st July 1969
Mujib arrives in Mymensingh

MYMENSINGH, July 20 (PPI): Sk. Mujibr Rahman President Awami League arrived here today at 2-30 p.m. accompanied by Mr. Tajuddin, Mr. Khondakar Mustaq, Mr. Abdul Momen, Mrs Nurjahan Murshed, Mrs Badrunnessa, Mrs Sajeda Choudhury and other Awami League leaders.

The local Awami League leaders including Syed Nazrul Islam Vice-President East Pakistan Awami League Mr. Rafiquddin Bhuyan General Secratary District Awami League and a big crowd of Awami League workers gave a rousing reception to their leader.

As he came to open the district Awami League office at Ganginarpar Mymensingh a huge gathering enthusiastically garlanded him profusely.

In the evening Sheikh Mujib met the Awami League workers of all sub-divisions of the district at the residence of Mr Rafiquddin Bhuiyan and discussed organisational matters with them.

Afterwards he went to visit the mazar of Alamgir Munsur Mintoo and offered fateha there.

He also met the local Awami league leaders at the residence of Syed Nazrul Islam after dusk and discussed the present situation of the country.

The District Students League also accorded a befitting reception to one of the founders of Students' League, Sk. Mujibur Rahman.

দৈনিক পাকিস্তান
২১শে জুলাই ১৯৬৯
ময়মনসিংহে শেখ মুজিবের কর্মব্যস্ততা
(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

ময়মনসিংহ, ২০শে জুলাই।– ৬ দফাপন্থী আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ অপরাহ্নে ময়মনসিংহ সফর করেন। জনাব তাজুদ্দিন, খন্দকার মুশতাক, আবদুল মোমেন, মিসেস নূরজাহান মুর্শেদ, মিসেস বদরুন্নেসা, মিসেস সাজেদা চৌধুরী প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতা শেখ সাহেবের সাথে রয়েছেন। এখানে পৌঁছার পর স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা, কর্মী ও জনতা শেখ মুজিবকে বিপুল সম্বর্ধনা জানান।

ময়মনসিংহে গাঙ্গীনার পরে জেলা আওয়ামী লীগ অফিস উদ্বোধনের জন্য এখানে এসেছেন। বিকাল ৫টায় তিনি স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের সাথে সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা করেন। সন্ধ্যার পর তিনি সৈয়দ নজরুল ইসলামের বাসভবনে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন।

দৈনিক পয়গাম
২২শে জুলাই ১৯৬৯
যুব সমাজের প্রতি শেখ মুজিবের আহ্বান : সাধারণ মানুষের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করুন

ঢাকা, ২১শে জুলাই।– শেখ মুজিবর রহমান গতকাল রবিবার মোমেনশাহী জেলা আওয়ামী লীগের অফিস উদ্বোধনকালে বলেন যে, ত্যাগ, তিতিক্ষা ও আদর্শের জন্য সংগ্রামের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের জন্ম।

এক ঘরোয়া পরিবেশে উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ কর্মী ও নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনাকালে জনাব শেখ মুজিব বলেন, আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যে যত কথাই বলুক না কেন, আমাদের সংগ্রাম ও আদর্শ হইতে কেহ কখনও বিচ্যুত করিতে পারিবে না। গতকাল ভোরে আওয়ামী লীগ প্রধান সদলবলে ঢাকা হইতে মোমেনশাহী গমন করেন। তিনি মোমেনশাহী সহ আরও কয়েকটি স্থান সফর শেষ করিয়া গভীর রাত্রে ঢাকায় ফিরিয়া আসেন।

মোমেনশাহী জেলা আওয়ামী লীগের কর্মী ও নেতৃবৃন্দকে উদ্দেশ করিয়া শেখ সাহেব বলেন, আওয়ামী লীগ একটি গরীব প্রতিষ্ঠান এবং এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শ বাস্তবায়ন করিতে হইলে ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সংগ্রামের

প্রয়োজন। কর্মীদের প্রতি আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কার্যাদি জোরদার করিয়া তোলার আহ্বান জানাইয়া তিনি বলেন যে, আমাদের প্রতিটি ইউনিয়ন ভিত্তিক সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হইবে। সাংগঠনিক আলোচনাকালে তিনি যুব সমাজকে উদ্দেশ করিয়া বলেন, "সাধারণ মানুষের কল্যাণে আপনারা আত্মত্যাগ করুন।" আপনাদের পিছনে বহু কুচক্রী মহল কাজ করিতেছে, তাহাদের ব্যাপারে সজাগ থাকুন।

মোমেনশাহী জেলা আওয়ামী লীগ অফিসে সাংগঠনিক বিষয় সম্পর্কে আলোচনাকালে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, জনাব আবদুল সেলিম, জনাব ওবায়দুর রহমান, বেগম বদরুন্নেছা আহম্মদ, নুরজাহান মোর্শেদ, বেগম সাজেদা চৌধুরীসহ আরও বহু সংখ্যক লীগ নেতা ও কর্মী উপস্থিত ছিলেন। উপরোক্ত নেতৃবৃন্দ ঢাকা হইতে শেখ সাহেবের সহিত মোমেনশাহীতে গমন করেন। ঢাকা হইতে মোমেনশাহীতে যাইবার পথে জনাব শেখ মুজিব কালিয়াকৈর থানা আওয়ামী লীগ অফিস উদ্বোধন করেন। ইহাছাড়া গোড়াই, মীর্জাপুর, পাতুল্লা, করোটিয়া, টাঙ্গাইল, কালিহাতি, ঘাটাইল, পাকুটিয়া, মধুপুর, গাবতলী, মুক্তাগাছা, টঙ্গি প্রভৃতি স্থানের আওয়ামী লীগ অফিস পরিদর্শন করেন।

শেখ সাহেব মোমেনশাহীতে পৌঁছিলে অসংখ্য লোক তাহাকে ঘিরিয়া ফেলে এবং ফুলের মালায় তাহার দেহ ভরিয়া দেয়। অপেক্ষমান জনতার সহিত তিনি সহাস্যবদনে আলাপ-আলোচনা করেন। ঢাকা হইতে মোমেনশাহী পর্যন্ত যাইবার সময় বিশটি স্থানে রাস্তার পার্শ্বে দণ্ডায়মান জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাহাকে প্রাণঢালা সম্বর্দ্ধনা জানায় এবং মাল্যভূষিত করে। বেশ কয়েকটি স্থানে সম্বর্দ্ধনা জানানোর সময় শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের উদ্দেশ্য তাহাকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হয়।

দৈনিক পয়গাম

২৩শে জুলাই ১৯৬৯

শেখ মুজীবের বরিশাল সফর

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আগামী ২৮শে জুলাই ষ্টিমারযোগে বরিশাল গমন করিবেন। আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খন্দকার মোশতাক আহম্মদ, সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহম্মদ, প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমিন, কার্যকরী কমিটির সদস্য মোল্লা জালালুদ্দিন আহমদ, গাজী গোলাম মোস্তফা প্রমুখ শেখ সাহেবের সহিত

গমন করিবেন। তথায় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ দলীয় কর্মীদের সহিত সাংগঠনিক বিষয় সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করিবেন।

দৈনিক পয়গাম

২৩শে জুলাই ১৯৬৯

আওয়ামী লীগে যোগদান

অধুনালুপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সুনামগঞ্জ মহকুমা শাখার সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আবদুর রইস, সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ আছাদ্দর আলী চৌধুরী, সাবেক সহ-সভাপতি জনাব আবদুল বারী এবং এডভোকেট খালেকুর রহমান চৌধুরী, এডভোকেট নুরুল ইসলাম চৌধুরী, সৈয়দ দেলোয়ার হোসেন, জনাব তারা মিয়া, জনাব আশরাফ আলী, জনাব আফাজুদ্দিন আহমদ, জনাব মোহাম্মদ আবদুল হাই, জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান ও জনাব মোহাম্মদ আবদুল হাই মিয়া এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা ঘোষণা করিয়া আওয়ামী লীগে যোগদান করিয়াছেন।

দৈনিক পাকিস্তান

২৩শে জুলাই ১৯৬৯

আওয়ামী লীগ নেতাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া সফর

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান, খোন্দকার মুশতাক আহমদ, জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, মিসেস আমেনা বেগম ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দসহ আগামী ২৪শে জুলাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সিলেট সফরে রওয়ানা হবেন। তিনি হবিগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, মৌলবী বাজার ও সিলেট শহর সফর শেষে ২৬শে জুলাই ঢাকা ফিরবেন।

দৈনিক পাকিস্তান

২৩শে জুলাই ১৯৬৯

সোমবার শেখ মুজিব বরিশাল যাচ্ছেন

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান একদিনের সফরে আগামী সোমবার স্টিমারযোগে বরিশাল গমন করবেন। তিনি আগামী মঙ্গলবার

সকালে বরিশাল পৌঁছানোর পর সেখানকার আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে সাংগঠনিক বিষয়ে আলাপ আলোচনা করবেন। শেখ সাহেবের সঙ্গে খোন্দকার মোশতাক আহমদ, জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, জনাব আবদুল মোমিন, মোল্লা জালাল উদ্দিন আহমদ, গাজী গোলাম মোস্তফা ও জনাব এম এ সামাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বরিশাল গমন করবেন। তাঁরা সবাই আগামী বুধবার সকালে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করবেন।

Pakistan Observer

24th July 1969

Sk. Mujib leaves for Barisal today

Sheikh Mujibur Rahman, Awami League accompanied by Khandaker Mustaque Ahmed, Vice President, Mr. Tajuddin Ahmed, General Secretary, Mr. Abdul Momin, Publicity Secretary, Mr. K. M. Obaidur Rahman Social Secretary and Molla Jalaluddin Ahmed, Member, Working Committee of East Pakistan Awami League will reach Barisal on Tuesday morning by steamer. They will start from Narayanganj on Monday evening.

Sheikh Saheb and other Awami League leaders and expected ot return on July 30.

দৈনিক ইত্তেফাক

২৪শে জুলাই ১৯৬৯

আজ শেখ মুজিবের ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সিলেট সফরে যাত্রা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ (বৃহস্পতিবার) সদলবলে মোটরযোগে দুইদিবসব্যাপী ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সিলেট সফরে ঢাকা ত্যাগ করিবেন। সিলেটের পথে নেতৃবৃন্দ হবিগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল ও মৌলবীবাজার সফর করিবেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খোন্দকার মোশতাক আহমদ, সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমিন, সমাজসেবা সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমান প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মী শেখ সাহেবের সঙ্গে থাকিবেন। বেগম নূরজাহান মোর্শেদ ও বেগম সাজেদা চৌধুরী আগামীকাল (শুক্রবার) পিআইএ বিমানযোগে সিলেট পৌঁছিবেন। আওয়ামী লীগ নেতৃবন্দ ২৬শে জুলাই ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৫শে জুলাই ১৯৬৯

মুসলমানদের জানমাল রক্ষা করুন : মানবতার নামে ভারত সরকারের প্রতি শেখ মুজিবের আবেদন

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অভিশাপ হইতে মুসলমানদের জানমাল রক্ষা এবং চিরতরে উহার অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। গতকাল (বুধবার) ঢাকার সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, "ভারতের আহমদাবাদে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার বেদীমূলে যে বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় হইতেছে, আমি উহাতে গভীরভাবে মর্মাহত হইয়াছি। স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘদিন পরেও ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর বার বার এই ধরনের সাম্প্রদায়িক হামলা সকল সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, বিশেষতঃ পাকিস্তানী জনসাধারণের কাছে গভীর উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" বিবৃতিতে শেখ সাহেব আরও বলেন, "ইহা চরম দুর্ভাগ্যজনক যে, শুধুমাত্র ভিন্ন ধর্মমতে বিশ্বাসী এই কারণে ভারতের একশ্রেণীর লোক ভিন্ন ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের সহিত সদ্ভাব ও সমঝোতায় পৌঁছিতে পারে নাই। অনেক সময় তাহাদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে স্বীয় স্বার্থ হাসিলের যূপকাষ্ঠে বলি হইতে হয় নিরীহ সংখ্যালঘুদের।"

শেখ মুজিব "সুন্দর, পবিত্রতা এবং মানবতার" নামে ভারতীয় জনগণের প্রতি আবেদন জানাইয়া বলেন, "সংখ্যালঘুদের উপর এই জঘন্য আচরণ রোধের ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন–ভয়াবহ পরিণতির আগেই ইহা রুখিয়া দাঁড়ান।"

Dawn

26th July 1969

Mujib's visit programme

Shaikh Mujibur Rahman, President of the Pakistan Awami League will arrive here on August 7 on a six-day stay in the City.

He will lay the foundation of a mosque at Korangi on August 8, and meets workers at a reception at a local hotel 5 p.m. same day.

On August 9, he will be the Chief Guest of a reception hosted in his honour by the Awami Students League at a local restaurant at 5 p.m.

On August 10, he will be the Chief Guest at another reception arranged by the Sind Leaders.

The Awami League leader will also attend a reception to be hosted by the Karachi Divisional Awami League and the private teachers' Association.

Shaikh Mujib will fly back to Dacca on August 14 by air. – UPP.

দৈনিক ইত্তেফাক

২৬শে জুলাই ১৯৬৯

উন্মুক্ত মনে সমস্যার সমাধান খোঁজার আহ্বান : সিলেটে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে শেখ মুজিবের ঘরোয়া বৈঠক

(বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

মৌলবীবাজার, ২৫শে জুলাই– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান জাতির সামনে বিরাজমান সমস্যাসমূহের সমাধানে অবিলম্বে উদ্যোগী হওয়ার জন্য সকল মহলের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

অদ্য স্থানীয় জিন্না হলে দলীয় কর্মীদের সহিত এক ঘরোয়া বৈঠকে আলোচনাকালে শেখ সাহেব বলেন যে, পরিস্থিতি আরও জটিল রূপ ধারণ করিতে পারে–এমন কিছু কাহারও করা উচিত নহে। তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া বাহির করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, উন্মুক্ত মন লইয়া চেষ্টা করিলে কোন সমস্যারই সমাধান কঠিন নহে; তবে চক্রান্তের রাজনীতি যাহাতে পরিস্থিতিকে আয়ত্তের বাহিরে ঠেলিয়া দিতে না পারে, সর্ব প্রযত্নে তার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য তিনি সকলের প্রতি আবেদন জানান।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, অহেতুক কালক্ষেপণ না করিয়া মৌলিক প্রশ্নগুলির জবাব খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। দলীয় কর্মীদের সতর্ক করিয়া দিয়া তিনি বলেন, এক শ্রেণীর লোক এখনকার মত ভবিষ্যতেও নানারূপ ছদ্মবেশ ধরিয়া নানাভাবে জনমতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করিবে। এইসব বহুরূপীর অশুভ তৎপরতা সম্পর্কে তিনি কর্মীদের সতর্ক থাকার উপদেশ দেন। প্রতিটি ইউনিয়ন পর্যায়ে দলীয় সংগঠনকে মজবুত করার উপদেশ দিয়া শেখ সাহেব কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, প্রীতি-শুভেচ্ছা সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি এবং সত্য ও ন্যায় বিচারের বাণী দেশের ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিন। পারস্পরিক শুভেচ্ছা ও সম্প্রীতিবোধই দেশবাসীর সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক আরও নিবিড় করিয়া তুলিবে।

শেখ সাহেব বলেন, বর্তমান যুগ পরিবর্তনের যুগ, ভাগ্য উন্নয়নের যুগ। আজ উপলব্ধি করিতে হইবে যে, অবিচার কখনও সুবিচারের বিকল্প হইতে পারে না–ন্যায় আর অন্যায় কোনদিন পাশাপাশি চলিতে পারে না। আর তাই অন্যায় আর অনাচারের মূলোৎপাটন করিতে হইবে।

সম্বর্ধনা

নেতাকে সম্বর্ধনা জানাইয়া এই ঘরোয়া বৈঠকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে ৪টি মানপত্র প্রদান করা হয়। মহকুমা আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে তাঁহাকে ৬ দফার প্রতীক চিহ্নস্বরূপ ৬ কোণবিশিষ্ট একটি স্বর্ণপদক উপহার দেওয়া হয়। জনৈক বিত্তহীন বৃদ্ধ কর্মী নেতাকে একটি ষষ্ঠি উপহার দেন। উহার শীর্ষদেশ ধাতু নির্মিত। দীনহীন দরবেশ সদৃশ বৃদ্ধটির এই উপহার লাভ করিয়া শেখ সাহেব অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং তাহাকে নিবিড় মমতায় বুকে জড়াইয়া ধরেন। লাঠিখানি পরে বৃদ্ধকে নিজের উপহারস্বরূপ ফিরাইয়া দিয়া শেখ সাহেব বলেন, "এখনও লাঠির সাহায্যে আমার হাতে শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজনের দিন আসে নাই, আমাকে আশীর্বাদ করুন আর আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করুন আপনার এবং অগণিত দেশবাসীর আশীর্বাদই আমার সব চাইতে বড় শক্তি।" লাঠিখানি উপহার দানকালে বৃদ্ধটি বলিয়াছিলেন, "লাঠিখানি শাহ জালালের দরগাহ হইতে পাইয়াছি, ইহা আপনার হস্তে শক্তি সঞ্চার করিবে।"

ইহার আগে নির্ধারিত সময়ের সাত ঘণ্টা পরে শেখ সাহেব, স্বীয় দলীয় সহকর্মী খোন্দকার মোশতাক আহমদ, জনাব তাজুদ্দীন আহমদ, জনাব আবদুল মোমেন, জনাব আবদুস সামাদ, জনাব আবদুল মান্নান ও অন্যান্যকে সঙ্গে লইয়া এখানে আসিয়া পৌঁছেন। কুমিল্লার সরাইল হইতে মৌলভী বাজার পর্যন্ত সুদীর্ঘ পথে পথে বিপুল জনতা প্রবল বর্ষণের মধ্যে ১৫ জায়গায় নেতার দর্শনলাভের জন্য তাঁহার গাড়ীর গতিরোধ করিয়া দাঁড়ায়। এখানে তোরণ নির্মাণ এবং বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া শেখ সাহেবকে অভ্যর্থনা জানান হয়। নোয়াপাড়ায় চা বাগানের কুলিরা নিশুতি রাত্রির তমিস্রা উপেক্ষা করিয়া একত্রে সমবেত হয় এবং অত্যন্ত আপনজনকে বরণ করার জন্য যুগ যুগ ধরিয়া প্রচলিত প্রথায় উলুধ্বনির সাহায্যে নেতাকে অভ্যর্থনা জানায়। তিনি আজই সিলেট রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন।

দৈনিক পয়গাম

২৬শে জুলাই ১৯৬৯

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ২৪শে জুলাই।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে গণতন্ত্র ও জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তাহার অটল মনোভাবের কথা পুনরায় ঘোষণা করেন।

সিলেট গমনের পথে অদ্য অপরাহ্নে এখানে উপস্থিতির পর উল্লসিত জনতা শেখ সাহেবকে বীরোচিত সম্বর্ধনা জানায়। বাউলিয়া হইতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পর্যন্ত ৭০ মাইল পথের মধ্যে হাজার হাজার মানুষ গাড়ী থামাইয়া আওয়ামী লীগ প্রধানকে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জানায়। জনতার নজিরবিহীন উচ্ছ্বাস ও উল্লাসের মধ্যে শেখ সাহেবকে বাধ্য হইয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া নগর মিলনায়তনে প্রতিক্ষারত জনতার সম্মুখে বক্তৃতা দিতে হয়। অপেক্ষারত জনতার উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখিয়া শেখ সাহেব অভিভূত হইয়া পড়েন।

এখানে উপস্থিতির পর তিনি কলেজ শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন এবং আওয়ামী লীগ কর্মীদের সহিত সাংগঠনিক বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি অসুস্থ মহকুমা আওয়ামী লীগ সভাপতিকে দেখিতে যান। হবিগঞ্জ গমনের পথে শেখ সাহেব সড়াইল থানা আওয়ামী লীগ অফিস উদ্বোধন করেন। –এ পি পি

দৈনিক ইত্তেফাক

২৭শে জুলাই ১৯৬৯

দেশবাসীর সঙ্গে বে-ঈমানী করিতে পারিব না : সিলেটের সম্বর্ধনা সভায় শেখ মুজিব

(বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

সিলেট, ২৬শে জুলাই– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল রাত্রিতে এখানে বলেন যে, দেশবাসী আমার ও আমার সহকর্মীদের প্রতি যে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা প্রদর্শন করিয়াছেন, তার দেনা আমরা পরিশোধ করিতে পারিব কিনা জানি না, তবে এই অপত্য ভালবাসার সঙ্গে আমরা বে-ঈমানী করিতে পারিব না এই আশ্বাস আপনাদের দিতে পারি।

স্থানীয় গুলশান হোটেলের হলরুমে আয়োজিত এক সম্বর্ধনা সভায় শেখ সাহেব সম্বর্ধনার জবাব দিতেছিলেন। এই সভায় সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের কর্মী ও নেতৃবৃন্দ এবং আওয়ামী লীগের অনুরাগীরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। শেখ সাহেবের বহু অনুরাগী ও ভক্ত সভায় প্রবেশ করিতে না পারিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যান।

সম্বর্ধনার জবাবে শেখ সাহেব বলেন যে, দেশবাসীকে আমি শুধু এইটুকু আশ্বাস দিতে চাই যে, আমি ও আমার সহকর্মীরা দেশের মাটিকে ভালবাসি, দেশকে ভালবাসি এবং এই ভালবাসার আরও দৃষ্টান্ত স্থাপন করার প্রয়োজন হইলে আমরা পিছপা হইব না। কর্মীদের অবিলম্বে সর্বত্র আওয়ামী লীগ

সংগঠনকে জোরদার করিয়া তোলার আহ্বান জানাইয়া শেখ সাহেব বলেন যে, আপনারা আমাকে সুসংহত একটা দল দিন, আমি আপনাদের আশা-আকাংক্ষার সফল প্রতিফলন ঘটাইয়া দিব।

সিলেটে সম্বর্ধনা ও কর্মব্যস্ততা

শেখ মুজিবর রহমান গতকাল অপরাহ্নে মৌলবীবাজার হইতে মোটরযোগে সিলেট আগমন করেন। পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে জনতা দলবদ্ধ হইয়া শেখ সাহেবের পথরোধ করেন এবং তাঁহাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করেন। সিলেটের প্রায় দশ মাইল দূরবর্তী এলাকার সিলেট ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ কর্মীরা ট্রাক ও খোলা জীপে অপেক্ষমান থাকেন। শেখ সাহেবের মোটর দেখা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা আনন্দ-উল্লাসে ফাটিয়া পড়েন এবং নেতাকে তাহারা বিরোচিত সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। সিলেট শহরে প্রবেশের প্রাক্কালে শেখ সাহেব জেলা আওয়ামী লীগের পরলোকগত সহ-সভাপতি জনাব আমরু মিয়ার মাজারে ফাতেহা পাঠ করেন এবং মরহুমের বাড়ীতে গিয়া পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। জনাব আমরু মিয়া দুই মাস পূর্বে ইন্তেকাল করেন। গতকাল শেখ সাহেব ও তাঁহার সহকর্মীরা জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি মরহুম আবদুল হাইর বাসভবনে গমন করেন এবং মরহুমের পরিবারবর্গের প্রতি তিনি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। তিনি আওয়ামী লীগ অফিস পরিদর্শন করেন। তাহার হোটেল কক্ষে তিনি রাত্রি দুই ঘটিকা পর্যন্ত বিভিন্ন মহকুমা কর্মীদের সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন। কর্মীরা প্রধানতঃ সাংগঠনিক ব্যাপারে তাহাদের নেতার সঙ্গে আলোচনা করেন।

দৈনিক পয়গাম

২৭শে অক্টোবর ১৯৬৯

করাচীতে শেখ মুজিবের আশঙ্কা প্রকাশ পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করিতেছে

করাচী, ২৬শে অকটোবর।– বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করিতেছে বলিয়া আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শেখ মুজিবর রহমান গতরাত্রে আশংকা প্রকাশ করেন।

তিনি তাহার লণ্ডনের পথে করাচী বিমান বন্দরে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে উপরোক্ত মন্তব্য করেন। প্রদেশের বর্তমান অবস্থার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে প্রদেশের সাধারণ মানুষ যথেষ্ট অসুবিধায় পড়িয়াছে। তিনি

বলেন, একাধারে প্রদেশে চাউলের ঘাটতি ও পাটের নিম্ন মূল্যের দরুন গ্রামবাসীদের অবস্থা দিনে দিনে অবনতির মুখে চলিয়াছে।

শেখ সাহেব প্রদেশের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ চাউল সরবরাহ, পাটের স্থিতিশীল মূল্য, অবিলম্বে রিলিফ দান ও গরীব জনসাধারণের জন্য বিনা মূল্যে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করার দাবী করেন।

এক প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, মোহাজেরদেরকে ভোটার হইতে দেওয়া হইবে না বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সত্য নহে। কারণ, এব্যাপারে তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সংগে যোগাযোগ করিলে কর্তৃপক্ষ এহেন খবরকে নিছক গুজব বলিয়া উল্লেখ করেন। –এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক
২৯শে জুলাই ১৯৬৯
শেখ মুজিবের বরিশাল যাত্রা
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (সোমবার) রাত্রে সদলবলে বরিশাল রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খোন্দকার মোশতাক আহমদ তাঁহার অসুস্থ কনিষ্ঠ ভ্রাতার অবস্থার গুরুতর অবনতি ঘটায় এই সফরে যাইতে পারেন নাই।

বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা জনাব এম, এ, সামাদ আজ (মঙ্গলবার) পাবনা রওয়ানা হইবেন।

গতকাল তুমুল বর্ষণ উপেক্ষা করিয়া নারায়ণগঞ্জের জনসাধারণ ও শ্রমিক সমাজ শেখ মুজিবকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। অর্ধ শতাধিক প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে শেখ মুজিবকে মাল্যভূষিত করা হয়। ১৯৬৬ সালের ৭ই জুনের আন্দোলনের শহীদ শামসুল হকের বৃদ্ধা মাতা জাহাজে শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
৩০শে জুলাই ১৯৬৯
ত্যাগ ও ভালবাসার মন্ত্রে উজ্জীবিত হউন : বরিশাল আইনজীবী সমাবেশে শেখ মুজিবের আহ্বান
(বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

বরিশাল, ২৯শে জুলাই– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান সত্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ত্যাগ ও ভালবাসার মন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

আজ অপরাহ্নে বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে স্থানীয় জেলা বার সমিতির সদস্যদের সঙ্গে শেখ সাহেব ঘরোয়াভাবে আলোচনা করিতেছিলেন। তিনি বলেন, ত্যাগ ও ভালবাসা ছাড়া সত্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

আজ সকালেই এক সংক্ষিপ্ত সফরে আওয়ামী লীগ প্রধান নারায়ণগঞ্জ হইতে সদলবলে এখানে আসিয়া উপস্থিত হন।

গতকাল (সোমবার) রাত্রে চাঁদপুর ষ্টীমার ঘাটে পৌছিলে বৃষ্টি সত্ত্বেও বহু লোক শেখ সাহেবকে দেখার জন্য সেখানে আগমন করে। ষ্টীমার ঘাট হইতে সদলবলে শেখ সাহেব স্থানীয় শহীদ মিনারে গমন করিয়া পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। পরে তিনি টাউন হলে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হন। কর্মীদের সঙ্গে ঘরোয়াভাবে আলোচনাকালে শেখ সাহেব বলেন যে, বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ, উভয় প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে শুভেচ্ছা ও ভ্রাতৃত্বের মনোভাব সৃষ্টি এবং জাতীয় সংহতির নিশ্চয়তা বিধানের জন্য আওয়ামী লীগ নিরন্তর কাজ করিয়া যাইতেছে। তিনি বলেন, গুটিকয়েক লোকের জন্য নয়, বরং অগণিত সাধারণ মানুষের ত্যাগ-তিতিক্ষায় তাহাদের জন্যই পাকিস্তান সৃষ্টি হইয়াছে।

সুতরাং জনগণই রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার মালিক এবং তাহাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ভাল-মন্দকেই সর্বোচ্চে স্থান দিতে হইবে।

এই ঘরোয়া বৈঠকে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন দলের সাংগঠনিক বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

অতঃপর শেখ সাহেব বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের পরলোকগত সভাপতির বাসভবনে গমন করিয়া মরহুমের পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। আইয়ুব আমলের গণ-আন্দোলনকালে পুলিসের গুলীতে আহত সুধীর কুমার দে'র বাড়ীতে গিয়া তাহার সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন। তৎপরে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া শেখ মুজিব জেলা বার সমিতির সদস্যদের সঙ্গে এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকে তিনি বরিশালের কৃতী সন্তান দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদক মরহুম তফাজ্জল হোসেনের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, মানিক ভাই ছিলেন আমার পথ প্রদর্শক–এদেশের জনগণের অকৃত্রিম বন্ধু। তিনি কতিপয় প্রশ্নেরও জবাব দেন। বিকাল সাড়ে ৪টায় তিনি জেলা আওয়ামী লীগ অফিস পরিদর্শন করেন।

বিকাল সাড়ে ৫টায় তিনি এখানে ছাত্রলীগের নয়া অফিস উদ্বোধন করেন। রাত্রে শেখ সাহেব পুনরায় দলীয় কর্মীদের সঙ্গে এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হন। আগামীকাল সকালে তিনি ঢাকা রওয়ানা হইবেন।

Morning News
31st July 1969
Mujib spends busy day in Barisal

BARISAL, July 30 (PPI): Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman spent a busty day here yesterday.

The Awami League chief sailed into the steamer ghat here in the morning from Dacca to a warm reception accorded by his party workers. He was accompanied by other party leaders namely Messrs Tajuddin Ahmad, Abdul Monem Khan, Obaidur Rahman and Jalaluddin Ahmad.

Shortly after arrival the Awami League leaders went to the sahid minar and offered fateha. Then they visited the house of the late Mohammad Yunus, district Awami League President.

Later they attended a reception at the Town Hall and met the members of Barisal District Bar besides opening a Students League office Sheikh Mujib addressed his party workers.

দৈনিক পয়গাম
৩১শে জুলাই ১৯৬৯
শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন

ঢাকা, ৩০শে জুলাই।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান দুই দিনব্যাপী বরিশাল সফর শেষে আজ রাত ৮টায় এখানে প্রত্যাবর্তন করেন বলিয়া আওয়ামী লীগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ। বরিশাল সফরকালে শেখ মুজিবর বরিশাল বারের সদস্যদের উদ্দেশে ভাষণদান করেন। ইহা ছাড়া তিনি আওয়ামী নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের সহিত দল গঠন সংক্রান্ত বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। শেখ মুজিবর রহমানের সহিত আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ, পাবলিসিটি সেক্রেটারী জনাব আবদুল মতিন, সোসালড কালচারাল সেক্রেটারী ওবায়দুর রহমান ও মোল্লা জালালউদ্দীন আহমদ এখানে প্রত্যাবর্তন করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
২রা আগষ্ট ১৯৬৯
৭ই আগষ্ট সদলবলে শেখ মুজিবের করাচী যাত্রা

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান সদলবলে আগামী ৭ই আগষ্ট বিকাল সাড়ে ৪টায় বিমানযোগে ঢাকা হইতে করাচী রওয়ানা হইবেন। করাচীতে তাঁহারা সপ্তাহকাল অবস্থান করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খোন্দকার মোশতাক আহমদ ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ শেখ সাহেবের সঙ্গে করাচী গমন করিবেন। করাচী অবস্থানকালে তাঁহারা নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যোগদান করিবেন। তাছাড়া সাংগঠনিক বিষয়াদি লইয়া নেতৃবৃন্দ পশ্চিম পাকিস্তানী আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিবেন। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এ, এইচ, এম কামরুজ্জামান গতকাল (শুক্রবার) ঢাকায় উপরোক্ত তথ্যাদি প্রকাশ করেন।

দৈনিক পয়গাম
২রা আগস্ট ১৯৬৯
শেখ মুজিবের করাচী সফর
(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আগামী ৭ই আগষ্ট পশ্চিম পাকিস্তান গমন করিবেন। গতকল্য শুক্রবার প্রতিষ্ঠানের এক প্রেস রিলিজে ইহা জানানো হয়। তাঁহার সহিত প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খন্দকার মুশতাক আহমদ ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহমদও পশ্চিম পাকিস্তান গমন করিবেন।

নেতৃবৃন্দ প্রায় এক সপ্তাহকাল করাচী অবস্থান করিবেন। তাহারা সেখানে প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক ব্যাপারে তৎপর থাকিবেন। শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির এক সভায় যোগদান করিবেন।

দৈনিক পয়গাম
২রা আগস্ট ১৯৬৯
বৈষম্য দূর করার জন্যই ৬ দফা : শেখ মুজিব

বরিশাল, ৩০শে জুলাই।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ঢাকা হইতে মেইল ষ্টীমার যোগে অদ্য সকালে এখানে আগমন করিলে দলীয় কর্মীগণসহ বহু ছাত্র ষ্টীমারঘাটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। দলীয় কর্মীগণ শেখ মুজিবর রহমানকে একখানা খোলা জীপগাড়ীতে উঠাইয়া চক বাজার, হাট খোলা ও নাজির মহল্লা ঘুরাইয়া টাউন হলের সম্মুখে উপস্থিত হইলে শেখ মুজিবর রহমান গাড়ী হইতে নামিয়া শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন।

সকাল ১১ ঘটিকায় স্থানীয় টাউন হলে দলীয় কর্মীদের প্রতি এক ভাষণ দানকালে শেখ মুজিব বলেন যে, তিনিও সমাজতন্ত্র চাহেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ইসলাম ধর্মে কোন ভেদাভেদ নাই, সকল মানুষ সমান। তিনি তাহার দলের ৬ দফা দাবীর কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ৬ দফা দেশ হইতে বৈষম্য দূর করিবে।

তিনি গত গণআন্দোলনের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, হাজার হাজার ছাত্র-শ্রমিক জনতা তাহার মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিয়াছে, প্রাণ বিসর্জন দিয়াছে এবং তাহাকে বন্দিশালা হইতে মুক্ত করিয়াছে। তিনি দেশের জনগণের সহিত বা তাহার নিজের আত্মার সহিত যাহাতে কোনপ্রকার বিশ্বাসঘাতকতা না করেন তাহার জন্য খোদার কাছে প্রার্থনা করেন এবং সকলের কাছে দোয়া চাহেন। বৈকাল পাঁচ ঘটিকার সময় স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য জনাব আবদুর রশিদ বিশ্বাস শেখ মুজিবের সম্মানার্থে এক চা-চক্রের আয়োজন করেন। –নিজস্ব সংবাদদাতা

দৈনিক ইত্তেফাক

৩রা আগষ্ট ১৯৬৯

করাচী আওয়ামী লীগ সেক্রেটারীর বিবৃতি : শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে নবাবজাদার নিন্দা প্রচারের প্রতিবাদ

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

করাচী, ১লা আগষ্ট– করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব খলিল আহমদ তিরমিজী, এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতাদের বিরুদ্ধে অবাঞ্ছিত অভিযোগ উত্থাপনের জন্য পিডিপি নেতা নবাবজাদা নসরুল্লাহ খানের তীব্র সমালোচনা করেন।

জনাব তিরমিজী বলেন যে, নিজ দলের নীতি ও কর্মসূচী ব্যাখ্যা করার বদলে শ্রদ্ধেয় নেতাদের বিরুদ্ধে ঢালাওভাবে ভিত্তিহীন অভিযোগ করিয়া চলিয়াছেন। ইহা হইতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, পিডিপি'র নিজস্ব কোন গঠনমূলক কর্মসূচী নাই এবং পরের বিরুদ্ধে সস্তা অভিযোগ প্রচার করিয়াই ইহা বাঁচিতে চায়। সেজন্যই নবাবজাদা অন্যান্য দলের নেতাদের চরিত্র গঠনের পন্থা বাছিয়া নিয়াছেন।

জনাব তিরমিজী তাঁহার বিবৃতিতে বলেন যে, অধুনা নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান সুযোগ পাইলে শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য রাজনৈতিক

দলের শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে অবাঞ্ছিত ও উত্তেজনাকর অভিযোগ উত্থাপনের মাধ্যমে নিন্দাবাদ প্রচারের এক অভিযান চালাইয়া চলিয়াছেন। নবাবজাদা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন যে, সুবিধাবাদের ভিত্তিতে মিলিত কতিপয় আত্মসর্বস্ব ও প্রত্যাখ্যাত নেতা সমন্বয়ে তাঁহার রাজনৈতিক দল পি, ডি, পি'র জন্ম হইলেও আওয়ামী লীগ একটা গণমুখী রাজনৈতিক দল।

জনাব তিরমিজী বলেন, নবাবজাদা অভিযোগ করিয়াছেন যে, শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানের আদর্শের বিরুদ্ধে কাজ করিতেছেন। পাকিস্তানের আদর্শ বলিতে কি বুঝায় নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান অথবা মওলানা মওদুদী তাহার কতটুকু জানেন? উপমহাদেশের মুসলমানদের জীবন-মরণ সংগ্রামের সময় শেখ মুজিবর রহমান সম্মুখ সমরে নিয়োজিত, এই দুই ভদ্রলোক তখন মুসলমানদের বিরোধিতায় লিপ্ত। সুতরাং নবাবজাদাদের মত লোকেরা কোন মুখে যে শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের আদর্শের বিপক্ষে কাজ করার অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং নিজেদেরকে পাকিস্তানের আদর্শের হেফাজতকারী হিসাবে ঘোষণা করেন, তাহা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর।

নবাবজাদা সামন্তবাদী শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেন। কিন্তু সেই সামন্তবাদ দিন দিন স্বাভাবিক মৃত্যুর দিকে আগাইয়া চলিয়াছে, জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির দাবীর সামনে ইহা দাঁড়াইবার শক্তি রাখে না।

উপসংহারে জনাব তিরমিজী বলেন, আমি শেখ মুজিবর রহমানের মত দেশপ্রেমিক ও বিবেকবান নেতাদের জন্য রাজনৈতিক ময়দান ছাড়িয়া দিয়া অতীত অপকর্ম ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে বাকী জীবন অতিবাহিত করার উদ্দেশ্যে নবাবজাদাদের পরামর্শ দিতেছি।

দৈনিক পয়গাম

৪ঠা আগস্ট ১৯৬৯

আওয়ামী লীগ অফিসে আলোচনা সভা

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক শাখার উদ্যোগে গতকল্য (রবিবার) 'পাকিস্তানে রাজনীতির মূল্যায়ন' সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানের পুরানা পল্টন অফিসে এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সংস্কৃতি ও সমাজসেবা সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমান। দলীয় প্রধান শেখ মুজিবর রহমান প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান করেন। জনাব তাজুদ্দীন আহমদ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

আজাদ

৬ই আগস্ট ১৯৬৯

আওয়ামী লীগ মহিলা শাখা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের মহিলা শাখা কমিটির এক সভা গতকাল মঙ্গলবার সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

বেগম বদরুননেসা আহমদের সভানেত্রীত্বে আয়োজিত এই সভায় কমিটির ভবিষ্যতে কর্ম্মপন্থার উপর আলোকপাত করিয়া বক্তৃতা করেন আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান, সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দীন আহমদসহ আরও অনেকে।

সভায় প্রদেশের সকল মহকুমা শহরে আওয়ামী লীগের মহিলা শাখা গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

Dawn

6th August 1969

MUJIB DUE IN CITY ON 7TH

Sheikh Mujibur Rahman, President of the All-Pakistan Awami League, is reaching Karachi from Dacca in the evening of Aug. 7 for a weeklong visit. He will be accompanied by Some Members of the Organising Committee of his party.

He will meet political leaders, workers, students, teachers and other cross-section of the people. The Karachi Provincial Awami League has drawn up an elaborate programme for the visit of their party Chief.

Sheikh Mujibur Rehman's programme in Karachi will begin with a visit to the Mazar of the Quaid-i-Azam at 9-00 a.m. on August 8 where he will offer Fateha.

Later, he will address the Awami League workers at his residence in the PECH Society.

The same afternoon, he will lay the foundation-stone of a Jamia Masjid at Korangi No. 1. Later, he will attend a reception to be hosted for him by the Karachi Provincial Awami League at the Theosophical Hall, Bundel Road.

The Sheikh will also be the guest of honour at a reception being arranged at a local hotel by the Sind United Front.

Meanwhile, several political leaders have started reaching Karachi to meet the Awami League leader in the City.

Mr. Qamruzzaman, General Secretary of the League, and Mr. Shafiul Alam, a member of the organising Committee, and Kazi Faiz Mohammad, Chairman of the West Pakistan A.L. Organising Committee are already in the City awaiting the Sheikh's arrival. –APP.

আজাদ

৭ই আগস্ট ১৯৬৯

শেখ মুজিবের করাচী যাত্রা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান আজ বৃহস্পতিবার এক সপ্তাহের সফরে সদলবলে করাচী গমন করিবেন।

করাচীতে অবস্থানকালে তাঁহারা নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যনির্ব্বাহক কমিটির সভায় যোগদান করিবেন। শেখ মুজিবর রহমানের সহিত আর যাহারা করাচী যাইতেছেন, তাঁহারা হইলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খোন্দকার মোশতাক আহমদ, জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, জনাব আবদুল মোমিন, জনাব আবদুল মালেক উকিল, মোল্লা জালাল উদ্দিন, জনাব শামসুল হক, শেখ আবদুল আজিজ, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, জনাব এম, এ, মান্নান, জনাব আবদুর রব, জনাব এম, এ, সামাদ, জনাব মতিয়র রহমান, জনাব মশিহুর রহমান, জনাব আরহাম সিদ্দিকী, জনাব আবদুল হান্নান, বেগম নূরজাহান মোর্শেদ ও ছাত্রনেতা আবদুর রউফ।

আজাদ

৭ই আগস্ট ১৯৬৯

করাচীতে শেখ মুজিবের সপ্তাহব্যাপী সফরসূচী

করাচী, ৬ই আগষ্ট।–আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান সপ্তাহব্যাপী অবস্থানের উদ্দেশ্যে আগামীকাল সন্ধ্যায় করাচী আসিয়া পৌছিবেন।

আওয়ামী লীগের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, শেখ মুজিবর রহমান ৮ই আগষ্ট সকালে কায়েদে আজমের মাজারে ফাতেহা পাঠ ও পুস্পমাল্য অর্পণ করিবেন। ঐদিন তিনি এক কর্মী সভায় বক্তৃতা দান এবং কোরঙ্গীতে একটি মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিবেন। বিকালে করাচী আওয়ামী লীগ কর্তৃক আয়োজিত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদান করিবেন।

করাচীতে অবস্থানকালে স্বীয় দলীয় লোকজন ছাড়াও শেখ মুজিব অন্যান্য রাজনৈতিক দল শ্রমিক, ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দের সহিত আলোচনায় মিলিত হইবেন। –পিপিআই

দৈনিক ইত্তেফাক

৭ই আগষ্ট ১৯৬৯

আজ সদলবলে শেখ মুজিবের করাচী যাত্রা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ (বৃহস্পতিবার) বিকালে সদলবলে করাচী রওয়ানা হইবেন। তিনি ও তাঁহার সঙ্গীরা করাচীতে প্রায় এক সপ্তাহকাল অবস্থান করিবেন। বিগত জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে শেখ সাহেবের করাচী সফরের কথা ছিল। কিন্তু ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেনের (মানিক মিয়া) আকস্মিক ইন্তেকালে শেখ সাহেব সেই সফর তখনকার মত স্থগিত রাখেন।

করাচী অবস্থানকালে নেতৃবৃন্দ পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভায় যোগদান করিবেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খোন্দকার মোশতাক আহমদ ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমিন, জনাব আবদুল মালেক উকিল, মোল্লা জালালউদ্দিন আহমদ, জনাব শামসুল হক, শেখ আবদুল আজিজ, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, জনাব এম, এ, মান্নান, জনাব আবদুর রব, জনাব এম, এ, সামাদ, জনাব মতিউর রহমান, জনাব মসিহুর রহমান, জনাব আবদুল হান্নান পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রাক্তন সভাপতি জনাব আবদুর রউফ এবং বেগম নূরজাহান মোরশেদ শেখ সাহেবের সঙ্গে থাকিবেন। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব কামরুজ্জামান এবং ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের মোল্লা রিয়াজুদ্দিন ইতিপূর্বেই করাচী গমন করিয়াছেন।

করাচী হইতে পি,পি,আই পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, শেখ সাহেব আগামীকাল (শুক্রবার) সকালে কায়েদে আজমের মাজারে ফাতেহা পাঠ ও পুষ্পমাল্য অর্পণ করিবেন। আগামীকাল সকাল ১০টায় তিনি পিইসিএইচএসএ এক কর্মীসভায় বক্তৃতা দান করিবেন। দুপুর আড়াইটায় তিনি কোরঙ্গী ১নং-এ জামে মসজিদ সদনীর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিবেন। বিকাল ৫টায় তিনি করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ কর্তৃক থিওসফিক্যাল হলে আয়োজিত এক সম্বর্ধনা সভায় যোগদান করিবেন। করাচীতে অবস্থানকালে শেখ সাহেব বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, শ্রমিক, ছাত্র ও শিক্ষকদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন।

আজাদ

৮ই আগস্ট ১৯৬৯

করাচীতে সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিব : কোন ব্যক্তি বিশেষের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অধিকার নাই

করাচী, ৭ই আগষ্ট।–পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে দেশে অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, জনগণের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইলেই তাহারা সকল গণতান্ত্রিক প্রশ্নের সমাধান করিতে পারিবেন।

শেখ মুজিবর এক সপ্তাহব্যাপী করাচী সফরের উদ্দেশ্যে আজ অপরাহ্নে ঢাকা হইতে এখানে আগমনের পর সাংবাদিকদের সহিত আলোচনাকালে ইহা জানান।

শেখ মুজিব বলেন যে, কোন ব্যক্তি বিশেষের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অধিকার নাই। একমাত্র নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরাই এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন। শেখ সাহেব বলেন যে, আমরা অমীমাংসিত সমস্যাবলীর স্থায়ী সমাধান চাই। একুশ বছর পার হইয়া যাইবার পরও আর কতকাল আমরা অপেক্ষা করিব।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, কয়েক মাস সময়ের মধ্যেই সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যায়। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, বর্ত্তমান সরকার এক ঘোষণা বলে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোট ও ফেডারেল কাঠামোর ভিত্তিতে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠান করিতে পারেন।

এপিপি পরিবেশিত খবরে বলা হয় যে, শেখ মুজিব জনসভা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বিধিনিষেধ শিথিলের জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানান।

তিনি বলেন, অতীতে পূর্ব্ব পাকিস্তানের জনগণ বহু অবিচার সহ্য করিয়াছে, নয়া শাসনতন্ত্রে তাহাদের ন্যায্য অভিযোগের প্রতিকারে গ্যারান্টি থাকিতে হইবে। তাঁহার "ছয়দফা" কর্ম্মসূচীর কিছু পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হইবে কিনা এই সম্পর্কে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জওয়াবে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, তাহার দল প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ে লক্ষ্য অর্জ্জনে ওয়াদাবদ্ধ। এই তিনটি বিষয় হইলঃ জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব, আওয়ামী লীগের ছয় দফার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও এক ইউনিট বাতেল এই লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না বলিয়া তিনি জানান। সিন্ধুর নেতাদের সহিত তাহার কোন রাজনৈতিক মৈত্রী স্থাপনের সম্ভাবনা রহিয়াছে

কিনা জানিতে চাওয়া হইলে শেখ সাহেব বলেন, তাহাদের সহিত আমি প্রথমে আলাপ করিব। শেখ মুজিব বলেন যে, অধিকাংশ সিন্ধু নেতাই তাহার পুরানো বন্ধু। তাহাদের সহিত তিনি অবশ্যই জাতীয় সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করিবেন।

আগামী ৯ই আগষ্ট হইতে করাচীতে পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটির দুই দিনব্যাপী বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে। বৈঠকে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং পার্টির সাংগঠনিক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে। ইহা ব্যতীত পশ্চিম পাকিস্তানে পার্টি সংগঠনের একটি কর্ম্মসূচীও প্রণয়ন করা হইবে। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব আগামীকাল সকালে কায়েদে আজমের মাজার জেয়ারত করিবেন পরে তিনি পার্টির কর্ম্মীসভায় যোগ দান করিবেন। অপরাহ্ণে থিও সোফিকাল হলে তিনি এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকিবেন। তিনি কোরাঙ্গীতে একটি মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিবেন। করাচী বিমান বন্দরে বহু আওয়ামী লীগ কর্ম্মী ও করাচীতে বসবাসকারী পূর্ব্ব পাকিস্তানীরা শেখ মুজিবকে অভ্যর্থনা জনান। –পিপিআই/এপিপি

Dawn

8th August 1969

Mujib wants elections on population basis : Welcomes states' merger: arrives in Karachi

By Our Staff Correspondent

Sheikh Mujibur Rahman said yesterday that his party's stand on the present political situation was the immediate holding of elections on the basis of population and adult franchise.

Talking to newsmen on his arrival from Dacca on a week's visit to Karachi, the Awami League chief said that the Parliament thus elected should perform the dual function of a Legislature as well as a Constituent assembly.

He did not agree that this procedure would unduly delay the framing of a new constitution. It could all be done with speed, he added.

One Unite

He also felt that all the controversial issues, including that of One Unit and powers of the provinces could also be dealt with properly by the true representatives of the people.

He said in reply to a question that the Awami League had already decided that members of other political parties who joined the Awami League would not be entitled to hold any office in the party for a period of two years.

This decision, he said, had been included in the party manifesto and automatically implied that such persons would also not be eligible to hold any public office on behalf of the party.

Sheikh Mujibur Rahman welcomed the decision of President, General A. M. Yahya Khan, for the merger of three states–Swat, Dir and Chitral–into West Pakistan. This was a long standing demand of the nation, he added.

As for the other parts of the President's broadcast, he said he had "no comments to offer."

Asked if the fate of the RTC at Rawalpindi could have been different the Awami League chief said, "We would talk about it later."

He said that one of the objectives of his visit was to stabilise the party in West Pakistan and make it more active. He hinted that this might figure prominently in the party's Working Committee meeting, scheduled to be held on Aug. 9 and 10.

Morning News

8th August 1969

Mujib wants early polls

(By our Staff Reporter)

Sheikh Mujibur Rahman, Awami League leader, yesterday said that the constitutional issues could be solved only by the elected representatives of the people.

Talking to newsmen at the Dacca airport before emplaning for Karachi, Sheikh Mujibur Rahman said, after an early election in the country the elected representatives of the people will be both “morally” and “politically” in a position to give a constitution to the country.

Sheikh Mujibur Rahman while brushing aside any possibility of another “round table conference” of the leaders to settle the constitutional issues, said, “As there was no test of the leaders, no leader could claim himself to be the people’s representative”. He said, “These days anybody issuing a statement thinks that he is a leader, and added, they can’t discuss the constitutional issues,

facing the country". He did not think that a leader's meeting will help the situation.

Sheikh Mujibur Rahman suggested that there should be an early election in the country so that the elected representatives of the people could decide some of the most pressing issues before the nation including the future constitution of the country. He said, "Election should be held as soon as possible" and added "It will be good for the people and the country."

He expressed the opinion that general election in the country could be held "in a few months time". He said early election will go a long way in solving the national maladies.

Responding to a question Sheikh Saheb said he was glad to know that the leaders of Sind had united together and were determined to work for the dismemberment of One Unit in West Pakistan. He said, "I am with them.''

He, however, hoped that the leaders of Sind will appreciate the demand of East Pakistan particularly the demand for representation on the basis of population had regional autonomy on the basis of the Six-Point programme of his party.

He said his party was committed to the cause of the people and shall spare no pains to see that their demand for dismemberment of One Unit in West Pakistan, representation on the basis of population and regional autonomy was realised as soon as possible. He said, "You can count on us to give a good fight to the opponents of the people's demand."

The Awami League leader said that he had received invitation from the "United Front'' of Sind to meet them and discuss the issues facing the people of the former minority provinces. He said he along with his partymen and friends, will sit together with them and come to an understanding.

He said he was going with an "open heart" to West Pakistan carrying the "goodwill'' for the people there. He said he will meet "any body willing to meet'' and discuss the people's problem.

He said he loved the people of West Pakistan as much as he loved the people of East Pakistan. He said he and his party were fighting for the cause of the people and against the vested interest. He said in this fight the people are "with me" and the Awami League.

In reply to a question Sheikh Mujibur Rahman said, Bugti tribesmen of former Baluchistan have already joined the Awami

League while some more were negotiating with his party for an understanding. He said a number of leaders from Sind, Baluchistan and North-West Frontier have joined the Awami League.

He said during his stay in Karachi he will attend the meeting of the Pakistan Awami League. He will also meet the party workers and some leaders belonging to other parties.

The meeting of the Pakistan Awami League will discuss the political situation in the country, particularly in the light of the recent political developments in the country. The meeting will be held on August 9.

Sheikh Mujibur Rahman, who was accompanied by 19 leading men of his party including Syed Nazrul Islam, Khondokar Mushtaq Ahmed and Mr. Tajuddin Ahmed was seen off at the airport by a large number of friends, admirers and partymen.

দৈনিক পয়গাম

৮ই আগস্ট ১৯৬৯

করাচী যাত্রার প্রাক্কালে শেখ মুজিব : দেশে শীঘ্র নির্বাচন হইলে জনগণের মঙ্গল হইবে

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, দেশে শীঘ্র নির্বাচন অনুষ্ঠান হইলে জনসাধারণের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে। এক সপ্তাহব্যাপী করাচী সফরের উদ্দেশ্যে গতকল্য (বৃহস্পতিবার) ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে তেজগাঁও বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের নিকট তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধানের সহিত সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খন্দকার মোশতাক আহমদ, জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ও জনাব আবদুর রউফও করাচী গমন করিবেন।

করাচীতে এক সপ্তাহব্যাপী অবস্থানকালে শেখ মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সহিত সাংগঠনিক বিষয়, দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনায় মিলিত হইবেন। বিমান বন্দরে শেখ মুজিব সাংবাদিকদের নিকট অভিমত প্রকাশ করেন যে, কয়েক মাসের মধ্যেই দেশের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে পারে বলিয়া তিনি ধারণা করিতেছেন। শেখ মুজিব পুনরায় ঘোষণা করেন যে, এক ইউনিট বিলোপ, পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার

প্রভৃতির জন্য তাহার দল সংগ্রাম অব্যাহত রাখিবে এবং এই সব প্রশ্নে জনসাধারণও তাঁহার পিছনে থাকিবে বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব জানান যে, তিনি সিন্ধু ইউনাইটেড পার্টির আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি উল্লেখ করেন যে, সিন্ধু ও খোদা খেদমতগার পার্টির নেতা ইতিমধ্যেই আওয়ামী লীগে যোগদান করিয়াছেন।

আগামী ৯ই আগষ্ট করাচীতে অনুষ্ঠিতব্য পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সভায় শেখ মুজিব যোগদান করিবেন। করাচীতে অবস্থানকালে তিনি অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সহিতও সাক্ষাত করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

দৈনিক পয়গাম

৮ই আগস্ট ১৯৬৯

করাচীতে শেখ মুজীব : নির্বাচনের জন্য শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন নাই

করাচী, ৭ই আগষ্ট।– আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে বলেন যে, প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অবিলম্বে নির্বাচন অনুষ্ঠান জাতির বিভিন্ন সমস্যার একমাত্র সমাধান।

পশ্চিম পাকিস্তান সফরের উদ্দেশ্যে ঢাকা হইতে এখানে আগমনের পর সাংবাদিকদের সহিত আলোচনাকালে তিনি অবিলম্বে দেশের নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানান। জনসভা অনুষ্ঠানের উপর যে সমস্ত বিধি নিষেধ রহিয়াছে তাহা শিথিল করার জন্য তিনি আবেদন জানান।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, সামরিক আইনের কাঠামোর উপর ভিত্তি করিয়া দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে পারে। নির্বাচনের জন্য কোন শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন নাই। গণভোটের মাধ্যমে জনগণ তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিলে তাহারা প্রতিনিধিবর্গ দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতে সক্ষম হইবেন এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে দেশের অন্যান্য সমস্যাবলীর সমাধান হইবে।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অতীতে নানাবিধ অন্যায় সহ্য করিয়াছে। নয়া শাসনতন্ত্রে তাহাদের অভাব-অভিযোগ পূরণের প্রতিশ্রুতি থাকিতে হইবে। নিজের খেয়াল মোতাবেক শাসনতন্ত্র গঠন করার অধিকার কাহারও নাই। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিই শুধু উহা গঠন করিতে পারে। –এপিপি

সংবাদ

৮ই আগস্ট ১৯৬৯

করাচীতে শেখ মুজিব : অবিলম্বে নির্বাচন অনুষ্ঠানই জাতীয় সমস্যাবলীর একমাত্র সমাধান

করাচী, ৭ই আগষ্ট (এপিপি)।– নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে বলেন যে, অবিলম্বে দেশের সার্বজনীন বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানই বহু জাতীয় সমস্যার একমাত্র সমাধান। সপ্তাহব্যাপী করাচী সফরের উদ্দেশ্যে ঢাকা হইতে এখানে আগমনের অল্প কিছুক্ষণ পর স্বীয় বাসভবনে সাংবাদিকদের সহিত আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রধান উপরোক্ত মত প্রকাশ করেন।

তিনি সরকারের প্রতি অবিলম্বে নির্বাচন অনুষ্ঠান ও সভা সমিতি অনুষ্ঠানের উপর বাধা নিষেধ শিথিল করার আহ্বান জানান।

শেখ মুজিব বলেন যে, কোন মৌলিক কাঠামো সম্পর্কে একটি সামরিক আইনের বিধি ঘোষণা দ্বারা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

তিনি বলেন যে, নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য শাসনতন্ত্রের কোন প্রয়োজন নাই। জনপ্রতিনিধিগণ একবার নির্বাচিত হইলেই তাঁহারা গণতন্ত্র সম্মত উপায়ে শাসনতন্ত্র রচনা এবং অন্যান্য সমস্যার মীমাংসা করিতে পারিবেন। আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, সর্বকালের জন্য বহু প্রশ্নের মীমাংসার উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্র রচনায় বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিতে হইবে।

তিনি বলেন যে, অতীতে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের প্রতি বহু অবিচার হইয়াছে। নয়া শাসনতন্ত্র রচনাকালে তাহাদের প্রকৃত অভাব অভিযোগ পূরণ সম্পর্কে নিশ্চয়তা থাকিতে হইবে। কোন লোকেরই নিজের ইচ্ছামত শাসনতন্ত্র রচনার অধিকার নাই; একমাত্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণই উহা রচনা করিতে পারে বলিয়া আওয়ামী লীগ নেতা মত প্রকাশ করেন।

তাঁহার ৬-দফার কোন কোন দফা সংশোধন করা যায় কিনা প্রশ্ন করা হইলে তিনি জানান যে, তাঁহার পার্টি মূলতঃ ৩টি লক্ষ্য হাসিলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সে ৩টি লক্ষ্য হইতেছেঃ লোক সংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব, আওয়ামী লীগের ৬ দফা দাবীর কাঠামোর ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং এক ইউনিট বাতিল।

তিনি বলেন যে, এই সমস্ত লক্ষ্যচ্যুৎ হওয়ার কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

তাঁহার পার্টি সিন্ধী নেতৃবৃন্দের সহিত মৈত্রী করিবে কিনা এক প্রশ্নের উত্তরে আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, প্রথমে তাঁহাদের সহিত আলাপ হওয়া প্রয়োজন।

তিনি বলেন যে, দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং পার্টির সাংগঠনিক বিষয় বিবেচনার জন্য আগামী ৯ই আগষ্ট হইতে করাচীতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সংগঠনী কমিটির এক বৈঠক শুরু করা হইবে।

ইহাছাড়া বৈঠকে পশ্চিম পাকিস্তানের পার্টি সংগঠনের জন্যও একটি কর্মসূচী প্রণয়ন করা হইবে।

আগামীকাল সকালে কায়েদে আজমের মাজার জেয়ারতের মধ্য দিয়া শেখ মুজিবর এখানে তাঁহার তৎপরতা শুরু করিবেন। পরে তিনি তাঁহার বাসভবনে পার্টির কর্মীদের এক বৈঠকে বক্তৃতা দান করিবেন। সন্ধ্যায় তিনি থিওসোফিক্যাল হলে এক সম্বর্ধনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান করিবেন এবং কোরাঙ্গীতে একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করিবেন।

অদ্য করাচীর উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে তেজগাঁও বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের সহিত আলোচনাকালে তিনি দেশের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে সকল রাজনৈতিকদলের কনভেনশন আহ্বানের প্রস্তাব নাকচ করিয়া বলেন যে, একমাত্র নির্বাচনের পরই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারে।

পিপিআই পরিবেশিত খবরে বলা হয় যে, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কর্তৃক আহূত সর্বদলীয় কনভেনশনে তাঁহার পার্টিকে আমন্ত্রণ জানান হইয়াছে কিনা জানিতে চাওয়া হইলে তিনি বলেন যে, তিনি এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, দেশের প্রকৃত নেতার পরিচয় পাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। কেবল মাত্র বিবৃতি দিয়াই নেতা বলিয়া দাবী করা যায় না।

সংবাদ

৮ই আগস্ট ১৯৬৯

মুজিব-ভুট্টো বৈঠক

করাচী, ৭ই আগষ্ট, (এপিপি)।– পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো অদ্য বৈকালে আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব শেখ মুজিবর রহমানের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হন। এখানকার আওয়ামী লীগ মহল হইতে বলা হয় যে, জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো ও জনাব মুজিবর রহমানের সহিত এই বৈঠক প্রায় ৯০ মিনিট স্থায়ী হয়। বৈঠকে জাতীয় রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। জনাব ভুট্টো অদ্য বৈকালে লারকানা হইতে করাচী আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

Pakistan Observer

9th August 1969

Sheikh Mujib demands early polls

KARACHI, Aug. 8:–Sheikh Mujibur Rahman, President of the All Pakistan Awami League said here tonight that the country's constitutional, political and economic problems could be solved only by the people's elected representatives. To achieve this he demanded immediate elections on direct adult franchise and one-man one vote basis, reports APP.

The Awami League leader was speaking at a reception hosted for him by the Karachi Provincial Awami League at the Theosophical Hall here.

Sheikh Mujibur Rahman regretted that at the lapse of 22 years the country did not have a constitution truly reflecting the aspirations of the people. He said after election, the parliament, thus formed, could also serve as the constituent Assembly. The constitution, he said should be framed by the people's elected representatives in accordance with the wishes of the people. "We want clear cut democracy–nothing, more, nothing less," he added.

The Sheikh outrightly rejected the idea of restoration of the 1956 Constitution and said that the old document did not meet the demands of the people, Besides, he added, the old constitution could not be easily amended.

The Awami League leader said that if the 3,000 Islands of Indonesia could live together why the two wings of Pakistan could not do so.

Dawn

9th August 1969

No deviation from Islam and Pakistan ideology : Mujib wants to start afresh on basis of Lahore Resolution

By Our Staff Correspondent

Sheikh Mujibur Rahman said in Karachi yesterday that the only method to solve the present problems of Pakistan, including the political and economic issues, was to start from scratch on the basis of Lahore Resolution and as it was visualised by the Quaid-i-Azam.

He was speaking at a reception given in his honour by the Karachi Provincial Awami League at the Theosophical Hall last evening.

In his 55-minute speech the Awami League chief dealt with a series of burning topics and took particular care to debunk criticism of his party and its leaders of attempting to secede from Pakistan in collusion with Indian agents or of deviating from the path of Islam or the Pakistan ideology.

He recounted the efforts and sacrifices rendered by his fellow workers and East Pakistanis in the creation of Pakistan and asserted that the malicious propaganda was launched by vested interests whose only objective was to perpetuate the act of exploitation of the entire country.

Rejecting outright all suggestions for a convention of all political parties to resolve the constitutional problems, he said it was unthinkable unless these leaders had got the mandate of the people through fair elections on the basis of adult franchise.

On the other hand, he said, the 1956 constitution was unacceptable because it was against the basis demands of the people including the demand for representation on population basis, disintegration of One Unit and regional autonomy.

Similarly, any other constitution thrust on the people against their wishes would be unacceptable.

Sheikh sahib said Awami League would not bluff the people. It was committed to give the country a "clear-cut democracy. Nothing less, nothing more."

VESTED INTERESTS

He said that the present lot of the country was due only to those "who did not spare even two annas for the cause of Pakistan, and also due to the bureaucracy which got an upper hand after the death of Quaid-i-Millat Liaquat Ali Khan."

The Awami League chief said that these vested interests did not spare even Mr. Fazlul Haq and Mr. Suhrewardy from calling them traitors.

Mr. Mujibur Rahman said that Mr. Ayub Khan had given the country a system that corrupted the entire nation, even the simple God-fearing villagers.

All these vested interests, he said, were too well known to the nation and will get back everything and "with compound interest."

As for the charge against him of attempting to secede, he said he wondered why the majority province of East Pakistan should do it. It only proved the mala-fides of the persons who hurled these accusations adding that they would fail in their evil designs.

He explained at length the reasons for discontentment among East Pakistanis and compared the economic conditions in the two provinces. In particular, he compared the prices of some essential goods like rice and wheat and the per capita income.

At the same time, he said, Pakistan's total borrowings to date averaged Rs. 2,000 crores out of which East Pakistan's share was just around Rs. 500 crores.

On the other hand, while a solution was found to the distribution of Indus waters, there was no real effort to solve the problem of flood control which caused an annual loss of between Rs. 50 to 100 crores in East Pakistan. The excuse that the dispute with India made its solution difficult was not tenable, he asserted.

REGIONLA AUTONOMY

On the question of regional autonomy, he said it was a very old thing and a resolution to this effect was passed unanimously by the East Pakistan Assembly in mid-fifties.

Furthermore, no said, what Awami League wanted for East Pakistan was exactly what it wanted for other regions in West Pakistan. In a nutshell it meant the end of exploitation of the poor and the sharing of fruits of freedom and independence by the 12 crore people of this country.

The poor man's lot was the same everywhere, be it East or West Pakistan and this should end, he emphasised.

By regional autonomy the Awami League meant the self-sufficiency of the province in all respects he said. In this connection he cited the situation during the September War with India and mentioned how isolated and perturbed were East Pakistanis during the days.

Sheikh Mujibur Rahman explained that regional autonomy would not weaken the Centre in any manner. Besides the Finance and Foreign affairs, the Centre would retain the defence. And the retention of Defence alone he said, meant a lot as was proved by the events of 1958 and again this year.

Then, he said, if a country like the USSR could afford to send independent delegates from two of its republics to the UN and also have a constitutional provision for session of these two republics and yet live as a compact unit, why not Pakistanis, bound by the strong bonds of religion and culture, could live as a nation and country.

The basis of strength and integration was mutual faith and confidence and the sense at equal partnership in everything, he said adding that the six points guaranteed it.

Sheikh Mujib said that there were some who criticised the six points but they had never come forward with an alternative.

R.T.C.

The Awami League chief also referred to the RTC and said that some leaders had though it fit to criticise the Awami League in that context. He said those very people who were now demanding the revival of the 1956 constitution had refused to agree to sufficient safeguards for ensuring easy constitutional amendments with particular reference to One Unit, regional autonomy and representation on population basis.

He said in another context that the people of East Pakistan had accepted "in good grace the principle of party but were deceived. They got nothing in practical terms, except representation in the Parliament." Even this right was denied to them, he added, with the introduction of the 1962 constitution which made the office of the President all powerful and the assembly an institution good for nothing.

He said that the policies followed by past Government had already resulted in separate economies for the two provinces and the varying prices of many articles including gold and the customs barriers were a testimony to this policy.

Even today he said there was a shortage of food grains in parts of East Pakistan and many people did not have two meals a day.

He appealed to the Government to rush foodgrains to these areas immediately, distribute it free among the worst sufferers and introduce improved methods of rationing.

Sheikh Mujibur Rahman said that since its formation in 1949, the Awami League had been in the office only for 13 months and worked as opposition for the rest of the time.

He said the party workers had dedicated themselves to work for the people who he said could not be "suppressed by any power on earth."

SOCIALISM

Mr. Mujibur Rahman said his party stood for socialism but not on borrowed or imported ideas but on the principles suited to our conditions. Awami League's socialism did not mean a totalitarian and Godless State, he asserted.

He said that some people had taken pains to issue Fatwa in this connection but they forgot that Islam also prescribed that every thing belonged to God and must be shared equally by all human beings. Then he said, some of these very people had also issued Fatwa against the Quaid-i-Azam.

Sheikh Mujibur Rahman appealed to the migrants from India not to call themselves refuges. "You sacrificed everything for the cause of Pakistan" and those who were lucky to be in the areas forming Pakistan would not act as misers to welcome you here, he said.

The migrants were as good as citizen as any one and had every right to share everything with the others, he added.

Sheikh Mujibur Rahman told the people not to forget those valient sons of the soil who had laid their.

Freeth, and New Zealand Prime lives in the recent mass political upsurge. But for their sacrifices, lot of things would have remained unachieved, he said.

These sacrifices for a common cause were another force to bind the people of the two wings together. This was proved by the fact that the people of Lahore and Karachi reacted as fiercely to atrocities in Dacca as the people of East Pakistan did to the acts of repression in West Pakistan.

He said that the people of the two provinces did not know much about each other. What was passed on to them was not correct.

The real integration will take place when free flow of information would make them feel for each other as brothers, he said.

At the end of the speech, Sheikh Mujibur Rahman requested all those present to offer Fateha for the martyrs of the recent democratic movement and declared that Awami League would not let their blood go waste.

Earlier, in the welcome address the Karachi Provincial Awami League paid tributes to the courage, dedication and selfless services rendered to the country by Sheikh Mujibur Rahman.

It also presented demands for Karachi including the establishment of another medical college, additional grant to private schools a new engineering college more aid to University of Karachi, introduction of national languages in offices etc. by 1971, repeal of MLR 89, etc.

The meeting was also addressed by some of the visiting party workers from East Pakistan including Mr. Nazrul Islam, Khundkar Mushtaq Ahmad, Mr. Masihur Rahman and Begum Noor Jehan.

Among those present were Mr. M. A. Khuhro and Mr. J. A Rahim of the Pakistan People's Party but they did not stay long enough to listen to Sheikh Mujibur Rahman.

Dawn

9th August 1969

Mujib to serve cause of people : Lays foundation of mosque in Karachi

By Our Staff Correspondent

Sheikh Mujibur Rahman said in Karachi yesterday that he had dedicated himself to fighting against tyranny and injustice and shall not rest until the common man had won his legitimate rights.

He was speaking on the occasion of the foundation-stone-laying ceremony of a mosque in Korangi Township.

He said that the present struggle was only a development of the fight which he and his colleagues had waged for the creation of Pakistan.

This struggle was still on, 22 years after the establishment of a separate homeland for the Muslims of India. He said that Pakistan was created for the 120 million people of this country and not for a handful of persons and added that the struggle would not be over till the attainment of this objective.

Being in the opposition, he said, he had nothing to offer but promised that his life and soul were dedicated to the cause of the people.

Sheikh Mujibur Rahman said that he had never compromised with the forces of injustice and tyranny, had suffered for this in the past and was ready to go through this test in future also.

'IMAN'

He said he had repeatedly asserted that the strongest weapon of a Muslim was "Iman" and that a Muslim should fear none but God. And it was this conviction that had enabled him to pass through so many tests in life.

The Awami League chief said that there had been occasions when he could get into the Government but he spurned all such offers because they involved compromise on principles and would not have been in the interest of the people.

He however, promised that as and when God gave him an opportunity, he would not remain lacking in helping the noble project of building the mosque and the other problems referred to in the welcome address.

Sheikh Mujibur Rahman also announced a token donation of Rs. 501 on behalf of himself and his other colleagues towards the mosque-building fund.

On this occasion, Mr. Khalil Ahmad Tirmizi, General Secretary of Karachi Provincial Awami League informed the people that Sheikh Sahib would take up the matter of shifting of 20,000 people of Godhra Camp with the authorities and would do his best to solve their problem.

Earlier, in the welcome address Mr. Yousuf Batuk the President of Godhra Shaikh Anjuman, recalled that the plot for the mosque was originally allotted through the efforts of late Mr. H. S. Suhrawardy and it was in the fitness of things that the foundation stone should be laid by the late Prime Minister's right-hand man.

Paying tributes to the Awami League Chief he said he had served the nation with great courage and dedication right from his student days and felt that it was worth emulating by all.

He said the ceremony was a great occasion because it invited all to follow the path shown by Islam–the path of justice and righteousness.

He informed that the association was also running a Madressah and a primary school where more than 450 children were receiving free education, but regretted that the charitable dispensary had to be closed down due to financial problems.

He also drew the attention of Mr. Mujibur Rahman to the various problems faced by the people of Korangi, especially with regard to transport and lack of civil amenities including hospitals, schools, parks and play-grounds.

On his arrival in the township, Sheikh Mujib and his colleagues were cheered by the people and profusely garlanded.

Dawn

9th August 1969

Mujib lays wreath at Quaid's Mazar

By Our Staff Correspondent

Sheikh Mujibur Rahman yesterday visited the mausoleum of the Quaid-i-Azam and offered Fateha and placed wreaths on the Mazar.

He was accompanied by members of the party who are here to attend the two-day Working Committee meeting of the Awami League beginning today.

Later the Awami League chief attended a party workers meeting and then proceeded to Korangi Township to lay the foundation stone of the mosque.

In the evening he attended a reception given by the Karachi Provincial Awami League.

Besides the working committee meeting, his today's engagements include a reception by two student associations.

Dawn

9th August 1969

Mangal & Bugti meet Mujib

A closed door meeting between Shaikh Mujib-ur-Rehman, President, Awami League and Sardar Attaullah Mangal and Sardar Mohammad Akbar Khan Bugti was held in Karachi yesterday morning at the resident of Shaikh Mujib-ur-Rehman.

According to Awami League sources, the two leaders of Baluchistan held discussions on the country's political and economic situation, specially the problems of smaller units of West Pakistan.

Later Mr. Qamaruzzaman, General Secretary, Awami League also joined the parleys.

Mr. G. M. Syed and Pirzada Abdus Sattar met Sheikh Mujibur Rehman, the Awami League chief, last night.

They discussed the present political situation. –PPI.

Dawn

9th August 1969

Mujib-Bhutto talks denied

The Pakistan Awami League yesterday expressed surprise over the reported meeting between Sheikh Mujib-ur-Rehman and the Peoples Party Chief Mr. Z. A. Bhutto.

An Official announcement of the party termed the report as absolutely baseless. The two never met yesterday, it said. –PPI.

দৈনিক ইত্তেফাক

৯ই আগষ্ট ১৯৬৯

নির্বাচন অনুষ্ঠানই শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সঠিক সমাধান : শেখ মুজিব

করাচী, ৮ই আগষ্ট– পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে বলেন যে, তাঁহার পার্টির ছয় দফা কর্মসূচী পাকিস্তানের উন্নত ও স্বল্পোন্নত অঞ্চলসমূহের ঐক্য বন্ধন দৃঢ়করণে "একটি ফলপ্রসূ পদ্ধতি" হিসাবে কাজ করিবে।

শেখ মুজিব অদ্য সকালে এখানে পিপিআই প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তাহার "ছয় দফা দেশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে" অভিযোগটিকে 'প্রায়শঃ উচ্চারিত অভিযোগ' বলিয়া আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন যে, 'এই সমস্ত অভিযোগ "বিদ্বেষপ্রসূত" এবং "জনগণকে শোষণের কাজ" অব্যাহত রাখাই ইহার উদ্দেশ্য।'

আওয়ামী লীগ প্রধান সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডত্ব ও সংহতি বজায় রাখাই তাঁহার পার্টির লক্ষ্য। তিনি বলেন যে, ন্যায়নীতি, সমতা এবং ন্যায়বিচারের মাধ্যমেই বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ঐক্য বন্ধন রচনা সম্ভব।

তিনি বলেন যে, কোনরূপ শূন্যতার মধ্যে জনগণের ঐক্যবোধের উৎপত্তি হইতে পারে না।

স্বীয় দলের ভূমিকা ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলেন যে, দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আওয়ামী লীগ অক্লান্তভাবে কাজ করিয়া যাইবে।

তিনি বলেন যে, সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার বিকাশ সম্ভব। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, অতীতে এরূপ কিছুই করা হয় নাই।

শেখ মুজিব বয়স্ক ভোটাধিকার ও ফেডারেল কাঠামোর ভিত্তিতে অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য বর্তমান সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বহু অন্যায়-অবিচারের মূলোচ্ছেদ এবং অমীমাংসিত শাসনতান্ত্রিক সমস্যাদির সমাধান হইতে পারে।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, যে সমস্ত সমস্যা জনগণের মনকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে, একমাত্র নির্বাচিত গণ-প্রতিনিধিরাই উহাদের সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন। –পিপিআই

দৈনিক ইত্তেফাক

৯ই আগষ্ট ১৯৬৯

কায়েদে আজমের মাজারে শেখ মুজিব

করাচী, ৮ই আগষ্ট– আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমান অদ্য জাতির জনক কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নার সমাধি সৌধ পরিদর্শন এবং মরহুমের মাজারে ফাতেহা পাঠ করেন। পার্টির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটির সদস্যবৃন্দ, পার্টির অন্যান্য কর্মকর্তা এবং কিছু সংখ্যক কর্মীকে সঙ্গে লইয়া তিনি কায়েদে আজমের মাজারে গমন করেন। অপরাহ্নে তিনি এক নম্বর কোরাঙ্গীতে একটি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। –পিপিআই/এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক

৯ই আগষ্ট ১৯৬৯

মুজিব-ভুট্টো সাক্ষাৎকারের সংবাদ ভিত্তিহীন

করাচী, ৮ই আগষ্ট– পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব কামরুজ্জামান শেখ মুজিবর রহমান ও পিপলস পার্টি প্রধান জনাব জেড এ ভুট্টোর মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ করেন। তিনি প্রকাশিত সংবাদকে ভিত্তিহীন বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি বলেন যে, গতকাল আদৌ তাঁহাদের মধ্যে সাক্ষাৎকার ঘটে নাই। –পিপিআই

Morning News

9th August 1969

Mujib urges polls on direct adult franchise basis

KARACHI, Aug, 8 (APP): Sheikh Mujibur, the President of the All-Pakistan Awami League, said here tonight that the country's constitutional, political and economic problems could be solved only by the people's elected representatives. To achieve this, he demanded immediate elections on direct adult franchise and one-man-one-vote basis.

The Awami League leader was speaking at a reception hosted for him by the Karachi Provincial Awami League at the Theosophical Hall here.

Sheikh Mujibur Rahman regretted that during the lapse of 22 years the country did not have a constitution truly reflecting the aspirations of the people. He said that after an election the

Parliament, thus formed, could also serve as the Constituent Assembly. The constitution he said, should be framed by the people's elected representatives in accordance with the wishes of the people.

'We want clear-cut democracy–nothing more, nothing less', he added.

The Sheikh outrightly rejected the idea of restoration of the 1956 constitution and said that the old document did not meet the demands of the people. Besides, he added, the old Constitution could not be easily amended.

SIX POINTS

Sheikh Mujibur Rahman highlighted the broad outlines of his party six-point Programme. He sharply criticised the critics of the Awami League's programme, who branded them (the Awami Leaguers) as secessionist or separatist elements. He made it clear in unequivocal terms that his party's Six-point Programme did not in any way mean secession from the rest of the country. He said the East Pakistanis were in majority, and it was ridiculous to think that the majority would secede from the minority.

He said during the Indo-Pakistan war of 1965, the only link of East Pakistan with the West wing was through telephone. He said that before the historic Lahore Resolution of 1910, the Muslim leaders sat together and evolved a formula of federal structure of the future of the future state of Pakistan, keeping the geographical and other factors in view. He said when his Party raises the slogan of regional autonomy. It is not only for safeguarding the interests of the people of East Pakistan, but also for the people living in the remotest areas of Baluchistan and North-Western Frontier Province or Sind and Punjab.

The Sheikh referred to the grievances of the people of East Pakistan. He said the old Constitution of 1956 guaranteed parity for East Pakistan in all matters of administration, economic and services etc. He said parity was never maintained, but on the other hand, the East Pakistanis were deprived of their legitimate rights and privileges. He posed a question if the Western Wing of the country could settle down the dispute over Indus Basin, why the flood control problem of East Pakistan was not solved. He said the country could afford to spend money on three centres, but the same could not be spent on the people of East Pakistan for their legitimate needs.

The Awami League leader said that if the 2,000 islands of Indonesia could live together, why the two wings of Pakistan could not do so.

He said 30 percent of the total national budget was spent every year on the administration of the country. East Pakistan, he added, hardly gets five percent of it. Similarly, the expenditure on Defence comes to about 65 per cent of the Budget but not more than ten per cent was spent on East Pakistan. Unlike the Eastern Wing, the Western Wing had capital formation.

Sheikh Mujibur Rahman sharply criticised ex-President Ayub Khan whom he held responsible for corrupting the entire machinery of power. He said the people of East Pakistan had some political power in the parliament, but that, too, had been snatched away in 1958 when the Martial law was imposed, and through the introduction of the 1962 Constitution. He said the people of East Pakistan want to live like Pakistanis. He regretted that so far they were given the treatment of colonial market.

He said that if two republics of the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) namely Belorussia and Ukraine, had their own representation in the United Nations and they also enjoyed the powers to secede from the Soviet Union, but it never happened so.

He wondered why his demand for regional autonomy was being misunderstood and misinterpreted by person with vested interests.

দৈনিক পয়গাম

৯ই আগষ্ট ১৯৬৯

করাচীতে সম্বর্ধনা সভায় শেখ মুজিব : প্রত্যক্ষ সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যথাশীঘ্র নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী

করাচী, ৮ই আগষ্ট।– নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান অদ্য রাত্রে এখানে বলেন যে, দেশের শাসনতান্ত্রিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলী একমাত্র জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা সমাধান করা সম্ভব। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনি যথাশীঘ্র প্রত্যক্ষ সার্বজনীন ভোটাধিকার এবং এক ব্যক্তি এক ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানান।

স্থানীয় একটি মিলনায়তনে করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ কর্তৃক তাঁহার সম্মানে আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় আওয়ামী লীগ প্রধান বক্তৃতা করিতেছিলেন।

শেখ মুজিবর রহমান দুঃখ করিয়া বলেন যে, আজাদী লাভের পর ২২টি বৎসর অতিবাহিত হইলেও দেশ জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রকৃত প্রতিফলন ঘটিত শাসনতন্ত্র লাভ করিতে পারে নাই। তিনি বলেন, নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত পার্লামেন্ট নির্বাচনের পর গঠিত গণপরিষদ হিসাবেও কাজ করিতে পারিবে। তিনি বলেন যে, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জনগণের আশা আকাঙ্খা অনুযায়ী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবেন। শেখ মুজিব বলেন, 'আমরা নির্ভেজাল গণতন্ত্র চাই–ইহার অধিক বা ইহার কম কিছুই আমাদের কাম্য নহে।'

১৯৬৬ সালের শাসনতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখান করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, পুরাতন নথি দ্বারা জনগণের দাবী পূরণ করা সম্ভব হইবে না। তিনি বলেন, ইহা ছাড়া পুরাতন শাসনতন্ত্র সংশোধনও সহজসাধ্য নহে।

শেখ মুজিবর রহমান তাহার দলের ছয় দফা কর্মসূচীর উপর আলোকপাত করেন। আওয়ামী লীগের সমর্থকদিগকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলিয়া বর্ণনা করিয়া আওয়ামী লীগের কর্মসূচীর সমালোচনাকারীদিগকে সমালোচনা করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, ছয়দফা কর্মসূচী কোন অবস্থাতেই বিচ্ছিন্নতাবাদ নহে। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানীরা সংখ্যা গরিষ্ঠ সুতরাং সংখ্যা লঘুদের নিকট হইতে সংখ্যা গরিষ্ঠদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা চিন্তাও করা যায় না।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, তাহার দলই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী উত্থাপন করিয়াছে, ইহা দ্বারা শুধু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বার্থই সংরক্ষিত হইবে না অধিকন্তু বেলুচিস্তান ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবের দুরাঞ্চলীয় এলাকায় বসবাসকারী জনগণের অধিকারও সংরক্ষিত হইবে।

শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার কথা বর্ণনা করেন।

তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, অববাহিকা কেন্দ্রিক বিরোধ সমাধান করা সম্ভব হইয়াছে। অথচ পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হইতেছে না কেন।

আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, ইন্দোনেশিয়ার পরস্পর বিচ্ছিন্ন ৩ সহস্র দ্বীপ একই রাষ্ট্রের আওতাধীনে বসবাস করিতে সমর্থ হইলে পাকিস্তানের উভয় প্রদেশ কেন একত্রে টিকিয়া থাকিতে পারিবে না।

কায়েমী স্বার্থবাদী মহল কেন আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীর ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দান করিতেছেন, তিনি ইহা ভাবিয়া বিস্ময় বোধ করেন।

দৈনিক পয়গাম

৯ই আগষ্ট ১৯৬৯

ভুট্টো মুজিব বৈঠক : দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনা

করাচী, ৭ই আগষ্ট।– অদ্য সন্ধ্যায় পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জেড, এ, ভূট্টো তাঁহার করাচীস্থ বাসভবনে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের রহমানের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। আওয়ামী লীগ সূত্রে বলা হয় যে, বৈঠক প্রায় এক ঘণ্টাকাল স্থায়ী হয় এবং দুই নেতা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে জনাব ভুট্টো আজ সন্ধ্যায়ই নিজ জেলা লারকানা হইতে বিমানযোগে করাচী আসিয়া পৌঁছেন। –এপিপি

সংবাদ

৯ই আগস্ট ১৯৬৯

করাচীতে শেখ মুজিব : জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারাই শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান সম্ভব

করাচী, ৮ই আগষ্ট (এপিপি)।– নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান আজ রাতে এখানে বলেন যে, দেশের শাসনতান্ত্রিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান কেবলমাত্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে। এই জন্য তিনি অবিলম্বে প্রত্যক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার ও 'এক লোক এক ভোট'-এর ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানান। আওয়ামী লীগ নেতা স্থানীয় থিওসোফিকাল হলে করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এক সম্বর্ধনা সভায় বক্তৃতা দিতে ছিলেন।

শেখ মুজিবর রহমান দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, গত ২২ বৎসরে দেশ জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার সত্যিকার প্রতিফলনকারী একটি শাসনতন্ত্র পাইল না। তিনি বলেন, নির্বাচনের পর গঠিত পার্লামেণ্ট গণ-পরিষদ হিসাবেও কাজ করিতে পারে।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, শাসনতন্ত্র জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রণীত হওয়া উচিত। আমরা চাই পরিষ্কার গণতন্ত্র–ইহার অধিকও নহে, ইহার কমও নহে।

শেখ মুজিব ১৯৫৬ সনের শাসনতন্ত্র পুনঃ প্রবর্তনের মতকে একেবারেই প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন যে, এই পুরাতন দলিলটি জনগণের দাবী পূরণ করে নাই। ইহাছাড়া এ পুরান শাসনতন্ত্রটি সহজে সংশোধন করা যাইতে পারিবে না।

আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, যদি ইন্দোনেশিয়ার ৩ সহস্র দ্বীপ একত্রে থাকিতে পারে, তাহা হইলে পাকিস্তানের দুইটি অংশ পারিবে না কেন।

তিনি বলেন, প্রতি বৎসর মোট জাতীয় বাজেটের শতকরা ৩০ ভাগ ব্যয় হয় দেশের প্রশাসন খাতে। তন্মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান বড় জোর পায় শতকরা ৫ ভাগ। একই ভাবে, বাজেটের ৬৫ ভাগ ব্যয় করা হয় প্রতিরক্ষা খাতে, অথচ পূর্ব পাকিস্তানে ১০ ভাগের বেশী ব্যয় হয় না। একদিকে যেমন পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজি আছে, অন্যদিকে আবার পূর্ব পাকিস্তানে তাহা নাই।

শেখ মুজির প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট আইয়ুব খানের কঠোর সমালোচনা করিয়া বলেন যে, তিনিই গোটা প্রশাসনযন্ত্রে দুর্নীতির জন্য দায়ী। পার্লামেণ্টে যদিওবা পূর্ব পাকিস্তানের কিছু রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল, তাহাও ১৯৫৮ সনে সামরিক শাসন জারী করিয়া এবং ১৯৬২ সনে শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করিয়া কাড়িয়া লওয়া হয়। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পাকিস্তানীর মত বাঁচিতে চায়। তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, এ যাবৎ কাল তাহাদের সহিত ঔপনিবেশিক বাজারের ন্যায় ব্যবহার করা হইয়াছে।

তিনি বলেন, সোভিয়েট ইউনিয়নের দুইটি প্রজাতন্ত্র রাশিয়া-ইউক্রেনের জাতিসংঘে স্বতন্ত্র সদস্যপদ রহিয়াছে। ইহাছাড়া, সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রগুলির বিচ্ছিন্ন হওয়ারও অধিকার আছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনটাই বিচ্ছিন্ন হয় নাই।

তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, তাঁহার স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে কায়েমী স্বার্থবাদীরা কেন ভুল ব্যাখ্যা করিতেছে। তিনি তাঁহার দলের ৬-দফা কর্মসূচীর বিভিন্ন দিক তুলিয়া ধরেন। যাহারা আওয়ামী লীগের কর্মসূচীর সমালোচনা করেন ও তাঁহাদেরকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলিয়া চিহ্নিত করেন, তিনি তাঁহাদের কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, তাঁহার দলের ৬-দফার অর্থ কোন প্রকারেই দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া বুঝায় না।

তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। ইহা হাস্যস্কর ব্যাপার যে সংখ্যাগরিষ্ঠরাই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। তিনি বলেন, ১৯৬৫ সনের পাক-ভারত যুদ্ধকালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে শুধু টেলিফোন যোগাযোগ ছিল। ১৯৪০ সনে লাহোর প্রস্তাবে ভৌগোলিক ও অন্যান্য প্রশ্ন চিন্তার মধ্যে রাখিয়া মুসলিম নেতৃবৃন্দ পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাঠামো ফেডারেল ধরনের হইবে বলিয়া একটি সূত্র উদ্ভাবন করেন। কাজেই তাঁহার পার্টি যখন আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন উত্থাপন করে তখন তাহাতে শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের নহে, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু এবং পাঞ্জাবের প্রত্যন্ত প্রান্তরের অধিবাসীদের স্বার্থ সংরক্ষণের দাবীও বুঝায়।

শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের অভাব অভিযোগসমূহ উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ১৯৫৬ সনের শাসনতন্ত্র সকল বিষয়ে সংখ্যাসাম্যের নিশ্চয়তা দিয়াছিল।

কিন্তু সংখ্যাসাম্য রক্ষা করা হয় নাই। অপরপক্ষে, পূর্ব পাকিস্তানীগণ তাহাদের ন্যায্য অধিকার ও সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। তিনি প্রশ্ন করেন, যদি সিন্ধু অববাহিকা বিরোধের নিষ্পত্তি হয়, তাহা হইলে পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ সমস্যার সমাধান হইবে না কেন? তিনি বলেন, যদি দেশ তিনটি কেন্দ্রের জন্য খরচ বহন করিতে পারে, তাহা হইলে ঐ অর্থ পূর্ব পাকিস্তানীদের ন্যায্য প্রয়োজনের জন্য কেন ব্যয় হইতে পারে না?

আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান গোলটেবিল বৈঠকে ফেডারেল ব্যবস্থা ও পার্লামেন্টারী সরকারের প্রশ্নে পরিষ্কার ছিলেন না। তিনি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেন নাই যে, পার্লামেন্টারী ব্যবস্থায় কী কী ক্ষমতা থাকিবে এবং কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন কিরূপ হইবে।

তিনি বলেন, আমলাতন্ত্র দেশের রাজনীতিতে জঘণ্য খেলা খেলিয়াছে। লিয়াকত আলী খানের মৃত্যুর পর আমলামন্ত্র বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হয়। তিনি অতীত সরকার গুলির অর্থনীতিরও সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষকে শোষণের জন্য শিল্পপতিদেরকে সকল প্রকার ছত্রচ্ছায়া দেওয়া হইয়াছে।

শেখ মুজিব বলেন, তাঁহার দল সমাজতন্ত্র বিশ্বাস করে। তবে, তাঁহার শাসনতন্ত্র বিদেশ হইতে আমদানীকৃত নহে। তিনি বলেন, তাঁহার দল জনগণের প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম এমন সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর অর্থনীতির পক্ষপাতি।

শেখ মুজিব বলেন, তাঁহার দল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র প্রবর্তন করিবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও বলেন যে, তাহার দল "এককশ্রেণীর সমাজ ব্যবস্থা" চায় না।

তিনি সমাজতন্ত্র বিরোধীদের সমালোচনা করেন এবং বলেন যে, তাঁহারা ঐ ব্যক্তি যাঁহারা পাকিস্তানের আদর্শ ও কায়েদে আজমের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলেন, তাঁহার দল দেশের সকল অংশের জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ অব্যাহত রাখিবে।

Pakistan Observer
10th August 1969
Sk. Mujib says : Only love can unite people of two wings

KARACHI, Aug. 9:–Sheikh Mujibur Rahman, President of All Pakistan Awami League said here today that the people of East and West Pakistan could be made into one nation only by love and affection had not by gun or bullet, reports APP.

He was speaking at a reception hosted for him jointly by the East Pakistan Students Association and the West Pakistan Students League at a local hotel here.

The Awami League leader said that it had been abundantly proved that there could be no suppression of the people any longer. The dictators, he added could put the people behind the bars but they could not chain their spirit.

He sharply criticised the part regime and said it had not done any service to the teaming millions. He said Pakistan was achieved for the welfare and prosperity of the people and not for a few individuals who sucked the blood of the poor. He said that the past regime exploited the poor through the help of the bureaucrats and the industrialists.

He said there was no justification in spending crores of rupees on the development of new capitals while millions of the poor in the remotest corners of the two wings lived without food, shelter and clothing.

He also regretted that despite the lapse of 22 years the country did not have a constitution which was acceptable to the people of the two wings and the minority community.

Dawn
10th August 1969
Students urged to beat forces of exploitation : A.L. stands for cause of common man, says Mujib
By Our Staff Correspondent

The Awami League President, Sheikh Mujibur Rahman, yesterday urged the students and the youth to work honestly and sincerely for defeating the forces of exploitation and for emancipation of the poor people of Pakistan.

He was speaking at a reception given jointly by the East Pakistan Students Association and the West Pakistan Students League at Hotel Jabees last evening.

Addressing them as my own friends," he said that students were the real hope of the future. He reminded them that they were passing through a difficult period and could face the problems only if they worked tirelessly and selflessly.

He said the present situation was the creation of "vested interests," who would also make all possible efforts to frustrate any bid for solving the problems of the common man.

He, however, asserted that these elements should learn a lesson from history and not forget that the will of the people will ultimately prevail. 'Nobody can suppress the people for ever," he added.

Sheikh Mujibur Rahman urged the students not to forget those who had laid down their lives for the cause for which "we are still fighting."

So far as the Awami League was concerned, he said, it stood for the cause of the common man and would continue its struggle till that objective was achieved.

In this regard, he said, Awami League held dear the cause of the people of both the Wings because, after all, it was the same whether that be East or West Pakistan.

He said that the two Wings of the country were separated by "an extraordinary country". Therefore, it was necessary to make Pakistan strong in all respects, he added.

He said Pakistan's biggest strength was its people and argued that this strength could be fully exploited by creating a sense of oneness, love and affection, trust, confidence, faith, the spirit to live and die together and to share the joys and sorrows together.

This was, therefore, the objective set before the students, the youth and all those who held dear the cause of the country, he said.

E. WING'S PROBLEMS

In this context he said, it was necessary to solve the tremendous problems of the people of East Pakistan whose economy was more or less shattered.

The cause of brotherhood, he felt, would be most effectively served if the people visited the other part of the country and saw things for themselves.

Earlier, in separate welcome addresses the two student organisations reaffirmed the pledge of the student community to work for the cause of the people and the country.

They demanded free education up to matric, opening of more schools and colleges- especially in the under-developed regions, introduction of the two national languages as media of instruction and reorientation of the educational system to suit the conditions of the country.

Also to speak on the occasion was Mr. Abdur Rauf, former President of the Students action Committee of East Pakistan, and Mr. Tajuddin Ahmad.

A resolution was also passed urging the Government to release the students arrested in the recent mass political upsurge.

Besides the reception, the only other public engagement of Sheikh Mujibur Rahman yesterday was a dinner given by the Pir Sahib of Manki Sharif at Beach Luxury Hotel.

APP add: The Awami League leader said there was no justification in spending crores of rupees on the development of new capitals while millions of poor in the remotest corners of the two Wings lived without food, shelter and clothing.

He also regretted that despite of the lapse of 22 years, the country did not have a constitution which was acceptable to the people of the two Wings and the minority community.

The Awami League leader paid tributes to the supreme sacrifices rendered by the students in the last political upheaval. He said it was the student community, who had given the country a lead to wage war against, the dictatorial rule.

দৈনিক ইত্তেফাক

১০ই আগষ্ট ১৯৬৯

শুধু প্রীতি ও ভালবাসার মাধ্যমেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব : করাচীতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান ছাত্রসংস্থার যৌথ সম্বর্ধনার জবাবে শেখ মুজিবের উক্তি

করাচী, ৯ই আগষ্ট– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে বলেন যে, কেবল মাত্র নীতি ও ভালবাসার মাধ্যমেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসাবে গড়িয়া তোলা যাইতে পারে; কোন অবস্থাতেই বন্দুক অথবা বুলেটের দ্বারা উহা সম্ভব নহে।

স্থানীয় একটি হোটেলে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র সমিতি ও পশ্চিম পাকিস্তান ছাত্রলীগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি উপরোক্ত উক্তি করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেনঃ ইহা যথেষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে যে, জনগণকে আর দমন করিয়া রাখা চলিবে না। তিনি আরও বলেনঃ স্বৈরাচারীরা জনগণকে কারান্তরালে নিক্ষেপ করিতে পারে। কিন্তু তাদের মনকে শৃংখলাদ্ধ করিতে পারে না। তিনি সাবেক শাসকদের কঠোর সমালোচনা করেন এবং বলেন, এই শাসকচক্র নিপীড়িত জনগণের জন্য কিছুই করে নাই। তিনি আর বলেনঃ দেশের জনগণের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পাকিস্তান অর্জিত হইয়াছে এবং দরিদ্র জনগণের রক্ত শোষণকারী

কতিপয় ব্যক্তির স্বার্থে উহা অর্জিত হয় নাই। শেখ মুজিব বলেনঃ সাবেক শাসকরা আমলাতন্ত্র ও এক শ্রেণীর শিল্পপতির মাধ্যমে জনগণকে শোষণ করিয়াছে। তিনি আরও বলেনঃ দেশের উভয় অঞ্চলে দূর প্রত্যন্তরে যে ক্ষেত্রে অগণিত জনগণ খাদ্য, আশ্রয় ও বস্ত্রের অভাবে ভুগিতেছে, সেইক্ষেত্রে নূতন নূতন রাজধানী গড়িয়া তোলার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয়ের কোন সার্থকতা নাই। তিনি দুঃখ করিয়া বলেন, আজাদী লাভের সুদীর্ঘ ২২ বছরেও দেশের উভয় অঞ্চলের সংখ্যালঘুসহ জনগণের গ্রহণযোগ্য কোন শাসনতন্ত্র রচিত হয় নাই। শেখ মুজিব বিগত রাজনৈতিক ডামাডোলের ও গণ-অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে যে সকল ছাত্র চরম ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, তাহাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন যে, ছাত্র সমাজই বিগত স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব প্রদান করিয়াছিল। শেখ মুজিব বলেন, আওয়ামী লীগ এই সকল শহীদের রক্ত কখনও বৃথা যাইতে দিবে না। তিনি দারিদ্র্য, রোগ ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং জনগণকে উহার প্রকোপ হইতে উদ্ধারকল্পে সকল মহলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, কায়েমী স্বার্থবাদীরা শক্তিশালী সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশের জনগণ তাদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী।

শেখ মুজিব দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন যে, পরিণতি যাহাই হউক, আওয়ামী লীগ দেশের জনগণের কল্যাণে তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিবে। –এপিপি

Morning News

10th August 1969

Only love can unite people of East and West wing : Mujib

KARACHI, Aug 9 (APP): Sheikh Mujibur Rahman President of All Pakistan Awami League, said here today that the people of East and West Pakistan could be made into one nation only by love and affection and not by gun or bullet.

He was speaking at a reception arranged and hosted for his jointly by the East Pakistan Students Association and the West Pakistan Students League at a local hotel here.

The Awami League leader said that it had been abundantly proved that there could be no suppression of the people any longer. The dictators he added, could put the people behind the bars but they could not chain their spirit. He sharply criticised the past regime and said it had not done any service to the teeming

millions. He said Pakistan was achieved for the welfare and prosperity of people and not for a few individuals who sucked the blood of the poor. He said the past regime exploited the poor through the help of the bureaucrats and the industrialists.

He said there was no justification in spending crores of rupees on the development of new capitals while millions of poor in the remotest corners of the two wings lived without food, shelter and clothing.

He also regretted that despite the lapse of 22 years the country did not have a Constitution which was acceptable to the people of the two wings and the minority community.

TRIBUTES TO STUDENTS

The Awami League leader paid tributes to the supreme sacrifices rendered by the students in the last political upheaval. He said it was the student community who had given the country a lead to wage war against the dictatorial rule. He said the Awami League and its leaders would never allow the blood of the martyrs go in vain.

He called for co-operation from all sections of the population to fight poverty, disease, exploitation of the poor and for the salvation of the people. He said that the vested interests were, no doubt, powerful but more powerful were the people of the country. He said regardless of the consequences, the Awami League would continue to strive for the welfare of the people of the country.

দৈনিক পয়গাম

১০ই আগষ্ট ১৯৬৯

করাচীতে শেখ মুজিবের বক্তৃতা : শক্তির মাধ্যমে নহে– শুভেচ্ছার মাধ্যমেই জাতীয় ঐক্য সম্ভব

করাচী, ৯ই আগষ্ট।– নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে বলেন যে, শুধুমাত্র শুভেচ্ছা ও প্রীতির মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণকে এক জাতি হিসাবে ঐক্যবদ্ধ করা যায়। বন্দুক বা বুলেটের জোরে তাহা করা যাইবে না। স্থানীয় একটি হোটেলে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র সমিতি ও পশ্চিম পাকিস্তান ছাত্র লীগের যৌথ উদ্যোগে তাহার সম্মানে আয়োজিত এক সম্বর্ধনা সভায় তিনি বক্তৃতা করিতেছিলেন।

আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, জনগণকে আর নিপীড়ন করা যাইবে না তাহা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। একনায়করা জনসাধারণকে বন্দীশালায় আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন, কিন্তু জনগণের মুক্তি স্পৃহাকে অবদমিত করিতে সক্ষম হইবে না। তিনি সাবেক সরকারের কঠোর সমালোচনা করিয়া বলেন যে, তাহারা দেশের মানুষের কোনই কল্যাণের চেষ্টা করে নাই। তিনি বলেন, জনগণের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্যই পাকিস্তান সৃষ্টি হইয়াছিল, দরিদ্রের রক্তশোষক মুষ্টিমেয় ব্যক্তির জন্য পাকিস্তান সৃষ্টি হয় নাই। তিনি বলেন, আমলাতন্ত্র ও শিল্পপতিদের সাহায্যদান করিয়া অতীতের সরকার জনগণকে শোষণ করিয়াছিল।

তিনি বলেন, দেশের উভয় অংশে প্রত্যন্ত কোণে যখন লক্ষ লক্ষ দরিদ্র লোক অন্ন বস্ত্র ও আশ্রয়হীন অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছে তখন নয়া রাজধানী উন্নয়নের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করার কোনই যৌক্তিকতা নাই।

তিনি বলেন, বহু বৎসর অতীত হইলেও দেশ এখনও উভয় অংশের জনগণ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি শাসনতন্ত্র লাভ করিতে পারে নাই।

বিগত রাজনৈতিক অভ্যুত্থানে ছাত্র সমাজের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের প্রতি আওয়ামী লীগ নেতা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, ছাত্র সমাজই একনায়কত্ব শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দেশকে নেতৃত্ব দান করিয়াছিল। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ ও উহার নেতৃবৃন্দ শহীদের রক্ত বৃথা যাইতে দিবে না। দারিদ্র্য, ব্যাধি, দরিদ্র জনগণকে শোষণের বিরুদ্ধে এবং জনগণের মুক্তির সংগ্রাম সূচনার জন্য তিনি সকল শ্রেণীর জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা করেন।

তিনি বলেন যে, কায়েমী স্বার্থবাদীরা যে শক্তিশালী সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই, তথাপি জনগণ তাহাদের অপেক্ষাও শক্তিশালী।

সংবাদ
১০ই আগস্ট ১৯৬৯
জাতীয় সংহতির প্রতি শেখ মুজিবের গুরুত্বারোপ

করাচী, ৯ই আগষ্ট (এপিপি)।– নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে বলেন যে, রাইফেল ও বুলেট নহে, বরং প্রেম ও ভালবাসার মধ্য দিয়াই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণকে এক জাতিতে পরিণত করা সম্ভব।

তাঁহার সম্মানার্থে স্থানীয় কোন একটি হোটেলে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র সমিতি এবং পশ্চিম পাকিস্তান ছাত্র লীগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক সম্বর্ধনা সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রধান উপরোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন যে, জনগণকে যে আর দাবাইয়া রাখা যাইবে না তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ডিক্টেটরগণ জনগণকে কারাগারে আটক করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহাদের মনোবলকে ক্ষুণ্ন করার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই বলিয়া মন্তব্য করেন।

পূর্ববর্তী সরকারের তীব্র সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন যে, তাঁহারা জনগণের কোন মঙ্গলই করিতে পারেন নাই।

তিনি বলেন যে, গরীবের রক্তচোষা কতিপয় ব্যক্তিবিশেষ নয়- সাধারণ মানুষের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্যই পাকিস্তানের সৃষ্টি হইয়াছিল।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, পূর্ববর্তী সরকার আমলাতন্ত্রী ও শিল্পপতিদের মাধ্যমে গরীবের রক্ত শোষণ করিয়া গিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, দেশের উভয় অংশের দূরতম এলাকায় লক্ষ লক্ষ মানুষ যে সময়ে খাদ্য, বাসস্থান ও বস্ত্রের অভাবে দুর্ভোগ পোহাইতেছে, সেই সময়ে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া নয়া রাজধানী উন্নয়নের কোন যৌক্তিকতা থাকিতে পারে না।

দীর্ঘ ২২ বৎসর পরও দেশের উভয় অংশের জনসাধারণ ও সংখ্যালঘুদের গ্রহণযোগ্য কোন শাসনতন্ত্র রচিত না হওয়ায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন।

দেশের গত রাজনৈতিক বিপ্লবকালে ছাত্র সমাজের চরম আত্মত্যাগের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, এক নায়কত্ববাদী শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজই নেতৃত্ব দান করে।

তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগ ও উহার নেতৃবৃন্দ কোনকালেই শহীদদের রক্ত দান বৃথা যাইতে দিবেন না।

দারিদ্র্য, ব্যাধি ও শোষণের বিরুদ্ধে এবং গণশক্তির সংগ্রামে তিনি সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন যে, দেশের কায়েমী স্বার্থবাদিগণ শক্তিশালী হইলেও জনগণের শক্তি তাহাদের অপেক্ষাও অধিক।

কোন বাধা বিপত্তির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া আওয়ামী লীগ দেশের জনগণের কল্যাণের জন্য সংগ্রাম অব্যাহত রাখিবে বলিয়া আওয়ামী লীগ নেতা ঘোষণা করেন।

আজাদ

১১ই আগস্ট ১৯৬৯

সিন্ধু যুক্তফ্রন্টের সম্বর্দ্ধনা সভায় শেখ মুজিব : আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে গণভোট অনুষ্ঠানের আহ্বান

করাচী, ১০ই আগষ্ট।–পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান এক ইউনিট, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে দেশব্যাপী গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান স্থানীয় একটি হোটেলে তাঁহার সম্মানার্থ সিন্ধু যুক্তফ্রন্ট কর্ত্তৃক আয়োজিত এক সম্বর্ধনা সভায় ভাষণ দান করিতেছিলেন। শেখ মুজিবর রহমান জানান যে, গণভোট অনুষ্ঠিত হইলে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং এক ইউনিট ব্যবস্থা বাতিল এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের সপক্ষে শতকরা ৭০ ভাগ ভোটার ভোট দান করিবেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন শাসনতন্ত্র চাপাইয়া দেওয়ার সাহস কাহারও নাই। তিনি বলেন, পাকিস্তানের প্রত্যেক আঞ্চলের প্রতি সুবিচার করা হউক–ইহা তাহার ঈমানের অংশ। শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, যে সমাজতন্ত্র এছলাম বিরোধী নহে, তিনি তাহাতে বিশ্বাস করেন। তিনি বলেন, পবিত্র কোরান মানবতার কল্যাণের বাণী প্রচার করে এবং সামজতন্ত্রের কাজও ইহাই। শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাই তন্মধ্যে প্রধান।

তিনি বলেন যে, পূর্ব্ব-পাকিস্তানের জনসাধারণ এই সকল সমস্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছে এবং এই ধরনের দাবী-দাওয়া যাহারা পেশ করে তাহাদের বিরুদ্ধে তাহাদের কোনই ঘৃণা নাই। তিনি বলেন যে, পূর্ব্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা যখনই তাহাদের দাবী দাওয়া উত্থাপন করিতে যায় তখনই তাহাদের আনুগত্যের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়া থাকে।

তিনি বলেন যে, পূর্ব্ব পাকিস্তানের দাবী খুবই ন্যায্য। কেন্দ্রীয় রাজধানীর ব্যাপারে তিনি বলেন যে, বর্ত্তমানে পাকিস্তানে আড়াইটা কেন্দ্রীয় রাজধানী রহিয়াছে এবং পূর্ব্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত রাজধানীর কোন ফায়দাই পায়না। তিনি বলেন যে, পূর্ব্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় প্রশাসন বাবত বরাদ্দকৃত ব্যয়, পুঁজি গঠন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যাপারে সর্ব্বদাই কম সুযোগ-সুবিধা পাইয়া আসিয়াছে। তিনি বলেন যে, উপরোক্ত খাতে পূর্ব্ব পাকিস্তানে মাত্র শতকরা ১০ ভাগ অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে। তিনি অভিযোগ করেন যে, পূঁজি কেবল পশ্চিম পাকিস্তানেই গঠিত

হইতেছে এবং পূর্ব্ব পাকিস্তানের প্রতি ঔপনিবেশিক বাজারের ন্যায় ব্যবহার করা হইতেছে। তিনি বলেন যে, সাবেক সরকার এছলামাবাদের উন্নয়নের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়াছেন কিন্তু পূর্ব্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছুই করেন নাই। তিনি বলেন যে, পূর্ব্ব পাকিস্তানের জনগণকে অবজ্ঞা করা উচিত হইবে না। তাহাদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীদের মতই ব্যবহার করিতে হইবে। শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানকে শতকরা ৫৬ ভাগ জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব দানের জন্য আহ্বান জানান।

সিন্ধী নেতা জি এম সৈয়দ আজ তাঁহার বাসভবনে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের সম্মানার্থে একটি ভোজের আয়োজন করেন। সিন্ধু যুক্তফ্রন্টের সদস্যগণ এবং আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ উক্ত ভোজসভায় যোগদান করেন।

ভোজ সভায় যোগদানকারী ব্যক্তিদের মধ্যে পীরজাদা আবদুর সাত্তার, পীর এলাহি বক্স, মকদুমজাদা তালেবুল মওলা, মোহাম্মদ আইয়ুব খুরো, পীর আলী মোহাম্মদ রাশদি, আরবাব আবদুল গফুর খান, মোহাম্মদ আওয়াজ হায়দর বখশ জাতই, শেখ আবদুল মজিদ সিন্ধি, মুরাদ খান জালালী, পীর হুসানুদ্দিনের নাম উল্লেখযোগ্য। শেখ সাহেব তাহার দলীয় নেতৃবৃন্দ সহ ভোজে যোগ দেন।

ছাত্র-ছাত্রীদের সাক্ষাৎ

করাচী, ১০ই আগষ্ট।–করাচীতে প্রবাসী একদল পূর্ব্ব পাকিস্তানী ছাত্র আজ অপরাহ্নে শেখ মুজিবর রহমানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে তাহাদের অসুবিধা সম্পর্কে অবহিত করেন।

পূর্ব্ব পাকিস্তানী ছাত্রগণ জানান যে, প্রায় এক সহস্র ছাত্র বাংলা মাধ্যমে তাহাদের ডিগ্রী কোর্স সমাপ্ত করিয়াছেন এবং আগামী ডিগ্রী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। কিন্তু তাহাদেরকে বাংলা মাধ্যমে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইবে কিনা এই সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ কোন সুস্পষ্ট ঘোষণা না করায় তাহারা অত্যন্ত বিভ্রান্তির মধ্যে রহিয়াছেন।

করাচী প্রবাসী পূর্ব পাকিস্তানী ছাত্রীদের একটি দলও শেখ মুজিবর রহমান এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের মহিলা শাখার আহ্বায়ক বেগম নূরজাহান মুর্শেদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের সমস্যাবলী সম্পর্কে তাহাদের উভয়কে অবহিত করেন। পরে বেগম নূরজাহান মুর্শেদ এক বিবৃতিতে করাচীস্থ পূর্ব্ব পাকিস্তানী ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলা মাধ্যমে ডিগ্রী পরীক্ষা দানের অনুমতি দানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটির সভা

নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটির সভায় অদ্য বিভিন্ন রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। –এপিপি

Pakistan Observer
11th August 1969
One Unit, autonomy, representation : Mujib demands referendum

KARACHI, Aug. 10:–Sheikh Mujibur Rahman, President of the Pakistan Awami League, today called for a country-wide referendum on the questions of One Unit, regional autonomy and representation on population basis, reports APP.

Speaking at a reception held in his honour by the Sind United Front at a local hotel, he said that if referendum was held, 70 percent of the voters would favour regional autonomy, representation on the basis of population and the dismemberment of One Unit.

He told the audience that nobody could dare impose any constitution on the people against their wishes. He said it was his article of faith that justice be done to every region of Pakistan

Sheikh Mujib sated that he believed in Socialism which is not against Islam. "Holy Quran preaches the welfare of humanity–and so does Socialism, "he added.

Sheikh Mujib said that people in East and West Pakistan were facing similar problems. There were political and economic problems. The people of East Pakistan were fighting against these problems. He said they did not preach hatred against anyone while putting forth their demands. They were demanding their democratic rights.

He said, "When the people in East Pakistan raise their demands, their loyalty is doubted." But he said, their demands were just. He said that the people of East Pakistan wanted shifting of the capital to Dacca. He stated that there were at present two and a half capitals in Pakistan, and the people of East Pakistan did not get any benefit from the capital which was located in West Pakistan.

He said that the previous Government had spent huge amounts on the development of Islamabad, but it did not do anything for controlling floods the East Pakistan. He said that the people of East

Pakistan should not be ignored. They should be treated at par with the people of West Pakistan.

Sheikh Mujib said that the question of parity could be gone through by a commission. He lashed out at those who he said, were indulging in false propaganda against his party.

Dawn
11th August 1969
Call for referendum on three issues : Mujib to rescind demands if less than 70 p.c. votes secured
By our Staff Correspondent

The Awami League President, Sheikh Mujibur Rahman, yesterday suggested the holding of a national referendum to find out whether the country wanted revival of the 1956 Constitution or the Party's 'Three points,' namely, disintegration of One Unit, regional autonomy, and representation on the basis of population.

Sheikh Saheb declared ..he was convinced that at ..least 70 percent, of the people would vote for the "three points" and against the 1956 constitution. If this percentage was not recorded, he said, he would withdraw his demands.

Sheikh Mujibur Rahman was speaking at a reception given in his honour by the Sind United Front at Hotel Intercontinental last evening.

Among those present were the office-bearers of Awami League, Mr. G. M. Syed, the President of the Front.; Mr. M. A. Khuhro, Pirzada Abdus Sattar, Sardar Ataullah Khan Mengal, Pir Ali Mohammad Rashdi Mualana Ibne Hassan Jarchavi and Mr. Faiz Ahmed Faiz.

RTC

Sheikh Saheb said that at the RTC ex-President Ayub Khan had agreed only to adult franchise and parliamentary democracy but without defining the distribution of powers between the Centre and provinces or agreeing to ensuring easy amendments to the 1956 Constitution.

He said that some of the leaders who are very vocal at present did not wait to discuss the former President's offer and remarked in the conference room. "Thanks for what you have given."

He said the Awami League was insisting on representation on the population basis because it was stipulated in the spirit of democracy.

He said East Pakistan had agreed to parity but did not get a fair deal in any respect and was now unwilling to accept anything less.

Sheikh Mujibur Rahman said his Party's mission was to save the poor from the exploitation of the "vested interests." It was not the problem of East Pakistan alone but also of the other regions.

He said: "We are the unfortunate people of a fortunate country" in as much as the masses have not as yet enjoyed the fruits of independence and the sacrifices rendered in that cause.

True, he said, there were dams and barrages built during the last two decades but the lands reclaimed through these projects had not gone to the landless peasants.

In a nutshell, he said, it was an artificial economy in which the soaring prices had broken the back of the middle class and had completely ruined the labourers and the farmers.

It was for these reasons, he said that, the Awami League stood for Socialism. This did not came into conflict with the ideology of Islam which also stood for sharing the wealth and the gifts of God evenly between all the people.

He said some people had threatened the supporters of Socialism and reiterated that he would not give up the cause of the teeming millions under any threat.

The Awami League chief referred to the welcome address and said that his Party's demand for disintegration of One Unit was based on principle and because.. it was the will of the people. This support would continue regardless of the support of the Front to the Awami League he added.

He further said that the slogan of disintegration of One Unit would be raised as many times in East Pakistan as the slogans of regional autonomy and representation on population basis.

PLEDGE TO SINDHIS

Amidst thunderous applause Sheikh Mujib declared that the people of East Pakistan and Sind would never accept the 1956 Constitution.

Replying to a point raised in the address of welcome Sheikh Sahib gave categorical assurance to Sindhi leaders that his Party would extend resolute support to them for undoing One Unit. He reiterated that his party was committed to the dissolution of One Unit and restoration of former provinces in West Pakistan.

He urged Upon the Government to accede to the legitimate rights of Sind and other smaller province of West Pakistan.

To this point, he declared East Pakistanis would stand shoulder to shoulder with their brethren to achieve this objective and to fight until final victory Mujib 5

ALLIANCES

Referring to the view that some sort of working arrangement or alliance between the all-Pakistan parties would help the casue of disintegration of One Unit, Sheikh Saheb said he had a bitter taste of such alliances.

He assured his audience that there was nothing but love and affection among the people of East Pakistan for their bretheren in West Pakistan.

He said he had nothing at the.. moment to give and reaffirmed his pledge to continue to serve the cause of people under all circumstances. He also assured the people of his love and affection.

GM SYED'S ADDRESS

Earlier, in the welcome address Mr. G.M. Syed traced the historical and cultural background of the Sind region and said that before it could play its due role in the consolidation of Pakistan. It was put under the strain of One Unit.

He said that the One Unit experiment had failed and it was necessary to end this artificial merger of the various provinces.

He felt that the solution of problems of the smaller regions in West Pakistan and that of East Pakistan lay in their unity, and declared the Front's full support for East Pakistanis' demand for regional autonomy and representation on population basis.

Before the start of the proceedings, Mr. Syed performed the "Dastar Bundi" of Sheikh Mujibur Rahman in the traditional Sindhi fashion.

Agency reports add:

Sheikh Sahib said that East Pakistan had always, suffered as far as the Central Administration expenditure, capital formation, and political power were concerned and that only 10 percent of the amount was being spent on East Pakistan. Capital formation was taking place in West Pakistan only and East Pakistan was being treated as a colonial market.

He pointed out that the previous Government had spent huge amounts on the development of Islamabad but it did not do anything for controlling floods in East Pakistan.

He said that the people of East Pakistan should not be ignored. They should be treated at par with the people of West Pakistan.

Shaikh Mujib said that the question of parity could be gone through by a commission and report its findings.

He also stated that the country did not have very serious any constitution now. He said that East Pakistan should have representation on the basis of the 86 percent population.

দৈনিক ইত্তেফাক

১১ই আগষ্ট ১৯৬৯

এক ইউনিট, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও সংখ্যানুপাত প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে দেশে গণভোট অনুষ্ঠানের আহ্বান : সিন্ধু যুক্তফ্রন্ট আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা

করাচী, ১০ই আগষ্ট– পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে এক ইউনিট, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে দেশব্যাপী গণভোট গ্রহণের আহ্বান জানান। স্থানীয় একটি হোটেলে সিন্ধু যুক্তফ্রন্টের উদ্যোগে আয়োজিত এক সম্বর্ধনার উত্তরে শেখ সাহেব বলেনঃ যদি গণভোট অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে শতকরা ৭০ ভাগ লোক আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব প্রদানের অনুকূলে এবং এক ইউনিট বিলোপের পক্ষে রায় প্রদান করিবে।

তিনি শ্রোতাদের বলেন কোন লোকের পক্ষে জনসাধারণের উপর তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন শাসনতন্ত্র চাপানো সম্ভব হইবে না। তিনি বলেন, পাকিস্তানের প্রত্যেক অঞ্চলের জনগণের প্রতি সুবিচার করা হউক, ইহাই তাঁহার বিশ্বাসের অঙ্গ।

শেখ মুজিব বলেন, তিনি এমন সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী, যে সমাজতন্ত্র ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী নহে। তিনি আরও বলেন যে, পবিত্র কোরানে মানবতার কল্যাণের শিক্ষাই প্রদত্ত হইয়াছে এবং উহাই সমাজতন্ত্র। তিনি বলেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ একই রকম সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। এই সমস্যা হইল দ্বিবিধ অর্থাৎ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। তিনি আরও বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এই সমস্যার বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করিতেছে। তাহাদের এই সংগ্রামের লক্ষ্য কাহারো বিরুদ্ধে ঘৃণা বিদ্বেষ প্রকাশ নহে। তাহারা প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক অধিকারই দাবী করিতেছে। শেখ সাহেব বলেন, যখনই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এই সমস্ত দাবী লইয়া সংগ্রাম করিতে চায়, তখনই তাহাদের আনুগত্যের উপর

অপমানজনক সন্দেহ আরোপ করা হইয়া থাকে। কিন্তু তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের এই সকল দাবী সম্পূর্ণ ন্যায্য। তিনি বলেন, বর্তমানে দেশে আড়াইটি রাজধানী রহিয়াছে, কিন্তু এই রাজধানীর কোন সুযোগ-সুবিধা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আদৌ পাইতেছে না। তাই পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরের যে দাবী উহা অবশ্যই ন্যায্য।

শেখ সাহেব বলেনঃ কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ব্যয় ও মূলধন গঠনের শতকরা ১০ ভাগ মাত্র পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে পড়ে। তিনি বলেন ঃ পশ্চিম পাকিস্তানেই শুধু মূলধন গড়িয়া উঠিতেছে এবং পূর্ব পাকিস্তান একটি বাজার হিসাবে পরিগণিত হইতেছে।

তিনি বলেন ঃ সাবেক সরকার ইসলামাবাদের উন্নয়নে বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়াছে, অথচ পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণে কিছুই করা হয় নাই। তিনি বলেনঃ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা উচিত হইবে না।

শেখ মুজিব বলেনঃ পশ্চিম পাকিস্তানে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে বৃহত্তর ও বিরাট পরিমাণে জমি বণ্টন করা হইয়াছে; অথচ দরিদ্র চাষিরা অনাহারে রহিয়াছে। তিনি ন্যায্যহারে ভূমি পুনর্বণ্টনের আহ্বান জানান। –এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক

১১ই আগষ্ট ১৯৬৯

শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সিন্ধু যুক্তফ্রন্টের গভীর আস্থা প্রকাশ

সম্বর্ধনা সভায় সিন্ধু যুক্তফ্রন্টের সভাপতি জনাব জি এম সৈয়দ শেখ মুজিবর রহমানের উদ্দেশে মানপত্র পাঠ করিয়া তাঁহার নেতৃত্বের প্রতি ফ্রন্টের গভীর আস্থা প্রকাশ করেন। তিনি এক ইউনিটের অবসানে ফ্রন্টের প্রচেষ্টায় শেখ সাহেবের সম্মতি কামনা করেন। জনাব সৈয়দ বলেন, তিনি ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাহেন যে, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র কোন অবস্থাতেই তাঁহাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হইবে না। কেননা, উক্ত শাসনতন্ত্র অগণতান্ত্রিকভাবে গঠিত 'গণপরিষদ' দ্বারা প্রণীত হইয়াছে। তিনি এক ইউনিটের বিরুদ্ধে ১৬টি আপত্তি জ্ঞাপন করেন এবং উহা গণতন্ত্রের মৌলিক নীতিরও পরিপন্থী। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আয়োজিত এই সম্বর্ধনায় ৭ শতাধিক লোক অংশগ্রহণ করেন। অন্যান্যের মধ্যে মেসার্স ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, এম এ খুরো, আতাউল্লাহ খান মেঙ্গল, আবদুস সত্তার পীরজাদাসহ সিন্ধুর প্রখ্যাত জমিদারগণ অংশগ্রহণ করেন। –এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক

১১ই আগষ্ট ১৯৬৯

শেখ মুজিব সকাশে প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রী : বাংলার মাধ্যমে পরীক্ষা দান সমস্যা আলোচনা

করাচী, ১০ই আগষ্ট– আজ এখানে একদল প্রবাসী পূর্ব পাকিস্তানী ছাত্র আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের কতিপয় অসুবিধার কথা তাঁহাকে অবহিত করেন।

তাঁহারা বলেন যে, এখানকার প্রায় এক হাজার ছাত্র ডিগ্রী কোর্সে বাংলা মাধ্যমে পড়াশুনা করিতেছেন এবং তাহারা আসন্ন ডিগ্রী পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। কিন্তু করাচী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাহাদের বাংলা মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণে অনুমতিদান সম্পর্কে এ যাবৎ সুস্পষ্ট কোন ঘোষণা জারি না করায় তাহারা বিভ্রান্তির সম্মুখীন হইয়াছেন। অনুরূপভাবে একদল পূর্ব পাকিস্তানী ছাত্রীও শেখ মুজিব এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের মহিলা শাখার আহ্বায়িকা বেগম নূরজাহান মুর্শেদকে তাহাদের অসুবিধার বিষয় অবহিত করেন। পরে বেগম নূরজাহান মুর্শেদ এক বিবৃতির মাধ্যমে করাচীতে অবস্থানরত পূর্ব পাকিস্তানী ছাত্রছাত্রীদের বাংলার মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণের অনুমতি দানের জন্য সরকার ও যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানান। তিনি উল্লেখ করেন যে, বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম জাতীয় ভাষা, বিশেষ করিয়া ছাত্র-ছাত্রীরা যে ক্ষেত্রে বাংলার মাধ্যমে পরীক্ষার পাঠ প্রস্তুত করিয়াছে, সেই ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে উহা পরিবর্তন করা যাইতে পারে না। –পিপিআই

Morning News

11th August 1969

Mujib calls for referendum on vital issues

KARACHI, AUG. 10 (APP): SHEIKH MUJIBUR RAHMAN, PRESIDENT OF THE PAKISTAN AWAMI LEAGUE TODAY CALLED FOR A COUNTRY-WIDE REFERENDUM ON THE QUESTIONS OF ONE UNIT, REGIONAL AUTONOMY AND REPRESENTATION ON POPULATION BASIS.

Speaking at a reception held in his honour by the Sind United Front at a local hotel, he said that if referendum was held, 70 per cent of the voters would favour regional autonomy, representation on the basis of population and the dismemberment of One Unit.

He told, the audience that nobody could dare impose any constitution on the people against their wishes. He said it was his article of faith that justice be done to every region of Pakistan.

Sheikh Mujib stated that he believed in socialism which is not against Islam. Holy Quran preaches the welfare of humanity—and so does socialism, he added.

SIMILAR PROBLEMS

Sheikh Mujibur Rahman said that people in East and West Pakistan were facing similar problems. There were political and economic problems. The people of East Pakistan were fighting against these problems. He said they had no hatred against anyone while putting forth these demands. They were demanding their democratic rights.

He said when the people in East Pakistan raise their demands, their loyalty is doubted, but he said their demands were just. He said that the people of East Pakistan demand shifting of the capital to Dacca. He stated that there were at present two-and-a-half capitals in Pakistan. The people of East Pakistan did not get any benefit from the capital which is located in West Pakistan.

He said that East Pakistan had always suffered as far as central administration expenditure, capital formation, and political power were concerned. He stated that only 10 per cent is spent on East Pakistan. The capital was forming in West Pakistan only and East Pakistan was being treated as a colonial market.

He said that the previous Government had spent huge amounts on the development of Islamabad but it did not do anything for controlling floods in East Pakistan. He said that the people of East Pakistan should not be ignored. They should be treated at par with the people of West Pakistan.

PARITY

Sheikh Mujib said that the question of parity could be gone through by a commission and report its findings. He also stated that the country did not have very serious any constitution now. He said that East Pakistan should have representation on the basis of the 56 per cent of its population.

He said that bigger large lands were being distributed at the influential persons while many poor farmers were starving in West Pakistan. He demanded a fairer distribution of land. He lashed out at those who he said, were indulging in false propaganda against his party.

G. M. SAYED

Earlier Mr. G. M. Sayed President of the Front, in his address of welcome expressed his party's full confidence in Sheikh Mujib's leadership and urged him to support the Front in its efforts to undo One Unit.

Mr. Sayed said he must make it clear that the constitution of 156 in any form will not be acceptable to us as it was framed by an un-democratically formed constituent assembly.

He put forward 16 objections to One Unit and said that its existence was contrary to the basic spirit of democracy.

The reception was attended by over 700 persons in the spacious dining hall of the Hotel Inter-Continental, It was attended among others by Mr. Faiz Ahmad Faiz, Mr. M. A, Khuro, Mr. Ataullah Khan Mengal, Mr. Abdul Sattar Pirzada and prominent zamindars of Sind.

A traditional Sindhi dastarbandi was also held at the reception.

Morning News

11th August 1969

E. Wing students apprise Mujib of their problems

KARACHI Aug. 10 (PPI): A group of East Pakistani students this afternoon waited on Sheikh Mujibur Rahman and apprised him about their difficulties.

They submitted that about 1,000 students had prepared their Degree course in Bengali medium and were now ready to sit for the forthcoming Degree examinations.

The East Pakistani students said that they were now confused since the University authorities had not come forward with the announcement as to whether they would be allowed to appear at the examination in Bengali medium.

Similarly, a group of East Pakistani girl students apprised Sheikh Mujibur Rahman, chief of the Awami League and Begum Nur Jahan Murshed, Convener, Women Branch East Pakistan Awami League, about their difficulties.

Later, in a statement, Begum Nurjahan Murshed urged upon the Government to allow East Pakistani students in Karachi to appear at the Degree examination in Bengali medium.

She pointed out that Bengali was one of national languages of Pakistan. Moreover, as the students prepared their courses in Bengali they could not revise it while the examination was knocking at the door.

NUMEROUS PROBLEMS

Reminding the students that tremendous responsibility lay ahead of them, Sheikh Mujibur Rahman pointed out that the country was passing through a critical phase and we were confronted with numerous problems.

He said that whenever any demand was voiced to remove the difficulties of the people, we were dubbed as traitor or dangerous elements.

The people who have no contribution to the creation of Pakistan, he lamented, would oppose you to achieve their selfish ends.

Sheikh Saheb observed that the determination and will of the people could not be suppressed for all time to come. Replying to the points raised in the address of welcome, the Awami League Chief said Pakistan was created by the sacrifice of the thousands of people, so that the people could lead a decent life and get a square meal, food and clothing. It was ironical that the common people of Pakistan were passing their days in great difficulties.

NO DIFFERENCE

He repeatedly made it clear "in his eyes" there was no difference between the poor people of East and West Pakistan.

Sheikh Mujibur Rahman referred to the political and economic problems and regretted that "we are carrying on experiment after experiment on these problems even after 20 years. God knows alone when these experiments will come to end", he added.

He said that the vested interests guided by their selfish motives were creating all problems. He said that Pakistan never came into being for few individuals but for the 120 million people of the country.

Turning to East Pakistan he said: "East Pakistanis want to live like Pakistanis but never like colonial market. Whenever we have voiced our grievances the ruling clique had carried out its oppression to strangulate our voice.

UNITY OF THOUGHT

The student community, however, demonstrated the unity of thought and action. Whenever students in my party of the country were subjected to oppression, the students in other part have joined them in their struggle to defend the cause of the people.

Sheikh Mujibur Rahman declared that whatever may be the consensus his party will continue for the realization of the people's demands.

He pointed out the country was confronted with many problems in political, economical and educational fronts.

He hoped that the students would prepare themselves with proper education and knowledge and carry on with their mission so as to build the country free from exploitation, hunger and illiteracy.

He also recalled his student days when he fought for the creation of Pakistan and later founded East Pakistan Students League in 1948.

STUDENT MOVEMENT

Earlier, Mr. Abdul Rauf, ex-President of the East Pakistan Students League, explained in detail the student movements in East Pakistan.

He also elaborated the students 11-point programme and said that the students would continue their struggle till the achievement of 11 points.

Speaking at the reception Mr. Tajuddin Ahmed, General Secretary, East Pakistan Awami League, paid tributes to the students for their heroic struggles against dictatorial rules.

He said that the student community always stood on the side of the people whenever there was any conspiracy against the people.

Mr. Tajuddin also explained his party's stand on various issues and assured all support to the students for their betterment.

Mr. Abdur Rahman, General Secretary West Pakistan Students League and Mr. A. K. M. Shahjahan, President, East Pakistan Students Association, Karachi, presented address of welcome.

The reception was largely attended.

দৈনিক পয়গাম

১১ই আগষ্ট ১৯৬৯

মানবতার কল্যাণ সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য : শেখ মুজিব

করাচী, ১০ই আগষ্ট।– নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এক ইউনিট, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে দেশব্যাপী গণভোট অনুষ্ঠানের আহবান জানান। স্থানীয় একটি হোটেলে সিন্ধু ইউনাইটেড ফ্রন্ট কর্তৃক তাহার সম্মানে আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় বক্তৃতাকালে তিনি বলেন যে, গণভোট অনুষ্ঠিত হইলে শতকরা ৭০ ভাগ ভোটার আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব এক ইউনিট ব্যবস্থা লোপ করার পক্ষে মত প্রকাশ করিবে।

তিনি শ্রোতাদের বলেন যে, জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ তাহাদের উপর কোন শাসনতন্ত্র চাপাইয়া দিবার দুঃসাহস পোষণ করিতে পারেন না।

শেখ মুজিব বলেন যে, তিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, সমাজতন্ত্র ইসলামের পরিপন্থী নহে। পবিত্র কোরান মানবতার কল্যাণ সাধনের বাণী প্রচার করে– সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যও মানব সমাজের কল্যাণ সাধন করা। –এপিপি

সংবাদ

১১ই আগষ্ট ১৯৬৯

স্বায়ত্তশাসন এক ইউনিট প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে– : মুজিব কর্তৃক গণভোট অনুষ্ঠানের আহ্বান

করাচী, ১০ই আগষ্ট (এপিপি)।– পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এক ইউনিট, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে সারা দেশে গণভোট অনুষ্ঠানের আহ্বান জানান।

স্থানীয় কোন একটি হোটেলে সিন্ধু যুক্তফ্রন্ট কর্তৃক তাঁহার সম্মানার্থে আয়োজিত এক ভোজ সভায় বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, গণভোট গৃহীত হইলে দেশের শতকরা ৭০ জন লোক আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব এবং এক ইউনিট বাতিলের পক্ষে ভোট দান করিবে।

তিনি বলেন যে, জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাহারো কোন শাসনতন্ত্র চাপাইয়া দেওয়ার ক্ষমতা নাই। পাকিস্তানের প্রতিটি অঞ্চলের প্রতি সুবিচার হউক, ইহাই তাঁহার আন্তরিক কামনা বলিয়া আওয়ামী লীগ নেতা মত প্রকাশ করেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, ইসলাম বিরোধী নহে বলিয়া সমাজতন্ত্রের উপর তাঁহার পূর্ণ আস্থা রহিয়াছে। পবিত্র কোরানে মানবের কল্যাণ কামনা করা হইয়াছে সমাজতন্ত্রও মানুষের কল্যাণ কামনা করে বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

দেশের উভয় অংশের সমস্যাবলীর উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা অভিন্ন এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এই সমস্ত সমস্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে।

তাহাদের দাবী পূরণের ব্যাপারে তাহারা কাহারো বিরুদ্ধে হিংসা পোষণ করেন না। তাহারা কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক অধিকারই দাবী করে বলিয়া আওয়ামী লীগ নেতা মন্তব্য প্রকাশ করেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি দাবী ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু দাবী উত্থাপনের সাথে সাথে তাহাদের আনুগত্যের প্রশ্নে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়।

তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানীরা রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরের দাবী করিতেছে। পাকিস্তানের রাজধানী আড়াইটি কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত রাজধানী হইতে পূর্ব পাকিস্তানীদের কোন ফায়দা আদায় হয় না বলিয়া শেখ মুজিব মন্তব্য প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন যে, কেন্দ্রীয় প্রশাসন, খরচা, পুঁজি গঠন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তান চিরকালই অবহেলা লাভ করিয়া আসিয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, মোট রাজস্বের শতকরা মাত্র ১০ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ব্যয়িত হয় এবং পুঁজি গঠন হয় পশ্চিম পাকিস্তানে।

এ হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানকে একটি ঔপনিবেশিক বাজার হিসাবে গণ্য করা হইতেছে বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন।

তিনি অভিযোগ করেন যে, পূর্ববর্তী সরকার ইসলামাবাদের উন্নয়নের জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করিলেও পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছুই করেন নাই।

তিনি পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতি উপেক্ষা না করিয়া তাহাদের সহিত পশ্চিম পাকিস্তানীদের সমতুল্য ব্যবহারের দাবী জানান।

শেখ মুজিব বলেন যে, সংখ্যা সমস্যার প্রশ্নটি একটি কমিশনারের উপর ছাড়িয়া দেওয়া উচিত এবং তাঁহারাই এই ব্যাপারে রিপোর্ট পেশ করিবেন।

পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জনের আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্ব পাওয়া উচিত বলিয়া আওয়ামী লীগ নেতা দাবী জানান।

পশ্চিম পাকিস্তানে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের জন্য বিরাট আকারের জমি বরাদ্দ করা হইলেও দরিদ্র কৃষক সমাজ জমি হইতে বঞ্চিত হইয়া ভুখা থাকিয়া যাইতেছে বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যায় সঙ্গতভাবে জমি বণ্টনের দাবী জানান।

বক্তৃতার উপসংহারে তিনি তাঁহার পার্টির বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারকারীদের তৎপরতার তীব্র সমালোচনা করেন।

Dawn
12th August 1969
Mujibur Rahman against bicameral legislature : Speaks at Press Club reception
By Our Staff Correspondent

Sheikh Mujibur Rahman yesterday declared his opposition to the suggestion of a bi-cameral legislature in Pakistan's new

Constitution-even if it provided for representation on population basis and end of One Unit.

He said the type of a bi-cameral legislature provided in the American Constitution was especially not suited to our conditions. The Awami League chief was speaking at a reception given in his honour by the Karachi Press Club last evening. ...

Asked why it should be necessary to have regional autonomy one East Pakistan's demand for representation on population basis was accepted. Sheikh Mujibur Rahman reminded that the demand was not for East Pakistan alone but also for the various regions in West Pakistan.

The Provision, he said, would safeguard the interests of all the regions in West Pakistan against the possible domination by East Pakistan.

SOCIALISM

Sheikh Saheb did not define what type of socialism he wanted for Pakistan, but said the socialism advocated by Awami League would certainly not be in conflict with Islam. In reply to another question, he said that all socialistic countries including china and the Soviet Russia were practicising socialism according to the conditions prevailing in their societies.

Dawn
12th August 1969
Mujib holds talks with Sindhi leaders

The Sind United Front began formal talks with the Awami League Chief, Sheikh Mujibur Rahman, to secure his party's support to Front's demands.

Sheikh Mujibur Rahman accompanied by the General Secretary of the Awami League, Mr. Kamaruzzaman and other party leaders were invited yesterday to hold talks with Sindhi leaders at the residence of Mr. G. M. Syed, the President of the Front.

It is gathered that though the Awami League would extend unstinted support to the demand for dissolution of One Unit, it was not likely to have any alliance with the Front.

Awami League sources indicated that the party would ally with other parties only if they accepted three major points viz regional autonomy, representation on population basis and dissolution of One Unit.

Our Correspondent adds: A delegation of Pakhtoon students residing in Karachi also called on the Awami League chief and apprised him of their problems.

In the afternoon, Sheikh Saheb attended a reception at the Karachi Press Club and later visited Liaquatabad to meet party workers.

দৈনিক ইত্তেফাক

১২ই আগষ্ট ১৯৬৯

আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা নয়, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতে শাসনতান্ত্রিক সমস্যার চির সমাধান করিতে হইবে : করাচী প্রেসক্লাবের সম্বর্ধনা সভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা

করাচী, ১১ই আগষ্ট– নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান আজ দেশের শাসনতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য বয়স্ক ভোটাধিকার এবং এক-ব্যক্তি-এক-ভোটের ভিত্তিতে অবিলম্বে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দিয়াছেন। আজ বিকালে আওয়ামী লীগ প্রধানের সম্মানে করাচী প্রেস ক্লাব কর্তৃক আয়োজিত এক সম্বর্ধনা সভায় তিনি বক্তৃতা দিতেছিলেন।

শেখ মুজিব বলেন, দেশ আজ সংকটের সম্মুখীন এবং শাসনতান্ত্রিক সমস্যাই সব চাইতে বড় সমস্যা।

তিনি উল্লেখ করেন যে, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদিগকে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য কিছু সময় দিতে হইবে।

তিনি আরও বলেন যে, শাসনতন্ত্র তৈয়ার করা লইয়া অনেক "এক্সপেরিমেন্ট" চালান হইয়াছে। অনেক শাসনতন্ত্রই পরীক্ষিত এবং তৎপর বর্জিত হইয়াছে; কিন্তু এগুলির একটিতেও জনসাধারণের আশা-আকাংক্ষার প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত ছিল না। আমাদিগকে এক্ষণে শাসনতান্ত্রিক সমস্যার চূড়ান্ত ফয়সালা করিতে হইবে–সকল শ্রেণীর লোকের গ্রহণযোগ্য হইতে পারে এমন একটি শাসনতন্ত্র দেশকে দিতে হইবে। শেখ মুজিব উল্লেখ করেন যে, অতীতে সরকারগুলি দেশকে রাজনৈতিক দিক দিয়া শ্বাসরুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে এবং সমগ্র জাতিকে দুর্নীতিতে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। আজিকার অনেক সমস্যারই স্রষ্টা হইতেছে কায়েমী স্বার্থী মহল এবং প্রাক্তন "শাসকজান্তা"।

শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানীদের দাবী-দাওয়ার উল্লেখ প্রসঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, যখনই পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ তাহাদের

প্রতি প্রদর্শিত অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে কথা বলিয়াছে, পূর্ববর্তী সরকারগণ তখনই হিন্দু অনুপ্রবেশের ধুয়া তুলিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানীরা আপোষের মনোভাব লইয়া সংখ্যাসাম্য নীতি গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু সত্যিকার অর্থে এই নীতি কখনও কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় নাই। যতই দিন যাইতেছে দেশের এই দুই অংশের মধ্যে ততই বৈষম্যের ব্যবধান বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে।

তিনি জানান যে, তাহার দল এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ নিরঙ্কুশভাবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব, এক ইউনিট বাতিল এবং আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষপাতী। অতীতের সরকারগুলি জনসাধারণের ভাবাবেগ লইয়া খেলা করিয়াছেন, কিন্তু জনসাধারণ সেই একই খেলার পুনরাবৃত্তি দেখিতে আর রাজী নয়।

আওয়ামী লীগপ্রধান পুনরায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের একটি লোকও দেশের বাকী অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চায় না। "আমরা যাহা চাই তাহা হইতেছে ন্যায় বিচার, সমান অধিকার এবং উভয় অংশের জনসাধারণের জন্য কতিপয় সুযোগ-সুবিধা।" তিনি বলেন, ১৯৪৭ সালে মোট বৈদেশিক মুদ্রার শতকরা ৭০ ভাগই আয় করিয়াছিল পূর্ব পাকিস্তান। এই পরিমাণ বর্তমানে শতকরা ৪৫ ভাগে হ্রাস পাইয়াছে। পরিকল্পনার ত্রুটির জন্যই এরূপ হইয়াছে। দেশের উভয় অংশের জন্যই ইহা অনিষ্টকর। পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থীরা পূর্ব পাকিস্তানকে ঔপনিবেশিক বাজার হিসাবে ব্যবহার করিয়াছে।

শেখ মুজিব জানান, পূর্ব পাকিস্তানীদের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইয়া পড়িতেছে। তিনি দাবী করেন, এ প্রদেশের শতকরা ৫০ ভাগ লোকের দিনে দুই বেলা আহারের সংস্থান করার এবং অধিকাংশ লোকেরই পর্যাপ্ত পরিধেয় বস্ত্র সংগ্রহের সামর্থ্য নাই। পূর্ব পাকিস্তানীদের অন্যতম প্রধান অনুযোগ হইতেছে যে, বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য এখনও কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। মরহুম সোহরাওয়ার্দীর প্রধান মন্ত্রিত্বের আমলে একটি বিদেশী মিশন এক হাজার কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষ একটি বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে সর্বনাশা বন্যায় প্রতি বৎসর ৫০ হইতে ১০০ কোটি টাকা ক্ষতি হয়। দুঃখের বিষয় যে, অন্যান্য খাতে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হইলেও পূর্ব পাকিস্তানে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যথার্থ কিছু করা হয় নাই।

শেখ মুজিবর রহমান সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা দাবী করেন এবং বলেন যে, গণতন্ত্রের উন্নয়নে ইহার প্রয়োজন অত্যধিক। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মত মেহনতি সাংবাদিকগণ এবং জাতীয় সংবাদপত্রগুলিও সামগ্রিকভাবে পূর্ববর্তী সরকারের নিপীড়নের শিকারে পরিণত হইয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে শেখ মুজিব মরহুম মানিক মিয়া এবং নিউ নেশান প্রিন্টিং প্রেসের কথা এবং বেসরকারী মালিকানা হইতে 'পাকিস্তান টাইমস' এবং 'ইমরোজ' পত্রিকার কর্তৃত্বভার নিয়া যাওয়ার কথা উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, তাঁহার দল ক্ষমতায় আসিলে তিনি সংবাদপত্র এবং অন্যান্য শিল্পের একচেটিয়া সুবিধা ভোগের অবসান ঘটাইবেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের কাগজগুলিতে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ এবং তাহাদের সমস্যার কথা কমই ছাপা হইয়া থাকে এবং অনেক সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং জনসাধারণ সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টির জন্য ঘটনাবলীর ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে।

নিজেদের চক্ষে পূর্ব পাকিস্তানীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য কার্যরত সাংবাদিকদের তিনি মাঝে মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান সফরের আমন্ত্রণ জানান।

প্রশ্নোত্তর–

আওয়ামী লীগ প্রধান সম্বর্ধনা সভায় ভাষণদানের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পরিষদ রাখার সামর্থ্য এই গরীব দেশের নাই, কারণ এই পদ্ধতিতে পিছনের দরজা দিয়া সংখ্যাসাম্য প্রবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

জনাব ভুট্টোর পিপলস পার্টির সহিত তাহার দলের জোটভুক্তির সম্ভাবনা সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'দুঃখিত, আমরা আমাদের নিজেদের কর্মসূচী লইয়া কাজ করিয়া যাইতেছি।'

শেখ মুজিব মওলানা ভাসানীর ন্যাপের সহিত কোন সম্পর্কের কথাও অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, ক্ষমতায় আসিতে পারিলে তিনি ৬ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়িত করিবেন।

প্রশ্নঃ আপনি কি গ্যারাণ্টি দিতে পারেন যে, ক্ষমতায় আসিলে আপনি ৬ দফা বাস্তবায়িত করিবেন? শহীদ সোহরাওয়ার্দী স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর তিনি সিয়াটো ও সেন্টো হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই।

উত্তরঃ ক্ষমতায় অসিতে পারিলে অবশ্যই আমাদের কর্মসূচী বাস্তবায়িত করিব আপনারা দেখিবেন। অতীতে জনাব সোহরাওয়ার্দীর সময় পরিষদে ৮০ জন সদস্যের মধ্যে আমাদের ছিল মাত্র ১২ জন। আমরা ক্ষমতায় থাকাকালে কোন নিরাপত্তা আইন ছিল না এবং কাহাকেও আমরা জেলে পাঠাই নাই।

প্রশ্নঃ আপনি কি ধরনের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করেন– ইসলামী সমাজতন্ত্র, না সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং চীন যে ধরনের সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা সেই ধরনের?

উত্তরঃ সমাজতন্ত্র সমাজতন্ত্রই।

প্রশ্নঃ ইহাতে কি বেসরকারী খাতকে জাতীয়করণের ব্যবস্থা থাকিবে?

উত্তরঃ আপনাদের তাহা জানা থাকা উচিত। –পিপিআই

দৈনিক ইত্তেফাক

১২ই আগষ্ট ১৯৬৯

মুজিব-জি এম সৈয়দ বৈঠক

করাচী, ১১ই আগষ্ট– নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে বিশিষ্ট সিন্ধিনেতা জনাব জি,এম, সৈয়দের সহিত তাঁহার বাসভবনে সাক্ষাৎ করেন। সিন্ধু যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দও তাঁহাদের মধ্যে বৈঠকের সময় উপস্থিত ছিলেন।আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব কামরুজ্জামান জানান যে, সাধারণভাবে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং বিশেষভাবে এক ইউনিট বাতিল সম্পর্কে তাঁহারা আলোচনা করেন। –এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক

১২ই আগষ্ট ১৯৬৯

সমগ্র পাকিস্তানবাসীর জন্য শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েমই আওয়ামী লীগের লক্ষ্য : করাচীর সম্বর্ধনা সভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ

করাচী, ৮ই আগষ্ট– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ বিকালে এখানে বলেন যে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহ দেশের বর্তমান সমস্যাবলী সমাধানের একমাত্র পন্থা হইতেছে গোড়া হইতে ঐগুলির কাজ শুরু করা। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে এবং কায়েদে আজমের মনোবাঞ্ছা মোতাবেক ঐসব সমস্যার সমাধান করিতে হইবে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ কর্তৃক তাঁহার সম্মানে আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় ভাষণ দান প্রসঙ্গে শেখ মুজিবর রহমান উপরোক্ত মত প্রকাশ করেন। ৫৫ মিনিটব্যাপী এই ভাষণে আওয়ামী লীগপ্রধান ধারাবাহিকভাবে দেশের গুরুতর সমস্যাবলী আলোচনা করেন। তাঁহার দল ভারতীয় এজেন্টদের সহিত যোগসাজশে পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অথবা ইসলামী পথ কিম্বা পাকিস্তানী আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইবার চেষ্টা করিতেছে বলিয়া যে সমালোচনা করা হইয়া থাকে, তিনি দফাওয়ারীভাবে তাহা খণ্ডন করেন। শেখ মুজিবর রহমানের ভাষণের এ, পি, পি এবং পি, পি, আই পরিবেশিত বিবরণ ৯ই আগস্ট তারিখে ইত্তেফাকে প্রকাশিত হইয়াছে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁহার সহকর্মীবৃন্দ এবং পূর্ব পাকিস্তানীদের যে সংগ্রামী ইতিহাস ও অবদান রহিয়াছে, তিনি তাহা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, কায়েমী স্বার্থবাদীরাই এই ধরনের জঘন্য প্রচারণা চালাইতেছে এবং গোটা দেশের উপর শোষণ চিরস্থায়ী করাই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। শাসনতান্ত্রিক সমস্যাবলী সমাধানের উদ্দেশ্যে সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি বলেন যে, ঐসব নেতা প্রাপ্ত বয়স্ক ভিত্তিক সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ম্যাণ্ডেট না পাইলে অনুরূপ সম্মেলনের কথা চিন্তাই করা যায় না।

অপর পক্ষে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রও গ্রহণযোগ্য নহে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। কারণ উক্ত শাসনতন্ত্র সংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব, এক ইউনিট বাতিল এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সহ জনগণের বিভিন্ন মৌলিক দাবী পূরণের ব্যবস্থা নাই। অনুরূপভাবে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্য কোনরূপ শাসনতন্ত্র তাহাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইলে উহাও গ্রহণযোগ্য হইবে না।

তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগ জনগণকে ভাওতা দিবে না। আওয়ামী লীগ দেশকে একটি প্রকৃত গণতন্ত্র প্রদানের জন্য ওয়াদাবদ্ধ–উহার কম-বেশী কিছু করিতে তাহারা রাজী নহে বলিয়া তিনি জানান।

কাহারা দায়ী

শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, পাকিস্তানের জন্য যাহারা দুইআনা পয়সাও চাঁদা দেয় নাই এবং কায়েদে মিল্লাতের মৃত্যুর পর যেসব আমলাতন্ত্রী ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, একমাত্র তাহারাই দেশের বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী।

তিনি বলেন, উক্ত কায়েমী স্বার্থবাদিগণ শেরে বাংলা ফজলুল হক এবং জনাব সোহরাওয়ার্দীকে পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দিতেও ছাড়ে নাই।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, "জনাব আইয়ুব খান দেশে যে পদ্ধতি চালু করিয়াছিলেন, তাহার ফলে গোটা জাতি, এমনকি ধর্মভীরু গ্রামবাসীরা পর্যন্ত দুর্নীতির শিকার হইয়া পড়িয়াছিল।"

ঐসব কায়েমী স্বার্থবাদীরা জাতির নিকট সুবিদিত এবং তাহাদিগকে সুদে-আসলে ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

তাঁহার বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রচেষ্টার যে অভিযোগ করা হয়, সেই সম্পর্কে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ হিসাবে পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হইতে যাইবে কেন? উহার দ্বারা বরং অভিযোগকারীদের অসৎ উদ্দেশ্যই প্রমাণিত হয়। তাহাদের অসৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে বাধ্য বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

শেখ মুজিবর রহমান বিস্তারিতভাবে পূর্ব পাকিস্তানীদের অসন্তোষের কারণ বর্ণনা করেন এবং উভয় প্রদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করেন। বিশেষতঃ তিনি চাউল ও গমের মত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য এবং মাথাপিছু আয়ের তুলনা করেন।

তিনি বলেন, আজ পর্যন্ত পাকিস্তানের মোট ঋণের পরিমাণ হইতেছে দুই হাজার কোটি টাকা। অথচ তন্মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ হইতেছে ৫ শত কোটির কাছাকাছি। তিনি বলেন, সিন্ধুনদের পানি বণ্টনের একটা সমাধান খুঁজিয়া পাওয়া গেলেও পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা-সমস্যা সমাধানের কোন বাস্তব প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় নাই, অথচ পূর্ব পাকিস্তানে প্রতি বৎসর বন্যার দরুন ৫০ হইতে ১ শত কোটি টাকা লোকসান হয়। ভারতের সহিত বিরোধের ফলে উক্ত সমস্যার সমাধানে অসুবিধা আছে বলিয়া যে যুক্তি দেখান হয়, তাহা অবাস্তব বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন

শেখ মুজিবর রহমান আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গে বলেন যে, উহা একটি বহু পুরাতন বিষয় এবং এই ব্যাপারে ১৯৫৫ সালের দিকে পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে একটি সর্বসম্মত প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছিল।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য যাহা চাহে, পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যও তাহাই চাহে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে আওয়ামী লীগ চাহে দেশে শোষণের অবসান ঘটাইয়া ১২ কোটি লোকের জন্য শোষণহীন সমাজ গঠন করিতে। তিনি ইহাও বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানেই হউক আর পশ্চিম পাকিস্তানেই হউক, গরীবের ভাগ্য সর্বত্রই এক। উহার অবসান ঘটাইতেই হইবে।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, আওয়ামী লীগ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন বলিতে সর্বক্ষেত্রে প্রদেশের স্বয়ংসম্পূর্ণতা বুঝায়। এই প্রসঙ্গে তিনি ভারতের সহিত সেপ্টেম্বর যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন ও সঙ্কটাপন্ন অবস্থার কথা উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কোনক্রমেই কেন্দ্রকে দুর্বল করিবে না। কারণ অর্থ এবং পররাষ্ট্র ছাড়াও দেশরক্ষা দফতর কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। একমাত্র দেশরক্ষা দফতরই কেন্দ্রের জন্য যথেষ্ট। ১৯৫৮ সালের এবং পুনরায় চলতি সালের ঘটনাবলীই উহার প্রমাণ করিয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের মত দেশ জাতিসংঘে উহার দুইটি রিপাবলিকের স্বতন্ত্র প্রতিনিধি প্রেরণ করিতেছে এবং

ঐ দুইটি রিপাবলিকের পৃথক পরিষদ অধিবেশনের শাসনতান্ত্রিক বিধান থাকা সত্ত্বেও সংযুক্ত ইউনিয়নের মর্যাদা লাভ করিতেছে। সেক্ষেত্রে ধর্ম ও সংস্কৃতির শক্তিশালী বন্ধনে আবদ্ধ পাকিস্তান কেন এক দেশ এক জাতি হিসাবে টিকিয়া থাকিতে পারিবে না?

তিনি বলেন যে, পারস্পরিক আস্থা এবং প্রত্যেক ব্যাপারে সমান অংশীদারিত্বের মনোভাবই শক্তি ও সংহতির মূল ভিত্তি। 'ছয় দফায়' উহার নিশ্চয়তা প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

গোলটেবিল বৈঠক

শেখ মুজিবর রহমান গোলটেবিল বৈঠকের প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বলেন যে, কোন কোন নেতা এই ব্যাপারে আওয়ামী লীগের সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র কার্যকরীকরণের দাবীদার ঐ সব নেতা এক ইউনিট, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং জনসংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি বিষয়ে সহজ পন্থায় শাসনতান্ত্রিক সংশোধনের পর্যাপ্ত নিশ্চয়তা বিধান করিতে অস্বীকৃতি জানাইয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানী জনগণ সরল বিশ্বাসে সংখ্যাসাম্যের নীতি মানিয়া নিয়াছিল, কিন্তু তাহারা বঞ্চিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে তাহারা পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব ছাড়া আর কিছুই লাভ করে নাই। এমনকি ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রে প্রেসিডেন্টকে সর্বময় কর্তৃত্ব প্রদান এবং পরিষদগুলিকে অকেজো করার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানীদের উক্ত অধিকারটুকু হরণ করা হয়।

আওয়ামী লীগপ্রধান বলেন যে, প্রাক্তন সরকারের অনুসৃত নীতির দরুন ইতিমধ্যেই উভয় প্রদেশে পৃথক অর্থনীতির সূচনা হইয়াছে। স্বর্ণসহ বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্যের পার্থক্য এবং শুল্ক প্রাচীরই উক্ত নীতির চাক্ষুষ প্রমাণ বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন যে, বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের কোন কোন এলাকায় খাদ্য ঘাটতি রহিয়াছে এবং অনেক লোকই দুইবেলা খাইতে পায় না।

তিনি সরকারের প্রতি অবিলম্বে ঐ সকল এলাকায় খাদ্যশস্য প্রেরণ, সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের মধ্যে বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ এবং রেশনিংয়ের উন্নত পদ্ধতি প্রবর্তনের আহ্বান জানান।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, আওয়ামী লীগ ১৯৪৯ সালে উহার প্রতিষ্ঠার পর হইতে এযাবৎ মাত্র ১৩ মাসের জন্য ক্ষমতাসীন হইয়াছিল এবং বাকী সময় বিরোধী দল হিসাবে কাজ করিয়াছে। তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগ কর্মিগণ জনগণের স্বার্থে কাজ করিয়া যাইবার জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছে। দুনিয়ার কোন শক্তিই তাহাদিগকে দমাইয়া রাখিতে পারিবে না বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

সমাজতন্ত্র

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, তাঁহার দল সমাজতন্ত্র সমর্থন করে। কিন্তু উক্ত সমাজতন্ত্র ধারকরা বা আমদানীকৃত আদর্শের ভিত্তিতে নহে, বরং আমাদের পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে। আওয়ামী লীগের সমাজতন্ত্র বলিতে একদলীয় শাসনাধীন বা নাস্তিক রাষ্ট্র বুঝায় না বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন যে, কতিপয় লোক এই ব্যাপারে ফতোয়া জারি করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, ইসলামের বিধানমতেও সব কিছুরই মালিক আল্লাহ এবং উহাতে সকল মানুষের সমান অধিকার রহিয়াছে। ঐসব লোকদের কেহ কেহ কায়েদে আজমের বিরুদ্ধেও ফতোয়া জারি করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

শেখ মুজিবর রহমান ভারত হইতে আগত ব্যক্তিদের নিজেদিগকে মোহাজের আখ্যা না দিবার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "আপনারা পাকিস্তানের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন" এবং পাকিস্তানী এলাকার জনগণ আপনাদিগকে সানন্দে গ্রহণ করিতে কার্পণ্য করিবে না।

তিনি বলেন যে, উদ্বাস্তুগণ অন্যান্য যে কোন নাগরিকের সমান এবং তাঁহারা সর্ববিষয়ে অন্যান্যদের সহিত সমান অংশ পাইবার অধিকারী।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, সাম্প্রতিক গণঅভ্যুত্থানের সময় দেশের যেসব বীর সন্তান জীবন দিয়াছেন তাহাদিগকে ভুলিলে চলিবে না। কারণ তাঁহাদের ত্যাগ ব্যতিরেকে অনেক কিছু অর্জন করাই বাকী থাকিত।

তিনি বলেন যে, সাধারণ স্বার্থের খাতিরে উক্ত ত্যাগ উভয় অঞ্চলের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করায় আজো শক্তিরূপে কাজ করিয়াছে।

উহার একটি প্রমাণ এই যে, ঢাকায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ ও করাচীর জনগণের মধ্যে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে পীড়নের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে অনুরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

তিনি আরও বলেন যে, উভয় অঞ্চলের জনগণ একে অপরের বিষয়ে খুব বেশী কিছু জানে না এবং তাহাদের একটি যে তথ্য পরিবেশন করা তাহাও ঠিক নহে।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, অবাধ তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে উভয় অঞ্চলের জনসাধারণ একে অপরকে ভাই বলিয়া মনে করিলেই প্রকৃত সংহতি কায়েম হইবে।

তিনি পরিশেষে সাম্প্রতিক গণ-আন্দোলনে শহীদদের উদ্দেশ্যে ফাতেহা পাঠ করার জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি আহ্বান জানান এবং বলেন যে, আওয়ামী লীগ শহীদদের রক্ত বিফলে যাইতে দিবে না। –ডন, ৯ আগস্ট ১৯৬৯

Morning News
12th August 1969
Mujib suggests immediate polls

KARACHI, Aug. 11 (APP): Sheikh Mujibur Rahman, President of the All-Pakistan Awami League today suggested that immediate elections on the basis of adult franchise and one-man-one-vote should be held to solve country's constitutional, economic and political problems.

He was speaking at a reception arranged for him by the Karachi Press Club at the club premises on Ingre Road here this evening.

The Sheikh said that the country was today faced with a serious crisis with the constitutional problem being the gravest of all. He said the people's elected representatives should be given time to give a constitution to the nation.

He said there had been experiments at constitution making. Many constitutions were tried and discarded but none of them he added, reflected people's true aspirations. He said: "We should now solve the constitutional problem once and for all and give a constitution acceptable to all sections of the population." Sheikh Mujibur Rahman said that the past regimes had politically suffocated the country and corrupted the entire nation. Many of today's problems, he added, were the creation of the vested interests and the former "ruling junta."

Sheikh Mujibur Rahman recounted the 'grievances' of the people of East Pakistan and regretted that whenever the people of East Pakistan raised their voice against the injustices being faced by them the previous governments raised the bogey of Hindu infiltration.

DISPARITY

He said that East Pakistan had accepted parity as a compromise but it was never practiced in its true spirit. The gap of disparity between the two wings of the country continued to widen with the passage of time, he added. He said his party and the people of East Pakistan solidly stood for representation on population basis, disintegration of One Unit and regional autonomy on the basis of Awami League's Six-Point programme. He said that the governments in the past had been playing with the sentiments of the people and added that now the people would not allow the rulers to go on with that time.

The Awami League leader once again made it clear that no one in East Pakistan wanted secession from the rest of the country. "What we want is justice, equal rights and some privileges for the people of both the wings."

Sheikh Mujibur Rahman said that East Pakistan which accounted for about 70 per cent of the country's foreign exchange earnings in 1947 was now earning only 45 per cent. This, he said was due to drawback in planning and even development of both the wings.

East Pakistan had been treated as a colonial market by the West Pakistani vested interests.

NO FLOOD CONTROL

The Awami League leader said that the economic condition of the people of East Pakistan was deteriorating day by day. He claimed that about 50 per cent of the population of the province did not have even two square meals a day and neither most of them could clothe themselves adequately. He said that one of the main grievances of the people of East Pakistan was that no flood control measures have been taken. He said when the late Mr. H. S. Suhrawardy was the Prime Minister a foreign mission had drawn up a flood control scheme estimated to cost Rs. 1000 crores. He said the flood havocs in East Pakistan were causing damage to the extent of 50 to 100 crores of rupees every year. He regretted that crores of rupees were being spent on other heads but nothing concrete had been done to control floods in East Pakistan.

FREE PRESS

Sheikh Mujibur Rahman demanded a free Press which was vitally important for the growth of democracy in the country. He said like the political leaders, the case of Manik Mian and the national Press as a whole had been a victim of previous governments' repressive policies. In this connection he referred to the case of Maik Mian and the New Nation Press and the taking over of Pakistan Times and "Imroz" from the private ownership.

He said if his party came to power he would break the monopoly in the newspaper industry as well as in other sections of the industry.

The Sheikh lamented that very little was published about the people of East Pakistan and their problems in the West Pakistan newspapers. In some cases the event were misinterpreted to give a wrong impression about the political leaders and people of East Pakistan.

He appealed to the working journalists to visit East Pakistan frequently and see with their own eyes the plight of the East Pakistan people.

BICAMERAL LEGISLATURE

PPI adds: Sheikh Mujibur Rahman rejected the bicameral legislature proposal today saying "this poor country cannot afford it."

"We oppose it because it will enable introduction of parity through backdoor", he remarked answering a question at the reception here.

The Awami League chief also set at rest all speculations about his party's alliance with Mr. Bhutto's Peoples' Party telling a correspondent "sorry we are working with out own programme".

He also rejected any alliance with Maulana Bhashani's NA: However, he held out an assurance he would implement his six-point programme if came to power.

In his speech earlier, Sheikh Saheb told the Press East Pakistanis wanted "only the love, sympathy, justice and nothing else".

AUTONOMY

He said his demand for autonomy was both for the eastern and western wings. It had assumed special significance after the 1965 war when East Pakistan was isolated but nothing was done to make it self-sufficient in its resources.

He warned those questioning the loyalties of East Pakistanis "to stop their propaganda" and refrain from "playing with fire".

At the end of his speech, he has been asked a number of questions. His reply to some of these are following:

Q:- Would you guarantee you would implement the six-point programme on coming to power? Mr. Suhrawardy promised an independent foreign policy but when he came to power he did not dissociate from SEATO and CENTO.

Ans:– You will see that we implement our programme when we came into power. We had only 12 out of 60 members in the House in the past. When we were in power there was no Safety Act. We did not send anyone to jails.

Q:– What kind of socialism do you envisage, Islamic socialism of the socialism preached in USSR of China?

Ans:– A socialism is socialism.

Q:– Does it envisage nationalisation of public sectors?

Ans:– You should know that Also present at the Karachi Press Club function were the two Awami League Vice-Presidents Khondkar Mushtaque Ahmad, and Kazi Faiz Ahmad, the AL General Secretary, Mr. Kamaruzzaman, the East Pakistan Awami League General Secretary, Mr. Tajuddin Ahmad and Sheikh Manzurul Haque.

WELCOME SPEECH

Welcoming him earlier, Press Club President, Mr. Sardar Barlas, suggested that political parties of the country should study the role of newspapers and journalists specially and suggest what can they do in shaping the editorial policies of their respective newspapers.

Mr. Barlas said the recent movement had proved beyond doubts that the nation wanted pure and simple democracy where Press could enjoy unfettered freedom and guide their readers on various aspect of national policies.

Mr. Barlas also called for removing travel restriction on journalists so that they could go out of the country learn more and more in a better position to inform their readers about international events.

Morning News

12th August 1969

Mujib Confers with G.M. Syed

KARACHI, Aug, 11 (PPI): Sheikh Mujibur Rahman, chief of the Awami League today conferred with Sindhi leader, Mr. G. M. Syed and others for over two hours at the latter's residence.

Formal talks between the Sindhi and Awami League leaders began this morning to work out the basis for collaboration between two groups of leaders.

Later, in the evening a competent Awami League source told PPI that the talks between the Sindhi and Awami League leaders continued in a cordial and friendly atmosphere.

The Sindhi leaders were believed to have extended full support to the Six-Point Programme of Awami League. They have also expressed their keenness to work together with Awami League in the struggle for realisation of people's demand.

The Awami League chief has held out categorical assurance to Sindhi leaders that his party would strive relentlessly for dismemberment of One Unit along with its struggle for representation on the basis of population. And full regional autonomy for different provinces of West Pakistan.

Morning News

12th August 1969

Mujib says one thing in W. Pakistan another in E. Wing : Mukhlesuzzaman

LAHORE, Aug, 11 (APP): Mr. Mukhlesuzzaman a member of the Central Convening Committee of the PDP today accused the Awami League leader, Mr. Mujibur Rahman of saying one thing in West Pakistan, and another in East Pakistan.

Commenting on Mr. Mujibur Rahman's statement Mr. Mukhlesuzzaman said Mr. Mujibur Rahman spoke of oneness, Islam and integration of East Pakistan and West Pakistan while in West Pakistan but when he was in East Pakistan he spoke of injustice to that Wing of the country and preached his Six-Points.

Talking to newsmen at Lahore airport on the arrival of Mr. Nurul Amin, Mr. Mukhlesuzzaman said in the light of his speeches made recently in Karachi I hope that he (Mr. Mujib) has modified his six points and wants to unite East and West Pakistan in the real sense of the word.

দৈনিক পয়গাম

১২ই আগষ্ট ১৯৬৯

করাচী প্রেসক্লাবে শেখ মুজিবের ভাষণ : প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটের ভিত্তিতে আশু নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি

করাচী, ১১ই আগষ্ট।– প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটের ভিত্তিতে আশু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে দেশের শাসনতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হইবে। করাচী প্রেসক্লাবে ভাষণ দানকালে পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান উপরোক্ত মত প্রকাশ করেন।

তাঁহার সম্মানার্থ করাচী প্রেসক্লাব কর্তৃক আয়োজিত সমাবেশে অদ্য সন্ধ্যায় ভাষণ দানকালে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, দেশ বর্তমানে এক চরম শাসনতান্ত্রিক সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে। জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদিগকে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের নিমিত্ত অবশ্যই সময় দিতে হইবে।

তিনি বলেন যে, বহু শাসনতন্ত্র পরীক্ষিত হইয়াছে এবং ব্যর্থও হইয়াছে তবে কোন শাসনতন্ত্রই জনসাধারণের আকাংক্ষার পরিপূরক হয় নাই। সমগ্র জনসাধারণের গ্রহণযোগ্য একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিয়া দেশের শাসনতান্ত্রিক সমস্যার স্থায়ী নিরসন করা অপরিহার্য।

তিনি আরও বলেন যে, সাবেক ক্ষমতাসীন সরকার রাজনীতিগতভাবে দেশে শ্বাসরোধকারী অবস্থার সৃষ্টি এবং সমগ্র জাতিকে দুর্নীতি কবলিত করিয়াছিলেন। আজিকার সমস্যাবলীর অনেকগুলিই সাবেক ক্ষমতাসীন জাণ্ডা ও কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের সৃষ্টি।

শেখ মুজিবর রহমান অদ্য সিন্ধী নেতা জি, এম, সৈয়দের বাসভবনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব কামরুজ্জামানও সভায় বক্তৃতাদান করেন। –এপিপি।

দৈনিক পয়গাম

১২ই আগষ্ট ১৯৬৯

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ

লাহোর, ১১ই আগষ্ট।– পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির সদস্য জনাব মোখলেছুজজমান আজ আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া বলেন যে, তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে এক কথা বলেন এবং পূর্ব পাকিস্তানে অন্য কথা বলেন।

শেখ মুজিবরের বিবৃতি সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শেখ মুজিব যখন পশ্চিম পাকিস্তানে থাকে তখন তিনি ঐক্য ইসলাম এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অখণ্ডতা সম্পর্কে বলেন, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানকালে তিনি ঐ অঞ্চলের প্রতি অন্যায় আচরণের কথা বলিয়া ৬-দফা প্রচার করিতে থাকেন। –এপিপি।

সংবাদ

১২ই আগষ্ট ১৯৬৯

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে মোখলেসুজ্জামান খানের অভিযোগ

লাহোর, ১১ই আগষ্ট (এপিপি)।– পিডিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জনাব মোখলেসুজ্জামান খান আজ এখানে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানকে এই মর্মে অভিযুক্ত করেন যে, তিনি (শেখ) পশ্চিম পাকিস্তানে এক কথা এবং পূর্ব পাকিস্তানে আরেক কথা বলিতেছেন।

শেখ মুজিবের বিবৃতির উপর মন্তব্য প্রসঙ্গে জনাব খান বলেন যে, তিনি (শেখ) পশ্চিম পাকিস্তানে ইসলাম এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংহতির কথা বলিয়াছেন। অথচ পূর্ব পাকিস্তানে তিনি ঐ অংশের প্রতি অন্যায়ের কথা বলিয়াছেন এবং ৬-দফা প্রচার করিয়াছেন।

নূরুল আমিনের আগমন উপলক্ষে লাহোর বিমানবন্দরে সমবেত সাংবাদিকদের সহিত আলাপ-আলোচনাকালে জনাব খান আরও বলেন যে, সম্প্রতি শেখ মুজিবর রহমান করাচীতে যে সব বক্তৃতা দিয়াছেন, উহাতে মনে হয় যে, তিনি ৬-দফা কর্মসূচী সংশোধন করিয়াছেন এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ঐক্য চান।

জি এম সৈয়দ সকাশে শেখ মুজিব

করাচী ১১ই আগষ্ট (এপিপি)– নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে প্রখ্যাত সিন্ধী নেতা জনাব জি, এম, সৈয়দের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

জনাব সৈয়দের বাসভবনে অনুষ্ঠিত এই সাক্ষাৎকার বৈঠকে সিন্ধু যুক্ত ফ্রন্টের কতিপয় বিশিষ্ট নেতাও উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে আওয়ামী লীগ নেতা জনাব কামরুজ্জামান বলেন যে, এই বৈঠকে সাধারণভাবে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং বিশেষভাবে এক ইউনিট বাতিলের প্রশ্নে আলাপ-আলোচনা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

সংবাদ

১২ই আগষ্ট ১৯৬৯

করাচী প্রেসক্লাব কর্তৃক প্রদত্ত সম্বর্ধনায় শেখ মুজিব : অবিলম্বে দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বান

করাচী, ১১ই আগষ্ট (এপিপি)।– নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে বলেন যে, দেশের শাসনতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলী সমাধানের জন্য অবিলম্বে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার এবং "এক লোক এক ভোট" এর ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।

তিনি করাচী প্রেসক্লাব কর্তৃক ক্লাব প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক সম্বর্ধনা সভায় বক্তৃতা দিতেছিলেন। তিনি বলেন, দেশ আজ শাসনতান্ত্রিক সমস্যা লইয়া এক মারাত্মক সঙ্কটের সম্মুখীন। কারণ শাসনতান্ত্রিক সমস্যাটিই হইল আজকের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

তিনি বলেন, জাতির সম্মুখে একটি শাসনতন্ত্র প্রদানে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে সময় দেওয়া উচিত। তিনি আরও বলেন যে, শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হইয়াছে। অনেক শাসনতন্ত্রই চালানোর চেষ্টা হইয়াছে এবং সেইগুলি প্রত্যাখ্যাতও হইয়াছে। কারণ, কোন শাসনতন্ত্রেই জনগণের সত্যিকার আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয় নাই।

তিনি বলেন, "আমাদের এখন উচিত চিরদিনের মত শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান করা এবং জাতির হাতে এমন একটি শাসনতন্ত্র দেওয়া, যাহা সকল শ্রেণীর মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য হইবে।"

এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, অতীতের সরকারসমূহ দেশকে রাজনৈতিকভাবে শ্বাসরুদ্ধ এবং গোটা জাতিকে দুর্নীতিপরায়ণ করিয়াছে। আজকের বহু সমস্যাই কায়েমী স্বার্থবাদী মহল এবং সাবেক "ক্ষমতাসীন জান্তা"র সৃষ্টি।

শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের দাবী-দাওয়ার কথা পুনরায় উল্লেখ করেন এবং দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যখনই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলিয়াছে, অতীতের সরকারসমূহ তখনই হিন্দু অনুপ্রবেশের ধুয়া তুলিয়াছে। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তান একটা মীমাংসা হিসাবে সংখ্যাসাম্য মানিয়া লইয়াছিল। কিন্তু সত্যিকারভাবে ইহা কার্যকরী করা হয় নাই। দেশের দুই অংশের মধ্যে ক্রমেই বৈষম্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

তিনি বলেন, তাঁহার পার্টি ও পূর্ব পাকিস্তানী জনগণ জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব, এক ইউনিট বাতিল ও আওয়ামী লীগের ৬-দফার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন চায়। তিনি বলেন, অতীতের সরকারসমূহ জনসাধারণের ভাবপ্রবণতাকে লইয়া খেলা করিয়াছে। কিন্তু এখন আর জনসাধারণ শাসকবর্গকে সেই খেলা খেলিতে দিবে না।

আওয়ামী লীগ প্রধান পুনরায় ইহা পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের কেহই দেশের অপর অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চায় না। আমরা যাহা চাই তাহা হইল, উভয় অংশের জনগণের জন্য ন্যায়বিচার, সম-অধিকার ও কতিপয় সুযোগ-সুবিধা।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন, পূর্ব পাকিস্তান ১৯৪৭ সনে দেশের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে অথচ বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে মাত্র শতকরা ৪৫ ভাগ। তিনি বলেন, উভয় প্রদেশের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবই ইহার জন্য দায়ী।

শেখ মুজিব অভিযোগ করেন যে, পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানী কায়েমী স্বার্থবাদীদের নিকট হইতে ঔপনিবেশিক বাজারের ন্যায় ব্যবহার পাইয়াছে। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা দিনে দিনে খারাপ হইয়া যাইতেছে। তিনি দাবী করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা ৫৫ জন লোক দিনে দুই বেলা পেট পুরিয়া খাইতে পারে না এবং তাহাদের প্রায় সকলেই প্রয়োজনীয় পরিধেয় বস্ত্রাদি জোগাড় করিতে পারে না। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের একটি অন্যতম অভিযোগ হইল

এই যে, আজ অবধি বন্যা নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইল না। শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে একটি বিদেশী মিশন আনুমানিক এক হাজার কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত একটা বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, অন্যান্য খাতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হইতেছে অথচ পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাস্তব কিছুই করা হয় নাই। অথচ প্রতি বৎসর বন্যায় পূর্ব পাকিস্তানের ৫০ হইতে একশত কোটি টাকার ক্ষতি সাধিত হইতেছে।

শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীন সংবাদপত্রের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, দেশের গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, কর্মরত সাংবাদিকবৃন্দ এবং জাতীয় সাংবাদপত্রকে অতীতের সরকারসমূহের নির্যাতনমূলক নীতির শিকার হইতে হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিনি মরহুম মানিক মিয়া এবং তাঁহার নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস এবং ব্যক্তিগত মালিকানা "পাকিস্তান টাইমস" ও হইতে "ইমরোজ" কাড়িয়া লওয়ার কথা উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, তাঁহার দল ক্ষমতায় আসিলে তিনি সংবাদপত্র শিল্প এবং অন্যান্য শিল্পে একচেটিয়া ব্যবসায়ের অবসান ঘটাইবেন।

শেখ মুজিব বলেন, পূর্ব পাকিস্তানীদের বক্তব্য পশ্চিম পাকিস্তানী পত্রিকাসমূহে খুব সামান্যই প্রকাশ করা হইয়াছে। কতিপয় ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির জন্য ঘটনাবলীর ভুল ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানী সাংবাদিকদেরকে মাঝে মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তান সফর করিয়া পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার আবেদন জানান।

পিপিআই পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, বক্তৃতাশেষে শেখ মুজিবকে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। নিম্নে কতিপয় প্রশ্নোত্তর প্রদত্ত হইলঃ

প্রঃ আপনি ক্ষমতায় আসিলে কী ৬-দফা কর্মসূচী বাস্তবায়িত করিবেন? জনাব সোহরাওয়ার্দী স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতির প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হওয়ার পর 'সিয়াটো' ও 'সেন্টো' ত্যাগ করেন নাই।

উঃ আপনারা দেখিতে পাইবেন যে, আমরা ক্ষমতায় আসিলে আমাদের কর্মসূচী বাস্তবায়িত করিব। ঐ সময় পরিষদ ৮০ জন সদস্যের মধ্যে আমরা ছিলাম মাত্র ৮ জন। আমরা ক্ষমতায় থাকাকালে নিরাপত্তা আইন ছিল না এবং আমরা কাহাকেও কারাগারে পাঠাই নাই।

প্রঃ আপনি কী ধরনের সমাজতন্ত্র চান? ইসলামী সমাজতন্ত্র, না সোভিয়েট ও চীনে যে সমাজতন্ত্র আছে সেই ধরনের সমাজতন্ত্র?

উঃ সমাজতন্ত্র সমাজতন্ত্রই।

প্রঃ ইহাদ্বারা কি সরকারী খাত জাতীয়করণ করা হইবে?

উঃ আপনার উহা জানা উচিত।

করাচী প্রেস ক্লাবের অনুষ্ঠানে আর যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা হইতেছেন– খোন্দকার মোশতাক আহমদ, কাজী ফয়েজ আহমদ, জনাব কামরুজ্জামান ও জনাব তাজুদ্দিন আহমদ।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৪ই আগষ্ট ১৯৬৯

আজ শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান সদলবলে আজ (বৃহস্পতিবার) বিকাল ৩টা ২৫ মিনিটে ঢাকা পৌঁছিবেন বলিয়া গতকাল (বুধবার) ঢাকায় প্রাপ্ত এক তারবার্তায় জানা গিয়াছে। শেখ সাহেব ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ গত ৭ই আগষ্ট করাচী গমন করিয়াছিলেন।

আজাদ

১৬ই আগস্ট ১৯৬৯

করাচী সফর সমাপ্ত : শেখ মুজিবের প্রত্যাবর্ত্তন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান ঢাকায় বলেন যে, সিন্ধু যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং এক ইউনিট বাতিল প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

করাচী সফরান্তে ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তনের পর গত বৃহস্পতিবার বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের সহিত আলোচনা কালে আওয়ামী লীগ প্রধান উক্ত তথ্য প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, তাহার করাচী সফর সফল এবং সিন্ধু যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা "খুব সন্তোষজনক" হইয়াছে।

আওয়ামী লীগ প্রধান আরও বলেন যে, তিনি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, তাঁহার দলের কর্ম্মসূচী কোন এলাকার মানুষের বিরুদ্ধে নয়, কায়েমী স্বার্থবাদীদের বিরুদ্ধে।

শেখ মুজিব বলেন যে, করাচী অবস্থান কালে তিনি বেলুচিস্তানের রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীসহ বহু ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

তিনি সিন্ধু যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ ও করাচীর অধিবাসীদের প্রতি তাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

গত বৃহস্পতিবার আওয়ামী লীগ প্রধান ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন করিলে আওয়ামী লীগ কর্ম্মী ও নেতৃবৃন্দ তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জানান।

শেখ মুজিবের সহিত সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খোন্দকার মুস্তাক আহমদ, জনাব এ, এইচ, এম, কামরুজ্জামান, জনাব তাজ উদ্দিন প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতাও ঢাকা ফিরিয়া আসিয়াছেন।

Dawn
16th August 1969
Karachi mission a success, says Mujibur Rehman

DACCA, Aug 15: Sheikh Mujibur Rahman, President of the All-Pakistan Awami League, said here yesterday that his "mission to Karachi has been successful".

Talking to newsmen at the Tejgaon Airport on his return from Karachi after a week-long visit, the Awami League chief said that his talks with the Sind United Front leaders were "very satisfactory".

The United Front leaders had realised the problems that the country was confronting now, he said.

Sheikh Mujibur Rahman said they had accepted that there should be representation to central legislatures on the basis of population, regional autonomy and disintegration of One Unit in West Pakistan.

He said that the West Pakistani leaders and people had understood that his six-point programme would bring benefits not only to East Pakistan but it would give each and every Pakistani his due share and right.

The Awami League President said that he had also made it clear that his party's six–point programme was not against the people of any area but against the vested interests. East Pakistanis did not like to live like a colony, he said and added that they wanted to build a strong nation and live like Pakistanis.

Sheikh Mujibur Rahman said that he had met many people including political leaders and workers of Baluchistan, Sind, Punjab and frontier during his stay in Karachi.

THANKS

He expressed his gratitude to the Sind United Front leaders Mr. G.M. Syed, for assuring him of help and to other leaders of the Front as well as the people of Karachi for the cordial reception they save the Awami Leaguers.

The Awami League chief also thanked the Karachi Press for according him a reception at the press club and allowing him to speak there. ...

He was talking to newsmen at the Karachi airport before flying back to Dacca at the end of his visit to Karachi.

The Awami League leader was asked what would be his party's stand in the convention of political leaders to resolve the constitutional crisis, as proposed by Maulana Bhashani.

Sheikh Mujibur Rahman said that the political leaders attending the convention could not frame the constitution as they without being elected to the Assembly did not have the mandate of the people to do so.

He described his Karachi visit as successful and said it helped remove the misunderstanding and misgiving about his party's six-point programme.

He reiterated his charge that propaganda against the six-point programme was carried out in both wings of the country by vested interests. He did not elaborate.

Morning News
16th August 1969
Constitution framed by elected representatives acceptable: Mujib

KARACHI, Aug 15 (APP): Sheikh Mujibur Rahman, President of the Pakistan Awami League, said here yesterday that a Constitution framed by the people's elected representatives only would be accepted to the people of Pakistan.

He was talking to newsmen at the Karachi airport before flying back to Dacca at the end of a week-long visit to Karachi.

The Awami League leader was asked what would be his party's stand in the convention of political leaders to resolve the constitutional crisis as proposed by Maulana Bhashani, Sheikh Mujibur Rahman said that the political leaders attending the convention could not frame the Constitution as they, without being elected to the Assembly, did not have the mandate of the people to do so.

Sheikh Mujibur Rahman described his Karachi visit as successful and said it helped remove the misunderstanding and misgiving about his party's six-point programme. He reiterated his charge that propaganda against the six-point programme was carried out in both wings of the country by vested interest. He did not elaborate.

He said he would undertake an extensive tour of West Pakistan a couple of months later to organize the party in western province.

The Sheikh and his party was given warm send off at the Karachi airport by the local Awami League workers and leaders besides a number of East Pakistanis living in Karachi.

AL RESOLUTIONS

PPI adds: The Pakistan Awami League has demanded that elections be held immediately to allow the people's representatives to frame a new Constitution for the country in six months.

The party which ended its Central Organising Committee meeting Wednesday passed a number of resolutions demanding release of political prisoners, students and others, implementation of the Kruggs Flood Control Programme for East Pakistan and reiterating its six-points.

Sheikh Mujibur Rahman, the party chief, who had come here with a paraphernalia of his East Pakistan colleagues presided over the meeting.

He was returning home happy with nearsweeping support from the anti One Unit former provinces of Sind, Baluchistan and the Frontier regions.

Those whose release has been urged include the Sindhi Hari leader Hyder Baksh Jatoi, the prominent Sindhi students leader Mir Thebo and Malik Hamid Sarfaraz, Convener of the Punjab Provincial Awami League.

Resolutions demanding introduction of immediate free and modified rationing to tide over the near-famine conditions in East Pakistan and removal of All black laws, including the Frontier Crimes regulation, were also passed.

দৈনিক পয়গাম

১৬ই আগষ্ট ১৯৬৯

করাচীতে শেখ মুজিবের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা : নির্বাচিত প্রতিনিধি ছাড়া অন্য কাহারো শাসনতন্ত্র দেশবাসী গ্রহণ করিবে না

করাচী, ১৫ই আগষ্ট।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল এখানে বলেন যে, কেবলমাত্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি কর্তৃক প্রণীত শাসনতন্ত্রই পাকিস্তানীদের নিকট গ্রহণযোগ্য হইবে।

সপ্তাহব্যাপী করাচী সফর শেষে ঢাকার পথে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে করাচী বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের সহিত আলাপ-আলোচনা কালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান উপরোক্ত মন্তব্য করেন। শাসনতান্ত্রিক সংকট নিরসনের ব্যাপারে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধান মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর প্রস্তাবিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সম্মেলনের ক্ষেত্রে তাহার দলের ভূমিকা কি হইবে জিজ্ঞাসিত হইলে জনাব শেখ মুজিবর রহমান বলেন, প্রস্তাবিত সম্মেলনে যোগদানকারী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যেহেতু জনগণের রায় লাভ করে নাই সেইহেতু তাহাদের শাসনতন্ত্রের কাঠামো প্রণয়ন করার কোন অধিকার থাকিতে পারে না।

আওয়ামী লীগ প্রধান তাহার করাচী সফরকে সাফল্যজনক বলিয়া উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, তাহার এই সফর তাহার পার্টির ৬-দফা কর্মসূচীর ক্ষেত্রে সৃষ্ট ভুল বুঝাবুঝি এবং সংশয় দুর করিতে সক্ষম হইয়াছে। দেশের দুই অঞ্চলের কায়েমী স্বার্থবাদী মহল তাহার ৬-দফার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাইতেছে বলিয়া তিনি পুনরায় উল্লেখ করেন।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানে তাহার দল সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে তিনি কয়েক মাস পরে ব্যাপকভাবে পশ্চিম পাকিস্তান সফরে গমন করিবেন।

করাচী বিমান বন্দরে স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্মীগণ শেখ মুজিব এবং তাহার দলকে বিপুলভাবে বিদায় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

সংবাদ

১৬ই আগষ্ট ১৯৬৯

করাচী ত্যাগের প্রাক্কালে শেখ মুজিব বলেন : শুধু মাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রণীত শাসনতন্ত্রই গ্রহণযোগ্য হইবে

করাচী, ১৫ই আগষ্ট (এপিপি)।– নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান সপ্তাহব্যাপী করাচী সফর শেষে গতকাল ঢাকা প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে করাচী বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের সহিত আলাপ-আলোচনাকালে বলেন যে, কেবলমাত্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রণীত শাসনতন্ত্রই পাকিস্তানের জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য হইবে।

শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট নিরসনকল্পে মওলানা ভাসানী কর্তৃক প্রস্তাবিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কনভেনশনে তাঁহার দলের কী ভূমিকা হইবে জানিতে চাওয়া হইলে আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ একটি কনভেনশনে যোগদান করিয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতে পারেন না। কারণ, পরিষদে নির্বাচিত না হইয়াও জনগণের ম্যাণ্ডেট ছাড়াই এই ধরনের কাজ করা যায় না।

শেখ মুজিব তাঁহার করাচী সফরকে সাফল্যজনক বলিয়া বর্ণনা করিয়া বলেন যে, তাঁহার এই সফর তাঁহার পার্টির ৬-দফা কর্মসূচী সম্পর্কে বিভ্রান্তির অবসান ঘটাইতে সাহায্য করিয়াছে। তিনি পুনরায় এই অভিযোগ করেন যে, কায়েমী স্বার্থবাদীরা দেশের উভয় অংশে ৬-দফা কর্মসূচীর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাইতেছে।

তিনি জানান যে, দুই মাস পরেই তিনি পশ্চিম পাকিস্তান সফর করিবেন। এই সফরকালে পার্টিকে পশ্চিমাংশে সংগঠিত করিবেন।

করাচী বিমানবন্দরে স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্মী ও নেতৃবৃন্দ এবং করাচীতে বসবাসকারী পূর্ব পাকিস্তানিগণ শেখ মুজিব ও তাঁহার সহকর্মীদেরকে আন্তরিক বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

পিপিআই জানান, করাচী বিমানবন্দরে শেখ মুজিবর রহমান কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও আপামর জনসাধারণের সমস্যাবলী মোকাবিলার জন্য গণ-প্রতিনিধি নির্বাচনের নিমিত্ত দেশে অবিলম্বে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সুপারিশ করেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, শাসনতান্ত্রিক বা অন্যান্য ধরনের সকল সমস্যার স্থায়ী ও গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজিয়া বাহির করার জন্য পাকিস্তানের জনসাধারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অবশ্যই তাহাদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে। জনসাধারণ এবং একমাত্র জনসাধারণই তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে লক্ষ্য ও দল সম্পর্কে তাহাদের মনোভাব ব্যক্ত করিয়া দেশকে বর্তমান সঙ্কট হইতে মুক্ত করিতে পারে। কাজেই ক্ষমতা যাহাদের সেই জনসাধারণের হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে হইবে। বর্তমান শাসন কর্তৃপক্ষের জন্য এই কাজটি করার উপযুক্ত পদ্ধতি হইল প্রাপ্তবয়স্ক সার্বজনীন ভোটাধিকার ও জনসংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে দেশে অবিলম্বে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা। এই নির্বাচনের লক্ষ্য হইবে ফেডারেল পার্লামেন্টারী কাঠামো দাঁড় করা যাহাতে প্রতিনিধিত্বশীল আইনসভা ও বেসামরিক সরকারের ব্যবস্থা থাকিবে এবং এই বেসামরিক সরকারের নিকটই ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিতে হইবে।

তিনি বলেন, ফেডারেল আইনসভা একই সঙ্গে গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবেই কাজ করিবে এবং পরে ৬ মাসের অধিক নহে এমন একটি সময় নির্ধারণ করিবে, যাহার মধ্যে উহাকে একটি শাসনতন্ত্র প্রদান করিতে হইবে। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বগণ জনগণের পরিষ্কার ম্যাণ্ডেট অনুসারে অমীমাংসিত মৌলিক শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নগুলির সমাধান করিবে। জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনকারী একটি শাসনতন্ত্রই কেবলমাত্র দেশের মৌলবিধান হিসাবে কার্যকরী হইতে পারে। ইহা অবশ্যই বুঝা উচিত যে, ইহা ছাড়া আর অন্য কোন পথ নাই, সমস্যা সমাধানের জন্য কোন "সর্টকাট" নাই।

শেখ মুজিব তাঁহার বিবৃতিতে পুনরায় এই কথা বলেন যে, তাঁহার পার্টি ৬-দফার ও ছাত্র সমাজের ১১-দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র চাহে। কারণ, ইহাতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিলের ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কতিপয় নেতা ১৯৫৬ সনের শাসনতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের যে চেষ্টা চালাইতেছেন, তাঁহার পার্টি উহা সমর্থন করে না। কারণ, ১৯৫৬ সনের শাসনতন্ত্র দেশের দুই অংশের জনগণের মৌলিক দাবীসমূহ আদায়ের পথে অন্তরায়স্বরূপ। তিনি বলেন, ১৯৫৬ সনের শাসনতন্ত্র তৎকালীন পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের দ্বারা গৃহীত হয় নাই। কারণ, উহাতে ২১-দফার অন্যতম দফা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন পুরাপুরি সন্নিবেশিত হয় নাই।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৭ই আগষ্ট ১৯৬৯
মাগুরায় শেখ মুজিবের সম্বর্ধনা প্রস্তুতি
(নিজস্ব সংবাদদাতার তার)

মাগুরা, ১৬ই আগষ্ট– পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান জনাব মোশতাক আহমদ, জনাব তাজউদ্দীন আহমদ, জনাব নজরুল ইসলাম, নূরজাহান, বদরুন্নেসা ও খোদেজা চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়া আগামী ২৩শে আগষ্ট সকালে ফরিদপুর হইতে এখানে আসিয়া পৌঁছিবেন।

কৃষক, শ্রমিক ও জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য প্রস্তুতি চলিতেছে। এই উদ্দেশ্যে জনাব আতর আলীর নেতৃত্বে একটি ৫১ সদস্যবিশিষ্ট সম্বর্ধনা কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৮ই আগষ্ট ১৯৬৯
শেখ মুজিবের সফরসূচী
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান সদলবলে আগামী ২৮শে আগষ্ট গোপালগঞ্জ, খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া ও ফরিদপুর সফরে রওয়ানা হইবেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খোন্দকার মোশতাক আহমদ, সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহ্মদ, প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমিন, সমাজসেবা ও সংস্কৃতি সম্পাদক জনাব কে, এম, ওবায়দুর রহমান এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মোল্লা জালাল উদ্দিন আহমদ শেখ মুজিবের সঙ্গে থাকিবেন।

আওয়ামী লীগ প্রধানের সফরসূচী নিম্নরূপ ঃ ২৮শে আগষ্ট– গোপালগঞ্জ উপস্থিতি; ২৯শে আগষ্ট– সকালে গোপালগঞ্জ হইতে ষ্টিমারযোগে খুলনা উপস্থিতি ও খুলনায় রাত্রি যাপন; ৩০শে আগষ্ট– সকাল সাড়ে ৮টায় মোটরযোগে যশোর যাত্রা ও যশোরে রাত্রি যাপন; ৩১শে আগষ্ট– সকাল সাড়ে ৮টায় মোটরযোগে কুষ্টিয়া যাত্রা ও কুষ্টিয়ায় রাত্রি যাপন; ১লা সেপ্টেম্বর– সকাল সাড়ে ৮টায় মোটরযোগে ফরিদপুর যাত্রা ও ফরিদপুরে রাত্রি যাপন এবং ২রা সেপ্টেম্বর– সকাল ৭টায় ঢাকা রওয়ানা।

দৈনিক পয়গাম
১৮ই আগষ্ট ১৯৬৯
শেখ মুজিবের প্রদেশ সফর
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আগামী ২৮শে আগষ্ট হইতে ফরিদপুর, খুলনা, যশোহর ও কুষ্টিয়া জেলা সফরের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করিবেন। তাঁহার সহিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খোন্দকার মোস্তাক আহমদ, সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন, প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমিন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমান এবং প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির সদস্য মোল্লা জালাল উদ্দিন আহমদও সফরে গমন করিবেন।

শেখ মুজিবর রহমান আগামী ২৮শে আগষ্ট গোপালগঞ্জ, ২৯শে আগষ্ট খুলনা, ৩০শে আগষ্ট যশোর, ৩১শে আগষ্ট কুষ্টিয়া ও ১লা সেপ্টেম্বর ফরিদপুর সফর করিবেন। তিনি ২রা সেপ্টেম্বর ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন।

দৈনিক পয়গাম
১৯শে আগষ্ট ১৯৬৯
শেখ মুজিবের প্রতি সমর্থন

জামালপুর, ১৭ই আগষ্ট।– প্রাদেশিক ন্যাপের সহ-সভাপতি জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন এডভোকেট সম্প্রতি জামালপুর হইতে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানকে সমর্থন করেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান সম্প্রতি কয়েক স্থানে ভাষণদানকালে সুস্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে, তিনি "সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী" এবং সমাজতন্ত্র ব্যতীত কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের সমস্যার সমাধান হইতে পারে না।

এই সম্পর্কে তাহার অভিজ্ঞতা ও বাস্তব দৃষ্টিভংগীসম্পন্ন উক্তির প্রতি আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। আমি বিশ্বাস করি যে, যদি তিনি সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে পাকিস্তানকে সুখী, সমৃদ্ধশালী ও আদর্শ রাষ্ট্ররূপে গঠনের উদ্দেশ্যে সঠিক ও কার্যকরী কর্মপন্থা গ্রহণ করেন তবে নিশ্চয়ই তাহার পিছনে জনসমর্থন থাকিবে। –সংবাদদাতা

Dawn
23rd August 1969
Mujib on flood relief

Dacca, Aug 22: Sheikh Mujibur Rahman, chief of the Awami League, tonight expressed great concern over the growing suffering of the people due to floods in different districts of East Pakistan.

In a statement here tonight the Awami League chief said that people in the affected areas of the Province had been exposed to serious hardships. Their homes were badly damaged by the flood.

Sheikh Mujibur Rahman appealed to the Government to declare the affected areas as "calamity areas and take all other measures for the belief and rehabilitation of the affected districts. He also urged the Government to exempt the affected people of taxes and revenues. –PPI.

দৈনিক ইত্তেফাক
২৪শে আগষ্ট ১৯৬৯
দেশবাসীকে নিরাশ করিব না : বক্তৃতা সংকলন উপহার অনুষ্ঠানে শেখ মুজিব
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আমি দেশকে ভালবাসি, এদেশের মানুষকে ভালবাসি এবং জানি যে এদেশের মানুষও আমাকে ভালবাসেন। আমাকে কারাগার তথা ফাঁসির কাষ্ঠ হইতে মুক্ত করিয়া আনিবার জন্য এদেশের ছাত্র-শ্রমিক-জনতা ও মা-বোনেরা যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, যে রক্তদান করিয়াছেন, সেই রক্তের সাথে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারি না। এবং দেশবাসী আমার উপর যে আস্থা ন্যস্ত করিয়াছে সে ব্যাপারে আমি তাঁহাদের নিরাশ করিব না।

গতকাল রমনা রেষ্টুরেন্টে পাঠচক্রের আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান উপরোক্ত মন্তব্য করেন। পাঠচক্র আওয়ামী লীগ প্রধানকে তাঁহার বিগত ২২শে ফেব্রুয়ারী হইতে

২৪শে মার্চ পর্যন্ত প্রদত্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা-বিবৃতির একটি সংকলন উপহার দেন।

শেখ মুজিবর রহমান দেশের সাহিত্যে সাধারণ মানুষ বিশেষ করিয়া কৃষক-শ্রমিক তথা দেশের আপামর জনসাধারণের আশা-আকাংখা তাঁহাদের সৃষ্টিতে প্রতিফলিত করিয়া তোলার জন্য কবি সাহিত্যিকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি সাবেক সরকারের আমলে স্বাধীন চেতা শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন, অর্থ দিয়া সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না এবং দেশের মাটির সাথে যে সাহিত্যের সংযোগ নাই তাহা বেশী দিন টিকে না। তিনি দেশে স্বাধীন চিন্তাধারা বিকাশের জন্য শিক্ষাবিদদের প্রতি আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগ প্রধান একশ্রেণীর রাজনৈতিক দল কর্তৃক দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক বিতর্ক সৃষ্টির প্রয়োগের কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, যখনই দেশের কৃষক-শ্রমিক গণতান্ত্রিক অধিকার ও বাঁচার জন্য সংগ্রাম করে, তখনই এই শ্রেণীর রাজনৈতিক দল সাম্প্রদায়িক শ্লোগান তুলিয়া উহাকে বানচাল করার প্রয়াস পাইয়া থাকে। তিনি আরও বলেন, বাংলা ভাষার আন্দোলন এবং যুক্ত নির্বাচনের দাবীর সময়ও এই শ্রেণীর রাজনৈতিক দল ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংস হওয়ার শ্লোগান তুলিয়াছিল। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের কথা বলিলেও ইহারা ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংসের জিগির তুলিয়া থাকে। তিনি এই শ্রেণীর লোকের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান, পল্লীকবি জসীম উদ্দিন, কবি বেগম সুফিয়া কামাল, ইত্তেফাকের বার্তা সম্পাদক জনাব সিরাজ উদ্দীন হোসেন, জনাব কে, জি, মোস্তফা, সাবেক রাষ্ট্রদূত জনাব কামরুদ্দিন আহমদ, পাঠচক্রের জনাব আমিনুল হক বাদশা, জনাব সিরাজুল আলম খান প্রমুখও বক্তৃতা করেন।

ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন তাহার ভাষণে বলেন যে, শেখ মুজিবের দেশপ্রেম সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। শেখ সাহেব দেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন করিতে এবং দেশকে ঠিক নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া তিনি আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তাগণ পাঠচক্র কর্তৃক শেখ সাহেবের বক্তৃতার সংকলন প্রকাশ-প্রয়োগের প্রশংসা এবং এই ধরনের রাজনৈতিক বক্তৃতাবলীর সংকলন প্রকাশের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

দৈনিক পয়গাম

২৪শে আগষ্ট ১৯৬৯

আইনজীবীদের সঙ্গে শেখ মুজিবের বৈঠক

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য (রবিবার) সন্ধ্যা ৭টায় ইডেন হোটেলে আওয়ামী লীগ দলীয় আইনজীবীদের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হইবেন।

আজাদ

২৫শে আগস্ট ১৯৬৯

আইনজীবী সমাবেশে শেখ মুজিব : সুবিধাবাদীদের স্বরূপ উদঘাটন

ঢাকা, ২৪শে আগষ্ট।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আজ এখানে রাজনৈতিক সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে ত্রিমুখী আক্রমণ চালান এবং জনগণের সম্মুখে তাহাদের স্বরূপ উদঘাটন করেন। তাঁহার এক সপ্তাহব্যাপী উত্তরবঙ্গের সফরের প্রাক্কালে স্থানীয় একটি হোটেলে শহরের আইনজীবিদের এক সমাবেশে শেখ মুজিবর রহমান গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সমস্যাবলী নিয়া আলোচনা করেন এবং কোনরূপ নাম উল্লেখ না করিয়া তিনটি প্রধান রাজনৈতিক দলের ভূমিকার তীব্র নিন্দা করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান ঘোষণা করেন যে, তাঁহার দলের ছয়দফা কর্ম্মসুচী ভিত্তিক আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী কেবলমাত্র পূর্ব্ব পাকিস্তানের জন্যই করা হয় নাই, পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য অঞ্চলের জন্যও করা হইয়াছে। তিনি বলেন যে, আমরা একটি শক্তিশালী পাকিস্তান চাই–শক্তি শালী কেন্দ্র নয়। শক্তিশালী প্রদেশ গঠিত হইলেই শক্তিশালী পাকিস্তান সৃষ্টি হইবে। তিনি এই প্রসঙ্গে কোনরূপ নাম উল্লেখ না করিয়া একটি নবগঠিত দলের মেনিফেষ্টোর কথা উল্লেখ করেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, গণতন্ত্রের মূল নীতি হইতেছে "এক ব্যক্তি এক ভোট"। কিন্তু সংখ্যাসাম্য হইলে এই নীতির খেলাপ করা হইবে।

অতীতে রাজনৈতিক নেতাদের সহিত গোলটেবিল বৈঠকে বসিতে অসম্মত এক নেতা কর্তৃক প্রস্তাবিত সকল রাজনৈতিক দলের একটি গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্কে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন নেতারই জনগণের পক্ষে কথা বলার কোন বৈধ ও নৈতিক অধিকার নাই। একমাত্র নির্ব্বাচনের পরই জানা যাইবে কে জনগণের প্রকৃত নেতা এবং জনগণের পক্ষে তাহারই কথা বলার অধিকার থাকিবে। তখনই গোলটেবিল বৈঠকের কথা বলা সঙ্গত হইবে।

শেখ মুজিব এছলামের সুনামকে পুঁজি করার চেষ্টায় রত একটি বিশেষদল ও ইহার নেতাদের ভূমিকার তীব্র নিন্দা করেন। তিনি ধর্ম্ম নিয়া খেলা না করা এবং জনসাধারণের ধর্ম্মীয় বোধকে উস্কানী দেওয়ার চেষ্টা হইতে বিরত হওয়ার জন্য সকল মহলের প্রতি আহ্বান জানান। এই প্রসঙ্গে তিনি এই সকল নেতাদের অতীত ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেন। পরিশেষে তিনি সকলকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া তাহাদের দাবীদাওয়া আদায়ের জন্য বিরামহীন সংগ্রামের আবেদন জানান।

শেখ সাহেব বলেন যে, "জয় আমাদের হইবেই"। –পিপিআই

Dawn

25th August 1969

MUJIB CRITICISES HIS OPPONENTS

Sheikh Mujibur Rahman, Chief of the 6-point Awami League launched an attack on the "political opportunists" and criticised their role before the people.

He was addressing the lawyers of the city at Hotel Edan here tonight.

In his forceful speech punctuated by repeated applause he bitterly criticised the role of three leading political parties without mentioning their names.

Sheikh Mujibur Rahman declared that the demands for regional autonomy on the basis of six-point programme of his party was intended not only for East Pakistan but it was also intended for the other regions of West Pakistan. He refuted the accusations of certain quarters that the demand for autonomy for the Provinces would lead to a separation.

He also disagreed that the regional autonomy would weaken the Centre. We want a strong Pakistan, but not a strong Centre he retorted, and added that strong province would lead to the creation of a strong Pakistan.

Sheikh Mujib regretted that political opportunists were again out to hoodwink the people on this universal demands for regional autonomy.

QUESTION OF PARTY

He also strongly condemned the attitude of a particular party and its leaders which was trying to capitalise on the good name of Islam.

He made an appeal to all not play with the religion and excite the religious sentiments of the people. In this connection he also made passing remarks on the role of these leaders in the past.

He referred to the newly formed political party and its manifesto without mentioning the name, and explained how it was trying to confuse the people on another vital issue–representation on the basis of population. He said that the manifesto of this party proposed a bicameral legislature with its upper unit based on the principle of parity not only that he said it had also proposed the creation of a new Province comprising Bahawalpur.

He added that the proposal would lead to the establishment of parity and not the representation on the basis of population. Moreover, he asked why other former states, like Dir, should not form Province.

Sheikh Mujibur Rahman said that the essence of democracy was one man, one vote but the principal of parity negated it. He also gave the background of what forced East Pakistanis to accept the principle of parity and experienced a sense of total neglect and frustration in all spheres of life.–PPI.

দৈনিক ইত্তেফাক

২৫শে আগষ্ট ১৯৬৯

নির্বাচন ও পূর্ব পাকিস্তানের দাবীর কথা উঠিলেই ওদের মুখে ইসলাম বিপন্ন হওয়ার জিগির ওঠে : আইনজীবী সমাবেশে শেখ মুজিব : সুবিধাবাদী রাজনীতিকদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (রবিবার) ঢাকায় আইনজীবীদের সমাবেশে ভাষণদানকালে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছাড়া দেশের শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে কাহারও নৈতিক এবং আইনগত অধিকার নাই। জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধিরা যাহাতে দেশের শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান করিতে পারেন তজ্জন্য তিনি অবিলম্বে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানান।

আওয়ামী লীগ প্রধান গতকাল সন্ধ্যায় হোটেল ইডেনে আয়োজিত আওয়ামী লীগ দলীয় প্রায় সাড়ে তিনশত আইনজীবীর এক সমাবেশে বক্তৃতা করিতেছিলেন। ঢাকা জেলা বার সমিতির সেক্রেটারী জনাব জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে ঢাকা হাইকোর্ট বার, ঢাকা জেলা বার

এবং নারায়ণগঞ্জ বার ছাড়াও প্রদেশের বিভিন্ন বারের বহুসংখ্যক আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন।

'৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পুনঃ প্রবর্তনের বিরোধিতা করিয়া শেখ সাহেব বলেন যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছাড়া এই শাসনতন্ত্রও চাপাইয়া দেওয়ার অধিকার কাহারও নাই। তিনি বলেন, আগে নির্বাচিত হইলেই প্রমাণ হইবে কে জনগণের সত্যিকারের প্রতিনিধি।

তিনি '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের দাবীদারদের স্ব-বিরোধী এবং বিভ্রান্তিমূলক ভূমিকার সমালোচনা করিয়া বলেন যে, এই সকল নেতা একদিকে আজ পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ভাঙ্গিয়া দেওয়ার দাবী জানাইতেছেন এবং অপরদিকে এক ইউনিটের ভিত্তিতে প্রণীত '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের দাবী জানাইতেছেন। তিনি বলেন, এই শাসনতন্ত্রের বিধানমতে পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভাঙ্গা যায় না।

আওয়ামী লীগ প্রধান দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদের প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের দাবীকে বানচাল করার উদ্দেশ্যেই দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদের ছদ্মাবরণে এক নয়া ষড়যন্ত্র করা হইতেছে। তিনি প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে সুস্পষ্ট বক্তব্য জনসাধারণের নিকট পেশ করার জন্য দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদের প্রবক্তাদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, যদি সৎসাহস থাকে, যদি নৈতিক বল থাকে, তবে স্পষ্টভাবে সংখ্যাসাম্য নীতির প্রতিই সমর্থন জ্ঞাপন করুন না কেন? তাহা না করিয়া নিম্ন পরিষদে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব এবং উচ্চ পরিষদ ও নিম্ন পরিষদ মিলাইয়া সংখ্যাসাম্যের ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের অভিনব প্রস্তাব করিয়া জনসাধারণকে ধোঁকা দিতেছেন কেন?

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, দুনিয়ার গণতন্ত্রকামী মানুষকে বিস্মিত করিয়া দিয়া আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়াও একদিন সংখ্যাসাম্য মানিয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু এই সংখ্যাসাম্য কেবল শাসনতন্ত্রের পৃষ্ঠাতেই সীমাবদ্ধ থাকিবে তাহা সেদিন ভাবি নাই। তিনি বলেন, গত বাইশ বৎসরে পাকিস্তানের আড়াইটি রাজধানী হইয়াছে কিন্তু গ্রাম বাংলার মানুষের জীবন ও সহায়-সম্পত্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে বন্যা সমস্যার কোন সমাধান হয় নাই। তাই বড় দুঃখে, বড় জ্বালায় এবং তিক্ত অভিজ্ঞতা লইয়া আমাকে ৬-দফা কর্মসূচী ঘোষণা করিতে হইয়াছে। তিনি বলেন, জানিতাম আইয়ুব-মোনেম সরকার কত প্রবল-প্রতাপশালী সরকার এবং জানিতাম যে, দেশে তখনও জরুরী অবস্থা বিরাজিত, তবু আমি সত্য হইতে বিচ্যুত হই নাই।

তিনি স্বায়ত্তশাসনের বিরোধীদের সমালোচনা করিয়া বলেন যে, স্বায়ত্তশাসনের অর্থ বিচ্ছিন্নতা নয়। তিনি আরও বলেন, শক্তিশালী কেন্দ্রের চেয়ে শক্তিশালী পাকিস্তান বড় এবং আমরা শক্তিশালী কেন্দ্র চাই না–চাই শক্তিশালী পাকিস্তান। পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের মধ্যেই শক্তিশালী পাকিস্তান সৃষ্টি সম্ভব বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

তাঁহার সাম্প্রতিক করাচী সফর এবং তথাকার নেতৃবৃন্দের সাথে তাঁহার রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে শেখ সাহেব বলেন যে, সিন্ধুর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ এবং তাঁহাদের নেতৃবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবী-দাওয়ার তথা ৬-দফার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, স্বায়ত্তশাসন কেবল পূর্ব পাকিস্তানের জন্যই চাই না–পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান, সিন্ধু এবং সীমান্তের জন্যও চাই। স্বায়ত্তশাসনের বিরোধীদের রাজনৈতিক ইতিহাসের বর্ণনা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, ইহারা ধর্মের নামে ধোঁকা দিয়া একদিন বাংলা ভাষার আন্দোলনকে বানচাল করার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছে এবং পরে আবার অবস্থা বেগতিক দেখিয়া বাংলা ভাষাকেই মানিয়া লইয়াছে। যুক্ত নির্বাচনের সময়ও ইহারা ফতোয়া জারি করিয়াছে যে, যুক্ত নির্বাচন প্রথা সমর্থন করিলে বিবি তালাক হইয়া যাইবে। কিন্তু ভাগ্যের এমনই নির্মম পরিহাস যে, ১৯৬৪ সালে ইহারাই আবার যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে মাদারে মিল্লাতের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহাদের কেহ কেহ যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতেই জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যও নির্বাচিত হইয়াছিলেন। অথচ তখন ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংসের কিংবা বিবি তালাকের প্রশ্ন উঠে নাই। তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য পবিত্র ধর্মকে ব্যবহার না করার জন্য সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ধর্ম ও ইসলাম কাহারও একচেটিয়া নয়। মুসলমান তাহারা একা নন–আমরাও মুসলমান। আল্লাহর উপর আমারও বিশ্বাস আছে এবং বিশ্বাস আছে বলিয়াই কারান্তরালে ফাঁসি কাষ্টের মোকাবিলায়ও হতাশ হই নাই। ভীত হই নাই। তিনি বলেন, ইসলাম রক্ষার দায়িত্ব কোন দলের উপর আল্লাহ বর্তাইয়া দেন নাই।

১৩ শত বৎসর হইতে আল্লাহ ইহুদী-খৃষ্টানদের কবল হইতে ইসলামকে রক্ষা করিতেছেন এবং অনাদিকাল পর্যন্ত আল্লাহই ইহাকে রক্ষা করিবেন। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন এবং এদেশের কৃষক-শ্রমিকদের বাঁচার দাবী-দাওয়ার প্রশ্ন উঠিলেই ইসলামের দোহাই দেওয়া হয় কেন? এদেশের মানুষ যখন বিনা চিকিৎসায় অকালে মৃত্যুবরণ করেন তখন ইসলামের নেতারা লণ্ডনে গিয়া চিকিৎসা করেন।

শেখ সাহেব দেশের অবস্থা ও সমস্যা পর্যালোচনা করার জন্য আইনজীবী, বুদ্ধিজীবি এবং দলীয় কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান, তিনি সেবা, সাহায্য, সান্ত্বনা এবং ভ্রাতৃত্বের দরদ লইয়া গ্রাম বাংলার বন্যা-পীড়িত ক্ষুধার্ত এবং দুঃস্থ-দুর্গত মানুষের পাশে গিয়া দাঁড়াইবার জন্য দলীয় কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মরহুম জনাব তফাজ্জল হোসেনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলেন, বিপদে-দুর্দিনে যাঁহার নিকট হইতে বুদ্ধি পাইয়াছি, যাঁহার সাথে অকপটে সব ব্যাপারে আলোচনা করিয়াছি সেই মানিক ভাইও আজ আমাদের মধ্যে নাই। আমিও আর কতদিন বাঁচিব জানি না। অতএব যদি গ্রাম বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফুটাইতে চাহেন তবে আর বিলম্ব না করিয়া গ্রামে গ্রামে সংগঠন গড়িয়া তুলুন।

এতদ্ব্যতীত অনুষ্ঠানে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খোন্দকার মোশতাক আহমদ, এডভোকেট মেসার্স ময়েজ উদ্দিন, জিল্লুর রহমান, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন প্রমুখও বক্তৃতা করেন। সুপ্রীম কোর্টের এডভোকেট জনাব নূরুল হক অনুষ্ঠানে তাঁহার আওয়ামী লীগে যোগদানের কথা ব্যক্ত করেন।

Morning News
25th August 1969
Elected representatives only can frame constitution: Mujib
(By Our Staff Reporter)

Sheikh Mujibur Rahman, chief of the Awami League yesterday urged the Government to give a "constitutional frame-work" and hold early elections in the country.

Addressing Awami League lawyers belonging to the Dacca District Bar Association at a hotel Sheikh Mujibur Rahman said that only the elected representatives of the people can frame a constitution. He said "no one else in the country has any moral and legal rights to represent the people".

Sheikh Mujibur Rahman while touching upon the future constitution of the country reiterated his earlier demand for provincial autonomy, dismemberment of One Unit in West Pakistan, representation on the basis of population and federal parliamentary form of government. He said the people of Pakistan had accepted these demands.

The Awami League chief said that the demand of autonomy had been accepted by the people of all regions including the former

province of Punjab and Karachi. They all believe that only by ensuring autonomy for all the region a united and strong Pakistan could be ensured.

He said that all the arguments in favour of a strong Centre were aimed at ensuring the interest of a vested class. He said strong units will combine together to make strong and united Pakistan. The people want a strong and united Pakistan and not a strong centre but a week Pakistan. He said the vested quarters in the country were once again out to confuse the people and deprive them of their legitimate rights.

Sheikh Mujibur Rahman said that in view of the injustices and inequalities meted out to the minority provinces in West Pakistan the people of Pakistan were one in their demand for dismemberment of One Unit.

ONE-MAN-ONE-VOTE

Referring to the demand for representation on the basis of population Awami League chief said, "one-man-one-vote" is universally accepted democratic demand. He said that baring a few leaders who have always been representing the interest of the vested class everybody now agrees to the concept of "one-man-one-vote". He said this will go a long way in ensuring justice in the country.

On the demand raised by some leaders for a bicameral legislature in the country, Sheikh Mujibur Rahman said "it is a fraud against the people". He said the exponents of bicameral system of legislature were trying to perpetuate the interest of vested class by suggesting parity in the Upper House. He said these elements have been exposed before public opinion by their demand for the status of a province for the former princely state of Bahawalpur.

PARITY

Sheikh Mujibur Rahman said that East Pakistan had agreed to the idea of parity with the sincere hope that parity shall be maintained in all, spheres of national life. But the experience of the past had clearly demonstrated that the concept of parity was never observed. He accused the vested interests in the country for having cheated the people of East Pakistan and minority provinces in West Pakistan of their legitimate rights.

He said under the circumstances the people of Pakistan shall no longer agree to the idea of parity. He said the poor people of

West Pakistan were as much cheated as the people of East Pakistan. He said "we shall fight for all the poor and oppressed and suppressed people of Pakistan."

ISLAM

Sheikh Mujibur Rahman said that the country was passing through critical period. He said leaders of the vested quarters in the country were also trying to exploit the name of Islam for furthering their own political ends. He said "Islam is not the monopoly of any group or party."

He said after the tragic death of Abdul Malek, one political party had launched a hate-campaign against the parties and people who believed in Pakistan and the principles of Islam. He said these people who were fanning hatred against the progressive elements in the country "had opposed the creation of Pakistan". He said these people had branded Quaid-e-Azam as "Kafir" and had issued fatwas against him and the Pakistan movement.

He said these elements had always served the interest of the vested class and were once again out to create disunity amongst the people with some ulterior motives. After being thoroughly beaten in the politics they were trying to come to political scene through the backdoor.

Sheikh Mujibur Rahman recalled that while people were dying on the streets for want of medical care and treatment the leader of the party now exploiting the name of Islam had flown to London for treatment. He said that "such people can never be friends of the people".

CARTEL, SYSTEM MUST GO

The Awami League chief said that the cartel system in the country must go. He said that every citizen of the country had a right to have a share in the economic and political progress in the country. He said "there must be an end to all kind of exploitation".

ROLE OF A.L.

Sheikh Mujibur Rahman briefly narrated the role of Awami League during language movement and all the subsequent movements. He said those who opposed the demand for Bengali becoming a national language, autonomy and greater share of East Pakistan in all national fields were now themselves raising the same demands in a bid to make themselves popular. He said the people know these leaders and shall never trust them again.

Sheikh Mujibur Rahman asked the partymen to spread out to the villages and explain to the people the demands of the party. He said the Six-Point Programme of Awami League was aimed at ensuring a happy and prosperous Pakistan and all efforts should be made for its realization.

Earlier Vice-President of the party Khondokar Mushtaq Ahmed and Mr. Moazzem Hossain briefly addressed the gathering. Mr. Zillur Rahman, General Secretary of the Dacca District Bar Association presided over the function.

Morning News

25th August 1969

Mujib expresses concern over floods

(By Our Staff Reporter)

Sheikh Mujibur Rahman chief of the Awami League yesterday expressed his deep concern over recurring floods in East Pakistan and urged the Government to take effective measures to control it.

Addressing Awami League lawyers belonging to the Dacca District Bar Association at a local hotel, the Awami League chief accused the past regimes for "criminal neglect" in controlling the menace of floods in East Pakistan. He said "despite the havocs caused by the floods every year nothing has been done by the past Governments to control it".

Sheikh Mujibur Rahman said that the floods was rendering beautiful and inhabited villages into deserted lands destroying everything of the poor people. He said it is shocking that despite the miseries caused by the floods none of the governments thought it fit to tackle it.

Earlier on Saturday the Awami League leaders at a meeting held under the presidentship of Sheikh Mujibur Rahman formed a 15-member committee to "render all possible help to all those who have fallen victim to the calamities want and disease".

দৈনিক পয়গাম

২৫শে আগষ্ট ১৯৬৯

আওয়ামী লীগ রিলিফ কমিটি গঠিত

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

বন্যা উপদ্রুত এলাকার দুর্গত জনসাধারণের সাহায্যার্থ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের একটি ১৫ সদস্যবিশিষ্ট রিলিফ কমিটি গঠিত হইয়াছে

বলিয়া পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের এক প্রেসবিজ্ঞপ্তীতে প্রকাশ। গত শনিবার অপরাহ্নে আওয়ামী লীগ দফতরে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় রিলিফ কমিটি গঠিত হয়।

সংবাদ

২৫শে আগষ্ট ১৯৬৯

আইনজীবীদের সভায় শেখ মুজিব : স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত অপপ্রচারের সমালোচনা

ঢাকা, ২৪শে আগষ্ট (পিপিআই)।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য রাতে রাজনৈতিক সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে ত্রি-মুখী আক্রমণ চালান এবং জনগণের সামনে তাহাদের ভূমিকা উন্মোচন করেন। শেখ মুজিবর রহমান এখানে হোটেল ইডেনে শহরের আইনজীবীদের সমাবেশে ভাষণ দিতেছিলেন।

শেখ মুজিবর রহমান তাঁহার দীর্ঘ জোরালো বক্তৃতায় দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সমস্যা আলোচনা এবং তিনটি রাজনৈতিক দলের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন।

তিনি দলগুলির নাম উল্লেখ করেন নাই।

শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করেন যে, তাঁহার দলের ৬-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তানের জন্যই দাবী করা হয় নাই। পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য অঞ্চলের জন্যও দাবী করা হইয়াছে। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী দেশকে বিচ্ছিন্ন করিবে বলিয়া কোন কোন মহল যে অভিযোগ করে তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করেন।

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কেন্দ্রকে দুর্বল করিবে বলিয়া যে অভিযোগ করা হয়, তিনি উহার সহিতও ভিন্নমত পোষণ করেন এবং বলেন, "আমরা শক্তিশালী পাকিস্তান চাই, কিন্তু শক্তিশালী কেন্দ্র নহে।" তিনি আরও বলেন যে, শক্তিশালী প্রদেশ শক্তিশালী পাকিস্তান গঠনে সহায়তা করিবে।

শেখ মুজিব দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সার্বজনীন দাবীর প্রশ্নে রাজনৈতিক সুবিধাবাদিগণ জনগণকে পুনরায় প্রতারণা করিতে উদ্যোগী হইয়াছে।

নাম উল্লেখ না করিয়া তিনি একটি রাজনৈতিক দল ও উহার মেনিফেষ্টোর কথা উল্লেখ করেন। এই দলটি জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে জনগণকে কিরূপে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করিতেছে তিনি তাহা ব্যাখ্যা করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, সংশ্লিষ্ট দলটির মেনিফেষ্টোতে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট পরিষদ এবং সংখ্যাসাম্যের নীতির ভিত্তিতে উচ্চ পরিষদের কথা বলা হইয়াছে। তাহা ছাড়া এই দলটি বাহওয়ালপুর সমন্বয়ে একটি নয়া প্রদেশ গঠনেরও প্রস্তাব করিয়াছে।

তিনি বলেন, প্রস্তাবের ফলে সংখ্যাসাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, কিন্তু জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে না। দীরের ন্যায় সাবেক রাজ্যগুলিকে প্রদেশ করা হইবে না কেন, তিনি তাহা জানিতে চাহেন।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, এক লোক এক ভোট গণতন্ত্রের স্বীকৃত সত্য। কিন্তু সংখ্যাসাম্যের নীতিতে ইহার স্বীকৃতি নাই। পূর্ব পাকিস্তানিগণ কিরূপ পটভূমিকায় সংখ্যাসাম্যের নীতি গ্রহণে বাধ্য এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিরূপ উপেক্ষা ও হতাশা ভোগ করিয়াছেন আওয়ামী লীগ প্রধান তাহা বর্ণনা করেন।

Dawn

26th August 1969

Mujib's assurance to tea workers

DACCA, Aug 25: Awami League leader Sheikh Mujibur Rahman has held out an assurance of his co-operation in the legitimate struggle of the tea-workers for solving the tea-labour problems.

According to an East Pakistan Awami League Press release here last night, the Awami League leader's assurance came when a number of tea-labour leaders from Sylhet called on him at his party office.

The labour representative of Sylhet, accompanied by Sylhet Awami League leaders, discussed with the Sheikh matters relating to the tea-labour problems and the grievances of the tea-workers.– UPI.

দৈনিক পয়গাম

২৬শে আগষ্ট ১৯৬৯

আইনজীবী সমাবেশে শেখ মুজিবের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা : জন-প্রতিনিধি ছাড়া আর কাহারও শাসনতন্ত্র সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার নাই

ঢাকা, ২৫শে আগষ্ট। গতকল্য সন্ধ্যায় হোটেল ইডেনে আয়োজিত আওয়ামী লীগ পন্থী প্রায় সাড়ে তিন শত আইনজীবীর এক সমাবেশে বক্তৃতাকালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে,

জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ব্যতীত দেশের শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে কাহারও নৈতিক ও আইনগত অধিকার নাই।

জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যাহাতে দেশের শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান করিতে পারেন, তজ্জন্য তিনি অবিলম্বে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানান।

ঢাকা জেলা বার সমিতির সেক্রেটারী জনাব জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে ঢাকা হাইকোর্ট বার, ঢাকা জেলা বার এবং নারায়ণগঞ্জ বার সমিতি ছাড়াও প্রদেশের বিভিন্ন বার সমিতির বহু সংখ্যক আইজীবী উপস্থিত ছিলেন।

'৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের বিরোধিতা করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ব্যতীত এই শাসনতন্ত্রও চাপাইয়া দেওয়ার অধিকার কাহারও নাই। তিনি '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের দাবিদারদের স্ব-বিরোধী ও বিভ্রান্তিমূলক ভূমিকার সমালোচনা করিয়া বলেন, এই সকল নেতা একদিকে আজ পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ভাঙ্গিয়া দেওয়ার দাবী জানাইতেছেন এবং অপরদিকে এক ইউনিটের ভিত্তিতে প্রণীত '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের দাবী জানাইতেছেন। তিনি বলেন, এই শাসনতন্ত্রের বিধান মতে পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায় না।

শেখ সাহেব দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনপরিষদের বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের দাবীকে বানচাল করার উদ্দেশ্যেই দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদের ছদ্মাবরণে এক নয়া ষড়যন্ত্র করা হইতেছে। তিনি স্বায়ত্তশাসনের বিরোধীদের সমালোচনা করিয়া বলেন যে, স্বায়ত্তশাসনের অর্থ বিচ্ছিন্নতা নয়। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শক্তিশালী কেন্দ্রের চাইতে শক্তিশালী পাকিস্তান বড় এবং আমরা শক্তিশালী কেন্দ্র চাই না–চাই শক্তিশালী পাকিস্তান। পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের মধ্যেই শক্তিশালী পাকিস্তান সৃষ্টি সম্ভব বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

তাঁহার সাম্প্রতিক করাচী সফর এবং তথাকার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁহার রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা প্রসঙ্গে শেখ সাহেব বলেন, সিন্ধুর সংখ্যাগরিষ্ঠ জন-সাধারণ এবং তাহাদের নেতৃবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবি-দাওয়া তথা ৬-দফার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন, স্বায়ত্তশাসন কেবল পূর্ব পাকিস্তানের জন্যই চাই না–পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান, সিন্ধু এবং সীমান্তের জন্যও চাই।

শেখ সাহেব দেশের অবস্থা ও সমস্যা পর্যালোচনা করার জন্য আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী এবং দলীয় কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি

সেবা, সাহায্য, সান্তনা এবং ভ্রাতৃত্বের দরদ লইয়া গ্রাম-বাংলার বন্যাপীড়িত ক্ষুধার্ত ও দুঃস্থ দুর্গত মানুষের পাশে গিয়া দাঁড়াইবার জন্য দলীয় কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক মরহুম তফাজ্জল হোসেনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলেন, বিপদে, দুর্দিনে যাঁহার নিকট হইতে বুদ্ধি পাইয়াছি, যাঁহার সঙ্গে অকপটে সর্ব ব্যাপারে আলোচনা করিয়াছি, সেই মানিক ভাইও আজ আমাদের মধ্যে নাই। আমিও আর কতদিন বাঁচিব জানি না। অতএব যদি গ্রাম বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফুটাইতে চাহেন তবে আর বিলম্ব না করিয়া গ্রামে-গ্রামে সংগঠন গড়িয়া তুলুন।

এতদ্ব্যতীত সভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খোন্দকার মোস্তাক আহমদ, জিল্লুর রহমান, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

সুপ্রীমকোর্টের এডভোকেট জনাব নূরুল হক সভায় তাঁহার আওয়ামী লীগে যোগদানের কথা ঘোষণা করেন।

স্বায়ত্তশাসন বিরোধীদের রাজনৈতিক ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে আওয়ামী প্রধান বলেন যে, ইহারা ধর্মের নামে ধোঁকা দিয়া একদিন বাংলা ভাষার আন্দোলনকে বানচাল করার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছে এবং পরে আবার অবস্থা বেগতিক দেখিয়া বাংলা ভাষাকেই মানিয়া লইয়াছে। তিনি বলেন, ধর্ম ও ইসলাম কাহারও একচেটিয়া নয়। তিনি বলেন, ইসলাম রক্ষার দায়িত্ব কোন দলের উপর আল্লাহ বর্তাইয়া দেন নাই। শেখ সাহেব বলেন, এদেশের মানুষ যখন বিনা চিকিৎসায় অকালে মৃত্যুবরণ করেন তখন ইসলামের নেতারা লণ্ডনে গিয়া চিকিৎসা করান।

Dawn

30th August 1969

Mujib calls for positive action: Al-Aqsa fire

GOPALGONJ, Aug 29: Sheikh Mujibur Rahman, Chief of the Pakistan Awami League, yesterday called for positive action against the Zionists in order to liberate the holy places in Jerusalem.

He was addressing party workers at the Community Hall here yesterday. The Awami League chief condemned the burning of a part of the Al-Aqsa Mosque and said the act of sacrilege by the Jews had hurt the Muslims of the entire world.

He called upon the Government of Pakistan to provide active and positive assistance "to the Arab Muslim brethren and do everything possible to liberate the Muslim Holy Places."

The Awami League chief held out an assurance to the Government that his Party would extend full support and go along with the Government for the liberation of the holy places.

In his hour-long speech the Awami League leader dwelt at length with the political, economic and social conditions now existing in the country.

He said it was high time that the constitutional problems were resolved once for all . He referred to the "three burning issues", namely regional autonomy, dismemberment of One Unit and representation on the basis of population.

Sheikh Saheb said that election should be held immediately on the basis of adult franchise and conditions should be created to enable the people to elect representatives to frame a constitution.

Sheikh Mujibur Rahman, regretted that vested interests were always out to frustrate demands of the people and to curb the masses.

He warned that "such mischievous designs" would never be successful and declared that people would finally come out triumphant.

The Awami League Chief also spoke of "the deteriorating economic conditions in the Province" and pressed for tax exemption to land-owners holding upto 25 Bighas of land.–PPI.

দৈনিক ইত্তেফাক

৩০শে আগষ্ট ১৯৬৯

খুলনায় শেখ মুজিবর রহমান : আওয়ামী লীগের সংগ্রামে জনগণের সহযোগিতা কামনা

খুলনা, ২৯শে আগষ্ট– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ তাঁহার পূর্ব দাবীর পুনরুক্তি করিয়া বলেন যে, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয় অংশের জন্যই পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আজ বিকালে স্থানীয় পৌরসভা মিলনায়তনে শহর আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি বক্তৃতা দিতেছিলেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার দলের ৬-দফা কর্মসূচীর সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে। এ ব্যাপারে তাহার দলকে সহযোগিতা করার জন্য জনসাধারণের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, দীর্ঘ ২২ বৎসরেও পূর্ব পাকিস্তানীদের গুরুতর সমস্যা বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কিছু করা হইল না।

পাট চাষীদের দুর্দশা

শেখ মুজিব বলেন, পাটই হইতেছে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান সূত্র। কিন্তু পাটচাষীরা আজ অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশায় নিপতিত। গরীব পাট চাষীদের স্বার্থের বিনিময়ে ব্যবসায়ী শিল্পপতিরা ফাঁপিয়া-ফুলিয়া উঠিতেছেন।

অবস্থার উন্নতি করিতে হইবে

তিনি বলেন, আইয়ুব খানের দশক দেশবাসীকে সর্বহারা করিয়া ছাড়িয়াছে। যে কোন মূল্যেই হোক, জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত করিতে হইবে। ২৫ বিঘার অধিক জমি যাহাদের নাই, তাহাদের খাজনা মওকুফ করা উচিত। এই ব্যবস্থা কার্যকরী করার জন্য তাহার দল প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইবে বলিয়া তিনি জানান।

রৌপ্য নৌকা উপহার

সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে শেখ মুজিবকে রৌপ্যনির্মিত একখানি নৌকা উপহার দেওয়া হয় বলিয়া অপর এক সংবাদে জানা গিয়াছে। ইহার হালে "সমাজতন্ত্র" কথাটি লিখিত এবং পালে আওয়ামী লীগের পতাকা খচিত। পতাকায় আওয়ামী লীগের ৬-দফার প্রতীক স্বর্ণনির্মিত ৬টি তারকা রহিয়াছে।

বিপুল সম্বর্ধনা

আজ সকালে শেখ মুজিবর রহমান দুইদিনের সফরে এখানে আগমন করিলে খালিশপুর ষ্টীমার ঘাটে হাজার হাজার লোক তাঁকে দেখিতে আসে। তাহার আগমন উপলক্ষে এখানে শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা ফজলুল হক, মানিক মিয়া প্রমুখের নামে ২০/২২টি সুদৃশ্য তোরণ নির্মিত হয়। আওয়ামী লীগ প্রধান খালিশপুর এবং খুলনায় গত মার্চ আন্দোলনের শহীদদের কবরসমূহে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং ফাতেহা পাঠ করেন।

শেখ মুজিব স্থানীয় কতিপয় আওয়ামী লীগ অফিস পরিদর্শন করেন। আগামীকাল (শনিবার) তিনি যশোরের পথে খুলনা ত্যাগ করিবেন।

জেরুজালেমের পবিত্রস্থান পুনরুদ্ধানের আহবান

পূর্ববর্তী সংবাদে প্রকাশ, গতকাল (বৃহস্পতিবার) গোপালগঞ্জ কম্যুনিটি হলে আওয়ামী লীগ কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবর রহমান

ইসরাইল অধিকৃত জেরুজালেমের পবিত্র স্থানসমূহ পুনরুদ্ধারের জন্য ইহুদীদের বিরুদ্ধে যথার্থ কর্মপন্থা গ্রহণের আহ্বান জানান।

কঠোর ভাষায় তিনি মসজিদুল আকসার অগ্নিসংযোগের নিন্দা করেন এবং বলেন যে, ইহুদিগণ পবিত্র স্থানের অবমাননা করায় সারা বিশ্বের মুসলমানদের মনে আঘাত লাগিয়াছে। আরব ভাইদের প্রতি সক্রিয় সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারণের জন্য তিনি পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। –এপিপি/পিপিএ

দৈনিক ইত্তেফাক

৩০শে আগষ্ট ১৯৬৯

শেখ মুজিবের মাগুরা সফর

(নিজস্ব সংবাদদাতার তার)

মাগুরা, ২৯শে আগষ্ট– আগামী ১লা সেপ্টেম্বর সকালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান মোটরযোগে যশোর হইতে মাগুরা পৌঁছিবেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য অত্র মহকুমার জনসাধারণ সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছেন। আওয়ামী লীগের আরও কয়েকজন নেতা শেখ সাহেবের সহিত থাকিবেন। শেখ মুজিবর রহমান ঐদিনই সকাল সাড়ে দশটায় স্থানীয় টাউন হলে আওয়ামী লীগের এক কর্মীসভায় যোগদান করিবেন। সেখানে তিনি বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সমস্যা সম্পর্কে বক্তৃতা করিবেন। আওয়ামী লীগ প্রধান ঐদিন সন্ধ্যায় মাগুরা ত্যাগ করিবেন।

দৈনিক পয়গাম

৩০শে আগষ্ট ১৯৬৯

খুলনায় শেখ মুজিব বলেন : ছয় দফার সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে

খুলনা, ২৯শে আগষ্ট।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য তাঁহার দাবী পুনরুল্লেখ করিয়া বলেন যে, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব এবং পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের জন্যই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন একান্ত অপরিহার্য। উল্লেখযোগ্য যে, খুলনা শহর আওয়ামী লীগ অদ্য বিকালে স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল হলে শেখ মুজিবকে এক সম্বর্ধনা দান করেন এবং সম্বর্ধনা সভায় বক্তৃতাদানকালে তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

সকল দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাহার পার্টির ছয় দফা বাস্তবায়নের সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করেন এবং তাঁহার পার্টির সংগ্রামের সহিত সহযোগিতা করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানান।

দেশের দুই অঞ্চলের বৈষম্যের ব্যাপারে আলোচনাকালে শেখ মুজিবর বলেন ঃ পূর্ব পাকিস্তানবাসীর জীবন-মরণ সমস্যা বন্যানিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গত ২২ বৎসর পর্যন্ত কিছুই না করিয়া ফেলিয়া রাখা হইয়াছে। অথচ এই সময়ের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান সেচ কাজের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা ছাড়াও তিনটি কেন্দ্রীয় রাজধানী গড়িয়া তোলা হইয়াছে।

তিনি আরো বলেন, পাট সর্বাপেক্ষা বেশী বৈদেশিক মুদ্রা আহরণকারী সামগ্রী হওয়া সত্ত্বেও পাটচাষীগণ সীমাহীন দুঃখ দুর্দশা ও সংকটের কবলে নিপতিত হইয়াছে। অথচ বড় বড় ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিরা দরিদ্র পাটচাষীদের কল্যাণে দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে।

আইয়ুবের উন্নয়নদশক দেশবাসীকে নিঃস্ব করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের উপর জোর দিয়া তিনি বলেন যে, ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষিজমির উপর খাজনা সম্পূর্ণ মওকুফ হওয়া দরকার। –এপিপি

সংবাদ

৩০শে আগষ্ট ১৯৬৯

খুলনায় কর্মী সমাবেশে শেখ মুজিবের ঘোষণা : উভয় প্রদেশের সাধারণ মানুষের ভাগ্য একই সূত্রে গ্রথিত

খুলনা, ২৯শে আগষ্ট (পিপিআই)।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে বলেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের ভাগ্য একই সূত্রে গ্রথিত এবং সম সুখ দুঃখের ভাগী।

অদ্য খুলনা মিউনিসিপ্যাল হলে পূর্ণ গৃহ কর্মী সমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের ভাগ্য কোনক্রমেই পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের ভাগ্য হইতে উৎকৃষ্ট নহে।

উভয় প্রদেশের সাধারণ মানুষের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিয়া তিনি বলেন যে, গত দশ বৎসর ইহাদের উপর সমভাবে অত্যাচার ও শোষণ চালান হইয়াছে।

শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করেন যে, এই সমস্ত অত্যাচার, শোষণ ও অবিচারের আশু অবসান ঘটাইয়া, নির্যাতিত জনগণের জন্য একটি নবযুগের সূচনা হওয়া আবশ্যক।

তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, জনসাধারণের মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিয়া স্বাধীনতার ফল ভোগ করিতে দেওয়া হউক।

শেখ মুজিব দেশের কায়েমী স্বার্থবাদীদের অনিষ্টকর তৎপরতার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দান করিয়া তাঁহারা কিভাবে জনগণের ভাগ্য লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছেন তাহা বর্ণনা করেন।

গত ১০ বৎসরে দেশের শাসকগোষ্ঠীর চক্রান্তে দেশের ধনিক শ্রেণী কিভাবে আরও ধনী এবং দরিদ্র জনসাধারণ আরও দরিদ্র হইয়া পড়ে সভায় শেখ মুজিব তাহারও একটি চিত্র তুলিয়া ধরেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমাবনতির ফলে জনগণ এক অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। এই অবস্থায় শিল্পপতিগণ কর মওকুফের সুবিধা ভোগ করিলেও গরীব চাষী ও শ্রমিক সমাজ করভারে ন্যুব্জ হইয়া পড়িতেছে।

দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রশ্ন সম্পর্কে বলিতে যাইয়া শেখ মুজিব বলেন যে, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব, ৬-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন এবং এক ইউনিট বাতিলের ব্যবস্থা ব্যতীত জনসাধারণ অপর কোন শাসনতন্ত্রই গ্রহণ করিবে না।

দৈনিক ইত্তেফাক

৩১শে আগষ্ট ১৯৬৯

এমন সমাজ গঠন করিতে চাই যেখানে থাকিবে না কোন শোষণ : যশোরে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের বক্তৃতা

(বিশেষ প্রতিনিধির তার)

যশোর, ৩০শে আগষ্ট– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে বলেন যে, তিনি দেশে এমন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করিতে চান–যেখানে কোন প্রকার শোষণ থাকিবে না। শেখ মুজিব টাউন হলে আওয়ামী লীগ কর্মীদের উদ্দেশে বক্তৃতা দিতেছিলেন।

তিনি বলেন, তাঁহার সমাজতন্ত্র দেশের প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইবে। অন্য কোন দেশ হইতে তিনি সমাজতন্ত্র ধার করিতে চান না। কারণ তাহা আমাদের সমাজের জন্য উপযোগী না-ও হইতে পারে। সাম্য এবং সামাজিক ন্যায় বিচারের উপরই আমাদের সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে, এখানে আইনের চক্ষে সকলেই সমান বলিয়া পরিগণিত হইবেন। কিন্তু এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা ইসলামের আবরণে পুঁজিবাদী সমাজতন্ত্রের কথা প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন।

শেখ মুজিব এই সকল লোককে স্মরণ করাইয়া দেন যে, সকলের ন্যায্য হিস্যার স্বীকৃতি নাই এমন কোন ব্যবস্থা দেশবাসী গ্রহণ করিবে না।

নওয়াপাড়ায় বক্তৃতা

গতকাল (শনিবার) পূর্বাহ্নে খুলনা হইতে যশোর আসার সময় নওয়াপাড়ায় আওয়ামী লীগ কর্মীদের উদ্দেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন যে, একজন মাত্র পূর্ব পাকিস্তানী জীবিত থাকা পর্যন্ত কেহ পাকিস্তানের ক্ষতি

করিতে পারিবে না। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি লোকই দেশকে শক্তিশালী করিতে চায়। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় হইতেই এই প্রদেশের জনসাধারণ সারা পাকিস্তানের নাগরিকদের জন্য আত্মত্যাগ করিয়া আসিতেছে।

তিনি বলেন, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিল এগুলি জনসাধারণেরই দাবী। জনসাধারণের জন্যই তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। এজন্য জেলের মধ্যে থাকিয়া মরিতেও তিনি প্রস্তুত। জনসাধারণ স্বাধীন নাগরিক হিসাবে ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে চায়। আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমেই তাহাদের এই ন্যূনতম দাবীগুলি পূরণ করা সম্ভব।

শেখ মুজিব বলেন ঃ সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে নহে–গত ২২ বৎসর সাধারণ মানুষকে যাহারা শোষণ করিয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধেই তাঁহার অভিযোগ। জনসাধারণের সমস্যাবলী সমাধানের জন্য সাবেক সরকারগুলি কখনই চেষ্টা করে নাই। আইয়ুব সরকার রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়া আরও অনেক নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই আমলে ধনিক শ্রেণী আরও ধনী হইয়াছে আর সাধারণ মানুষ হইয়াছে কপর্দকহীন।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, মিথ্যা এবং অবিচারের বিরুদ্ধেই তাঁহার সংগ্রাম। মিথ্যাবাদী এবং বিশ্বাসঘাতকদের সহিত তাহার কোন আপোষ নাই। শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। শেখ মুজিব শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত মজুরীরও দাবী জানান।

তিনি বলেন, তিনটি কেন্দ্রীয় রাজধানী স্থাপন করিতে বিপুল অর্থ ব্যয় করা হইলেও পূর্ব পাকিস্তানের বন্যাসমস্যা সমাধানের জন্য কোন অর্থ খরচ করা হয় নাই। জরুরী ভিত্তিতে বন্যা সমস্যা সমাধানের জন্য শেখ মুজিব আহ্বান জানান।

মসজিদুল আকসায় অগ্নিসংযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ইহুদীরা ইসলামের ক্ষতি করিতে চাহিলে বিশ্বের মুসলমানগণ তাহাদিগকে ভূমধ্যসাগরে নিমজ্জিত করিবে। এজন্য তিনি বিশ্বের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

উল্লেখযোগ্য যে, শেখ মুজিব খুলনা হইতে আসার পথে দৌলতপুর কলেজে ছাত্রদের সহিতও মিলিত হন। তিনি ফুলতলা আওয়ামী লীগ অফিসও পরিদর্শন করেন। দুপুরে শেখ মুজিব যশোর পৌঁছান।

Morning News

31st August 1969

Representation on population basis, reiterates Mujib

KHULNA, Aug 30 (APP): Sheikh Mujibur Rahman Chief East Pakistan Awami League today reiterated his demand that the representation should be based on population basis and there must be provincial autonomy both for East and West Pakistan.

Sheikh Mujib was speaking at reception accorded to him this yesterday at the Municipal Hall by the City Awami League.

The Awami League Chief said that the struggle for the achievement of this party's, six-point programme would continue till all the demands are fulfilled and urged upon the people to cooperate with his party in the struggle.

The Sheikh while speaking about disparity between the two Wings of the country said that the burning problem of flood control for the people of East Pakistan had been left unsolved during the last 22 years while there were three capitals besides irrigation facilities for the people of West Pakistan. He further said that jute is the main source of foreign exchange earnings and the growers of jute had been put to untold miseries and hardship. The big business and industrialists are flourishing at the cost of the poor jute growers.

The Awami League leaders said that the decade of Ayub Khan had thrown the people into a state of destitution.

He said that economic condition of the masses should be improved at any cost and said that land revenue upto the holding of 25 bighas of agricultural land should be exempted. His party would go in for implementing the programme, he added.

Earlier, on his arrival here this morning thousands of people greeted the Awami League leader at the IWTA Ghat. Later he was to address a reception at Khalishpur which was cancelled due to heavy rush of people who gathered at the venue of the reception as open air meeting permissible.

He visited some of the local Awami League offices. He would leave Khulna tomorrow morning.

সংবাদ

৩১শে আগষ্ট ১৯৬৯

বিশ্বাসঘাতকদের সহিত আপোষ নাই : মুজিব

যশোর, ৩০শে আগষ্ট (পিপিআই)।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে ঘোষণা করেন যে, একজন পূর্ব পাকিস্তানী জীবিত থাকা পর্যন্ত কেহ পাকিস্তানের ক্ষতি করিতে পারিবে না।

অদ্য সকালে এখান হইতে প্রায় ২০ মাইল পূর্বে নোয়াপাড়ায় আওয়ামী লীগ কর্মীদের সভায় বক্তৃতাকালে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, প্রতিটি পূর্ব পাকিস্তানী দেশকে শক্তিশালী করিতে চায়।

তিনি বলেন যে, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় হইতে প্রদেশের লোকেরা জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে।

শেখ মুজিবর রহমান খুলনা হইতে যশোরের পথে অদ্য সকালে নোয়াপাড়া পৌঁছেন।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, সাধারণ লোকদের বিরুদ্ধে তাঁহার কোন অভিযোগ নাই। গত ২২ বৎসরের সাধারণ মানুষকে যাহারা শোষণ করিয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধেই তাহার অভিযোগ। তিনি বলেন, পূর্ববর্তী সরকার কখনও জনগণের সমস্যাবলী সমাধানের চেষ্টা করে নাই। আইয়ুব সরকার বহু নয়া রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, গত সরকারের আমলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে। শেখ সাহেব উল্লেখ করেন যে, যাহাদের অল্প কিছু টাকা ছিল তাহারা ধনী হইয়াছে, অন্যদিকে একই শাসনামলে সাধারণ লোক কপর্দকহীন হইয়াছে।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, জনগণের দাবী খুব কম– তাহারা স্বাধীন নাগরিক হিসাবে বাঁচিতে চায়। তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের দাবী মিটানো যাইবে। তিনি বলেন, জনগণের অন্যান্য দাবীর মধ্যে রহিয়াছে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বাতিল।

শেখ মুজিব বলেন যে, তিনি জনগণের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এমনকি এ জন্য জেলের মধ্যে মরিতেও প্রস্তুত রহিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁহার সংগ্রাম। আওয়ামী লীগ প্রধান ঘোষণা করেন যে, মিথ্যাবাদী ও বিশ্বাসঘাতকদের সাথে তাঁহার কোন আপোষ নাই।

বন্যা সমস্যা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, তিন জায়গায় জাতীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠায় বিপুল পরিমাণে জাতীয় অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে। তিনি অবিলম্বে জরুরী ভিত্তিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ দেন।

আল-আকসা মসজিদে অগ্নি সংযোগ সম্পর্কে তিনি বলেন, ইহুদীরা ইসলামের ক্ষতিসাধন করিতে চাহিলে বিশ্বের মুসলমানগণ তাহাদের ভূমধ্যসাগরে ডুবাইয়া দিবে।

আজাদ

১লা সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

ঝিনাইদহে শেখ মুজিব : রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্ম ব্যবহার না করার আহ্বান

ঝিনাইদহ (যশোর), ৩১শে আগষ্ট।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান রাজনীতিকদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যদি ধর্ম্মকে ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে মারাত্মক পরিণতি সৃষ্টি হইতে পারে। তিনি ধর্ম্মকে সকল রাজনৈতিক বাকবিতণ্ডা হইতে দূরে রাখার জন্য আহ্বান জানান।

শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে আওয়ামী লীগ কর্মীদের এক সমাবেশে ভাষণদান করিতেছিলেন। আওয়ামী লীগ প্রধান দুঃখ করিয়া বলেন যে, এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ তাহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে ধর্ম্মের পবিত্র নাম ব্যবহার করিতেছে। তিনি বলেন, "ধর্ম্ম লইয়া না খেলার জন্য আমি তাহাদের সতর্ক করিয়া দিতেছি। এই ধরনের কাজ ধর্মের প্রতি অভক্তি প্রদর্শনের সমতুল্য।" তিনি দুঃখ করিয়া আরও বলেন যে, ২০ বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পরও দেশের শাসনতান্ত্রিক সমস্যার কোন সমাধান হয় নাই।

শেখ মুজিবর রহমান স্পষ্ট করিয়া বলেন যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সাবেক প্রদেশসমূহের পুনরুদ্ধার ব্যবস্থা ছাড়া কোন শাসনতন্ত্রই জনগণের নিকট গৃহীত হইবে না। শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, ৬ দফা কর্ম্মসূচীই এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করিতে পারে এবং শক্তিশালী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে।

প্রদেশের বন্যা সমস্যা সম্পর্কে বলিতে যাইয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, মঙ্গলা এবং তারবেলা বাধের জন্য শত শত কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে, কিন্তু পূর্ব্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য এখনও পর্যন্ত কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। তিনি বলেন যে, এই বিরাট বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধান জাতির উন্নতির সহায়ক হইবে।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, আইয়ুব সরকারের ভ্রান্ত নীতির জন্য দেশের অর্থনীতি দারুণভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার সরকারের নীতির ফলে ধনী আরও ধনী এবং দরিদ্র আরও দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। –পিপিআই

Dawn

1st September 1969

Mujib stresses need for provincial autonomy

JESSORE, Aug. 31: The Awami league Chief, Sheikh Mujibur Rahman, said here yesterday that the history of 22 years of independence was the history of exploitation and oppression and it had reached its peak during the Ayub regime. Economic policy intitiated during this period only benifitted a few families.

Addressing the Jessore District Awami League workers' conference at Town Hall yesterday after his arrival from Khulna, Sheikh Mujibur Rahman said disparity between the two wings had been mounting high day by day during the Ayub regime. He said when the people of East Pakistan voiced their legitimate demands they were branded as secessionist and Prochialist. He further said for the survival of the future generation, provincial autonomy on the basis of six-point was a must. He demanded representation on the basis of population.

Regarding One Unit he clearly said it was to be dismembered and said other parts of West Pakistan should fight for the realisation of these demands along with East Pakistan. He said he believed in socialism but it should not have its origin in any foreign country.

There would be such a social system in which there would be no exploitation and concentration of wealth in fewer hands. Justice and equality shall prevail in such a system based on true Socialism.

Referring to the necessity of flood control, he said that serious and sincere efforts were necessary to control flood in East Pakistan which had been causing havoc every year. On the contrary past Government spent crores of rupees on the construction of new capital. He asked when big industries were enjoying holiday for certain years why there should not be tax remission for the owners of 25 Bighas of land.

He told the refugees that 22 years had passed and now they should forget that they were refugees. They would enjoy the same rights and privileges were being enjoyed by the people of this wing.

He appealed to the students to be on right path and said they were the future hope of the country. Time will come when their aspiration will come true, he added.

About the desecration of a Aqsa mosque, Sheikh Mujib said his party would support any positive action, taken against the Israelis by the Government in collaboration with other Muslim countries.–APP

EQUALITY

A PPI report adds: Sheikh Mujib said that our society would be based on equality and social justice and every body would be equal in the eye of law.

He said that a section of political leaders were preaching capitalists' Socialism in the guise of Islam . He reminded those that the people of the country would not accept any system where all did not get due shares. Refuting an allegation made by Jamaat-i-Islami Chief Maulana Abul Ala Maudoodi, that the last upsurge in the Province was initiated by West Bengal, the Awami League Chief said that the Maulana bad no knowledge about the movement in East Pakistan and that the movement was launched by each and every East Pakistani to get back their lost right.

He pointed out that the people of the province fought for due shares in all spheres. They wanted proper food, housing, education, medical care etcetera challenging an allegation by another Jamat leader. Mian Tufail Mohammad that the Sheikh was a Communist, he said that past activates of these leaders were known to all and needed no fresh reminders.

PDP ATTACKED

Awami League chief also attacked PDP leaders for their inconsistent statement on national issues.

He recalled that PDP chief has stated once that full regional autonomy would separate East Pakistan and on another occasion that PDP would be able to do justice to East Pakistan.

দৈনিক ইত্তেফাক

১লা সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ধর্ম লইয়া খেলা করার আসক্তি হইতে বিরত থাকুন : রাজনীতিকদের প্রতি আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের আহ্বান

(ইত্তেফাকের বিশেষ সংবাদদাতার তার)

ঝিনাইদহ (যশোর) ৩১শে আগষ্ট– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে রাজনৈতিক মতলব হাসিলের উদ্দেশ্যে ধর্ম লইয়া খেলা করার মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করিয়া দেন।

আওয়ামী লীগ কর্মীদের এক সমাবেশে বক্তৃতাদানকালে শেখ মুজিবর রহমান রাজনৈতিক বিতর্ক হইতে ধর্মকে দূরে রাখার জন্য সকল দল ও মতের নেতা এবং কর্মীদের প্রতি অনুরোধ জানান।

আওয়ামী লীগ প্রধান দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা আপন স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য ইসলামের পবিত্র নাম ব্যবহার করার চেষ্টায় মাতিয়াছেন। কিন্তু আমি তাহাদিগকে ধর্ম লইয়া খেলা না করার জন্য হুঁশিয়ার করিয়া দিতেছি। তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা ধর্মের অবমাননা করারই শামিল হইবে।

বক্তৃতাকালে শাসনতান্ত্রিক সংকটের প্রশ্নে আওয়ামী লীগ প্রধান দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘ ২২ বৎসর পরেও জনগণের গ্রহণযোগ্য একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা সম্ভব হইল না।

জনসাধারণের প্রতিনিধিরাই শুধু শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতে পারে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ন্যায় বিচারের প্রতি তাঁহার যদি আস্থা না থাকিত, তাহা হইলে গত সরকারের আমলে তিনি এত অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করিতে পারিতেন না।

আইয়ুব সরকারের সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন, এই শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানের সকল স্তরের লোকদের উপর অবিচার করা হইয়াছে। প্রদেশের একটি বিরাট অংশ বারে বারে ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও আইয়ুব সরকার বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হইয়াছেন। এই সরকারের আমলে লোকের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা এবং এই সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের জনসাধারণের প্রদত্ত রাজস্ব পশ্চিম পাকিস্তানেই শুধু খরচ করা হইয়াছে। মঙ্গলা এবং তারবেলা বাঁধের জন্য বিরাট অংকের অর্থ

খরচ করা হইয়াছে; কিন্তু ফারাক্কা সমস্যার ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয় নাই।

শেখ মুজিব এ-বিষয়ে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানান।

তিনি বলেন, সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগ কখনই বিফলে যাইবে না।

আজ সকালে যশোর হইতে এখানে পৌঁছান। এখানে শেখ মুজিবের উপস্থিতির পর ছাত্ররা তাঁহাকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

কুষ্টিয়া আগমন

আজ বিকালে শেখ মুজিব সদলবলে ঝিনাইদহ হইতে এখানে আগমন করেন। তাঁহার আগমন উপলক্ষে যশোর-কুষ্টিয়া সড়কের বিভিন্নস্থানে অনেকগুলি তোরণ নির্মিত হয়।

দৈনিক পয়গাম

১লা সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

যশোরে শেখ মুজিবের ঘোষণা : শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করিব

যশোর, ৩০শে আগষ্ট।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে বলেন যে, তিনি দেশে এমন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করিতে চান, সেখানে কোন প্রকার শোষণ থাকিবে না। শেখ মুজিব টাউন হলে আওয়ামী লীগ কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিতেছিলেন। তিনি বলেন, তাহার সমাজতন্ত্র দেশের প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইবে। অন্য কোন দেশ হইতে তিনি সমাজতন্ত্র ধার করিতে চান না। কারণ তাহা আমাদের সমাজের জন্য উপযোগী নাও হইতে পারে। সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচারের উপরই আমাদের সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে। এখানে আইনের চোক্ষে সকলেই সমান বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিন্তু এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা ইসলামের আবরণের পুজিবাদী সমাজতন্ত্রী কথা প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। শেখ মুজিব এই সকল লোককে স্মরণ করাইয়া দেন যে, সকলের ন্যায্য হিস্যার স্বীকৃতি নাই, এমন কোন ব্যবস্থা দেশবাসী গ্রহণ করিবে না।

নওয়া পাড়ায় বক্তৃতা

অদ্য পূর্বাহ্নে খুলনা হইতে যশোর আসার সময় নওয়া পাড়ায় আওয়ামী লীগ কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন যে, একজন মাত্র পূর্ব পাকিস্তানী জীবিত থাকা পর্যন্ত কেহ পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষতি করিতে পারিবে না। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি লোকই দেশকে শক্তিশালী করিতে

চায়। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় হইতেই এই প্রদেশের জনসাধারণ সারা পাকিস্তানে নাগরিকদের জন্য আত্মত্যাগ করিয়া আসিতেছে।

তিনি বলেন, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব, পূর্ব আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিল এইগুলি জনসাধারণের দাবি। জনসাধারণের জন্যই তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। এই জন্য জেলের মধ্যে থাকিয়া মরিতেও তিনি প্রস্তুত। জনসাধারণ স্বাধীন নাগরিক হিসাবে ন্যূনতম সুযোগ সুবিধার অধিকারী হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে চায়। আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমেই তাহাদের এই ন্যূনতম দাবিগুলি পূরণ করা সম্ভব।

শেখ মুজিব বলেন, সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে নহে–গত ২২ বৎসর সাধারণ মানুষকে যাহারা শোষণ করিয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধেই তাঁহার অভিযোগ।

জনসাধারণের সমস্যাবলী সমাধানের জন্য সাবেক সরকারগুরি কখনই চেষ্টা করেন নাই।

আইয়ুব সরকার রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়া আরও অনেক নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছেন। এই আমলে ধনীক শ্রেণী আরও ধনী হইয়াছে আর সাধারণ মানুষ হইয়াছে কপর্দকহীন।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, মিথ্যা এবং অবিচারের বিরুদ্ধেই তাঁহার সংগ্রাম। মিথ্যাবাদী এবং বিশ্বাসঘাতকদের সহিত তাহার কোন আপোষ নাই।

শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের পতাকা তলে সমবেত হওয়ার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহবান জানান।

শেখ মুজিব শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত মজুরীও দাবী জানান। তিনি বলেন, তিনটি কেন্দ্রীয় রাজধানী স্থাপন করিতে বিপুল অর্থ ব্যয় করা হইলেও পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা সমস্যা সমাধানের জন্য কোন অর্থ খরচ করা হয় নাই। জরুরি ভিত্তিতে বন্যা সমস্যা সমাধানের জন্য শেখ মুজিব আহ্বান জানান।

মসজিদুল আকসায় অগ্নিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ইহুদীরা ইসলামের ক্ষতি করিতে চাহিলে বিশ্বের মুসলমানগণ তাহাদিগকে ভূমধ্যসাগরে নিমজ্জিত করিবে। এই জন্য তিনি বিশ্বের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শেখ মুজিব খুলনা হইতে আসার পথে দৌলতপুর কলেজে ছাত্রদের সহিতও মিলিত হন। তিনি ফুলতলা আওয়ামী লীগ অফিস পরিদর্শন করেন। দুপুরে শেখ মুজিব যশোর পৌঁছেন।

দৈনিক পাকিস্তান

১লা সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

পরিণতি সম্পর্কে মুজিবের সতর্কবাণী : বিশেষ স্বার্থ হাসিলের জন্য ইসলামের নাম ব্যবহার করা হচ্ছে

(স্টাফ রিপোর্টার)

যশোর, ৩০শে আগস্ট (পিপিআই)– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহারের মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে হুশিয়ার করে দিয়েছেন। তিনি ধর্মকে রাজনৈতিক বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখার জন্য সকলের প্রতি আকুল আবেদন জানিয়েছেন।

শেখ মুজিব দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, রাজনৈতিক নেতাদের একাংশ বিশেষ স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ইসলামের পবিত্র নামকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। তিনি আজ এখানে আওয়ামী লীগ কর্মী সভায় বক্তৃতা করছিলেন।

তিনি বলেন, আমি তাদের ধর্মকে নিয়ে খেলা না করার জন্য হুশিয়ার করে দিচ্ছি। এ ধরনের কাজ ধর্মকে অপবিত্র করার বা ধর্মের বিরুদ্ধতা করার শামিল।

তিনি বলেন, ২২ বছর চলে যাওয়ার পর দেশ এখনো শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। তিনি বেশ স্পষ্ট ভাষায় বলেন, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভেঙ্গে দিয়ে সাবেক প্রদেশগুলোর পুনঃ প্রতিষ্ঠার বিধান ছাড়া কোন শাসনতন্ত্রই জনগণ গ্রহণ করবে না।

তিনি দাবী করেন, তাঁর দলের ৬ দফা কর্ম্মসূচী বাস্তবায়িত হলেই এইসব লক্ষ্য অর্জন করা যাবে।

বন্যা সমস্যা সম্পর্কে তিনি বলেন, মঙ্গলা ও তারবেলা বাঁধ নির্মাণে শত শত কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। অথচ পূর্ব পাকিস্তানে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কোন কার্যকর পদক্ষেপ এযাবৎ নেওয়া হয়নি। অথচ বন্যা সমস্যাটির স্থায়ী সমাধান হলে জাতীয় জীবনের বিপুল অগ্রগতি সাধিত হত।

তিনি বলেন, আইয়ুব সরকারের শাসনকালের ভুল নীতির জন্যই দেশের আর্থিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। তাদের নীতি শুধু একচেটিয়া পুঁজি আর কার্টেল সৃষ্টি করেছে।

তিনি বলেন, তার দল ক্ষুধা, রোগ ও শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের জন্য বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।

সংবাদ

১লা সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

ঝিনাইদহে শেখ মুজিব : ধর্মকে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের কাজে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার

ঝিনাইদহ (যশোর), ৩১শে আগষ্ট (পিপিআই)।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্ম লইয়া ছিনিমিনি খেলার পরিণতি সম্পর্কে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে সতর্ক করিয়া দিয়া সকলের প্রতি ধর্মকে সকল প্রকার রাজনীতির ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়ার আহ্বান জানান।

অদ্য এখানে এক আওয়ামী লীগ কর্মী সমাবেশে বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে দুঃখ করিয়া তিনি বলেন যে, এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইসলামের পবিত্র নাম ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিতেছেন। এই সমস্ত নেতৃবৃন্দকে ধর্ম লইয়া ছিনিমিনি খেলার বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া দিয়া, উহা ধর্মের অবমাননার শামিল হইবে বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির ২২ বৎসর পরও দেশে শাসনতান্ত্রিক সমস্যার অবসান না হওয়ায় আওয়ামী লীগ প্রধান দুঃখ প্রকাশ করেন।

তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বাতিল ব্যতীত জনসাধারণ কোন শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিবে না।

শেখ মুজিবর রহমান দাবী করেন যে, ৬-দফা কর্মসূচী কার্যকরী হইলেই লক্ষ্য হাসিল হইতে শক্তিশালী পাকিস্তান গঠনে সাহায্য করিবে।

প্রদেশের বন্যা সমস্যার উল্লেখ করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, মঙ্গলা ও তারবেলা বাঁধ নির্মাণে কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় হইতেছে, অথচ এ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, আইয়ুব সরকারের ভ্রান্তনীতির ফলে অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তাঁহাদের উক্ত নীতির ফলে একচেটিয়া ও 'কার্টেলে'র সৃষ্টি হইয়া দেশের ধনিকবৃন্দকে আরও ধনী ও দরিদ্রকে আরও দরিদ্র করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করেন যে, জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের আদর্শ মোতাবেক তাঁহার পার্টি দেশে একটি শোষণ, বুভুক্ষা ও রোগমুক্ত সমাজ গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে বিরামহীন সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে।

আজাদ

২রা সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

ফরিদপুরে শেখ মুজিব : অবিলম্বে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী

ফরিদপুর, ১লা সেপটেম্বর।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অবিলম্বে দেশের সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের দাবীর পুনরুক্তি করেন। ইহা জনগণের দাবী এবং এই দাবী পুরণে বিলম্ব ঘটিলে জনগণের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হইবে।

আজ এখানে দলীয় কর্মীদের এক সমাবেশে বক্তৃতা দানকালে আওয়ামী লীগ প্রধান আরও বলেন যে, সংখ্যাসাম্য নীতি বজায় রাখায় যে কোন ধরনের উদ্যোগই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য হইবে না।

শেখ সাহেব তাহার দলের ৬ দফা কর্ম্মসূচীর বিশ্লেষণ দান কালে বলেন যে, একমাত্র ৬ দফা বাস্তবায়নের মধ্যেই দেশের সমস্যা সমাধানের পথ নিহিত আছে এবং একটি ঐক্যবদ্ধ ও অখণ্ড পাকিস্তান গড়িয়া তোলা সম্ভব।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীনসহ বিভিন্ন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এই কর্ম্মীসমাবেশে বক্তৃতা করেন। –এপিপি

আজাদ

২রা সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

কুষ্টিয়ায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা : জনগণকে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান

কুষ্টিয়া, ১লা সেপ্টেম্বর।–আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান অতীতে জনস্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন এইরূপ রাজনৈতিক নেতৃবর্গের দ্বারা বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য গতকাল জনগণকে সতর্ক করিয়া দেন।

তিনি স্থানীয় একটি চিত্রগৃহে আওয়ামী লীগ কর্ম্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, এই সমস্ত রাজনীতিকগণ শুধু নির্বাচনের পূর্বেই জনগণের দুয়ারে হাজির হইয়াছিলেন এবং এই প্রসঙ্গে গণতান্ত্রিক শিবিরসমূহের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আখতার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রাদেশিক সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদও উপস্থিত ছিলেন।

জনাব মুজিব রাজনৈতিক দলগুলির কার্যকলাপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, তাহার দল জনগণের অধিকার হাসিলের জন্য ব্রতী থাকিবে। এই কারণে জনগণের নিকট আওয়ামী লীগের পতাকা তলে সমেবেত হওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

তিনি বক্তৃতায় কুষ্টিয়া জেলাকে বন্যাদুর্গত এলাকা ঘোষণার দাবী জানান এবং বলেন যে, উপদ্রুত অঞ্চলে সংশোধিত রেশনিং চালু করিতে হইবে।

আওয়ামী লীগ নেতা পরে দলের মহিলা শাখার সদস্যদের সহিত সাক্ষাতকারে মিলিত হন এবং স্থানীয় নেতৃবর্গের সহিত এখানকার সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করেন। –পিপিআই

Dawn

2nd September 1969

Use of religion in Politics : Mujib warns of bitter results

JEHNAIDAH (Jessore), Sept 1: Sheikh Mujibur Rahman, chief of the Awami League, today warned the political leaders of the bitter consequences that might follow if religion was used for political purposes . He made a fervent appeal to all to keep religion above all political controversy.

He was addressing the Awami League workers here today. The Awami League chief regretted that a section of political leaders were trying to play up the sacred name of Islam to achieve their selfish ends. "Warn them not to play with religion", he added and remarked", it would amount to profanity to do so".

Sheikh Mujib, who was on a brief stopover here from Jessore to Kushtia with his party men, lamented that the country was still beset with constitutional problems even after the lapse of 22 years.

He made it clear, no constitution without regional autonomy, representation on the basis of population and restoration of the former provinces of West Pakistan would be acceptable to the people.

Sheikh Mujibur Rahman, claimed that the implementation of six-point programme would lead to the achievement of this objective and help create a strong Pakistan.

FLOOD PROBLEM

He said crores of rupees had been spent over the construction of Mangla and Tarbela but no effective step has so far been taken to control flood in East Pakistan. The permanent solution of this gigantic problem of flood would have promoted the cause of the nation, he pointed out.

Sheikh Mujibur Rahman said that the economy of the country had been broken to a large extent mainly because of the wrong policy of the Ayub regime. This policy had only created monopolists and cartels and help the rich to become richer and poor poorer.

Sheikh Mujibur Rahman declared that his party could wage a relentless struggle to establish a society free from exploitation, hunger and disease as wedded to the concept of the welfare state. – PPI

দৈনিক ইত্তেফাক

২রা সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

আশু নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হইলে গণমনে নৈরাশ্য সৃষ্টি হইবে : শেখ মুজিব

ফরিদপুর, ১লা সেপ্টেম্বর– এপিপি পরিবেশিত খবরে বলা হয়, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে দলীয় কর্মীদের এক ঘরোয়া বৈঠকে দেশে আশু নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবীর কথা পুনরায় উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, জনসাধারণের দাবী ইহাই এবং এ-বিষয়ে দেরি হইলে তাহাদের মনে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হইবে। আওয়ামী লীগ প্রধান ঘোষণা করেন যে, সংখ্যাসাম্য নীতি জিয়াইয়া রাখার চেষ্টা করা হইলে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ উহা মানিবে না।

আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচীর কথা উল্লেখ করিয়া তিনি ইহাকে দেশের সমস্যাবলীর একমাত্র সমাধান বলিয়া অভিহিত করেন এবং বলেন যে, ইহাই সংযুক্ত এবং সুসংহত পাকিস্তানের নিশ্চয়তা বিধান করিতে পারে।

মাগুরায় বক্তৃতা

আমাদের বিশেষ প্রতিনিধির এক তারবার্তায় প্রকাশ, কুষ্টিয়া হইতে ফরিদপুর আসার পথে আজ (সোমবার) মাগুরায় আওয়ামী লীগ কর্মীদের এক ঘরোয়া বৈঠকে শেখ মুজিব এখানকার জনসাধারণের সহিত পুনরায় মিলিত হইতে পারিয়া পরম করুণাময় আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন এবং বলেন যে, বিগত আন্দোলনকালে তিনি এবং অন্যান্য নেতার জেলে আটক থাকাকালে যাঁহারা সংগ্রাম করিয়াছেন তাঁহাদের সংগ্রাম বিফলে যাইবে না।

তিনি বলেন, প্রতিটি পাকিস্তানী অন্যান্য স্বাধীন দেশের নাগরিকদের মত সুখে-শান্তিতে বাঁচিয়া থাকিতে চায় এবং ইহার জন্যই তাহারা সংগ্রাম করিয়াছিল।

শেখ মুজিব বলেন, পাকিস্তানের প্রতিটি লোক সকল দিক দিয়া সমান অধিকার ভোগ করুক–ইহাই তিনি দেখিতে চান। যাহাদের ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমি আছে তাহাদের রাজস্ব মওকুফ করার জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পাটের ন্যায়সঙ্গত মূল্য প্রদানের ব্যবস্থা করার জন্যও তিনি আহ্বান জানান।

শেখ মুজিব সদলবলে মাগুরা আসিয়া পৌঁছিলে স্থানীয় জনসাধারণ তাঁহাকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। বিভিন্ন শ্রমিক ও ছাত্র সংস্থার পক্ষ হইতে তাঁহাকে মাল্যভূষিত করা হয়। স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে ৬-দফার ভিত্তিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ঐক্যের প্রতীকস্বরূপ একটি ফলক উপহার দেওয়া হয়।

কুষ্টিয়া

গতকাল (রবিবার) কুষ্টিয়ায় আওয়ামী লীগারদের এক ঘরোয়া বৈঠকে বক্তৃতাকালে শেখ মুজিবর রহমান জনসাধারণকে এই মর্মে সতর্ক করিয়া দেন যে, অতীতে জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি যেসব রাজনৈতিক নেতা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারা যেন জনসাধারণ পুনরায় ভুল পথে পরিচালিত না হয়।

তিনি বলেন, এই সব নেতা শুধু নির্বাচনের পূর্বেই জনসাধারণের সামনে আসেন এবং তাঁহাদিগকে বিভ্রান্ত করিতে সচেষ্ট হন।

তিনি উল্লেখ করেন, জনসাধারণের অধিকার অর্জন করাই তাঁহার দলের লক্ষ্য। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের উপর গুরুত্ব আরোপকারী ৬-দফা কর্মসূচীই জনসাধারণকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার প্রদানে সক্ষম। তিনি আওয়ামী লীগের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কুষ্টিয়াকে তিনি বন্যাদুর্গত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করার আহ্বান জানান এবং বলেন যে, এই এলাকায় অবিলম্বে সংশোধিত রেশনিং চালু করা দরকার।

চট্টগ্রামে মুজিব সম্বর্ধনা কমিটির সভা

চট্টগ্রাম, ১লা সেপ্টেম্বর– শেখ মুজিবর রহমানের আসন্ন চট্টগ্রাম সফর উপলক্ষে বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণের জন্য আগামী ৩রা সেপ্টেম্বর বিকাল ৪টায় স্থানীয় জে, এম, সেন হলে 'শেখ মুজিব সম্বর্ধনা কমিটি'র এক ঘরোয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে। সংশ্লিষ্ট সকলকে এই বৈঠকে উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। –সংবাদদাতা

দৈনিক পয়গাম

২রা সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সংখ্যাসাম্য আর মানিয়া লইবে না : শেখ মুজিব

ফরিদপুর, ১লা সেপ্টেম্বর।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য পুনরায় দেশে সত্বর নির্বাচনের কথা উল্লেখ করেন। অদ্য এখানে পার্টি কর্মীদের উদ্দেশ করিয়া তিনি বলেন যে, ইহা জনগণের দাবী এবং ইহাতে কোনরূপ বিলম্ব ঘটিলে জনগণের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হইতে পারে। তিনি বলেন, সংখ্যাসাম্যের যে-কোন ধরনের প্রচেষ্টা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ মানিয়া লইবে না।

তাহার পার্টির ৬ দফা কর্মসূচীর কথা উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, ৬ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমেই একমাত্র দেশের সমস্যার সমাধান হইতে পারে এবং ইহাই দেশকে ঐক্যবদ্ধ ও সংহতির পথে লইয়া যাইতে সক্ষম।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সমভিব্যাহারে জনাব মুজিব এখানে আগমন করেন। –এপিপি।

দৈনিক পয়গাম

২রা সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

যশোহরের জনসভায় শেখ মুজিব : পূর্বপাকিস্তানীদের ন্যায্য দাবী আদায়ের সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে

যশোর, ৩০শে আগষ্ট।– পূর্ব পাকিস্তানের গত গণঅভ্যুত্থান সম্পর্কে মওলানা মওদুদীর বিন্দুমাত্র ধারণা নাই। নিজেদের হারানো অধিকার ফিরিয়া পাওয়ার জন্য প্রতিটি পূর্ব পাকিস্তানী এই আন্দোলনে শরিক হইয়াছিল।

আজ এখানে আওয়ামী লীগ কর্মীসভায় জামাতে ইসলামী প্রধান মওলানা মওদুদীর অভিযোগের জবাবদান প্রসঙ্গে শেখ মুজিবর রহমান উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, মওলানা মওদুদী সম্প্রতি অভিযোগ করেন যে, পশ্চিম বঙ্গের ইঙ্গিতেই পূর্ব পাকিস্তানে গত গণঅভ্যুত্থান পরিচালিত হয়।

তিনি আরো বলেন, জীবনের সকল ক্ষেত্রে ন্যায্য পাওনা আদায়ের জন্য পূর্ব পাকিস্তানবাসী সংগ্রাম চালাইয়াছিল। তাহারা চাহিয়াছিল আহার ও বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুষ্ঠু ব্যবস্থা।

জামাত নেতা মিয়া তোফায়েল আহমদ শেখ মুজিবকে 'কম্যুনিষ্ট' বলিয়া যে অভিযোগ করিয়াছেন উহার সত্যতা চ্যালেঞ্জ করিয়া তিনি বলেন যে, এই

সকল নেতার অতীত কার্যকলাপ সর্বজনবিদিত, কাজেই উহা নূতন করিয়া উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

শেখ মুজিব বলেন যে, তাহার দল সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য কাজ করিয়া যাইতেছে। ৬ দফা বাস্তবায়িত হইলে দেশে অপেক্ষাকৃত ভাল সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

তিনি অবিলম্বে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন জনসংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বিলোপের দাবী জানান। অনধিক ২৫ বিঘা জমির মালিক কৃষকদের খাজনা হইতে রেহাইদানের জন্যও তিনি দাবী জানান।

জেরুজালেমের আল-আকসা মসজিদে অগ্নিসংযোগের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি সরকারকে এই মর্মে আশ্বাস দেন যে, ইহুদীবাদীদের বিরুদ্ধে গৃহীত যে কোন কর্মপন্থার প্রতি আওয়ামী লীগ পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিবে।

ন্যায় বিচারের জন্য সংগ্রাম করার পাশাপাশি পড়াশুনা করিয়া যাওয়ার জন্য তিনি ছাত্রদের উপদেশ দেন।

বিভিন্ন জাতীয় প্রশ্নে পরস্পর বিরোধী বিবৃতিদানের জন্য তিনি পিডিপির সমালোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ পিডিপি প্রধান একবার বলেন যে, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হইলে পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। অন্য এক উপলক্ষে পি ডি পি প্রধান বলেন যে, তাহার দল পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সুবিচার করিতে সক্ষম হইবে।

জনসংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব এক ইউনিট বিলোপ ও পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে কর্মী সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। অপর এক প্রস্তাবে আল-আকসা মসজিদে অগ্নিসংযোগের নিন্দা করা হয়।

সভার পূর্বে জেরুজালেমের মুক্তির জন্য বিশেষ নামাজ আদায় করা হয়।

সভায় শেখ মুজিবরকে একাধিক মানপত্র প্রদান করা হয়।

পূর্বাহ্নে আওয়ামী লীগ প্রধান জেলা আওয়ামী লীগ অফিস পরিদর্শন এবং বার লাইব্রেরীতে স্থানীয় আইনজীবীদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। সন্ধ্যায় তিনি ছাত্র ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে পৃথক পৃথক বৈঠকে মিলিত হন এবং বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের বিরুদ্ধে হুশিয়ারি

ঝিনাইদাহ (যশোর), ৩১শে আগষ্ট।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে রাজনৈতিক মতলব হাসিলের

উদ্দেশ্যে ধর্ম লইয়া খেলা করার মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে হুশিয়ার করিয়া দেন।

আওয়ামী লীগ কর্মীদের এক সমাবেশে বক্তৃতাদানকালে শেখ মুজিবর রহমান রাজনৈতিক বিতর্ক হইতে ধর্মকে দূরে রাখার জন্য সকল দল ও মতের নেতা এবং কর্মীদের প্রতি অনুরোধ জানান।

আওয়ামী লীগ প্রধান দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ইসলামের পবিত্র নাম ব্যবহার করার চেষ্টায় মাতিয়াছেন। কিন্তু আমি তাহাদিগকে ধর্ম লইয়া খেলা না করার জন্য হুশিয়ার করিয়া দিতেছি। তাহাদের এই প্রচেষ্টা ধর্মের অবমাননা করারই শামিল হইবে।

বক্তৃতাদানকালে শাসনতান্ত্রিক সংকটের প্রশ্নে আওয়ামী লীগ প্রধান দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘ ২২ বৎসর পরেও জনগণের গ্রহণযোগ্য একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা সম্ভব হইল না।

জনসাধারণের প্রতিনিধিরাই শুধু শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতে পারে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, ন্যায় বিচারের প্রতি তাহার যদি আস্থা না থাকিত, তাহা হইলে গত সরকারের আমলে তিনি তত অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করিতে পারিতেন না।

আইয়ুব সরকারের সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন, এই শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানের সকল স্তরের লোকদের উপর অবিচার করা হইয়াছে। প্রদেশের একটি বিরাট অংশ বারে বারে ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও আইয়ুব সরকার বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হইয়াছেন। এই সরকারের আমলে লোকের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা এবং এই সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে জনসাধারণের প্রদত্ত রাজস্ব পশ্চিম পাকিস্তানেই শুধু খরচ করা হইয়াছে। মঙ্গলা এবং তারবেলা বাঁধের জন্য বিরাট অংকের অর্থ খরচ করা হইয়াছে, কিন্তু ফারাক্কা সমস্যার ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয় নাই।

শেখ মুজিব এ বিষয়ে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানান।

তিনি বলেন, সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগ কখনই বিফলে যাইবে না।

৬-দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী করার জন্য তিনি জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

দৈনিক পাকিস্তান

২রা সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

ফরিদপুরে শেখ মুজিব : জনসংখ্যার ভিত্তিতে অবিলম্বে নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বান

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

ফরিদপুর, ১লা সেপ্টেম্বর।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ সকালে এখানে বলেন যে, জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে অবিলম্বে দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠান জনগণের দাবী। কাজেই নির্বাচন অনুষ্ঠানই জনগণের দাবী কাজেই নির্বাচন হতাশাবই সৃষ্টি হতে পারে।

শেখ মুজিবর রহমান আজ মধুমতি সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলনে ভাষণ দিচ্ছিলেন।

আওয়ামী লীগের ছয়দফার উল্লেখ করে শেখ সাহেব বলেন যে শুধুমাত্র আওয়ামী লীগের ছয়দফাই দেশের উভয় প্রদেশের ঐক্য ও দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করতে এবং জনগণের সমস্যার সমাধান করতে পারে।

তিনি আরো বলেন, দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অধিকার কোন একক ব্যক্তির নেই। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই শুধু শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে পারেন।

কুষ্টিয়ায় মুজিব

কুষ্টিয়া থেকে পিপিআই পরিবেশিত অপর এক খবরে প্রকাশ, শেখ মুজিবর রহমান গতকাল বিকেলে কুষ্টিয়ায় আওয়ামী লীগ কর্মীদের উদ্দেশে ভাষণ দানকালে যেসব রাজনীতিবিদ অতীতে জনগণের স্বার্থের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদের দ্বারা বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য জনগণকে সতর্ক করে দেন। তিনি বলেন, এসব রাজনীতিবিদ শুধুমাত্র নির্বাচনের আগেই জনগণের দ্বারে এসে ধর্না দেয় ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করে।

শেখ মুজিবর রহমান আরো জানান যে, জনগণের অধিকার আদায়ই তার দলের লক্ষ্য। তার ছয় দফায় আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এতে জনগণ তাদের ন্যায্য অংশ পেতে সক্ষম হবে বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন।

শেখ সাহেব কুষ্টিয়াকে বন্যা দুর্গত এলাকা বলে ঘোষণা এবং দুর্গত এলাকায় সংশোধিত রেশন ব্যবস্থা চালু করার দাবী জানান।

আজ তিনি কুষ্টিয়ার বন্যা দুর্গত এলাকাও পরিদর্শন করেন।

সংবাদ

২রা সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

শেখ মুজিব কর্তৃক কুষ্টিয়াকে বন্যা উপদ্রুত এলাকা ঘোষণার দাবী

কুষ্টিয়া, ১লা সেপ্টেম্বর (পিপিআই)।– গতকাল শেখ মুজিবর রহমান এখানে স্থানীয় সিনেমা হলে আওয়ামী লীগ কর্মীদের এক সভায় বক্তৃতাদানকালে বলেন, জনগণ যেন অতীতের বিশ্বাসঘাতক রাজনীতিকদের দ্বারা বিভ্রান্ত না হন। এইসব রাজনীতিকগণ শুধুমাত্র নির্বাচনের পূর্বেই জনগণের সামনে আসেন আর গণতান্ত্রিক শক্তির মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করেন।

রাজনৈতিক দলগুলি সম্পর্কে বলিতে গিয়া তিনি বলেন, তাঁহার দলের নীতি জনগণের অধিকার আদায় করা। তাঁহার ৬-দফা কর্মসূচীতে জনগণের ন্যায্য অংশ পাওয়ার জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবী রহিয়াছে।

কুষ্টিয়াকে বন্যা উপদ্রুত এলাকা বলিয়া ঘোষণা করার জন্যও এতদঞ্চলে সংশোধিত রেশনিং ব্যবস্থা চালু করার জন্য দাবী জানান।

রাত্রে স্থানীয় ছাত্র লীগ আয়োজিত এক বিচিত্রানুষ্ঠান তিনি দর্শন করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের সহিত স্থানীয় সমস্যাদি ও সাংগঠনিক বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেন।

এখানে আগমনের অব্যবহিত পরেই জনাব শেখ মুজিবর রহমান শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। তিনি গণ অভ্যুত্থানের শহীদ আবদুর রাজ্জাকের মাজার ও সাবেক জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি কাজী কফিলউদ্দীনের মাজারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

অপরাহ্নে তিনি ছাত্র লীগ কার্যালয় উদ্বোধন করেন। আজ তিনি বন্যা উপদ্রুত এলাকা সফর করিবেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আখতার হোসেন জোয়ারদার। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ জনাব তাজুদ্দীন আহমেদও এই সভায় যোগদান করেন।

সংবাদ

২রা সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

ফরিদপুরে শেখ মুজিব : অবিলম্বে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী

ফরিদপুর, ১লা সেপ্টেম্বর (এপিপি)।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান দেশে অবিলম্বে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবীর কথা অদ্য আবার পুনরুল্লেখ করেন। দলীয় কর্মীসভায় বক্তৃতাকালে তিনি বলেন, অবিলম্বে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জনগণের দাবী। নির্বাচন অনুষ্ঠানে বিলম্ব ঘটিলে জনসাধারণের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হইবে।

আজাদ

৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

গোলাম আজম কর্তৃক শেখ মুজিবের বক্তব্যের সমালোচনা

ঢাকা, ১লা সেপ্টেম্বর।–পূর্ব্ব পাকিস্তান জামাতে এছলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম এক বিবৃতিতে ধর্ম্মকে রাজনীতির সহিত সম্পৃক্ত না করার ব্যাপারে শেখ মুজিবের বক্তব্যের সমালোচনা করিয়াছেন।

তিনি বলেন, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এই দেশের মানুষ যখনই এছলামী প্রসঙ্গসমূহ উত্থাপন করিয়াছে তখনই আওয়ামী লীগ নেতা উহার বিরুদ্ধে এমন জোর প্রচারণা চালাইয়া আসিয়াছেন যেন এছলাম সমর্থকরা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিরোধী। এ ছাড়া শেখ সাহেবের নিজের দাবী করা উচিত নয় যে, তিনিই স্বায়ত্তশাসনের একমাত্র প্রবক্তা। কারণ তাঁহার ভোলা উচিত নয় যে, দেশের সবগুলি রাজনৈতিক দলই স্বায়ত্তশাসন সমর্থন করে।

জনাব গোলাম আজম বিবৃতিতে বলেন, 'আমি তাঁহার নিকট অনুরোধ জানাইতেছি ধর্ম্মকে রাজনীতি হইতে পৃথক রাখার জন্য মোছলেম জনগণকে পরামর্শ দিয়া তিনি যেন এছলাম সম্পর্কে নিজ অজ্ঞতা প্রকাশ না করেন।

আজাদ

৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

ফরিদপুর প্রেস ক্লাবে শেখ মুজিবের ভাষণ : সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য পরিস্থিতি সৃষ্টির আহ্বান

ফরিদপুর, ২রা সেপ্টেম্বর।–আওয়ামী লীগ প্রধান মুজিবর রহমান আজ বলেন যে, স্বধীন সংবাদপত্র গণতন্ত্রের সহগামী। তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য পরিস্থিতি সৃষ্টি করার উপর জোর দেন। শেখ মুজিবর রহমান আজ সকালে স্থানীয় প্রেসক্লাব সদস্যদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করিতেছিলেন।

শেখ মুজিব দেশের স্বার্থে কার্যরত সাংবাদিকদের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি আইয়ুব সরকারের আমলের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলেন যে, এই সময়ে সংবাদপত্রের উপর দারুণ চাপ এবং বিধি নিষেধ সৃষ্টি করা হইয়াছিল। তিনি বলেন যে, গণতন্ত্রের অগ্রগতির জন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অত্যাবশ্যকীয়। শেখ মুজিবর রহমান কার্যরত সাংবাদিকদের ভাগ্যোন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

তিনি সাংবাদিকদের ন্যায্য স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য এবং তাহাদের অভাব-অভিযোগ পূরণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

পরে আওয়ামী লীগ প্রধান রাজবাড়ীতে আইনজীবীদের এক সভায় ভাষণদান করেন। শেখ মুজিবর রহমান তাঁহার ভাষণে প্রদেশের উত্তরাঞ্চলে তাঁহার সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতেছিলেন। কুষ্টিয়া ও ফরিদপুর জেলার বন্যা পরিস্থিতিকে তিনি খুবই ভয়াবহ বলিয়া উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, বন্যার্ত্তদের অবিলম্বে রিলিফ সরবরাহ করা উচিত। শেখ মুজিব বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য মহা পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। –পিপিআই

আজাদ

৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

মুজিবের জবাবে ওয়াহিদ খান : '৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব সংশোধিত হইয়াছিল

লাহোর, ২রা সেপ্টেম্বর।–সাবেক কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার উজির জনাব আবদুল ওয়াহিদ খান এখানে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, নিখিল ভারত মোছলেম লীগ কাউন্সিল ১৯৪০ সালের প্রস্তাবকে আনুষ্ঠানিকভাবে ও যথাযথভাবে সংশোধন করিয়াছিল। গত রবিবারে শেখ মুজিবর রহমানের নিকট প্রেরিত এক প্রতিবাদ লিপিতে সাবেক তথ্য ও বেতার উজির বলেন যে, ১৯৪৬ সালে আইন পরিষদ সদস্যদের সম্মেলনের পর দিনই কায়েদে আজমের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত মোছলেম লীগের এক আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ববর্তী দিবসে সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব অনুমোদনের উদ্দেশ্যেই এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়। জনাব আবদুল ওয়াহিদ খান বিবৃতিতে বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমান এই মর্ম্মেবিতর্ক শুরু করিয়াছেন ১৯৪০ সালের পাকিস্তান প্রস্তাবে দুইটি স্বতন্ত্র ষ্টেটের ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং এই প্রস্তাব ১৯৪৬ সালের আইন পরিষদ সদস্যদের সম্মেলনে যে ভাবে প্রস্তাব পাশ হইয়াছিল, সেইভাবে কখনও সংশোধিত হয় নাই। তাহার তত্ত্বের উত্তরে দুইজন প্রবীণ মোছলেম লীগ নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামান এবং জনাব জেড এইচ লারীর বিবৃতি সহ বহু বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাদের বক্তব্য হইতেছে যে, আইন পরিষদের অধিকাংশ সদস্য নিখিল ভারত মোছলেম লীগের সদস্য ছিলেন। কাজেই এই প্রস্তাবটি অন্তর্নিহিতভাবে নিখিল ভারত মোছলেম লীগ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। এই বক্তব্যটি অকাট্য যুক্তির উপর ভিত্তিশীল। কিন্তু তাহাদের বিবৃতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগসুত্রই বাদ দিয়া দেওয়াই হইয়াছে।

প্রকৃত ঘটনা এই যে, ১৯৪৬ সালের আইন পরিষদ সদস্যদের সম্মেলনের পর দিনই নিখিল ভারত মোছলেম লীগের আনুষ্ঠানিক বৈঠক

অনুষ্ঠিত হয় এবং কায়েদে আজম স্বয়ং উক্ত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। পূর্ব্ববর্ত্তী দিনের সম্মেলন কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব অনুমোদনই ছিল এই বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য। –এপিপি

Pakistan Observer

3rd September 1969

Step up relief work : Mujib

Sheikh Mujibur Rahman, chief of the Awami League Tuesday night called upon the Government to step up its relief operations in the flood affected areas, reports PPI.

The Awami League chief, who was giving his impression in Dacca on his return from a meet the people tour in North Bengal said that the situation in Kushtia and Faridpur was alarming.

Sheikh Mujib said that the affected people needed immediate relief and succour. He also called for embarking upon a comprehensive master plan for flood control. He stressed on the need for taking necessary steps to check possible outbreak of the academic.

Sheikh Mujib said that he had received tremendous response from the people. "I was overwhelmed by their affection and love, he added.

During his tour Sheikh Mujibur Rahman visited Khulna, Jessore, Kushtia, Faridpur and addressed lawyers, Awami League workers, students and cross sections of people. He returned to Dacca on Tuesday night.

A Faridpur report says Sheikh Mujibur Rahman, said that Free Press was concemitant to democracy and stressed the need for creating conditions for freedom of the Press. He was addressing local Press. Club members where the Awami League chief referred to the sacrifices made by the working journalists for the cause of the country and commended them for their real to resolutely depend the cause of the nation.

Sheikh Mujibur Rahman recalled the conditions prevalent in the country during the Ayub regime and spoke of the stresses and the strums the Press had to undergo during that period. He said that the Press was exposed to restrictions and regimentations and was brought under the control of the rulers of those days.

Morning News
3rd September 1969
Mujib urges stepping up of relief measures
(By Our Staff Reporter)

Sheikh Mujibur Rahman chief of the Awami League, accompanied by provincial Awami League leaders returned to Dacca yesterday evening after an extensive tour of some of the northern districts of the province.

Sheikh Mujibur Rahman and other Awami League leaders visited various places in Khulna, Jessore, Kushtia and Faridpur districts. During his visit to the various places he addressed Awami League workers meetings. He also addressed the members of the Jessore District Bar Association and Rajbari Bar Association.

PPI Adds:

Sheikh Mujibur Rahman last night called upon the Government to step up its relief operations in the flood-affected areas.

The Awami League chief, who was giving his tour impression on his return from the districts said that the situation in Khustia and Faridpur was alarming.

Sheikh Shaheb who visited the affected areas and enquired about their condition said, that they needed immediate relief and succour. He also called for embarking upon a comprehensive master plan for flood control. Sheikh Mujibur Rahman also stressed for talking necessary steps to check possible outbreak of epidemic.

Sheikh Mujibur Rahman said that he had received tremendous response from the people, "was overwhelmed by their affection and love" he added.

Morning News
3rd September 1969
Mujib stresses need for creating conditions for freedom of Press

FARIDPUR, Sept 2 (PPI): Sheikh Mujibur Rahman, chief of the Awami League said today that free Press was a concomitant to democracy and stressed the need for creating conditions for freedom of the Press.

He was addressing local Press Club members here this morning where the Awami League chief referred to the sacrifices made by the working journalists for the cause of the country and

commended them for their zeal to resolutely defend the cause of the nation.

Sheikh Mujibur Rahman recalled the conditions prevalent in the country during the Ayub regime and spoke of the stresses and the strains the Press had to undergo during that period. He said that the Press was exposed to restrictions and regimentation and was brought under the control of the rulers of those days.

Sheikh Mujibur Rahman said that the Press must be allowed to function freely in order to ensure the growth of democracy in the country and pleaded for non interference in this vital mass communication media.

Acknowledging the services of the working journalists, the Awami League chief sympathised with the condition of the journalist and made a strong plea for amelioration of the lot of the working journalists.

He urged upon the Government to take all steps to look into the legitimate interests of the journalists and redress their grievances.

LAWYER'S ROLE

Later addressing the Rajbari Bar Sheikh Mujibur Rahman called upon the lawyers to play effective role of the realisation of the peoples demand.

He said that the country was beset with political problems and the lawyers could contribute towards their solutions effectively. Regional autonomy was one of the major demands of the people, he pointed out implementation of this could arrest the ever-increasing disparity between the two wings of Pakistan.

He said that the lawyers should also come forward to resolve other constitutional issues like the dismemberment of One Unit in West Pakistan and representation on the basis of population.

STRUGGLE TO CONTINUE

Sheikh Mujibur Rahman also addressed the Awami League workers of Rajbari. He told the workers convention that the Awami League would continue its struggle in a constitutional and peaceful manner.

The Awami League chief said that the country must resolve once for all the constitutional issues so as to get down into national reconstruction. He advised the Awami League workers to progagate the party message to the people.

Earlier, Sheikh Mujibur Rahman was accorded warm reception in Faridpur.

দৈনিক পয়গাম

৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া ও ফরিদপুর সফর শেষে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (মঙ্গলবার) অপরাহ্নে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। সফরকালে তিনি বিভিন্ন স্থানে দলীয় কর্মী সমাবেশে বক্তৃতা করেন। তিনি যশোর ও রাজবাড়ীতে আইনজীবী সমাবেশেও বক্তৃতা করেন।

দৈনিক পয়গাম

৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের মাধ্যমে জনগণের সমস্যা সমাধান সম্ভব

করাচী, ১লা সেপ্টেম্বর।– পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী খান পন্থী) জেনারেল সেক্রেটারী জনাব মাহমুদুল হক ওসমানী গতকল্য বলেন যে, ১৯৭০ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে নির্বাচনের সর্বস্তরের কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব। পার্টির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে একথা বলা হয়। স্থানীয় মালীর কলোনীতে আয়োজিত ন্যাপ কর্মী এবং শ্রমিকদের এক সম্মেলনে ভাষণ দান কালে জনাব ওসমানী উপরোক্ত মন্তব্য করেন। তিনি বলেন যে, একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের মাধ্যমে জনসাধারণের সমস্যাবলীর সমাধান সম্ভব। –এপিপি।

সংবাদ

৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

ফরিদপুরে শেখ মুজিবের হুঁশিয়ারি : ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের পরিণতি মারাত্মক হইবে

রাজবাড়ী, ২রা সেপ্টেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতার তার)।– যে সব রাজনৈতিক নেতা নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ধর্মের নাম ব্যবহার করিতেছেন আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ তাঁহাদেরকে হুঁশিয়ার করিয়া দিয়া বলেন যে, ইহার পরিণাম মারাত্মক হইবে, জনসাধারণ ইহা সহ্য করিবে না।

আওয়ামী লীগ প্রধান স্থানীয় একটি সিনেমা হলে তাঁহার সম্মানে আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় বক্তৃতা দিতেছিলেন।

প্রদেশের বন্যা সমস্যার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের মঙ্গলা ও তারবেলা বাঁধ নির্মাণের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হইতে পারে, কিন্তু ইহা দুর্ভাগ্যজনক যে, স্বাধীনতার ২২ বৎসরেও পূর্ব পাকিস্তানের এই জীবন-মরণ সমস্যার ঠিকমত মোকাবিলা করা হইল না। তিনি বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্রুগ মিশন রিপোর্ট বাস্তবায়নের দাবী জানান।

তিনি বলেন যে, ৬-দফা কর্মসূচী বাস্তবায়িত হইলে পাকিস্তান শক্তিশালী হইবে।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসিলে ২০ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করিবে। তিনি সভা-শোভাযাত্রার উপর হইতে বিধি-নিষেধ প্রত্যাহারের দাবী জানান।

আজাদ

৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

শেখ মুজিবের চট্টগ্রাম সফর

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

তিনদিনব্যাপী সফরের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আগামী ৯ই সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম যাত্রা করিবেন। তিনি তাঁহার দলীয় নেতৃবৃন্দসহ আগামী ৯ই সেপ্টেম্বর সকালে চট্টগ্রামপৌঁছিবেন বলিয়া গতকাল এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের পর শেখ মুজিব এই প্রথমবারের মত চট্টগ্রাম সফরে যাইবেন। তিনি সেখানে শ্রমিক, ছাত্র ও বার লাইব্রেরীর সদস্যদের সহিত মিলিত হইবেন। আওয়ামী লীগ প্রধান বন্যাপীড়িত এলাকা রাঙ্গুনিয়া ও বোয়ালখালীও সফর করিবেন।

Dawn

4th September 1969

Mujib Sympathises with condition of working journalists

FARIDPUR, Sept 3: Sheikh Mujibur Rahman, Chief of the Awami League, said yesterday that free press was essential to democracy and stressed the need for creating conditions for freedom of the press.

He was addressing local Press club members here yesterday where the Awami League chief referred to the sacrifices made by the working journalists for the cause of the country and commended them for their zeal to resolutely defend the cause of the nation.

Sheikh Mujibur Rahman recalled the conditions prevalent in the country during the Ayub regime and spoke of the stresses and the strains the press had to undergo during that period. He said that the press was under heavy restrictions and was brought under the control of the rulers of those days.

Sheikh Mujibur Rahman said that the press must be allowed to function freely to ensure the growth of democracy in the country and pleaded for noninterference in the vital mass communication media.

Acknowledging the services of the working journalists, the Awami league chief sympathised with the condition of the journalist and made a strong plea for amelioration of the lot of the working journalists.

He urged upon the Government to take all steps to look into legitimate interests of the journalists and remedy their grievances.

PEOPLES DEMAND

Later addressing the Rajbari Bar Sheikh Mujibur Rahman called upon the lawyers to play an effective role for the realisation of the peoples demand.

He said that the country was beset with political problems and the lawyers could contribute towards their solutions effectively.

Regional autonomy was one of the major demand of the people, he pointed out. Implementation of this could arrest the ever increasing disparity between the two wings of Pakistan.

He said that the lawyers should also come forward to resolve other constitutional issues like the dismemberment of One Unit in West Pakistan and representation on the basis of population.

Sheikh Mujibur Rahman also addressed the Awami league workers of Rajbari. He told the workers convention that the Awami league would continue its struggle in a constitutional and peaceful manner.

He gave brief history of the peoples movement and explained his party's six-point programme. The Awami League chief said that the country must resolve once for all the constitutional issues so as to get down into national reconstruction. He advised the Awami League workers to propagate the party message to the people.

Earlier Sheikh Mujibur Rahman was accorded warm reception in Faridpur. –PPI.

Dawn

4th September 1969

Mujib's call to step up flood relief operations

DACCA, Sept 3: Sheikh Mujibur Rahman, chief of the Awami League, last night called upon the Government to step up its relief operations in the flood affected areas.

The Awami League Chief, who was giving his impression here on his return from a meet-the-people tour in North Bengal, said that the situation in Kushtia and Faridpur was alarming.

The Sheikh, who visited the affected areas and inquired about the welfare of the affected people, said that they needed immediate relief and succor. He also called for embarking on a comprehensive master plan for flood control. Sheikh Mujibur Rahman also stressed the need for steps to check possible outbreak of epidemics.

Sheikh Mijib said that he had received tremendous response from the people. "I was overwhelmed by their affection and love," he added. –PPI.

Dawn

5th September 1969

Mujibur Rahman to visit Chittagong

DACCA, Sept 4: Shaikh Mujibur Rahman, Chief of the Awami League will embark on a threeday tour of Chittagong from September 9. He will be accompanied by other party leaders.

The Shaikh will reach Chittagong in the morning of Septmber 9 by train and will pass through a heavy programme. His programme includes meetings with the workers, students and members of the Chittagong's Bar.

The Awami league Chief will also visit the flood-effected areas of Rangunia and Boalkhali. –PPI.

দৈনিক পয়গাম

৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

শেখ মুজিবের চট্টগ্রাম সফর

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

তিনদিনব্যাপী সফরে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আগামী ৯ই সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম গমন করিবেন। তাহার সহিত অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতাও তথায় গমন করিবেন।

আওয়ামী লীগে যোগদান

মেসার্স মোহাম্মদ নূরুল হক ও এডভোকেট জনাব এস, এম, জাহাঙ্গীর আলম গতকল্য (বুধবার) এক বিবৃতির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগে যোগদানের কথা ঘোষণা করিয়াছেন।

দৈনিক পয়গাম

৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

ফরিদপুরে শেখ মুজিব : জনগণের মৌলিক দাবী-দাওয়ার প্রশ্নে কোন আপোষ হইতে পারে না

ঢাকা, ৩রা সেপ্টেম্বর।– গতকল্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের অভিশাপ বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান।

গতকল্য সকালে রাজবাড়ীর একটি সিমেনা হলে দলীয় কর্মীদের এক সমাবেশে তিনি বক্তৃতা করিতেছিলেন। শেখ সাহেব বলেন, যে কোন মূল্যের বিনিময়েই হোক, এ প্রদেশকে বন্যার অভিশাপ হইতে মুক্ত করিতে হইবে। তিনি বলেন, প্রতি বৎসর গড়ে প্রদেশে প্রায় ১শত কোটি টাকার সম্পদ বন্যার ফলে ধ্বংস হইতেছে। অথচ এক বিরাট জনসমষ্টির জীবন-মরণ সমস্যা বন্যার নিয়ন্ত্রণের জন্য ভিকেডি সরকার কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই।

ফারাক্কা বাঁধ প্রসঙ্গে শেখ সাহেব বলেন যে, এ ব্যাপারে আমাদের আরও বহু আগে সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। তিনি বলেন, অথচ ফারাক্কা বাঁধটির নির্মাণকার্য এখন সমাপ্তির পথে। পূর্বে এ বিষয়ে সরকার দায়িত্ব সচেতন হইলেই আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে সমস্যার একটি সুরাহা হইতে পারিত।

কর্মীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এই ভাষণে আওয়ামী লীগ প্রধান দেশের ভবিষ্যত শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি গণ-পরিষদ গঠনের দাবী জানান। স্বায়ত্তশাসন, জনসংখ্যা ভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব ও এক ইউনিট বিলোপের দাবির পুনরুক্তি করিয়া তিনি বলেন, দেশবাসীর এইসব মৌলিক দাবী-দাওয়ার প্রশ্নে কোন আপোষ হইতে পারে না।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

ইতিপূর্বে ফরিদপুর প্রেসক্লাবের সদস্যদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দানকালে আওয়ামী লীগ প্রধান সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য পরিস্থিতি সৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, স্বাধীন সংবাদপত্র গণতন্ত্রের সহকর্মী।

শেখ মুজিব দেশের স্বার্থে কার্যরত সাংবাদিকদের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে, গণতন্ত্রের অগ্রগতির জন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অত্যাবশ্যকীয়। তিনি কার্যরত সাংবাদিকদের ভাগ্যোন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। শেখ সাহেব সাংবাদিকদের ন্যায্য স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য এবং তাহাদের অভাব-অভিযোগ পূরণের জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান। –সংবাদদাতা

Dawn

6th September 1969

Glowing tributes to Dr Ho Chi Minh : Mujib, Asghar, Bhutto grieved

DACCA, Sept 5: Sheikh Mujibur Rahman has paid glowing tributes to the late North Viet-Namese President, Dr .Ho Chi Minh.

In a condolence message here today, the Awami League chief said that there might be ideological difference of opinion with the late president Ho Chi minh, but the way in which he had conducted the struggle of his people for emancipation, would always be remembered by the oppressed people of the world.

Sheikh Mujib said: "The oppressed people of the world were stunned to hear that President Ho Chi minh was no more. He has sacrificed his life for the causes of his people."

The Awami League leader expressed the hope that after the death of Ho Chi Minh, his people would continue to draw inspirations and encouragement in their struggle from the zeal and energy with which the late president had conducted them.

ASGHAR KHAN

Air Marshar Asghar Khan, Pakistan Democratic Party while condoling the sudden death of president Ho Chi Minh, today expressed the hope that the people of Kashmir, Palestine and Eritrea will draw lessons from the life and actions of this great leader, who showed his people the path of victory end self-respect.

In a statement issue in Abbottabad, the Air Marshal said the death of Dr. Ho Chi Minh, "has removed from the world scene a great revolutionary and a patriot."

He said, the struggle of the Viet-Namese people under the leadership of President Ho Chi Minh is a glorious cheapter in the history of all emerging end oppressed nations and there is much that we can learn from the heroic struggle of these brave people.

"I feel sure that the people of all countries who are struggling for their freedom, particularly our brethren in Kashmir, Palestine and Eritrea, will draw leassons from the life and actions of this great leader, who showed his people the path to victory and self respect", he said.

BHUTTO

The peoples party Chairman, Mr. Zulfikar Ali Bhutto in a press statement issue in Lahore today said: "Brave people everywhere will mourn toady because Ho Chi minh, one of the bravest men has passed away. This Giant of Asia, this prefect of the poor who struggled all his life against oppression has passed into history but his legend, his courage and colour, his poetry and genius will inspire men of revolution forever. Ho Chi Minh held the flaming torch of freedom against foreign domination to set ablaze the path of emancipation. His life was an epic struggle against imperialism and now on the verge of final triumph in a heroic and memorable struggle fate has made his vacate the scene on the eve of a glorious success. The world will be poorer without him today, tomorrow and for all times to come. In saluting his memory we are inspired by his service to mankind. We reveal in the example he set for a world tormented by pain and agony. The struggle of Ho Chi Minh has been a part of the Spring-time of history, its fragrance and beauty will be felt forever. The heroes of tomorrow will hear the echo of this name until all shakles of tyranny are broken."

President of the West Pakistan National Awami party (Bhashani Group), Mr. C. R. Aslam, in a press statement said President Ho Chi Minh had left an indelible mark on the world memory by his revolutionary struggle, thoughts and actions. He said Ho Chi Minh was one of a few contemporary personalities who had greatly impressed the young generation by their revolutionary character. The people of Pakistan, he said, equally shared the sentiments of grief with the people of North Viet-Nam.

The president and General Secretary of West Pakistan Kissan Committee, Rao Mehfoz Akhtar, and Chaudhri Fateh Mohammad, respectively in a joint statement said Ho Chi Minh was a great champion of the cause of peasants, workers and down troddens. Throughout his life he had been fighting against imperialism. The humanitarian approach and revolutionary character of Ho Chi Minh had deeply impressed the people of the world in general and those of Asia, Africa and Latin America in Particular and he was

the source of inspiration for many popular movements now on in these continents.

The Statement expressed the hope that the struggle started by Ho Chi Minh in Viet-Nam would ultimately meet success.

The Pakistan people's party lowered the party flag at half-mast at its office on Mozang Road. The party workers will hold a condolence meeting this afternoon and the Lahore Guards will salute the memory of the Viet-Namese leader.

Morning News

6th September 1969

Bhashani and Mujib condole Ho's death

(By Our Staff Reporter)

Leaders of the political parties including Moulana Bhashani and Sheikh Mujibur Rahman yesterday condoled the death of President Ho Chi Minh.

In condolence messages the leaders expressed their deep sense of shock and grief at the sad demise of the great leader of the Vietnamese people. They hoped that the death of Ho Chi Minh at this critical juncture of the Vietnamese war will in no way deter the determination of the people of Viet Nam in their fight against imperialists.

In a message from Ishurdi, Moulana Bhashani, chief of the National Awami Party said that he was shocked and grieved at the sad demise of President Ho Chi Minh. His death is a great loss to people of Viet Nam in particular and the people of Asia, Africa and Latin America in general. He was a great leader of the great fighting people of Viet Nam as well of the world.

Moulana Bhashani said he was one with the people of both Viet Nam in their sorrow over the death of Ho Chi Minh. He said "I hope his death will in no way deter the determination of the people of Viet Nam particularly that of South Viet Nam in their struggle against the imperialists".

SHEIKH MUJIB

The chief of the Awami League Sheikh Mujibur Rahman in a Press statement yesterday paid rich tributes to the memories of the great Vietnamese leader Ho Chi Minh. He said that there might be logical differences of opinion on international issues with President Ho, but the way in which he had conducted the struggle

of his people for their emancipation would always be remembered by the oppressed people of the world.

Sheikh Mujibur Rahman said, the oppressed people were stunned to hear of the death of Presidents Ho. He sacrificed his life for the cause of the people.

The Awami League leader expressed the hope that even after the death of their leader, the people of Viet Nam would continue to draw inspiration and encouragement from the ideal of Ho.

Pakistan Observer
7th September 1969
Sheikh Mujib, Muzaffar call on Governor
By A Staff Correspondent

Awami League President Sheikh Mujibur Rahman and NAP (Wali Khan faction) President Mr. Muzaffar Ahmed called on the East Pakistan Governor Vice Admiral S. M. Ahsan on Tuesday at the Government House. Sheikh Mujib saw the Governor in the morning and Mr. Muzaffar Ahmed in the evening.
Both the leaders held discussions with the Governor.

Dawn
8th September 1969
Mujib meets Murshed in hospital

DACCA, Sept 7: The Awami League Chief, Sheikh Mujibur Rahman, yesterday met Mr. Justice Murshed at the Holy Family College Hospital. Justice Murshed was successfully operated on yesterday and is expected to be released soon, according to a source close to him.

দৈনিক ইত্তেফাক
৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯
সোহরাওয়ার্দী ছিলেন সমগ্র জাতির মন ও মানসের মূর্ত প্রতীক
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যে আদর্শের জন্য সারা জীবন নিরলস সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন সেই আদর্শকে অর্থাৎ দেশের আপামর জনসাধারণের সার্বিক কল্যাণ–বাস্তবায়নের মাধ্যমেই নেতার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন করা সম্ভব

হইবে। জন্মদিনের শুভ মুহূর্তে সোহরাওয়ার্দীর আদর্শ বাস্তবায়িত করার সংকল্প গ্রহণ করিতে হইবে। গতকাল (সোমবার) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ৭৬তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, একই দেশের মানুষের একজন রাস্তায় ধুঁকিয়া মারা যাইবে আর একজন শত শত কোটি টাকার মালিক হইবে, এমন দেশ সোহরাওয়ার্দী কখনও চাহেন নাই। তাই তাঁরই সংগঠন আওয়ামী লীগের লক্ষ্য হইতেছে শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েম করা। শেখ মুজিব বলেন যে, বাংলার মাটি ধন্য যে তার বুকে সোহরাওয়ার্দীর ন্যায় এমন শক্তিধর মানবপ্রেমিক জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। যেদিন এদেশের মানুষের জন্য শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব হইবে সেদিনই সোহরাওয়ার্দীর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন করা সম্ভব হইবে বলিয়া শেখ মুজিব উল্লেখ করেন।

গতকাল শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্ব স্ব কর্মসূচী অনুযায়ী স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর সংগঠকের ৭৬তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করে। এই উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে আলোচনাসভা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

দিনের প্রধান অনুষ্ঠান ছিল আওয়ামী লীগ অফিসের আলোচনা সভা। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান। জনাব সোহরাওয়ার্দীর জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বক্তৃতা করেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী এবং জনাব শওকত আলী খান বার এট ল'।

শেখ মুজিবর রহমান রাজনীতিক আইনজ্ঞ, শ্রমিক দরদী, পার্লামেন্টারিয়ান, মানবপ্রেমিক এবং গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হিসাবে সোহরাওয়ার্দীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন।

শেখ মুজিবর রহমান দুঃখ করিয়া বলেন, যে নেতা না থাকিলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইত কিনা সন্দেহ, যে নেতা না থাকিলে আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক বলিয়া পরিচয় দিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ, সেই নেতার মৃত্যুর পরেও তাঁর প্রতি যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইতেছে না। বিগত সরকার স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর ভিত্তি করিয়া যে প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন উহাতে বহু অজানা-অচেনা লোকের নাম পরিচয় থাকিলেও সোহরাওয়ার্দীর নাম পর্যন্ত নাই। রাজনৈতিক কারণে ইতিহাসকে বিকৃত করা

কখনই উচিত নয়। ইতিহাস লেখার সময় যদি আন্দোলনে জড়িত ব্যক্তিদের বাদ দেওয়া হয় তা হইলে ইতিহাস সম্পূর্ণ হইতে পারে না। ফলে ভবিষ্যৎ বংশধররা প্রকৃত ইতিহাস হইতে বঞ্চিত হইবে এবং দুনিয়ার মানুষ এদেশের মানুষকে ব্যঙ্গ করিবে।

রাজনীতিক সোহরাওয়ার্দী পর্যায়ে শেখ মুজিব বলেন, সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর অন্তরের যোগাযোগ ছিল। তিনি মানুষকে ভালবাসিতেন। তাঁর ছিল অপরিসীম নৈতিক শক্তি ও সাহস। সংগ্রামের পথে যে কোন বাধা মোকাবিলা করার দুর্জয়ক্ষমতা ছিল তাঁর। যাঁদের এইসব গুণ নাই তাঁদের রাজনীতি করার অধিকার নাই।

স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের ভূমিকা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন যে, ১৯৫৬ সালে জাতীয় পরিষদে শাসনতন্ত্র গৃহীত হইবার সময় উহাতে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্ত শাসন না থাকার প্রতিবাদে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পরিষদ বর্জন করেন। ইহাছাড়া ১৯৫৭ সালে তাঁরই প্রেরণায় পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে আওয়ামী লীগের প্রস্তাবক্রমে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবী গৃহীত হয়।

পার্লামেন্টারিয়ান হিসাবে সোহরাওয়ার্দীর ভূমিকা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন যে, তিনি নিজে একজন শক্তিধর পার্লামেন্টারিয়ান ছিলেন এবং তিনি অন্যদের বাবার ন্যায় স্নেহে ভাল পার্লামেন্টারিয়ান হওয়ার শিক্ষা দান করিয়াছেন।

শ্রমিক দরদী সোহরাওয়ার্দীর ভূমিকা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলেন যে, নিতান্ত সাধারণ শ্রমিকের জন্যও ছিল তাঁহার অপরিসীম দরদ। একজন শ্রমিকের রোগশয্যা হইতে প্রেরিত পত্র পাইয়া তিনি কিছু পথ মোটরযোগে এবং আধা মাইল হাঁটিয়া শ্রমিকদের ঝুপরীতে যান খোঁজ লইতে। সেখান হইতে যক্ষারোগাক্রান্ত শ্রমিককে হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। কিন্তু এসব উপকারের কথা তিনি কখনও প্রকাশ করিতেন না। শেখ মুজিব বলেন যে, সোহরাওয়ার্দীর দানশীলতা নজিরবিহীন এবং তিনি এই দানের কথা কখনও প্রচারও করিতেন না। আজ যারা সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধাচরণ করেন, তাঁহাদের অনেকেই সোহরাওয়ার্দীর নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা দান গ্রহণ করিয়াছেন।

তিনি আরও বলেন যে, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন গোটা জাতির মন ও মানসের মূর্ত প্রতীক। তাঁর আদর্শোজ্জ্বল গোটা জীবনটাই ছিল অনুসরণীয়।

সিদ্ধেশ্বরী স্কুলে আলোচনা সভা

গতকাল সিদ্ধেশ্বরী হাইস্কুলে ছাত্র সংসদের উদ্যোগে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ৭৬তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন দৈনিক ইত্তেফাকের বার্তা সম্পাদক জনাব সিরাজুদ্দীন হোসেন এবং সভাপতিত্ব করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব আমীরুল হক। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলের সোহরাওয়ার্দী নামকরণ এবং মরহুমের মাজারে স্থায়ী স্মৃতিসৌধ নির্মাণের আহ্বান জানান হয়। সোহরাওয়ার্দীর জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন জনাব আবুল খায়ের, জনাব আবদুল আউয়াল, জনাব আবদুল জলিল ভূঁইয়া, জনাব নাজির হোসেন সরকার ও জনাব ইউনুস আলী। ছাত্রদের মধ্য হইতে মোমেন চৌধুরী, মোঃ ফারুক, সামসু ও মাহবুবুর রহমান আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে।

প্রধান অতিথির ভাষণে ইত্তেফাকের বার্তা সম্পাদক জনাব সিরাজুদ্দীন হোসেন জাতীয় নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য সিদ্ধেশ্বরী স্কুলের ছাত্র-শিক্ষকমণ্ডলী যে উদ্যম গ্রহণ করেন তার প্রশংসা করিয়া বলেন যে, জাতীয় নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হইলে কোন জাতি উন্নতি করিতে পারে না।

জনাব হোসেন তরুণ ছাত্রসমাজের সামনে পরলোকগত নেতার চারিত্রিক গুণাবলীর বিবরণ তুলিয়া ধরিয়া বলেন যে, সোহরাওয়ার্দীর রাজনীতি ক্ষমতার রাজনীতি ছিল না; তাঁহার রাজনীতি ছিল সত্যিকারের জনসেবার রাজনীতি, তাঁর রাজনীতি ছিল মোনাফেকী, বেঈমানী, চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ব্যক্তি স্বার্থ–সব কিছুরই উর্ধ্বে। এই হেতু সোহরাওয়ার্দীর জীবন হইতে জাতির বহু কিছু শিখিবার আছে।

সোহরাওয়ার্দীর কলিকাতায় অবস্থানকালীন ভূমিকার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, বিভাগ প্রাক্কালীন কলিকাতার দাঙ্গার জন্য হিন্দুগণ জনাব সোহরাওয়ার্দীকে দায়ী করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে কোন ধর্মমতের মানুষের বিরুদ্ধেই তিনি কোন দিন কোন বিদ্বেষ পোষণ করেন নাই। বিপন্ন মুসলমানদের প্রাণ রক্ষার জন্য যেমন করিয়া তিনি কলিকাতায় হিন্দু এলাকায় ছুটাছুটি করিয়াছেন, ঠিক তেমনই বিপন্ন শিখ ও হিন্দুদের রক্ষার জন্য তিনি মুসলিম এলাকায়ও পাগলের মত ছুটিয়া বেড়াইয়াছেন। এ জন্য তাঁহাকে নিজ জীবনের উপর কম ঝুঁকি গ্রহণ করিতে হয় নাই।

বস্তি এলাকায় দুঃস্থ বিশেষ করিয়া যথাযোগ্য যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত শ্রমিকের সেবায় সোহরাওয়ার্দীর ভূমিকার প্রতিও তিনি ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

জনাব হোসেন বলেন, বিন্দুমাত্র আসক্তি থাকিলে বিত্ত বৈভব, বিষয় সম্পত্তির যিনি পাহাড় গড়িতে পারিতেন, মৃত্যুকালে তিনি চৌদ্দ হাজার টাকার দেনা রাখিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতেই তাঁহার চরিত্রে নিজ পরিবারের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার সুস্পষ্ট পরিচয় মিলে।

সংবাদ

৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

শেখ মুজিবের আহ্বান : সোহরাওয়ার্দীর আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য কঠোর শপথ গ্রহণ করুন

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (সোমবার) আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বলেন, "একই দেশে একজন মানুষ রাস্তায় ধুঁকিয়া ধুঁকিয়া মারা যাইবে আর একজন শত শত কোটি টাকার মালিক হইবে, এমন দেশ মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কোন দিন চাহেন নাই। যেদিন এদেশের মানুষের জন্য শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব হইবে সেই দিনই সোহরাওয়ার্দীর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন সম্ভব হইবে।"

আওয়ামী লীগ প্রধান গতকাল সন্ধ্যায় মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামী লীগ অফিসে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় সভাপতির ভাষণ দান করিতেছিলেন।

শেখ সাহেব দুঃখ করিয়া বলেন যে, আজ রাজনৈতিক কারণে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসকে পর্যন্ত বিকৃত করা হইতেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বিগত সরকার কর্তৃক স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর ভিত্তি করিয়া নির্মিত চলচ্চিত্রসমূহের কথা উল্লেখ করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, উক্ত চিত্রসমূহে স্বাধীনতা আন্দোলনের বহু অজানা-অচেনা লোকের নাম পরিচয় উল্লেখ থাকিলেও সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করা হয় নাই। তিনি বলেন, যে নেতা না থাকিলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইত কি না সন্দেহ, আজ মৃত্যুর পরও সেই নেতার প্রতি যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইতেছে না–আমাদের পক্ষে ইহা দুঃখজনক ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না।

পরিশেষে তিনি বলেন, যে আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মৃত্যু পর্যন্ত সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন, সেই আদর্শকে বাস্তবায়নের জন্য আমাদের কঠোর শপথ গ্রহণ করিতে হইবে। একমাত্র তাহা হইলেই জন্মদিনে নেতার প্রতি আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন সম্ভব।

বহু লোকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনাসভায় বক্তৃতায় অন্য যাঁহারা অংশগ্রহণ করেন তাঁহারা হইতেছেন–জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, জনাব মিজানুর রহমান এবং ব্যারিষ্টার শওকত আলী খান প্রমুখ।

আলোচনায় অংশ গ্রহণকারী বিভিন্ন বক্তা মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মহান আদর্শকে উপলব্ধি করিবার জন্য সকলকে আহ্বান জানান।

গতকাল ঢাকার অন্যান্য সংস্থার পক্ষ হইতেও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। পাঠচক্র, ইসলামী পুনর্জাগরণ সংস্থা, সিদ্ধেশ্বরী হাইস্কুল ছাত্র সংস্থা ও নবাবপুর আওয়ামী লীগ কর্মীরা শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জন্মদিন উপলক্ষে মিলাদ মাহফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করে।

Pakistan Observer

10th September 1969

Sk. Mujib says : AL cannot accept 1956 Constitution

From Our Correspondent

CHITTAGONG, Sept. 9:–Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman strongly urged the present regime to take all immediate measures for holding general elections without further loss of time. He hoped that new leaders elected by the people would be able to solve the problems of the country.

Sheikh Mujibur Rahman, who arrived in Chittagong this afternoon, observed this while addressing the members of the Chittagong Bar.

Sheikh Mujib said that the country is now faced with two problems, namely political and economic and neither of the two has ever been solved after having completed twenty two years of our independence and within this period the country never had any real constitution. The Awami League cannot accept both 1956 and 1962 constitutions as both the constitutions have failed to remove the long gap of disparity between the two provinces of Pakistan.

Sheikh Mujib was vehemently critical about the shifting of the capital to Islamabad and the lack of capital formation in East Pakistan was primarily responsible due to capital remaining in West Pakistan. The colonial attitude of the past regimes were also responsible for the backwardness of industrialisation in East Pakistan and that resulted in the lesser earning of foreign exchange for East Pakistan at the present moment.

Sheikh Mujib strongly urged the Govt. to take immediate effective measures for permanent control of floods in East Pakistan. He also said that effective flood control with Indian co-operation is a must for East Pakistan. He blamed the Govt. sincerity for permanent solution of flood in East Pakistan when Govt. has already solved the Indus Basin and Rann of Kutch problems in West Pakistan seeking cooperation from India keeping long outstanding Kashmir dispute aside.

He expressed great concern about the rising per capita in come in West Pakistan which was at par in both the provinces in 1946.

Sheikh Mujib vehemently opposed a reported move by interested quarters to revive the 1956 constitution which is not suitable at the present moment for East Pakistan.

Dawn

10th September 1969

Mujib given warm welcome in Chittagong

From our Correspondent

CHITTAGONG, Sept 9: Sheikh Mujibur Rahman Awami League leader on arrival here this noon was given rousing reception by one of biggest crowds assembled on both sides of roads all over 32 miles route from Patenga airport to city.

It is estimated that about 50,000 people lined up on roads for over two and held hours under scorching heat to accord him ovation on his first visit to this port city after his release from Agartala conspiracy case. He was accompanied by other Awami League leaders including his General Secretary Tajuddin.

PIA Fokker landed at 11.55 a. m. but he could not alight from the plane for about 20 minutes due to large crowd which had gathered to have his glimpse.

He was then taken in Procession on open jeep surrounded and followed by over 3,000 automobiles including baby-taxis. He reached hotel Shahjan after two and half hours. People clapped and shouted slogans "Sheikh Mujib Zindabad" all over the route.

During his three-day visit to Chittagong, Awami League had undertaken massive programme to accord him rousing ovation and had also put-up arches and gates at places on roads in Ayubian style.

দৈনিক পয়গাম

১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

চট্টগ্রাম আইনজীবী সমিতির সভায় শেখ মুজিব : শাসনতন্ত্রে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন আবশ্যক

চট্টগ্রাম, ৯ই সেপ্টেম্বর।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে বলেন যে, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারাই দেশের জন্য সর্বজনসম্মত ও গ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করাইতে হইবে।

অদ্য অপরাহ্নে শেখ মুজিব চট্টগ্রাম বার লাইব্রেরী হলে চট্টগ্রাম আইনজীবী সমিতির সদস্যদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করিতে ছিলেন। আইনজীবী সমিতির সভাপতি জনাব এস, এইচ, খান মিল্কী সভায় সভাপতিত্ব করেন।

পূর্বাহ্নে, তিনদিনে চট্টগ্রাম সফরে, শেখ মুজিব পতেঙ্গা বিমান বন্দরে পৌঁছিলে বিরাট জনতা তাহাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা জনাব এম, এ, আজিজ ও জনাব জহুর আহমদ চৌধুরীও বিমান বন্দরে শেখ মুজিবকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য উপস্থিত হন। আইনজীবী সমিতির সদস্যদের সভায় বক্তৃতা কালে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, দেশের শাসনতন্ত্র অবশ্যই দেশের জনগণের আশা ও আকাঙ্খার ভিত্তিতে প্রতিফলন ঘটিতে হইবে। একমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্ধারিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করানো হইলেই জনগণের আশা আকাঙ্খা উহাতে প্রতিফলিত হইতে পারে।

তিনি দুঃখ করিয়া বলেন যে, আজাদী লাভের সুদীর্ঘ ২২ বৎসরকাল পরেও দেশ একটি উপযোগী ও স্থায়ী শাসনতন্ত্র পায় নাই। তিনি বলেন যে, সাধারণ নির্বাচন দেশের পক্ষে একান্ত জরুরী এবং প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতেই এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে হইবে।

তিনি বলেন যে, অনুরূপ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অধিকার কোন একক ব্যক্তির থাকিতে পারে না।

তিনি যথাশীঘ্র সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন করিয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর অর্পণের জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের প্রতি আবেদন জানান।

১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, এসকল শাসনতন্ত্র গ্রহণযোগ্য নহে। তিনি নয়া শাসনতন্ত্র

প্রণয়নের দাবির পুনরুল্লেখ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে জনগণকে মতামত প্রকাশের সুযোগ দিয়া প্রস্তাবিত নির্বাচনটি গণভোট প্রকৃতির নির্বাচন হইবে।

১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, উক্ত শাসনতন্ত্রে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কোন নিশ্চয়তা নাই এবং উহার সংশোধনযোগ্যতা সংকীর্ণ।

১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে তিনি বলেন যে, উহা ছিল এক ব্যক্তির শাসনতন্ত্র এবং এক ব্যক্তিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখাই ছিল উহার উদ্দেশ্যে।

শেখ মুজিবর রহমান দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রশ্নে নেতৃবৃন্দের আলোচনা বৈঠকের সম্ভাবনা নাকচ করিয়া দেন।

ছয়দফা কর্মসূচী প্রসঙ্গে শেখ মুজিবর রহমান কর্মসূচীর করনীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করেন।

আগামীকল্য সকালে তিনি নোয়াখালীর বন্যা উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শন করিবেন এবং অপরাহ্নে মুসলিম ইনষ্টিটিউট হলে আওয়ামী লীগ কর্মীদের সমাবেশে বক্তৃতা করিবেন। –এপিপি।

দৈনিক পাকিস্তান

১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

চট্টগ্রামে শেখ মুজিব : শাসনতন্ত্র সম্পর্কে নেতৃ সম্মেলনের সম্ভাবনা নেই

(স্টাফ রিপোর্টার)

চট্টগ্রাম, ৯ই সেপ্টেম্বর (এপিপি)।– পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে বলেন যে, সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দেশের গ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা উচিত।

শেখ মুজিব স্থানীয় বার লাইব্রেরী হলে চট্টগ্রাম বার সমিতির সদস্যদের উদ্দেশে ভাষণ দানকালে উপরোক্ত মন্তব্য করেন। চট্টগ্রাম বার সমিতির সভাপতি জনাব সলিমুল হক খান মিল্কি সভায় সভাপতিত্ব করেন। ইতিপূর্বে শেখ সাহেব চট্টগ্রাম আগমণ করলে এক বিরাট জনতা তাকে সম্বর্ধনা জানান।

শেখ মুজিবর রহমান দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নে নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার সম্ভাবনা অস্বীকার করেন। জনগণ নেতা নির্বাচন করবেন। নিজেকে নেতা পরিচয় দিয়ে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার কারও অধিকার নেই।

তিনি বলেন যে, "আমি কোন নেতা নই এবং জনগণের দ্বারা নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত নেতা বলার অধিকার আমার নেই।" জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই একত্রিত হয়ে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে পারেন বলে তিনি মন্তব্য করেন। শেখ মুজিব বলেন যে, দেশের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ক্ষমতা কোন ব্যক্তি বিশেষের নেই। তিনি যথা সম্ভব সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ভার জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে ন্যস্ত করার জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ সাহেব বলেন যে, ৫৬ সালের ও ৬২ সালের শাসনতন্ত্র গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি একটি নয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কথা পুনরুল্লেখ করেন এবং বলেন যে, সাধারণ নির্বাচন ভবিষ্যত শাসনতন্ত্র সম্পর্কে জনমত যাচাই এর কাজ করবে। ৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের উল্লেখ নেই। এবং তা সংশোধন সহজসাধ্য নয়।

তিনি সতর্ক করে দেন যে, অনেকে পেছনের দুয়ার দিয়ে ৫৬ সালের শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের চেষ্টা করছে। কিন্তু কখনও গ্রহণযোগ্য হবে না। শেখ সাহেব ৬ দফার ট্যাক্স ও মুদ্রা সম্পর্কিত বিষয়টি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। আগামীকাল তিনি বোয়ালখালী বন্যাদুর্গত এলাকা সফর করবেন এবং বিকেলে মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে আওয়ামী লীগ কর্মী সভায় বক্তৃতা করবেন।

আজাদ

১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

চট্টগ্রামে শেখ মুজিবের বক্তৃতা : রাজনৈতিক স্বার্থে এছলামের নাম ব্যবহারের বিরোধিতা

(আজাদের চট্টগ্রাম অফিস হইতে)

১০ই সেপ্টেম্বর।–পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে বলেন যে, রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে এছলাম ধর্ম্মের নাম ব্যবহার করার অধিকার কাহারও নাই। চট্টগ্রাম মুছলিম ইনষ্টিটিউট হলে আজ অপরাহ্নে আওয়ামী লীগ কর্ম্মী সমাবেশে বক্তৃতাকালে শেখ মুজিব দৃঢ়কণ্ঠে বলেন যে, আমি একজন মুছলমান।

সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই যে, এছলামের বিনাশ সাধন করিতে পারে। তথা হইতে সকল সময়ে আল্লাহই এছলাম রক্ষা করিবে।

চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদক জনাব এম এ আজিজ সভায় সভাপতিত্ব করেন। চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব জহুর

আহমদ চৌধুরী সভায় শেখ মুজিবকে প্রদত্ত এক মানপত্র পাঠ করেন। সভায় আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, এছলামের সৎ অনুশীলনের মাধ্যমে একটি সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির সমাজ গঠনের নিশ্চয়তা পাওয়া যাইবে। এছলামের সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা রহিয়াছে। তিনি বলেন যে, এছলাম সঠিক সমাজতন্ত্র সমর্থন করে।

শেখ মুজিব বলেন যে, আওয়ামী লীগ সমাজতন্ত্রের পক্ষপাতি, যাহাতে প্রতিটি নাগরিক সমান সুযোগ লাভ করিতে সমর্থ হয়।

তিনি তাঁহার দলের ছয়দফা কর্ম্মসূচীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া বলেন যে, পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অর্জ্জন না করা পর্যন্ত তাঁহার দল নিরস্ত হইবে না। পূর্ব্ব পাকিস্তানের অগ্রতি ও সমৃদ্ধিপূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের উপরই নির্ভরশীল। পূর্ব্ব পাকিস্তানে প্রতি বছর বন্যার তাণ্ডবলীলার উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, ভারতের সহিত যৌথভাবে এই বন্যা সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

আওয়ামী প্রধান কৃষকের ভূমি রাজস্ব মওকুফ করার প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলেন যে, যদি তাঁহার দল ক্ষমতা লাভ করে, তাহা হইলে কৃষকদের পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির জন্য কোন খাজনা দিতে হইবে না।

শেখ মুজিব সমবেত কর্মীদের উদ্দেশে বলেন যে, তিনিও যেমন জনগণকে ভালোবাসেন, জনগণও তেমনি তাঁহাকে ভালোবাসেন এবং এই ভালোবাসার জন্যই তিনি আজ পুনরায় তাহাদের সহিত মিলিত হইতে পারিতেছেন। শেখ মুজিব বলেন, যে জনগণ আমার জন্য এত করিয়াছে সেই জনগণের দাবীর প্রতি আমি কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারিব না। আমি সকল সময়েই তাহাদের জন্য সংগ্রাম করিয়া যাইব। পার্টিতে সুষ্ঠুভাবে সংগঠন ও ছয়দফা আন্দোলনকে জোরদার এবং দেশের কল্যাণের জন্য আরও আত্মত্যাগের জন্য তিনি কর্মীদের প্রতি আবেদন জানান।

শেখ মুজিব আজ সকালে বোয়ালখালির বন্যা উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শন করিবেন।

Dawn

11th September 1969

People's representatives must make Constitution : Mujib's address to lawyers

CHITTAGONG, Sept 10: The Awami League Chief, Sheikh Mujibur Rahman said here yesterday adult franchise should frame an agreed and acceptable constitution of the country.

He was addressing the members of the Chittagong Bar Association here.

Sheikh Mujibur Rahman said that the constitution of a country must reflect the hopes and aspirations of the people of that country, and that could only be possible if the constitution was framed by the representatives of the people elected through adult franchise.

He regretted that the country could not have a suitable and lasting constitution in 22 years after Independence. General election through adult franchise was an urgent need of the country. The representatives of the peoples thus elected could frame the future constitution of the country, he added.

Sheikh Mujib said that no individual had any right to frame a constitution for the country. He appealed to the President of Pakistan to hold general elections as early as possible and then entrust the people's elected representatives the task of framing the constitution.

Referring to the 1956 and 1962 constitutions Sheikh Mujib said that these could not be accepted.

He reiterated that a fresh constitution had to be framed. He pointed out that the proposed general elections would also be a sort of a referendum giving an opportunity to the people to express their opinions on the type of the future constitution.

Speaking on 1956 constitution the Sheikh said, it did not ensure provincial autonomy and was rigid for amendment.

Referring to the 1962 constitution Sheikh Mujib said it was a one-man constitution and aimed at perpetuating one man's rule. The National Assembly under the constitution was a dignified debating club he added. He said that the constitution also did not offer any scope for easy amendment.

Sheikh Mujibur Rahman also ruled out any possibility of joint discussion with the leaders on matters of future constitution of the country. He said that the leaders were to be elected by the people, and any person posing himself a leader could not be accepted as such since he had no right to represent the people.

He observed "I am not a leader and I have no moral right to call myself a leader until and unless I am elected by the people."

Sheikh Mujib said, the leaders elected by the people as their representatives could only sit together to frame a constitution.

Referring to a joint discussion with the leaders the Sheikh said if the leaders were not unanimous there would be no election. So let the election be held first and then the elected leaders hold discussions on the constitution.

The Awami League chief said, since 1954 no general election through adult franchise had taken place in the country. This had caused a dearth of right leadership, he added. He pointed out that the new leadership would emerge through elections and these leaders would be able to guide the people and frame a constitution acceptable to the people.

Sounding a note of caution, he said that some manipulations were going on to bring in the 1956 constitution through the backdoor. He reiterated that it could not be accepted.

Referring to the six-point programme the Sheikh explained views on taxation and currency. –APP.

দৈনিক ইত্তেফাক

১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ কর্মী সমাবেশে শেখ মুজিব : প্রদেশকে সকল দিক দিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তোলার আহ্বান

(ইত্তেফাকের চট্টগ্রাম অফিস হইতে)

১০ই সেপ্টেম্বর– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে বলেন যে, একমাত্র পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদানের মাধ্যমেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অবিচার রোধ করা সম্ভব।

স্থানীয় মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে দলীয় কর্মীদের এক সমাবেশে বক্তৃতাকালে তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্তশাসন প্রদানের দাবীর দ্বারা আমি বরাবর এই প্রদেশকে অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তোলার উপরই গুরুত্ব আরোপ করিয়া আসিতেছি।

বক্তৃতাকালে ঐতিহাসিক চট্টলে তিনি বলেন, স্বাধীন পাকিস্তানের নাগরিক হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানীদের অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়া আত্মনির্ভর করিয়া গড়িয়া তোলার প্রয়োজন রহিয়াছে, এ প্রয়োজনটির অপরিহার্যতার উপরই আমি বার বার গুরুত্ব আরোপ করিতেছি।

তিনি বলেন, ১৯৪৭ হইতে ডিকেডী আমল পর্যন্ত দেশের প্রতিরক্ষা ও কেন্দ্রীয় প্রশাসন খাতে ব্যয়িত ৩ হাজার ২ শত কোটি টাকার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় হইয়াছে ৩ শত ৩ কোটি টাকা। তিনি বলেন, গত ২২ বছরে পূর্ব পাকিস্তান মোট ২ হাজার ২ শত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিয়াছে কিন্তু এ প্রদেশে ব্যয় হইয়াছে মাত্র ৬ শত কোটি টাকা। তিনি অভিযোগ করেন যে, দেশের প্রতিরক্ষা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে পূর্ব পাকিস্তানীদের

হিস্যা যথাক্রমে শতকরা ১৫ ভাগ ও বিশ ভাগের বেশি নয়। তিনি প্রশ্ন করেন ইহারই নাম কি ইনসাফ? শেখ সাহেব বলেন, অবিচার ও বৈষম্য নয়, বরং ভ্রাতৃসুলভ সমঝোতা এবং সৌহার্দ্যই পাকিস্তানের দুই অংশের মানুষকে পরস্পরের কাছে টানিয়া আনিতে পারে।

শেখ মুজিব বলেন, আমি চাই ন্যায় বিচার, কল্যাণ, মানবতা এবং সৌভ্রাত্রের উপর ভিত্তি করিয়া এ দেশে একটি শোষণবিহীন সমাজব্যবস্থা কায়েম করিতে। ইহাকে আপনারা ইসলামিক সমাজব্যবস্থাও বলিতে পারেন; কিংবা সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাও বলিতে পারেন। কিন্তু আমি শুধু আপনাদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, জনগণই সমস্ত রাষ্ট্রীয় শক্তির উৎস–জনগণের কল্যাণার্থই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। তাই রাষ্ট্রীয় ও সমাজ-জীবনের সকল স্তর হইতে শোষণের অবসান ঘটাইতেই হইবে।

সংখ্যাসাম্যের ইতিবৃত্ত বর্ণনাকালে শেখ মুজিব বলেন, দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ হওয়া সত্ত্বেও দেশের বৃহত্তর স্বার্থে ১৯৫৬ সালে মরহুম সোহরাওয়ার্দী সংখ্যাসাম্য মানিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু একটি শর্ত ছিল এই যে, জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সংখ্যাসাম্য বজায় রাখিতে হইবে। এ চুক্তিতে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের সাথে মরহুম শেরে বাংলা এবং সোহরাওয়ার্দী স্বাক্ষর দান করেন। কিন্তু শুধু পার্লামেন্টের আসনসংখ্যার ক্ষেত্রে সংখ্যাসাম্য মানা হইলেও জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ইহা মানিয়া চলা হয় নাই। আজ তাই সংখ্যাসাম্য মানিয়া চলার ব্যাপারে আমাদের কোন নৈতিক দায়িত্ব নাই।

কর্মী সমাবেশে প্রদত্ত এই বক্তৃতায় শেখ সাহেব পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত ভূমি মালিকদের রাজস্ব মওকুফের দাবী জানান। তিনি বলেন, বড় বড় পুঁজিপতি-শিল্পপতিকে শিল্পোন্নয়নের স্বার্থে 'ট্যাক্স হলিডে' ভোগের সুযোগ দেওয়া সম্ভব হইলে কৃষকদের কেন খাজনা প্রদান হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইবে না? জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব আবদুল আজিজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মীসভায় শেখ সাহেবকে সম্বর্ধনা জানাইয়া এক ডজনেরও বেশি মানপত্র পাঠ করা হয়। প্রধান মানপত্রটি পাঠ করেন শহর আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী। শ্রী ধীরেন্দ্র কুমার গুপ্ত শেখ মুজিবকে একটি স্বর্ণপদক উপহার দেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী মিসেস কুন্দপ্রভা সেন নেতাকে স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে স্বরচিত একখানি গ্রন্থ উপহার দেন। ইহা ছাড়া তাঁহাকে একটি রৌপ্য নির্মিত তরবারি এবং একটি রূপার চাবিও উপহার দেওয়া হয়।

আজ সকালের দিকে শেখ মুজিব বোয়ালমারি থানার বন্যা উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শন করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

চট্টগ্রাম আইনজীবী সমাবেশে শেখ মুজিবের বক্তৃতার অবশিষ্টাংশ

(গত মঙ্গলবার চট্টগ্রাম জেলা বার সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত সম্বর্ধনায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান যে ভাষণ দান করেন, উহার অংশবিশেষ গতকল্যকার ইত্তেফাকে প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্য অবশিষ্টাংশ প্রকাশিত হইল।)

দেশে দুইটি পৃথক মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলনের দাবী উত্থাপন করায় তাঁহাকে যে সমালোচনা করা হয়, উহার জবাব দান করিতে গিয়া শেখ মুজিব বলেন, 'একই মুদ্রা বা দুইটি পৃথক মুদ্রা বড় কথা নয়। আমার আসল বক্তব্য হইতেছে, পূর্ব পাকিস্তান হইতে মূলধন পাচার বন্ধের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমস্যাটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করিয়া তিনি এ প্রদেশ হইতে মূলধন পাচার রোধের ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মূলধন পাচার রোধের উপায় সম্পর্কে আলোচনার জন্য আমি যে-কোন লোকের সাথে বৈঠকে বসিতে রাজী আছি।

অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে দুই প্রদেশের সমতা রক্ষায় ব্যর্থতার জন্য সাবেক সরকার সমূহকে দায়ী করিয়া শেখ সাহেব বলেন, ১৯৪৭ সালে উভয় প্রদেশে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ প্রায় সমান ছিল কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান এক্ষেত্রে অনেক পিছনে পড়িয়া গিয়াছে। তিনি বলেন, শাসনতান্ত্রিক বিধান সৃষ্টির মাধ্যমে আইয়ুব সরকার দুই প্রদেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। কিন্তু সেই "স্বৈরাচারী খানের" পতনের পর দেখা গেল যে, 'ডিকেডী' আমলে আন্তঃপ্রাদেশিক অর্থনৈতিক বৈষম্যের পরিমাণ শতকরা ২ শত ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পূর্বাহ্নে মঙ্গলবার সকালে ঢাকা হইতে সদলবলে বিমানযোগে পতেঙ্গা বিমান বন্দরে আসিয়া পৌঁছিলে শেখ সাহেবকে দেখার জন্য বিমানবন্দরে সমবেত জনতা আনন্দে ফাটিয়া পড়ে। বিমান বন্দর হইতে তিন মাইল দীর্ঘ মোটর, স্কুটার ও বাসের সারি নেতাকে চট্টগ্রাম শহর পর্যন্ত অনুসরণ করে। প্রচণ্ড ভীড় ঠেলিয়া বিমান বন্দর হইতে হোটেল শাহজাহান পর্যন্ত পৌঁছিতে তাহার দীর্ঘ তিন ঘন্টা সময় লাগে। এই সুদীর্ঘ দশ মাইল পথের পাশে অসংখ্য দর্শনার্থীর ভীড় পরিলক্ষিত হয় এবং নেতার গাড়ীটি দেখামাত্র তাহাদের মধ্যে উল্লাসের প্রাণবন্যা সৃষ্টি হয়। অবিসংবাদিত গণ-নায়কের যাত্রাপথের দুই পাশে দর্শানার্থীদের ভীড়ে বেশ কিছু মহিলাও ছিলেন।

আজাদ

১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

চট্টগ্রামে শেখ মুজিব : গণতন্ত্র সকল সমস্যার সমাধান করিতে পারে

(চট্টগ্রাম অফিস হইতে)

১১ই সেপটেম্বর।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে বলেন যে, শুধুমাত্র গণতন্ত্রই দেশের বর্ত্তমান সকল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিতে পারে।

আজ স্থানীয় একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতাকালে আওয়ামী লীগ প্রধান আরো বলেন যে, তিনি নিজে গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ সমর্থক এবং গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা পরস্পর বিরোধী নয়। এক প্রশ্নের উত্তরে শেখ সাহেব বলেন যে, কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই একটি স্থিতিশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতির সাধ্য নেইরাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে সুনিশ্চিত করা যাইতে পারে। কেননা গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে জনগণের রায় চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হয় এবং কোন প্রকার কারসাজিই জনগণকে প্রকৃত রায় দান হইতে বিরত করিতে পারে না।

এই গণতন্ত্রকে অবশ্যই নির্ভেজাল ও সরল হইতে হইবে বলিয়া শেখ সাহেব উল্লেখ করেন। আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনে তাঁহার দল পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে কি পরিমাণ আসন দখল করিতে সক্ষম হইবে জানিতে চাওয়া হইলে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, নির্ব্বাচনের ফলাফলই তাঁহার পরিচয় প্রদান করিবে। পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের অবস্থা সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের জওয়াবে শেখ সাহেব বলেন যে, আওয়ামী লীগ সেখানে নির্ব্বাচনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আসন দখল করিতে সক্ষম হইবে। সম্প্রতি বেলুচিস্তানের কয়েকশত বিশিষ্ট নাগরিক আওয়ামী লীগে যোগদান করিয়াছেন বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন এবং বিপুল সংখ্যক কর্ম্মী করাচী ও অন্যান্য স্থানে আওয়ামী লীগ সংগঠনে ব্যস্ত রহিয়াছেন।

শেখ সাহেব সমগ্র দেশব্যাপী তাঁহার দলীয় কর্মীদের নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দ্দেশ দিয়াছেন কিনা প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন যে, তিনিআওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্ম্মসূচী সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্য দলীয় নেতা ও কর্ম্মীদের পার্টিকে সুসংগঠিত করার নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

জনগণের দাবীই আওয়ামী লীগের দাবী

শেখ সাহেব বলেন যে, আওয়ামী লীগের দাবী জনগণেরই দাবী এবং সকল শক্তির উৎস জনগণের উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস রহিয়াছে ও তিনি কোন দিনই তাহাদের উপেক্ষা করিতে পারেন না।

তিনি বলেন, তাঁহার দল জনগণের সহিত সর্ব্বদাই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছে এবং জনগণের আশা আকাংখা সম্পর্কেও তাহার পার্টি পূর্ণ ওয়াকেফহাল রহিয়াছে।

শেখ মুজিব তাঁহার দলীয় কর্ম্মসূচী অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে বিশ্লেষণকালে বলেন যে, ৬ দফা কর্ম্মসূচীর ভিত্তিতে প্রত্যেকটি প্রদেশকেই পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে হইবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট অবশ্যই বিলোপ করিতে হইবে।

আওয়ামী লীগ প্রধান আরো বলেন যে, সকল প্রকার শোষণের অবশ্যই অবসান করিতে হইবে এবং বিগত বছরগুলিতে উহার ন্যায্য অংশ হইতে যেভাবে বঞ্চিত হইয়াছে তাহার সেই অংশ অবশ্যই ফিরাইয়া দিতে হইবে।

পররাষ্ট্র নীতি প্রসংগে

এপিপি পরিবেশিত সংবাদে প্রকাশ, সকলের সহিত বন্ধুত্ব ও কাহারো সহিত শত্রুতা নয় ভিত্তিতে আমাদের পররাষ্ট্রনীতি হওয়া উচিত বলিয়া আজ শেখ মুজিব অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

আজ সন্ধ্যায় স্থানীয় এক হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতাকালে শেখ সাহেব বলেন যে, আমরা শান্তি চাই–দেশের মধ্যে এবং সমগ্র বিশ্বের জন্যই আমরা শান্তি কামনা করি। তিনি শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানের সপক্ষেও তাহার মত প্রকাশ করেন।

নির্ব্বাচনের জন্য ঐক্য চাই না

নির্ব্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য তাঁহার দল অন্য কোন রাজনৈতিক দলের সহিত জোট গঠন করিতে ইচ্ছুক কি না প্রশ্ন করা হইলে শেখ সাহেব নেতিবাচক উত্তর দেন।

বামপন্থী দলের সহিত ঐক্যজোট গঠনে তিনি আগ্রহী কিনা প্রশ্ন করা হইলে শেখ সাহেব বলেন যে, তিনি দক্ষিণপন্থীও নহেন, বামপন্থীও নহেন এবং তাঁহার দল সর্ব্বদাই মধ্যমপন্থী দল। আওয়ামী লীগ প্রধান আরও বলেন যে, কোন নূতন শাসনতন্ত্র ব্যতীত আর অন্য কোন শাসনতন্ত্রই তাঁহার দলের নিকট গ্রহণযোগ্য হইবে না এবং সেই নতুন শাসনতন্ত্র অবশ্যই ৬ দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন, জনসংখ্যানুপাতে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা ও এক ইউনিটের অবসান করিতে হইবে।

তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, কতিপয় বিশেষ মহল অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক উপায়ে পশ্চাৎ দ্বার দিয়া ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করিতেছেন। এই ধরনের প্রচেষ্টা জনগণের সহিত বিশ্বাসঘাতকতারই সামিল এবং তিনি কখনো তাহার ভাগী হইবে না বলিয়া ঘোষণা করেন।

একশ্রেণীর সংবাদপত্রের চিঠিপত্র কলামে শেখ সাহেবের নিকট যে কতিপয় প্রশ্ন করা হইয়াছে সেই সম্পর্কিত একপ্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, সময় আসিলে পাকিস্তানের জনগণ তাহার উত্তর দিবে। প্রসংগতঃ তিনি বলেন, আমি রাজনীতি করি আদর্শের জন্য–কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসেলের জন্য নহে।

দৈনিক ইত্তেফাক

১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

চীন বা রাশিয়া হইতে আমদানী করা নহে, দেশজ 'সম্পদ'-ভিত্তিক সমাজতন্ত্রই আওয়ামী লীগের লক্ষ্য : চট্টগ্রামের সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিবের বক্তৃতা

(ইত্তেফাকের চট্টগ্রাম অফিস হইতে)

১১ই সেপ্টেম্বর– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে ঘোষণা করেন যে, তাঁহার দল দেশে এমন এক সমাজতন্ত্র কায়েমের পক্ষপাতী যাহার অর্থ হইতেছে 'একটি শোষণমুক্ত সমাজ'। তিনি বলেন, 'এই সমাজতন্ত্র আমরা রাশিয়া বা চীন হইতে আমদানী করিব না। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দেশের নিজস্ব প্রয়োজনমত দেশজ সম্পদের ভিত্তিতেই উহা গড়িয়া তুলিবেন। এই দেশজ সম্পদ বলিতে আমার দল দেশের পারিপার্শ্বিকতা, ধর্ম, সামাজিক রীতিনীতি, জীবনের প্রতি মনোভাব, জাতীয় সম্পদ ও দেশের মানুষের প্রতিভাকেই বুঝায়।'

তিনি এখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করিতেছিলেন। জনৈক সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, তিনি বাম বা দক্ষিণপন্থী কোনটাই নহেন, তিনি হইতেছেন মধ্যমপন্থী।

শেখ মুজিব ঘোষণা করেন যে, গণতন্ত্রে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই তিনি তাঁহার লক্ষ্য অর্জনে প্রয়াসী।

তিনি বলেন, ইতিহাস হিটলার, মুসোলিনী ও আইয়ুবের মাধ্যমে প্রমাণ করিয়াছে যে, কোন স্বৈরাচারই চিরস্থায়ী হইতে পারে না, বরং গণতন্ত্রই শুধু একটি জাতির অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় স্থিতিশীলতা প্রদান করিতে পারে। তিনি বলেন যে, তিনি গণতন্ত্র বলিতে 'সহজ সরল গণতন্ত্রই বুঝেন, নিয়ন্ত্রিত বা মৌলিক গণতন্ত্র নহে'। শেখ সাহেব সকল প্রকার শোষণ বন্ধ করিয়া সত্যিকার ইনসাফের ভিত্তিতে জাতীয় জীবনের সকল সমস্যা সমাধানে ব্রতী হওয়ার জন্য সকল মহলের প্রতি আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে বর্তমানে যে মতানৈক্য রহিয়াছে এবং জাতীয় প্রশ্নে দেশের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে তাহা শুধু ঐ সকল প্রশ্নে জনগণের চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে তথাকথিত রাজনৈতিক নেতাদের অজ্ঞতারই ফল। তিনি বলেন, আমরা জানি না, কাহারা প্রকৃত রাজনৈতিক নেতা এবং কাহারা নহেন; কারণ কেহই নির্বাচনের মাধ্যমে আসেন নাই, কেহই জনগণের নির্দেশ লাভ করেন নাই। তিনি বলেন যে, সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের নির্দেশ বা রায় লাভ করা ছাড়া কোন রাজনৈতিক দল বা নেতাই জাতীয় প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা পথ প্রদর্শন করিতে পারেন না। তিনি বলেন যে, এইজন্যই তিনি দেশে আশু সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উপর গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন।

শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে শেখ মুজিব

শেখ মুজিব বলেন যে, সামরিক আইনের অধীনে একটি অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ঘোষণা করা যাইতে পারে এবং উহার অধীনে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে গণপরিষদ গঠন করা যাইবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, উক্ত গণপরিষদকে অবশ্যই ৬ মাসের মধ্যে দেশের জন্য একটি শাসনতন্ত্র প্রদান করিতে হইবে।

এ পর্যায়ে জনৈক সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি আশ্বাস প্রদান করেন যে, গণপরিষদের সাধারণ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে দেশের জন্য একটি শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে একমত হইতে পারিবেন।

Morning News

12th September 1969

Mujib for foreign policy based on friendship to all

CHITTAGONG, Sept. 11 (APP): Pakistan Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman today advocated for a foreign policy based on friendship to all and malice to none.

He was addressing a crowded Pres conference at Hotel Shahjahan here this evening.

The Sheikh said, we believe in peace. Peace within the country and peace in the world, he added.

The Awami League chief also expressed his faith in co-existence with others.

Replying to a question Sheikh Mujibur Rahman said that he had unflinching faith in democracy. When told by a questioner that democracy could not ensure political stability and economic

progress, Sheikh Mujib said only democratic process can give a stable Government.

The Awami League chief said democracy alone can ensure political stability and economic progress. But it must be a pure and simple democracy, he added.

He observed that as an ardent advocate of democracy he has the fullest faith in the people whose verdict was always the supreme. He insisted that people must elect their representatives through adult franchise to frame a constitution suited to the people.

He regretted that manipulations were going on in certain quarters to bringing the 1956 Constitution through back door in a most undemocratic manner. He said that this would be a betrayal to the cause of the people and he could not be a party to it.

FRESH CONSTITUTION

The Awami League chief said that nothing but a fresh constitution would be acceptable to the people.

Referring to his party's basic programmes Sheikh Mujib said that every province must get the fullest autonomy on the basis of Six-Point Programme.

He also demanded representation on population basis and the breaking of One Unit in West Pakistan. He further stated that all exploitation must end.

Asked whether his party was willing for alliance with any other political party for election purpose the Awami League chief replied in the negative.

Replying to a question whether he will prefer to have alliance with leftist parties Sheikh Mujib said that he was neither in the right nor in the left and his party was always a "centralist" party.

দৈনিক পয়গাম

১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করিয়া যাইব : শেখ মুজিব

চট্টগ্রাম, ১০ই সেপ্টেম্বর।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে বলেন যে, তাহার দল ছয় দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করিবে। তিনি বলেন যে, একমাত্র ছয় দফাই সামাজিক ইনসাফ ও সফলের জন্য সমান সুযোগের নিশ্চয়তা বিধান করিতে পারে। শেখ মুজিবর রহমান অদ্য সন্ধ্যায় মুসলিম ইনষ্টিটিউট হলে আওয়ামী লীগ কর্মীদের

উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করিতেছিলেন। জেলা আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী জনাব এম, এ, আজিজ সভায় সভাপতিত্ব করেন।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, ইসলাম ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে বিরোধ নাই, কেননা ইসলাম সামাজিক ইনসাফের পক্ষপাতি। তিনি উল্লেখ করেন যে, সাম্য ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য ইসলামের মর্মবাণী।

শেখ মুজিবর রহমান হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিয়া বলেন যে, স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে কেহ যেন ইসলামের নাম ব্যবহার না করেন। তিনি বলেন, রাজনৈতিক সুবিধা লাভের জন্য ইসলামের নাম ব্যবহারের অধিকার কাহারো নাই।

তিনি ঘোষণা করেন যে, পৃথিবীর কোন শক্তিই ইসলামের ধ্বংস সাধন করিতে পারিবে না। আল্লাহ তায়ালাই ইসলামকে রক্ষা করিবেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, আমি মুসলমান এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে।

তিনি বলেন, আল্লাহর উপর বিশ্বাস রহিয়াছে বলিয়াই আমি জনগণের স্বার্থ ও সত্যের জন্য সংগ্রামের সাহস পাইয়াছি।

শেখ মুজিবর রহমান ছয় দফা কর্মসূচী ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন যে, ছয় দফার ভিত্তিতেই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতে ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে। তিনি বলেন, শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ ও অখণ্ড পাকিস্তান গড়িয়া তোলার ক্ষেত্রে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন সহায়ক হইবে।

তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের দাবির প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণের পূর্ণ সমর্থন রহিয়াছে। শেখ মুজিবর রহমান জনগণের প্রতি পূর্ণ আস্থা ঘোষণা করিয়া বলেন যে, তাহারাই দেশের মূল শক্তির উৎস।

তিনি বলেন, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই জনগণকে মতামত প্রকাশের সুযোগ দান করিতে হইবে।

তিনি বলেন যে, তিনি গণস্বার্থের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারিবেন না এবং আজীবন জনগণের সহিত থাকিয়া যাইবেন। –এপিপি

দৈনিক পাকিস্তান

১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

চট্টগ্রামে সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিব : সকল প্রদেশের জন্য ছ'দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন দাবী

(নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরিত)

চট্টগ্রাম, ১১ই সেপ্টেম্বর।– শেখ মুজিবুর রহমান আজ এখানে এলেন। তিনি ৬-দফার ভিত্তিতে পশ্চিম পাকিস্তানের সকল সাবেক প্রদেশসহ পূর্ব

পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন চান। আজ অপরাহ্নে এখানে হোটেল শাহজাহানে তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দান করছিলেন।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন, আজ দেশের সর্বত্র জাতির পিতা কায়েদে আজমের মৃত্যু বার্ষিকী পালিত হচ্ছে। জাতির পিতা চাননি যে, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলো বিলোপ করে এক ইউনিটে পরিণত করা হোক এবং সংখ্যাসাম্যের ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তান তার প্রতিনিধি নির্বাচিত করুক এটাও জাতির পিতা চাননি।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, তার দল পশ্চিম পাকিস্তান–বিশেষ করে সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ক্রমান্বয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সমাজতন্ত্র প্রসঙ্গে শেখ সাহেব বলেন, সমাজতন্ত্রের মানেই হচ্ছে একটি শোষণমুক্ত সমাজ। তিনি বলেন, তাঁর দল শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যেও কাজ করে যাবে।

ন্যাশনাল প্রেসট্রাস্ট বিলোপের তিনি পক্ষপাতী কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, যেভাবে প্রেসট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে, সেটা তিনি পছন্দ করেন না। চট্টগ্রামে বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে শেখ সাহেব বলেন, কাপ্তাই বাঁধের দরুনই চট্টগ্রামে বন্যার প্রচণ্ডতা দেখা দেয়। তিনি বলেন, চট্টগ্রামের বন্যা দুর্গতদের ওয়াফদা কর্তৃপক্ষের ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত। বৃষ্টির পানি যাতে সরে যেতে পারে, সেজন্য চট্টগ্রাম বন্দর পর্যন্ত কর্ণফুলী নদী খনন করা উচিত বলে তিনি মনে করেন। চট্টগ্রাম বন্দরকে করাচীর ন্যায় উন্নয়ন করার তিনি দাবী জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

চট্টগ্রামে শেখ মুজিব : বন্যা নিয়ন্ত্রণে চূড়ান্ত অগ্রাধিকার দাবী : কাপ্তাই প্রকল্পের পুনর্মূল্যায়নের জন্য তদন্ত কমিশন গঠনের সুপারিশ

(ইত্তেফাকের চট্টগ্রাম অফিস হইতে)

১২ই সেপ্টেম্বর– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল এখানে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতাকালে বন্যাকে পূর্ব পাকিস্তানের সব চাইতে বড় সমস্যা বলিয়া আখ্যায়িত করেন এবং চূড়ান্ত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের দাবী জানান।

শেখ সাহেব বলেন যে, পূর্ব বাংলার অভিশাপ এই বন্যার করালগ্রাসে প্রতিবছর প্রদেশের অগণিত সোনার সংসার ছারখার হইয়া যাইতেছে এবং প্রদেশ তথা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির উপর মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া

সৃষ্টি হইতেছে। সুতরাং প্রদেশের ৭ কোটি মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই সর্বাগ্রে বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধান করিতে হইবে।

শেখ মুজিব কাপ্তাই হ্রদের পানি নিষ্কাশনের ফলে চট্টগ্রামে প্রতি বছর যে বন্যার সৃষ্টি হয় উহা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করার জন্যও সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, মূলতঃ একটি বহুমুখী প্রকল্প হইলেও কাপ্তাই জল-বিদ্যুৎ প্রকল্পটি এখন একটি একমুখী পরিকল্পনা এবং "মানবসৃষ্ট সর্বনাশা বন্যার উৎস" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি অভিযোগ করেন যে, প্রায় প্রতিবছর এই বন্যায় চট্টগ্রামে প্রায় ১০ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও তাহাদিগকে এই বিপর্যয়ের হাত হইতে রক্ষার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। তিনি বলেন, ইহা ভাগ্যেরই পরিহাস যে, আমরা প্রলয়ংকরী বন্যার গ্রাস হইতে পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করিতে পারিতেছি না, অথচ চট্টগ্রামের মত একটি সমৃদ্ধ জেলাকে "মানবসৃষ্ট" বন্যার উত্তাল তরঙ্গে নিক্ষেপ করিতেছি। চট্টগ্রামের যে সব লোক এই মানবসৃষ্ট বন্যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, শেখ মুজিব তাহাদের জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দাবী করেন।

শেখ মুজিব কাপ্তাই প্রকল্পের পুনর্মূল্যায়নের জন্য অবিলম্বে একটি কমিশন গঠনের দাবী জানাইয়া বলেন যে, প্রয়োজনবোধে বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে কাপ্তাই হ্রদের পানি নিষ্কাশনের ফলে সৃষ্ট বন্যা সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

মরহুম সোহরাওয়ার্দী ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র মানিয়া নিয়াছিলেন বলিয়া যে অভিযোগ করা হয়, সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিব উহার সত্যতা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, আসলে জনাব সোহরাওয়ার্দী কোনদিনই ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র গ্রহণ করেন নাই। এই শাসনতন্ত্র পাসের সময় তিনি পরিষদ কক্ষ হইতে 'ওয়াক আউট' করেন। পরে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এই শাসনতন্ত্র পাসের প্রতিবাদে সাত দিনব্যাপী 'কৃষ্ণ দিবস' পালন করা হয় এবং আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক পরিষদে স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে।

Morning News
13th September 1969
Sheikh Mujib back in city

Sheikh Mujibur Rahman, Awami League Chief, along with Messrs Tajuddin Ahmed, General Secretary; Abdul Momin, Publicity Secretary; Muhammadullah, Office Secretary; Mollah Jalaluddin Ahmed, Member; Working Committee; Obaidur Rahman, Social

and Cultural Secretary; Shamsul Huq, Member, Working Committee of East Pakistan Awami League; M. A. Samad; Sawkat Ali Khan prominent Awami League leaders; Qazi Golam Mustafa, Member, Working Committee; Md. Moizuddin, Member Working Committee of East Pakistan Awami League; Syed Fazlul Huq, Fazlul Karim, Mohammad Sultan returned to Dacca yesterday after three-day tour of the Chittagong.

During this visit Sheikh Shaheb Addressed Awami League workers meeting at Town Muslim Institute Hall, he also addressed the Members of District Bar Association in the Bar Association Hall and also addressed a Press conference and a students gathering.

Sheikh Shaheb and others Awami League leaders visited various flood-affected areas of Chittagong district. Sheikh Shaheb and other Awami League leaders also attended a dinner given by members of Chittagong Bar Association.

দৈনিক পয়গাম
১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯
চট্টগ্রামে সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিব বলেন : একমাত্র গণতন্ত্রই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করিতে পারে

চট্টগ্রাম, ১১ই সেপ্টেম্বর।– আজ এখানে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতাকালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান সকলের "সঙ্গে মৈত্রী, কাহারো সঙ্গে বিদ্বেষ নহে"–এই ভিত্তিতে পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণের আহ্বান জানান।

শেখ মুজিব বলেন, তিনি দেশের অভ্যন্তরে ও বিশ্বে শান্তি কামনা করেন। অন্যের সাথে সহঅবস্থানেও তিনি বিশ্বাস করেন।

এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, গণতন্ত্রের প্রতি তাহার অগাধ আস্থা রহিয়াছে। এক প্রশ্নকর্তাকে তিনি বলেন, একমাত্র গণতন্ত্রই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিশ্চিত করিতে পারে। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, একমাত্র গণতন্ত্রই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির নিশ্চয়তা বিধান করিতে পারে।

গণতন্ত্রের সমর্থক হিসাবে জনগণের উপর তাহার অগাধ বিশ্বাস রহিয়াছে এবং তাহাদের রায়ই সব সময় তিনি প্রাধান্য দেন। তিনি বলেন, জনগণ অবশ্যই সার্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করিবেন এবং জনগণের ইচ্ছানুযায়ী নয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবেন।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র অগণতান্ত্রিক উপায়ে জনগণের উপর চাপাইয়া দেওয়ার জন্য কোন কোন মহল চক্রান্ত করিতেছে। ইহা জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া কিছুই নহে। শেখ সাহেব বলেন যে, নয়া শাসনতন্ত্র ব্যতীত অন্য কোন শাসনতন্ত্র গ্রহণযোগ্য হইবে না।

শেখ মুজিব তাহার দলীয় কর্মসূচী অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে বিশ্লেষণকালে বলেন যে, ৬ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে প্রত্যেকটি প্রদেশকেই পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে হইবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট অবশ্যই বিলোপ করিতে হইবে। তিনি জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের দাবী করেন।

নির্বাচনে অংশ গ্রহণের জন্য তাহার দল অন্য কোন রাজনৈতিক দলের সহিত জোট গঠন করিতে ইচ্ছুক কিনা প্রশ্ন করা হইলে শেখ সাহেব নেতিবাচক উত্তর দেন।

বামপন্থী দলের সহিত ঐক্যজোট গঠনে তিনি আগ্রহী কিনা প্রশ্ন করা হইলে শেখ সাহেব বলেন যে, দক্ষিণপন্থীও নহেন ও বামপন্থীও নহেন এবং তাহার দল সর্বদাই মধ্যমপন্থী ছিল।

শেখ সাহেবকে সমগ্র দেশব্যাপী তাহার দলীয় কর্মীদের নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়াছেন কিনা প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন যে, তিনি আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচী সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্য দলীয় নেতা ও কর্মীদের পার্টিকে সুসংগঠিত করতে নির্দেশ দিয়াছেন।

পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের অবস্থা সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের জওয়াবে শেখ সাহেব বলেন যে, আওয়ামী লীগ সেখানে নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আসন দখল করিতে সক্ষম হইবে। সম্প্রতি বেলুচিস্তানের কয়েকশত বিশিষ্ট নাগরিক আওয়ামী লীগে যোগদান করিয়াছেন বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন এবং বিপুল সংখ্যক করাচী ও অন্যান্য স্থানে আওয়ামী লীগ সংগঠনে ব্যস্ত রহিয়াছেন। শেখ মুজিব বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের নির্যাতীত জনগণ বিপুলভাবে আওয়ামী লীগে যোগদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, তাহার দল শ্রমিক ও কৃষকদের কল্যাণের জন্য সচেতন রহিয়াছে। তিনদিন এখানে অবস্থানকালে শেখ মুজিব বোয়ালখালী ও রাগুনিয়া থানার বন্যা বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন।

এক শ্রেণীর সংবাদপত্রের চিঠিপত্রে কলামে শেখ সাহেবের নিকট যে কতিপয় প্রশ্ন করা হইয়াছে সেই সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে,

সময় আসিলে পাকিস্তানের জনগণ তাহার উত্তর দিবে। প্রসঙ্গত তিনি বলেন, আমি রাজনীতি করি আদর্শের জন্য কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্য নহে।

আগামী সাধারণ নির্বাচনে তাহার দল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে কি পরিমাণ আসন দখল করিতে সক্ষম হইবে জানিতে চাওয়া হইলে আওয়ামী লীগ প্রধান উত্তর দানে বিরত থাকেন। □এপিপি।

দৈনিক পাকিস্তান
১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯
শেখ মুজিব ঢাকা ফিরেছেন
(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা জেলায় তিনদিন সফর শেষে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ও দলীয় নেতৃবৃন্দ গতকাল শুক্রবার সকালে পিআইএ বিমানযোগে ঢাকা ফিরেছেন। চট্টগ্রাম সফরকালে শেখ মুজীব টাউন মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে আওয়ামী লীগ কর্মী সভায় এবং বার লাইব্রেরীতে আইনজীবি সমাবেশে বক্তৃতা দেন।

এছাড়া তিনি সাংবাদিক সম্মেলন ও ছাত্রসমাবেশেও বক্তৃতা দেন। শেখ সাহেব ও নেতৃবৃন্দ চট্টগ্রাম জেলার বন্যা উপদ্রুত এলাকাসমূহ পরিদর্শন করেন। চট্টগ্রাম বার সমিতির প্রদত্ত এক নৈশ ভোজেও তারা যোগদান করেন। জনাব তাজউদ্দীন আহমদ, জনাব আবদুল মোমিন, জনাব ওবায়দুর রহমান, জনাব শামসুল হক, ব্যারিস্টার শওকত আলী খান, জনাব এম এ সামাদ, গাজী গোলাম মোস্তফা, জনাব মোল্লা জালালউদ্দীন আহমদ, জনাব ময়জুদ্দীন, জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতা তার সাথে এই সফরে ছিলেন।

আজাদ
১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯
শেখ মুজিবের মাদারীপুর সফর
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আগামী ২১শে সেপ্টেম্বর সদলবলে একদিনের জন্য মাদারীপুর সফরে যাইবেন। তিনি ২৯শে সেপটেম্বর ঢাকা ফিরিয়া আসিবেন।

Dawn
14th September 1969
Mujib's statement challenged
By our staff Correspondent

Chowdhury Khaliquzzaman, a veteran politician, has challenged the statement of Shaikh Mujibur Rahman, the Awami League leader, that West Pakistani officials Posted in East Pakistan were responsible for "all the ills and woes of East Pakistan."

In a Press statement he recalled the plight of the East Bengal Muslims due to the suppression and oppression at the hands of British and Hindus.

The dominance of Hindus, he said, was so complete that even when the British had created a separate province the Bengal Muslims could do nothing to counter the Hindus' demand for annulment of division of Bengal.

He said that when the British left, there was a complete vacuum and there were not many East Pakistani officials to take charge of the administration.

He also recalled the 1954 riots in Adamjee Jute mills on the day when he was taking oath as Governor. On that occasion, Chowdhury Sahib said, the Prime Minister wanted Governor's rule but he disagreed and instead submitted his resignation in protest– because he believed in a democratic rule. "This Governor had come from West Pakistan," the statement concluded.

সংবাদ
১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯
করাচীতে ন্যাপনেতা মহিউদ্দিন আহমদের তথ্য প্রকাশ : ওয়ালী-ভাসানী-মুজিব ঐক্যজোট গঠনের প্রচেষ্টা চলিতেছে

করাচী, ১৪ই সেপ্টেম্বর (পিপিআই)।– ওয়ালী খান, ভাসানী এবং মুজিবরের মধ্যে একটি কার্যক্ষম ঐক্যজোট গঠনের প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছে। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির অন্যতম নেতা জনাব মহিউদ্দিন আহমদ গতকাল এখানে উপরোক্ত তথ্য প্রকাশ করেন।

বর্তমানে করাচী সফররত উক্ত পূর্ব পাকিস্তানী ন্যাপনেতা এখানে জানান যে, উক্ত ঐক্যজোট গঠনের জন্য বর্তমানে যে সব আলোচনা চলিতেছে তাহা ঘরোয়া পর্যায়ের তবে শীঘ্রই তাহা আনুষ্ঠানিক পর্যায়ে শুরু হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

তিনি জানান যে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ইহার বিগত কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে এতদুদ্দেশ্যে একটি আলোচনা কমিটি গঠন করিয়াছে। বিষয়টি বিবেচনার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি আগামী ৩রা ও ৪ঠা অক্টোবর পুনরায় ঢাকায় বৈঠকে মিলিত হইতে যাইতেছে এবং কেন্দ্রীয় কমিটি রাজী হইলে উক্ত ঐক্যজোট গঠনের জন্য আলোচনা আনুষ্ঠানিক পর্যায়ে শুরু হইবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯
শেখ মুজিবের বক্তব্যের জবাবে পাঞ্জাবী তাহ্‌রিক নেতা কি বলেন–

লাহোর, ১৫ই সেপ্টেম্বর– পাঞ্জাবী ইত্তেহাদ তারিখের সভাপতি মালিক নভীদ অদ্য পূর্ব পাকিস্তানে বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সহযোগিতার প্রস্তাবের সমালোচনা করেন।

অদ্য এখানে প্রচারিত এক বিবৃতিতে তিনি শেখ মুজিবের সমালোচনা করেন এবং বলেন যে, ইহার ফলে অর্থনৈতিক ও সামরিক ব্যাপারে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা একটি জাতীয় সমস্যা বিধায় ইহাকে বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় সম্পদ আহরণ করিতে হইবে।

তিনি বলেন, শেখ মুজিব জানাইয়াছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানীরা অধিক পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে বিধায় প্রত্যেক প্রদেশকে উহার সম্পদ অনুযায়ী ঋণ প্রদানের দায়িত্ব দেওয়া উচিত।

কিন্তু আমি শেখ সাহেবকে জানাইতে চাই যে, পশ্চিম পাকিস্তান এখন পূর্ব পাকিস্তান অপেক্ষা অধিক পরিমাণ রফতানী করে। ১৯৬৭-৬৮ সালে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তান অপেক্ষা ১৬ কোটি ৫১ লক্ষ টাকার বেশি পণ্য রফতানী করে। অর্থাৎ এই সময় পশ্চিম পাকিস্তান ১৬৪ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকার এবং পূর্ব পাকিস্তান ১৪৭ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকার পণ্য রফতানী করে। ইহার অর্থ এই যে, বিশ্বের বাজারে পূর্ব পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ পণ্যদ্রব্যগুলির বিকল্প আবিষ্কৃত হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের রফতানী ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকিবে।

তিনি বলেন যে, শেখ "অসংগত, দেশ প্রেমবোধহীন ও ভিত্তিহীন" দাবী তুলিয়া পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের কোন উপকার করিতেছেন না। –এপিপি

Dawn
17th September 1969
Mujib, Muzaffar meet Ahsan

DACCA, Sept 16: Sheikh Mujibur Rahman, President of the Pakistan Awami League and Prof Muzaffar Ahmad, President of

East Pakistan National Awami Party (Requisitionists) today called on the East Pakistan Governor, Vice Admiral S. M. Ahsan, it is learnt.–APP.

দৈনিক ইত্তেফাক

১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

গভর্নর-শেখ মুজিব আলোচনা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (মঙ্গলবার) সকালে গভর্নর জনাব এস, এম, আহসানের আমন্ত্রণক্রমে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গভর্নমেন্ট হাউসে গভর্নরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রকাশ, প্রায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী এক বৈঠকে গভর্নর ও আওয়ামী লীগ প্রধান কেন্দ্রীয় ছাত্র সংস্থা কর্তৃক যুক্তভাবে আহূত অদ্যকার 'শিক্ষা দিবস' সংক্রান্ত ছাত্র সমাজ প্রণীত কর্মসূচীর প্রশ্নে আলাপ-আলোচনা করেন।

আজাদ

১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

মোর্শেদ সকাশে শেখ মুজিব

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল বুধবার ঢাকা হাইকোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব এস,এম মোর্শেদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। জনাব মোর্শেদ সম্প্রতি এক অস্ত্রোপচারের পর তাঁহার গুলশানস্থ বাসভবনে রহিয়াছেন। সম্ভবতঃ জনাব মোর্শেদ চলতি মাসের শেষের দিকে পাঁচদিনব্যাপী সফরের জন্য পশ্চিম পাকিস্তান গমন করিবেন।

শেখ সাহেবের সহিত তাঁহার প্রায় এক ঘণ্টাকাল আলাপ-আলোচনা হয়।

Dawn

18th September 1969

Mujib Meets Murshed

DACCA, Sept. 17: Sheikh Mujibur Rahman, the Chief of the Awami League, today called on Mr. Justice S. M. Murshed at his residence and stayed with him for about an hour.

They discussed various matters including an early date of election throughout the country.

Mr. Justice Murshed is expected to leave here on a five day visit to Lahore towards the end of September.

He also proposed to visit Karachi, Sukkur, Quetta and various districts bars of West Pakistan.–APP.

Dawn

18th September 1969

Lari's rejoinder to Wahid Khan : Issue of approval of Convention resolution by League Council

Mr. Z. H. Lari, yesterday issued the following statement in connection with the controversy whether a council meeting of All-India Muslim League was held to approve the resolution passed by the Legislators' Convention of April 9, 1946.

I was aware of the meeting of the council of All-India Muslim League held on 10th April 1946 but as to my mind nothing relevant to the controversy had taken place at the meeting. I did not mention this in my original statement.

Mr. Abdul Wahid Khan, however in his subsequent statement asserted that the resolution passed at the Muslim League legislators convention of 9th April. 1946 had been ratified by the council. Reference to official record as well as "Dawn" file showed that no resolution pertaining to resolution adopted by the Muslim league legislators' convention had been passed at the council meeting.

In his latest statement Mr. Abdul Wahid Khan has asserted approval of the resolution passed at the Muslim league Legislators' convention was done in a routine manner in as much as the resolution adopted by the convention had been originally passed by the Working Committee and in usual course of business the resolution as passed by the working committee of the All-India Muslim league came up before the council for approval.

He suggests that as it was done in a routine manner no notice was taken of the approval by the press and no formal resolution was passed at the council meeting.

MUJIB'S CONVENTION

I definitely disagree with the contention of Mr. Mujib, but I would not confront him with allegations the existence of which are not proved beyond doubt.

There are additional facts which controvert the view-point of Mr. Mujib. I will mention a few of them. On the date when the Lahore Resolution was passed the creed of the Muslim League was to achieve full independence in the form of a federation. When the Lahore resolution was introduced, ... raised a point of order that as the resolution moved was in conflict with the objective of Muslim League, first–the objective should be amended but my point of order did not find favour with the Quaid-i-Azam.–PPI.

Morning News
18th September 1969
Mujib calls on Murshed

Sheikh Mujibur Rahman, the chief of the Awami League, yesterday called on Mr. Justice S. M. Murshed at his residence and stayed with him for about an hour, reports APP.

They discussed various matters, including an early date of election throughout the country.

Mr. Justice Murshed is expected to leave Dacca on a five-day visit to Lahore towards the end of September.

He also proposes to visit Karachi Sukkur, Quetta and various district Bars of East Pakistan.

Morning News
18th September 1969
Mujib to visit Madaripur, Noakhali

Sheikh Mujibur Rahman, Awami League chief, will leave Dacca for Madaripur on September 21. He will be accompanied by Messrs Syed Nazrul Islam Vice-President, Tajuddin Ahmed, General Secretary of East Pakistan Awami League, A. H. M. Qamruzzaman, General Secretary, All-Pakistan Awami League, Abdul Momin, Publicity Secretary, Obaidur Rahman, Social secretary, and some other Awami League members.

Sheikh Mujibur Rahman will also visit Noakhali district on September 28 and 29.

Morning News
18th September 1969
Mujib leaves fo Noakhali on Sept. 28

NOAKHALI. Sept. 17 (PPI): Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman will leave Dacca for Noakhali on September 28 on a two-day tour of the district.

Sheikh Sahib will arrive first at Feni at 11 a.m. wherefrom he will proceed to Chaumuhani to address a conference at 4 p.m. on September 28. He will also address another conference at Lakshamipur in the night.

After having rest for the night at Lakshmipur, Sheikh Sahib will proceed the following morning to address conferences one after another at Raipur, Ramganj, Chatkhil and Maijdee.

He is expected to return to Dacca the same day in the night.

দৈনিক ইত্তেফাক
২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯
'সেই কারণেই বাইশ বছরেও দেশে সাধারণ নির্বাচন দেওয়া হয় নাই' :
নবাগতদ্বয়ের পরিচিতি সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

অবসরপ্রাপ্ত সি, এস, পি অফিসার মেসার্স রুহুল কুদ্দুস ও আহমদ ফজলুর রহমানের আওয়ামী লীগে যোগদান উপলক্ষে গতকল্য (শনিবার) আওয়ামী লীগ অফিসে আয়োজিত এক পরিচিতি সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, আওয়ামী লীগ প্রাক্তন মন্ত্রী বা প্রাক্তন হোমরা-চোমরার তকমা আঁটাদের দল নয়, আওয়ামী লীগ কারাভোগীদের দল– যাহারা হয় সামরিক বিধি, নয়তো দেশরক্ষা আইন আর নয়তো নিরাপত্তা আইনে কারাবরণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, মিথ্যা 'ষড়যন্ত্র মামলার কথিত আসামীদের স্থানও তাই আওয়ামী লীগে; কেননা, দেশকে ভালবাসিতে গিয়া তাহারা নির্যাতিত। এদেশের সেই খাঁটি সোনার ছেলেদের' ধারণ করিয়া আওয়ামী লীগ ধন্য ও গর্বিত।

শেখ মুজিব আরও বলেন, দেশগৌরব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দল আওয়ামী লীগের কর্মীরা 'সোহরাওয়ার্দীর পরিবারের'ই সন্তান। তাই সেই অমর আত্মার উত্তরসূরী হিসাবে তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দেশ ও দশের জন্য যে-কোন ত্যাগ স্বীকার করিতে তাহারা কখনই পরাঙমুখ নয়।

তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগ জনগণের স্বার্থের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিতে জানে না–আর জানে না বলিয়াই বিগত বাইশ বৎসরে অগণতান্ত্রিক পদে ক্ষমতায় যাওয়ার সকল প্রলোভন হইতে তাহারা দূরে থাকিয়াছে।

শেখ মুজিব বলেন, বিগত বাইশ বৎসরে একবারই কেবল ১৩ জনের সমর্থনপুষ্ট দল হিসাবে ১৩ মাসের জন্য আওয়ামী লীগ কেন্দ্রে কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। এই তেরো মাসে তাঁরা দেশসেবার যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাতেই কায়েমী স্বার্থী মহল শঙ্কিত হইয়া উঠে। চক্রান্তের মুখে শহীদ সাহেব পদত্যাগে বাধ্য হন।

দেশে ২২ বৎসরের মধ্যে একবারও সাধারণ নির্বাচন না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, দেশে সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল কি হইবে কায়েমী স্বার্থী মহলের তা জানা আছে। আর সেই কারণে দেশে জনগণের সরকার কায়েম হইলে কায়েমী স্বার্থের শাসন ও শোষণের দ্বার রুদ্ধ হইবে জানিয়াই কায়েমী স্বার্থ ও আমলাতন্ত্রের যোগসাজসে সাধারণ নির্বাচনের সকল প্রচেষ্টাই বানচাল করা হইয়াছে।

উপসংহারে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, সত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মিথ্যার সাময়িক জয় হইলেও পরিণামে সত্যের জয় অবধারিত। আওয়ামী লীগ সত্যের সৈনিক, সেইহেতু বিলম্বে হইলেও জয় তাহাদের অবধারিত। প্রয়োজন কেবল ত্যাগ, তিতিক্ষা আর সংযমের।

সভাশেষে উপস্থিত সকলকে চা-পানে আপ্যায়িত করা হয়।

দৈনিক পাকিস্তান

২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

শেখ মুজিব আজ মাদারীপুর যাচ্ছেন

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ রোববার সকালে এক দিনের সফরে মাদারীপুর যাচ্ছেন। পিপিআইর খবরে প্রকাশ, সড়ক পথে মাদারিপুর যাওয়ার সময় তিনি ভাঙ্গায় আওয়ামী লীগ কর্মীদের উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দেবেন। সোমবার তিনি ঢাকা ফিরে আসবেন।

Dawn

22nd September 1969

Ruhul Quddus, Fazlur Rahman join Awami League

DACCA, Sept. 21: Mr. Ruhul Quddus and Mr. Ahmad Fazlur Rahman, two retired members of the Civil Service of Pakistan (CSP) joined the Awami League.

In a Joint statement to the Press last night after their formal announcement in this respect, the two retired civil servants said Sheikh Mujibur Rahman had been fighting against oppression and suppression and deserved support of all justice loving people.

They said they believed that the hopes and aspirations of the people could be materialised only through the implementation of the Six-point Programme of the Awami League. They declared that they would always work with other selfless workers of the party for the welfare of the people.

It may be mentioned here that Mr. Ruhul Quddus and Mr. Ahmad Fazlur Rahman, Vice-principal of the Pakistan Administrative Staff College and Secretary of the Central Ministry of Finance respectively at the time of their arrest in December 1967, in the alleged conspiracy case known as "Agartala Conspiracy Cases".

The case was withdrawn by the Ayub regime in February last and these officers were reinstated in their jobs. They retired in June last. Mr. Quddus and Mr. Rahman were introduced to the Awami League workers at Awami League office. –PPI.

দৈনিক ইত্তেফাক

২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

দেশবাসীর দুর্ভোগের জন্য দায়ী কারা– দালালরা : মাদারীপুরে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের বক্তৃতা

(ইত্তেফাকের বিশেষ প্রতিনিধি)

মাদারীপুর, ২২শে সেপ্টেম্বর– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতরাত্রে এখানে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানীদের সমস্ত ভাগ্যবিড়ম্বনা, বঞ্চনা, বৈষম্য ও দুর্ভোগের জন্য আসলে দায়ী এ প্রদেশের স্বার্থসর্বস্ব এক শ্রেণীর দালাল।

স্থানীয় পাবলিক লাইব্রেরী হলে এক শ্রমিক সমাবেশে ভাষণ দানকালে শেখ সাহেব বলেন যে, ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের জন্য এই সব লোক বার বার এই প্রদেশ ও জনগণের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়াছে। তিনি বলেন, এ দেশের ইতিহাস বঞ্চনা, শোষণ, ষড়যন্ত্র আর বিশ্বাসঘাতকতরাই ইতিহাস। আর ইহারই অসহায় শিকারে পরিণত হইয়াছে নিরীহ জনসাধারণ। তিনি বলেন, মন্ত্রিত্ব ও ক্ষমতার লিপ্সায় পুঁজিপতি ও কায়েমী স্বার্থের এই সব দালাল পূর্ব পাকিস্তান ও জনগণের স্বার্থ বিকাইয়া দিতে কোন দিনই বিবেকের কাছে নিজেকে দোষী মনে করে নাই। তিনি বলেন, আসলে পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ নয়, বরং ঐ অঞ্চলের কায়েমী স্বার্থবাদী ও পুঁজিপতিদের

ক্রীড়নক এই প্রদেশের দালালরাই আপনাদের সকল দুর্দশার জন্য দায়ী। তেমনিভাবে পশ্চিম পাকিস্তানেও কিছুসংখ্যক দালালের সহায়তায় শোষকরা জনগণের রক্ত শোষণ করিতেছে।

সকল স্তরের জনসাধারণের উদ্দেশে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, "আগামী নির্বাচনে এই সব দালালদের এমন শিক্ষা দিন যেন এ দেশের মাটিতে দাঁড়াইয়া আর কেহ কোনদিন দালালী করার সাহস না পায়।"

ইসলামের 'সোল এজেন্টদের' কঠোর সমালোচনা করিয়া শেখ সাহেব বলেন, বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দান, স্বায়ত্তশাসন, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব, এক ইউনিট বিলোপ অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের দাবী উঠিলেই ইহাদের 'ইসলাম বিপন্ন' বলিয়া ধুয়া তুলিয়া এসব দাবী বানচালের অপচেষ্টায় লিপ্ত হইতে দেখা গিয়াছে। তিনি বলেন, বাংলা রাষ্ট্রভাষা হওয়ার পরেও যখন ইসলাম বিপন্ন হয় নাই, পূর্ব পাকিস্তানীদের অন্যান্য দাবী-দাওয়া মানিয়া নিলেও ইসলাম বিপন্ন হইবে না।

পথে পথে জনতার ভিড়

গতকাল সকালে মেসার্স সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজুদ্দিন আহমদ প্রমুখ সমভিব্যাহারে ঢাকা হইতে এখানে আসার পথে শেখ মুজিবের দর্শনাভিলাষী হাজার হাজার জনতার ভিড় পরিলক্ষিত হয়। গোয়ালন্দ ঘাট হইতে মাদারীপুর আসার পথে এবং এখানে 'শহীদ সোহরাওয়ার্দী', 'শেরে বাংলা' 'শেখ মুজিব' ও গণ-আন্দোলনের শহীদদের নামানুসারে ১৮টি তোরণ নির্মাণ করা হয়। সর্বত্রই শেখ সাহেবকে দেখিবার জন্য অগনিত মানুষ আসিয়া ভিড় জমায়। রাস্তার বিভিন্ন স্থানে শেখ সাহেবকে জনতার অনুরোধে গাড়ী হইতে অবতরণ করিতে হয়। জনতা শেখ সাহেবের দর্শন লাভের আনন্দে উল্লাস ধ্বনি ও করতালি প্রদান করে। কয়েক জায়গায় তাহার উপর পুষ্পবৃষ্টিও করা হয়। এই ক্ষুদ্র মহকুমা শহরে তাহার আগমন উপলক্ষে হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়। শেখ সাহেব অপরাহ্নে এখানে আসিয়া পৌঁছিলে দর্শনার্থীদের প্রচণ্ড ভিড়ে তিন ব্যক্তি সংজ্ঞা হারায়।

Morning News

22nd September 1969

Mujib cancels Madaripur confce in protest

MADARIPUR, Sept 21 (APP): Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League chief, did not address the Awami League Workers' Conference which was scheduled to be held here today.

According to an Awami League source, Sheikh Mujib cancelled the conference in protest against the local authority's ban

on the use of microphone in the conference which was scheduled at the Madaripur Public Hall.

According to the source, Sheikh Mujib has sent telegrams to the Provincial Governor and the Martial Law Administrator East Pakistan, stating that the permission to hold the conference which was given, also meant permission to use the microphone. He has reportedly requested them that in future permission to hold a meeting also included use of microphone.

Tomorrow Sheikh Mujib is addressing a mill workers' meeting.

দৈনিক পয়গাম

২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

মাইকের অনুমতি না দেওয়ায় শেখ মুজিবের সভা বাতিল

মাদারীপুর, ২১শে সেপ্টেম্বর।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলনে বক্তৃতা করেন নাই। অদ্য এখানে উক্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

আওয়ামী লীগ সূত্রে প্রকাশ, অদ্য মাদারীপুর পাবলিক হলে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল উক্ত সম্মেলনে মাইক্রোফোন ব্যবহার করার উপর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিধিনিষেধ আরোপের পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিবর রহমান অদ্যকার সভা বাতিল করিয়া দেন। সম্মেলনে মাইক ব্যবহারের অনুমতি চাহিয়া শেখ মুজিবর রহমান প্রাদেশিক গভর্ণর ও সামরিক আইন প্রশাসকের নিকট তারবার্তা প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া উক্ত সূত্রে জানা গিয়াছে।

প্রকাশ, তিনি উক্ত তারবার্তায় ভবিষ্যতে সভানুষ্ঠানের অনূমতির সহিত মাইক ব্যবহারের অনূমতি এক সঙ্গে প্রদান করারও অনূরোধ জানাইয়াছেন। আগামীকল্য শেখ মুজিবর রহমান মিল শ্রমিকদের এক সভায় বক্তৃতা করিবেন। –এপিপি।

সংবাদ

২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

মাদারীপুরে মাইক ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় নাই : কর্তৃপক্ষের নিকট শেখ মুজিবের তারবার্তা

মাদারীপুর, ১৯শে সেপ্টেম্বর (এপিপি)।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে অনুষ্ঠিতব্য আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলনে বক্তৃতা করেন

নাই। আওয়ামী লীগ মহল হইতে বলা হয়, মাদারীপুর পাবলিক হলে অনুষ্ঠিতব্য কর্মী সম্মেলনে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মাইক্রোফোনের ব্যবহার নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদে শেখ সাহেব সম্মেলন বাতিল করিয়া দেন।

উক্ত মহল হইতে আরও বলা হয়, শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর এবং সামরিক আইন প্রশাসকের নিকট প্রেরিত তারবার্তায় বলেন, সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য যে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে মাইক্রোফোনের ব্যবহারের অনুমতিও বুঝায়। ভবিষ্যতে সভা অনুষ্ঠানের অনুমতির সাথে মাইক্রোফোন ব্যবহারের অনুমতিও অন্তর্ভুক্ত করার জন্য শেখ সাহেব গভর্ণর এবং সামরিক আইন প্রশাসককে অনুরোধ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

শেখ সাহেব আগামীকাল মিল শ্রমিকদের এক সভায় বক্তৃতা করিবেন।

আজাদ

২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

মাদারীপুরে শেখ মুজিব : '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের চেষ্টায় বাধা দেওয়া হইবে

মাদারীপুর, ২২শে সেপটেম্বর। –আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে বলেন, "জাতির উপর ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র চাপাইয়া দেওয়ার প্রচেষ্টাকে যে কোন মূল্যে বাধা দেওয়া হইবে।" শেখ মুজিবর রহমান গত সন্ধ্যায় স্থানীয় বার লাইব্রেরী হলে মহিলাদের এক সমাবেশে ভাষণদান করিতেছিলেন। তিনি বলেন যে, উপরোক্ত প্রশ্নে তাঁহার নীতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং অপরিবর্ত্তনীয়। তিনি বলেন যে, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রকে অবশ্যই পুনরুজ্জীবিত হইতে দেওয়া উচিত হইবে না। কারণ ইহাতে জনগণের আশা ও আকাঙ্খা পূর্ণ করে নাই। এই শাসনতন্ত্রে এক ইউনিট এবং সংখ্যাসাম্যের ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং ইহাতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় নাই। কাজেই পশ্চাৎদ্বার দিয়া এই শাসনতন্ত্রকে চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা হইলে জনগণ যে কোন মূল্যে সেই প্রচেষ্টাকে বাধা দান করিবে বলিয়া তিনি ঘোষণা করেন। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, ৬ দফা কর্ম্মসূচীর ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রিতিনিধিত্বের ব্যবস্থা এবং এক ইউনিটের বাতিলের ব্যবস্থার নিশ্চয়তা ছাড়া জনগণের নিকট কোন শাসনতন্ত্র অথবা দলীলই গৃহীত হইবে না।

শেখ মুজিবর রহমান দেশের জনপ্রিয় আন্দোলনে মাতা ও ভগ্নীদের অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের সন্তান ও ভ্রাতাদের লইয়া আইয়ুবের ন্যায় একনায়ককে উৎখাতের জন্য এবং দেশপ্রেমিক বন্দীদের মুক্তির জন্য আগাইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি জনগনের অধিকার

আদায়ের সংগ্রামে আরও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য মহিলা সমাজের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য যে কোন প্রতিকুল পরিস্থিতি সত্ত্বেও সংগ্রাম অব্যাহত রাখার দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করেন। শেখ সাহেব বলেন, "আমার যাহা সর্ব্বাধিক প্রয়োজন তাহা হইতেছে মাতা, ভগ্নী ও ভ্রাতাদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা।" তিনি বলেন, আমি নিশ্চিত যে, পরিণামে আমার সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হইবেই হইবে। –পিপিআই

দৈনিক পয়গাম

২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

দলীয় কর্মী সমাবেশে শেখ মুজিব : জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বান

ভাঙ্গা, (ফরিদপুর), ২২শে সেপ্টেম্বর।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে বলেন যে, ইতিপূর্বে যেসব 'মুষ্টিমেয় লোক' জনসাধারণের স্বার্থ নস্যাৎ করিয়াছিল এক্ষণে তাহারাই ইসলামের নামে জনসাধারণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিতে ব্যাপৃত রহিয়াছে।

তিনি এক হুশিয়ারিতে বলেন, 'এইসব ব্যক্তিকে' ইসলামের নামে আর কখনই শোষণ করিতে দেওয়া হইবে না।

স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্মীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দানকালে মুজিব বলেন যে, কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের এইসব তল্পীবাহক সমাজবাদের দর্শন সম্পর্কে অবহিত না হইয়াই সমাজবাদের রিরুদ্ধে প্রচারে লিপ্ত হইয়াছেন।

শেখ সাহেব বলেন যে, জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তিনি তাহার সংগ্রাম অব্যাহত রাখিবেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা সমস্যা অবিলম্বে সমাধানের আহ্বান জানান।

জনসভা অনুষ্ঠান ও রাজনৈতিক তৎপরতা শুরুর অনুমতি দানের জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

এতদ্ব্যতীত তিনি জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্যও সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। –এপিপি

সংবাদ

২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

'ইসলামের নামে আর শোষণ করিতে দেওয়া হইবে না' : মুজিব

ভাঙ্গা (ফরিদপুর), ২২শে সেপ্টেম্বর (এপিপি)।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে বলেন যে, এক শ্রেণীর লোক–ইতিপূর্বে যাহারা

জনসাধারণের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়াছে, তাহারাই এক্ষণে ইসলামের নামে জনগণের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির চেষ্টা চালাইতেছে।

তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিয়া বলেন যে, "এইসব লোককে" ইসলামের নামে জনসাধারণকে পুনর্বার শোষণ করার সুযোগ দেওয়া হইবে না।

স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্মীসমাবেশে ভাষণ দানকালে শেখ মুজিব বলেন যে, কায়েমী স্বার্থবাদীদের এই সমস্ত দালালরা সমাজতন্ত্রের দর্শন না বুঝিয়াই সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কুৎসা চালাইতেছে। তিনি ঘোষণা করেন যে, সমাজতন্ত্র ও ইসলামের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

শেখ সাহেব বলেন, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আমি আমার সংগ্রাম অব্যাহত রাখিব।

আওয়ামী লীগ প্রধান জরুরী ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের খাদ্য সমস্যা সমাধানের এবং জনসভা অনুষ্ঠান ও রাজনৈতিক তৎপরতা পুনরারম্ভের অনুমতি দানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্যও তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

Dawn

24th September 1969

Mujib opposes revival of '56 Constitution

MADARIPUR, Sept. 23: Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman asserted here on Sunday that "any attempt to impose 1956 constitution on the nation would be resisted at all cost."

Addressing a ladies gathering at the local Bar Library Hall on Sunday evening the Sheikh said his stand on this issue was very clear and unchangeable. He said the 1956 Constitution must not be revived. It has not fulfilled the aspirations of the people. It provided, he continued, for the pros-ions of One Unit, and parity and did not ensure regional autonomy.

So, he declared, people would resist any move to impose 1956 constitution through "back door". He also declared that no Constitution short of a document which guaranteed regional autonomy on the basis of Six-Point programme, representation on the basis of population and dismemberment of One Unit would be acceptable to the people.–PPI.

দৈনিক ইত্তেফাক

২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

বাইশটি পরিবারের হাতে সম্পদ কুক্ষীগত হওয়া ইসলাম নয় : শেখ মুজিব

মাদারীপুর, ২২শে সেপ্টেম্বর– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতরাত্রে স্থানীয় পাবলিক লাইব্রেরী হলে আয়োজিত এক শ্রমিক সমাবেশে পবিত্র কোরানের উদ্ধৃতি দিয়া বলেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুরই মালিক আল্লাহ। কিন্তু যখন একজন শত শত কোটি টাকার মালিক হয়, আরেকজন না খাইয়া মারা যায়, তখন এই সব ইসলাম-দরদী কোন কথা বলে না কেন? ইসলামী রীতি-নীতির ব্যত্যয় ঘটাইয়া যখন জনগণের উপর সীমাহীন শোষণ, অনাচার চালান হয় এবং কোটি কোটি মানুষের মুখের গ্রাস ২২টি পরিবারের হাতে গিয়া জমা হয়, তখন ইহাদের ইসলাম বিপন্ন হয় না। ধর্ম লইয়া রাজনীতি খেলার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করিয়া দিয়া নামোল্লেখ ছাড়াই তিনি সংশ্লিষ্ট মহলের উদ্দেশে বলেন, "আমরা জানি কিভাবে আপনারা হাজার হাজার প্রচারপত্র ছাপাইয়া বিলি করেন, কিভাবে বিমানে চড়িয়া 'ইসলামের খেদমত' করেন আর কোথা হইতে এই অর্থ আসে।"

ছয়দফা কর্মসূচীতে শ্রমিকদের সম্পর্কে কোন কথা নাই বলিয়া যারা অভিযোগ করে, শেখ সাহেব তাহাদের ধোঁকাবাজ বলিয়া আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন যে, ছয়দফা দাবীর ফলশ্রুতি শ্রমিক সহ দেশের সর্বস্তরের মানুষই ভোগ করিতে পারিবে–তাহা না হইলে দয়দফা বাস্তবায়নের জন্য শ্রমিকরা জীবন দিবে কেন? আমি সমগ্র দেশবাসীরই একজন, তাদের দুঃখ-দুর্দশা মোচনই আমার সারাজীবনের স্বপ্ন-সাধনা।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, অধিকার আদায়ের জন্য যে দেশের মানুষ প্রয়োজনবোধে রক্ত দিতেও কুণ্ঠিত হয় না, তাদের অধিকার অবশ্যই একদিন আদায় হইবে। জনগণের উদ্দেশে তিনি বলেন, এই দেশ, এই মাটি আপনাদের–আপনাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের মালিক আপনারাই। ত্যাগ ও তিতিক্ষার মন্ত্রে উজ্জীবিত হইয়া স্বায়ত্তশাসন এবং গণতান্ত্রিক অধিকারসহ শোষণবিহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম না হওয়া পর্যন্ত দিনের আরাম, রাত্রির নিদ্রা হারাম করিয়া চেষ্টা চালাইয়া যান–জয় আপনাদের অবধারিত।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন এবং আওয়ামী লীগ নেতা জনাব এম এ সামাদও শ্রমিকদের উদ্দেশে বক্তৃতা করেন। ইতিপূর্বে একই রাত্রে স্থানীয় বার লাইব্রেরী হলে স্বীয় দলীয় মহিলা কর্মী এবং ছাত্রীদের এক সমাবেশে বক্তৃতাকালে শেখ মুজিব বলেন যে, 'পিছন দুয়ার দিয়া ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পুনরায় দেশবাসীর উপর চাপাইয়া দেওয়ার যে কোন প্রচেষ্টা যে কোন মূল্যে প্রতিহত করা হইবে।'

তিনি আবার উল্লেখ করেন, 'যখন আমি স্বায়ত্তশাসন এবং সুবিচার দাবী করি, উহা দেশের সকল অংশের মানুষের জন্যই দাবী করি।' তিনি বলেন, ইসলামেও মানুষের জন্য সমতা ও সুবিচারের সুপারিশ করা হইয়াছে। সুতরাং ইসলামের ন্যায়বিচারের ভিত্তিতেই মানুষে মানুষে বৈষম্য দূর করিতে হইবে।

বিগত গণ-আন্দোলনকালে মা-বোনদের ভূমিকার প্রশংসা করিয়া গণ-অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় আরও সক্রিয় হওয়ার জন্য তিনি মহিলা সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

ইহার আগে তিনি গতকাল ভাঙ্গা, টেকেরহাট ও মোস্তফাপুরে দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের উদ্দেশে বক্তৃতা করেন। গতকাল সন্ধ্যায় তিনি মাদারীপুরে ছাত্রদের এক সমাবেশেও ভাষণ দান করেন।

দৈনিক পয়গাম

২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

সমাজতন্ত্রই অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ : শেখ মুজিব

মাদারীপুর, ২৩শে সেপ্টেম্বর।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, একমাত্র সমাজতন্ত্রের মাধ্যমেই এই দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের সমাধান হইতে পারে।

গত রবিবার মাদারীপুরে দলীয় কর্মীদের এক সমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ সাহেব বলেন যে, সমাজতন্ত্র কায়েম না হওয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগ কাজ করিয়া যাইবে। তিনি অভিযোগ করিয়া বলেন যে, কতিপয় ব্যক্তি পুঁজিপতিদের অর্থ সাহায্যে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে কাজ করিয়া যাইতেছে। তিনি পুঁজিপতিদের এইসব তল্পীবাহকের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার জন্য শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, মালিকদের দ্বারা শ্রমিকদের শোষণের দিন অতীত হইয়া গিয়াছে। সকল মালিকেরই শ্রমিকদের যথাযথ বেতন দেওয়া উচিত। শেখ সাহেব বলেন যে, আমার মুক্তির জন্য কয়েক শত শ্রমিক বক্তৃতা দান করিয়াছে। আমি শহীদের রক্তের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারি না। □এপিপি

আজাদ

২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

শেখ মুজিবের উদ্বেগ

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

ভারতের আহমদাবাদে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ভারতীয় জনগণের প্রতি অবিলম্বে এই হীন কার্যকলাপ প্রতিরোধ করার আহ্বান জানান।

গতকাল বুধবার এক বিবৃতিতে শেখ মুজিব বলেন যে, স্বাধীনতার এত বৎসর পরেও ভারতের সংখ্যালঘু মুছলমানদের বিরুদ্ধে বারবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি–পাকিস্তানী জনগণ তথা বিশ্বের সুস্থ মানুষকে উদ্বিগ্ন না করিয়া পারে না।

তিনি বলেন যে, ভারতের এক শ্রেণীর লোক কেবলমাত্র ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া তাহাদেরই ভ্রাতৃপ্রতীম নাগরিক মুছলমানদের এখনও মনে প্রাণে গ্রহণ করিতে পারে নাই। সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখজনক এই যে, প্রায়শঃ এই শ্রেণী বিশেষের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসেলের উদ্দেশ্যে মুছলমানরা এই নধম শিকারে পরিণত হয়।

শেখ মুজিবর রহমান বিবৃতিতে মানবতার নামে ভারতবাসীর প্রতি এই হানাহানির অবসান করার এবং এই স্রোত যাহাতে ভয়াবহ পথে মোড় নিতে না পারে তাহা প্রতিরোধের আহ্বান জানান। এই হানাহানির স্থায়ী অবসানের জন্য জনাব মুজিব ভারত সরকারের প্রতি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান।

শেখ মুজিব ও তোয়াহার আবেদন

আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান ও পূর্ব্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশনের সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ তোয়াহা গতকাল পৃথক পৃথক বিবৃতিতে চটকলগুলিতে সৃষ্ট শ্রমিক-মালিক বিরোধে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বিবৃতিতে তাঁহারা অবিলম্বে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবীদাওয়া মানিয়া লইয়া মিলগুলি খুলিয়া দেওয়ার আহ্বান জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

মুসলমানদের জানমাল রক্ষা করুন : মানবতার নামে ভারত সরকারের প্রতি শেখ মুজিবের আবেদন

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অভিশাপ হইতে মুসলমানদের জানমাল রক্ষা এবং চিরতরে উহার অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

গতকাল (বুধবার) ঢাকায় সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, "ভারতের আহমদাবাদে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার বেদী-মূলে যে বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় হইতেছে, আমি উহাতে গভীরভাবে মর্মাহত হইয়াছি। স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘদিন পরেও ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর বার বার এই ধরনের সাম্প্রদায়িক হামলা সকল সুস্থবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ, বিশেষতঃ

পাকিস্তানী জনসাধারণের কাছে গভীর উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" বিবৃতিতে শেখ সাহেব আরও বলেন, "ইহা চরম দুর্ভাগ্যজনক যে, শুধুমাত্র ভিন্ন ধর্মমতে বিশ্বাসী এই কারণে ভারতের একশ্রেণীর লোক ভিন্ন ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের সহিত সদ্ভাব ও সমঝোতায় পৌঁছিতে পারে নাই। অনেক সময় তাহাদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে স্বীয় স্বার্থ হাসিলের যূপকাষ্ঠে বলি হইতে হয় নিরীহ সংখ্যালঘুদের।"

শেখ মুজিব "সুন্দর, পবিত্রতা এবং মানবতার" নামে ভারতীয় জনগণের প্রতি আবেদন জানাইয়া বলেন, "সংখ্যালঘুদের উপর এই জঘন্য আচরণ রোধের ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন– ভয়াবহ পরিণতির আগেই ইহা রুখিয়া দাঁড়ান।"

Morning News
25th September 1969
Mujib concerned over anti-Muslim riots in India
(By Our Staff Reporter)

The President of the All-Pakistan Awami League, Sheikh Mujibur Rahman, in a statement issued in Dacca last night expressed his great concern over the communal frenzy in the Indian state of Gujrat. He appealed to the people of India to put an immediate check on this nefarious reprehensible acts of persecution of the minority.

The Sheikh Saheb also urged upon the Government of India to take adequate measures to save the lives and properties of the Muslim citizens from the scourge of venomous communalists and bury this evil once for all.

The following is the text of the statement:

"I have been deeply shocked at the tragic drama being staged at the altar or communal frenzy on the soil of Ahmedabad in India. The intermittent communal violence on the minority Muslim population over and over again in India even after long years of Independence has been a cause for grave concern to the people of Pakistan in particular and to all right-thinking people in general."

"It is most unfortunate that a section of Indians could not reconcile and readjust with their fellow citizens only, because one others belong to a different religious denomination, and very often it appears that they make the minorities the scape-goat sheerly with a view to making selfish aggrandisement against their political opponents.

"In the name of humanity and all that is fair and sacred I appeal to the people of India to put an immediate check on this nefarious and reprehensible acts of persecution of the minorities and arrest this current from flowing into dangerous precipices. I also urge upon the Government of India to take adequate measures to save the lives and properties of the Musliam citizens from the scourge of venomous communalism and make a burial of this evil once for all".

দৈনিক পয়গাম
২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯
ভারতের প্রতি শেখ মুজিব : দাঙ্গা বন্ধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করুন
(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অবিলম্বে আহমদাবাদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গতকল্য (বুধবার) এক বিবৃতিতে ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর হইতে ভারতে সংখ্যালঘুদের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠদের কয়েক দফা আক্রমণের ফলে পাকিস্তান সহ যে কোন দেশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিকগণের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি হইবার কারণ রহিয়াছে।

বিবৃতির উপসংহারে তিনি এক শ্রেণীর লোকের এই ঘৃণ্য কাজের বিরুদ্ধে মানবতার খাতিরে ভারতীয় জনগণকে রুখিয়া দাঁড়াইতে আবেদন জানান।

দৈনিক পাকিস্তান
২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯
ভারতের দাঙ্গায় শেখ মুজিবের উদ্বেগ
(স্টাফ রিপোর্টার)

নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমান গতকাল বুধবার সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে ভারতের আহমদাবাদের মুসলিম বিরোধী দাঙ্গার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং ভারত সরকারের কাছে মুসলমান নাগরিকদের জান-মাল রক্ষার উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, ভারতের আহমদাবাদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবরে আমি গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছি। স্বাধীনতার দীর্ঘদিন পরও ভারতে বারবার সংখ্যালঘু মুসলমান বিরোধী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের বিশেষ করে পাকিস্তানের জনসাধারণের জন্য গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তিনি বলেন, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার যে, ভারতের এক শ্রেণীর লোক ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বলেই মুসলমান নাগরিকদের সহ্য করতে পারছে না এবং প্রায়ই নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সংখ্যালঘু মুসলমানদের বলি দিচ্ছে।

তিনি ভারতের জনসাধারণের প্রতি মানবতার নামে মুসলমানদের উপর এই জঘন্য নির্যাতন সত্বর বন্ধ করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

শেখ মুজিবর রহমান ভারত সরকারের প্রতি মুসলমানদের জান-মাল রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদনও জানিয়েছেন।

দৈনিক পয়গাম

২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

শেখ মুজিবের নোয়াখালী সফর

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান দুই দিবস ব্যাপী সফরের উদ্দেশ্যে আগামীকল্য (রবিবার) নোয়াখালী যাত্রা করিবেন। তাহার সহিত প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি খোন্দকার মোস্তাক আহমদ, সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন, প্রচার সম্পাদক জনাব আব্দুল মোমিন সহ আরও কতিপয় বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা নোয়াখালী গমন করিবেন।

দৈনিক পাকিস্তান

২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

মুজিবের নোয়াখালী সফরসূচীর রদবদল

নোয়াখালী, ২৬শে সেপ্টেম্বর (পিপিআই)।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান তাঁর সংশোধিত নোয়াখালী সফরসূচী অনুযায়ী ২৮শে সেপ্টেম্বর বেলা সাড়ে এগারটায় ফেনীতে ও বিকেল পাঁচটায় চৌমুহনীতে পার্টির কর্মীদের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। পরদিন তিনি রায়পুর, রামগঞ্জ ও লক্ষ্মীপুরে পার্টির কর্মীদের সাথে বৈঠকে মিলিত হবেন এবং কর্মীদের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। সেদিন বিকেলেই তিনি ঢাকা ফিরবেন।

আজাদ

২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

চৌমুহনীতে কর্মী সমাবেশে শেখ মুজিবের বক্তৃতা : জনগণকে শোষণের মাধ্যমে মুষ্টিমেয় লোক জাতীয় সম্পদ কুক্ষিগত করিয়াছে

চৌমুহনী (নোয়াখালি), ২৮শে সেপ্টেম্বর।–পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান বন্যার তাণ্ডব হইতে পূর্ব্ব পাকিস্তানের ৬

কোটি মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানাইয়াছেন।

আজ অপরাহ্নে তিনি এখানে পার্টি কর্মীদের এক সমাবেশে বক্তৃতা করিতেছিলেন। আওয়ামী লীগ প্রধান অভিযোগ করেন যে, প্রত্যেক বৎসর উপর্যুপরি বন্যা প্রদেশের অসংখ্য অধিবাসীর প্রাণহানি ও বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি নষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সরকার প্রদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণের কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। বন্যার দরুন প্রদেশের চাষীদের আর্থিক অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন যে, মাত্র ১০ বৎসর পূর্বে যে পরিবারের ঘরবাড়ী, গবাদিপশু এবং সারা বৎসরের খাদ্য ছিল সেই পরিবার এখন দেওলিয়া হইয়া পড়িয়াছে এবং অর্দ্ধাহারে ও অনাহারে দিন কাটাইতেছে। ইতিমধ্যে দেশের সকল সম্পদ মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তির হাতে সঞ্চিত হইয়াছে।

তিনি বলেন, শিল্পপতিরা সরকারের পক্ষ হইতে ট্যাক্স হলিডে এবং অন্যান্য সুযোগ পাইতেছে, কিন্তু চাষী এবং শ্রমিকদের উপর করের বোঝা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

ছাত্র মামলা প্রত্যাহার দাবী

শেখ মুজিবর রহমান জনাব তোফায়েল আহমদ সহ ৬ জন ছাত্র নেতার উপর হইতে মামলা প্রত্যাহারের জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। শেখ মুজিবর রহমান এখানে আগমন করিলে তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তাঁহাকে পবিত্র কোরানের একটি কপি এবং ৬ দফার প্রতীক হিসাবে ৬টি তারকা খচিত একটি ঢাল উপহার দেওয়া হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

কৃষক ও মেহনতি মানুষের বকেয়া কর মওকুফের আবেদন : নোয়াখালীর বিভিন্ন স্থানে শেখ মুজিবের বক্তৃতা

চৌমুহনী, ২৮শে সেপ্টেম্বর– পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান অদ্য অপরাহ্নে এখানে আয়োজিত এক কর্মীসভায় ভাষণদানকালে বন্যার কবল হইতে প্রদেশের ছয় কোটি মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার্থ আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগ প্রধান অভিযোগ করেন যে, প্রতি বৎসর বন্যায় জনসাধারণের জীবন ও সম্পত্তির বিপুল ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও সরকার ইহার প্রতিরোধ-কল্পে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। বন্যার ফলে

প্রদেশের কৃষককুলের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হইতে আরও খারাপ হইয়া পড়িতেছে। দশ বৎসর পূর্বে যে পরিবার সচ্ছল ছিল আজ তাহারা সব হারাইয়া অর্ধাহারে-অনাহারে কালাতিপাত করিতেছে অথচ দেশের যাবতীয় সম্পদ কুক্ষিগত হইয়াছে মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে।

তিনি বলেন, যখন শিল্পপতিরা সরকারের নিকট হইতে কর মওকুফসহ বিভিন্ন সুযোগ পাইতেছেন তখন কৃষক ও মেহনতী মানুষ কর ও খাজনার ভারে জর্জরিত হইতেছে এবং বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য তাহাদের উপর নির্যাতন চালানো হইতেছে।

তিনি অবিলম্বে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও কৃষক এবং মেহনতী মানুষের বকেয়া কর ও পাওনা মওকুফের জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানান।

শেখ মুজিবর রহমানের সহিত জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ও জনাব আবদুল মোমেন প্রমুখ ছিলেন। ফেনীতে ডাঃ কামাল হোসেন ও সৈয়দ আবদুস সুলতান তাঁহাদের সহিত মিলিত হন।

চৌমহনীতে আগমন করিলে আওয়ামী লীগ সভাপতিকে আন্তরিক সম্বর্ধনা জানান হয় এবং স্থানীয় একটি হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁহার উদ্দেশে মানপত্র পাঠ করা হয়। অতঃপর তাঁহাকে একটি পবিত্র কোরান ও ছয়টি স্বর্ণতারকা-খচিত একটি পদক উপহার দেওয়া হয়। এই পদকের ছয়টি তারকা আওয়ামী লীগের ছয়দফা কর্মসূচীর প্রতীক।

মাইজদীতে বক্তৃতা

চৌমুহনী হইতে মাইজদী গমনের পূর্বে চৌমুহনীতে তিনি এক ছাত্র সমাবেশে বক্তৃতা করেন। পথে পথে দর্শনার্থীদের অনুরোধে বারংবার যাত্রা ভঙ্গ করিতে হওয়ায় মাইজদী পৌঁছিতে তাঁহাদের ৪ ঘণ্টা বিলম্ব হয়। বিকাল ৪টার স্থলে রাত্রি ৮টায় মাইজদী পৌঁছার পরক্ষণেই শেখ সাহেব স্থানীয় সিনেমা হলে জেলা আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব আবদুল মালেক উকিল।

ফেনী

এখানে আয়োজিত এক কর্মীসভায় বক্তৃতাদানকালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান প্রদেশের সকল শহর ও মফস্বলে পূর্ণাঙ্গ ও সংশোধিত রেশনিং ব্যবস্থা চালু করার আহ্বান জানান।

ভারতের গুজরাট ও ইহার পার্শ্ববর্তী প্রদেশসমূহে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তীব্র নিন্দা করিয়া আওয়ামী লীগ নেতা ভারতের সচেতন অধিবাসীদের নিকট এই সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধতা বন্ধ করিতে সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানান এবং বলেন যে, সংখ্যালঘুদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান

করিয়া সহ-অবস্থানের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা সংখ্যাগুরুদের পবিত্র দায়িত্ব।

সীমান্তের পরপার হইতে যে কোন উস্কানিমূলক কার্যকলাপ সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য তিনি পাকিস্তানী জনগণের প্রতি আবেদন জানান।

শাসনতন্ত্র সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন যে, ইহা অত্যন্ত দুঃখের কথা যে, স্বাধীনতার বাইশ বছর পরেও দেশের ভাগ্যে একটি শাসনতন্ত্র জুটিল না। তিনি বলেন, গণপ্রতিনিধিদের দ্বারা প্রণীত না হইলে জনসাধারণ কোন শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিবে না। –পিপিআই

সংবাদ

২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

ফেনীতে শেখ মুজিব : দুর্যোগ-কবলিত এলাকায় রেশন প্রদানের দাবী

ফেনী, ২৮শে সেপ্টেম্বর (এপিআই)।– অদ্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান প্রদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ-কবলিত এলাকাসমূহে সংশোধিত রেশনিং প্রবর্তন এবং টেষ্ট রিলিফ ব্যবস্থার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

এখানে দলীয় কর্মীদের সমাবেশে বক্তৃতাকালে আওয়ামী লীগ প্রধান নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য প্রতিরোধের জন্যও সরকারের প্রতি আবেদন জানান।

দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া আওয়ামী লীগ সভাপতি সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের ভিত্তিতে দেশে অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানান।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, অতীতে প্রদেশের ন্যায্য দাবী আদায় না হওয়ার জন্য কতিপয় পূর্ব পাকিস্তান নেতা দায়ী।

ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিবর রহমান ভারতীয় মুসলমানদের হত্যার নিন্দা করেন। তিনি প্রদেশে শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য জনগণের প্রতি আবেদন জানান।

অবিলম্বে সর্বনাশা বন্যা নিয়ন্ত্রণের আহ্বান

পিপিআই পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান আজ চৌমুহনীতে দাবী করেন যে, সর্বনাশা বন্যার হাত হইতে এই প্রদেশের ৬ কোটি লোকের জানমাল রক্ষার জন্য সরকারের অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

অদ্য বিকালে চৌমুহনীতে দলীয় কর্মীদের সভায় বক্তৃতাকালে আওয়ামী লীগ প্রধান অভিযোগ করেন, প্রতি বৎসর পূনঃ পূনঃ বন্যায় বিপুলসংখ্যক লোকের জানমাল নষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এই সর্বনাশা বন্যা প্রতিরোধের জন্য সরকার কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। বন্যার ক্ষতির দরুন প্রদেশের কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হইতে আরও খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। মাত্র ১০ বৎসর আগে যে সচ্ছল পরিবারের ঘরবাড়ী গো-মহিষ এবং জীবিকার অন্যান্য উপায় ছিল আজ উক্ত পরিবার দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছে। এখন অর্ধাহার এবং মাঝে মাঝে অনাহারে দিন কাটাইতেছে। অন্যদিকে জাতির সম্পদ মাত্র কয়েকটি লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। তিনি বলেন, শিল্পপতিগণ সরকারের নিকট হইতে ট্যাক্স হলিডে এবং অন্যান্য সুবিধা পাইতেছে। কিন্তু কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী কর ও খাজনায় জর্জরিত এবং সে সব আদায়ের ব্যাপারে হয়রান হইতেছেন। আওয়ামী লীগ প্রধান অবিলম্বে বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং কৃষক শ্রমিকদের নিকট হইতে খাজনা ও অন্যান্য পাওনা আদায় স্থগিত রাখার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানান।

জনাব তোফায়েল আহমদসহ ৬ জন ছাত্র নেতার বিরুদ্ধে আনীত মামলা বাদ দেওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান সরকারের প্রতি আবেদন জানান।

আওয়ামী লীগ প্রধানের সহিত জনাব তাজুদ্দিন আহমদ এবং জনাব আবদুল মোমেন রহিয়াছেন। ডঃ কামাল হোসেন এবং সৈয়দ আবদুস সুলতান ফেনীতে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হন।

চৌমুহনী পৌঁছিলে আওয়ামী লীগ সভাপতিকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন এবং কয়েকটি মানপত্র প্রদান করা হয়। তাঁহাকে একখানা পবিত্র কোরান এবং আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচীর প্রতীক হিসাবে ৬টি সোনার তারকা খচিত একটি শীল্ড উপহার দেওয়া হয়।

আজাদ

৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

করাচী আওয়ামী লীগের সভা : ক্রুগ মিশন রিপোর্টের আশু বাস্তবায়ন দাবী

করাচী, ২৮শে সেপ্টেম্বর।–করাচী বিভাগীয় আওয়ামী লীগের এক সভায় অবিলম্বে ক্রুগ মিশন রিপোর্ট বাস্তবায়নের মাধ্যমে পূর্ব্ব পাকিস্তানের বন্যা সমস্যা সমাধানের জোর দাবী জানানো হয়।

এডভোকেট নুরুস সালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপরোক্ত সভায় বুদ্ধিজীবী ছাত্র শ্রমিক ও দলীয় কর্ম্মীবৃন্দ যোগদান করেন।

করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব কে, এ, তিরমিজি তাঁহার তেজোদৃপ্ত বক্তৃতায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচারণায় লিপ্ত তথাকথিত মোল্লাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

আজাদ

৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

মাইজদি কোর্টে শেখ মুজিব : গণপ্রতিনিধিদের ছাড়া শাসনতন্ত্র প্রণীত হইতে পারে না

মাইজদি কোর্ট, ২৯শে সেপ্টেম্বর। –আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতরাত্রে জেলা আওয়ামী লীগ কর্মী সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের দ্বারা প্রণীত না হইলে দেশবাসী কোন শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিবেন না। তিনি বলেন যে, একমাত্র নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণই দেশের জনগণের আশা-আকাংখার পরিপ্রেক্ষিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতে পারেন। তিনি বলেন যে, প্রতিনিধিগণ যাহাতে জনগণের পক্ষে কথা বলিতে পারেন, তজ্জন্য অবিলম্বে সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। –পিপিআই

Dawn

30th September 1969

Mujib's call to Government

CHAUMUHANI (Noakhali), Sept. 29: Sheikh Mujibur Rahman, President of the Pakistan Awami League, has said that the Government should take immediate measures to protect the lives and properties of six crore people of this province from the menacing flood.

Addressing the Awami League workers here last evening, the Awami League Chief alleged despite the colossal loss of lives and properties of people every year by the recurring floods the Government has not taken any concrete measures to forestall this menace. The pecuniary condition of the peasants in the province had deteriorated from bad to worse by the flood.

People in these areas had to pass the day half fed and sometime in total starvation, while the nation's wealth concentrated in only few hands. He said while the industrialists were getting tax

holiday from the Government, the peasants and the working class were overburdened with taxes and land revenues and they were being harassed for the realisation of taxes and other dues.

CASES AGAINST STUDENTS

The Awami League chief also appealed to the Government to drop the case instituted against six student leaders, including Mr. Tofail Ahmad.

The awami League chief was accompanied by Messr Tajuddin Ahmad and Abdul Momin. He was joined at Feni by Dr. Kamal Husain.

A warm reception and a number of addresses of welcome were read at the hall. He was presented with a copy of the Hole Quran and a shield studded with six gold stars representing the six point programme of the Awami League.

RATIONING URGED

In Feni Sheikh Mujibur Rahman, yesterday asked the Government to introduce modified rationing and provide relief in the natural calamity effected areas of the province.

The Awami League chief, addressing his party workers here appealed to the Government to check soaring price of essential commodities.

He demanded early general elections in the country on the basis of universal adult franchise.

He said some of the East Pakistani leaders were responsible for not realising the legitimate demand of the province in the past.

Referring to the communal riots in India, Sheikh Mujibur Rahman condemned the Killing of Indian Muslims. He, however, urged the people to maintain peace and communal harmony in East Pakistan.–PPI/APP.

দৈনিক পয়গাম

৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

শেখ মুজিব কর্তৃক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করার আহ্বান

ফেনী, ২৮শে সেপ্টেম্বর।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য সামগ্রীর মূল্যের উর্ধ্বগতি রোধের জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানান।

অদ্য এখানে আওয়ামী লীগ কর্মীদের সমাবেশে বক্তৃতাকালে শেখ মুজিবর রহমান প্রদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত এলাকা সমূহের আংশিক রেশনিং প্রবর্তন এবং টেষ্ট রিলিফ দানের জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানান।

আওয়ামী লীগ প্রধান সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যথাশীঘ্র সাধারণ নির্বাচনের দাবী জানান। তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে ন্যায়সঙ্গত দাবিদাওয়া উপলব্ধি না করার জন্য এই প্রদেশের কতিপয় নেতৃবৃন্দ দায়ী।

শেখ মুজিব জনসাধারণকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখিয়া শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের অনুরোধ জানান। □এপিপি।

আজাদ

১লা অক্টোবর ১৯৬৯

শেখ মুজিবের প্রত্যাবর্তন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল রাত্রে দুইদিন ব্যাপী নোয়াখালী সফরের পর ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সফরকালে শেখ ছাহেব ফেনী, চৌমূহনী, মাইজদীকোর্ট, রায়পুরা, রামগঞ্জ এবং লক্ষ্মীপুরের আওয়ামী লীগ কর্মীসমাবেশে বক্তৃতা দেন। জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ, জনাব আবদুল মোমেন, হাফেজ হাবিবুর রহমানও এবং ওবায়েদুর রহমান শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত ছিলেন।

আজাদ

১লা অক্টোবর ১৯৬৯

লক্ষ্মীপুরে শেখ মুজিব : শোষণকারীদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান

লক্ষ্মীপুর, ৩০শে সেপটেম্বর। –আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান দরিদ্র জনগণকে শোষণকারী ব্যক্তিদের সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানাইয়াছেন। তিনি বলেন, যাহারা দরিদ্র জনগণকে শোষণ করে, তাহারা প্রকৃত মূছলমান হইতে পারে না। যাহারা অন্যায় আর অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, তাহারাই মুছলমান।

শেখ মুজিব বলেন যে, তাহার দল দেশে সকল মানুষের অধিকার শুনিশ্চিত করিয়া একটি শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালাইতেছে।

গত সোমবার অপরাহ্নে দলীয় কর্মীদের এক সমাবেশে বক্তৃতাকালে আওয়ামী লীগ প্রধান আরও বলেন যে, স্বাধীনতা উত্তরকালের ২২ বছরের ইতিহাস শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়ন আর স্বজনপ্রীতির ইতিহাস।

৬ দফাই সমাধান

শেখ ছাহেব বলেন যে, ৬ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের মধ্যেই সকল জাতীয় সমস্যার সমাধান নিহিত রহিয়াছে এবং জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করার ইহাই প্রধান পথ।

গতকাল অপরাহ্নে রামগঞ্জ হইতে সকালে এখানে আগমনের পর আওয়ামী লীগ প্রধানকে প্রাণঢালা সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তাঁহার সম্মানার্থ রাস্তার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশে সুদৃশ্য তোরণ নির্ম্মাণ করা হয়।

রায়পুরায় শেখ মুজিব

ইতিপূর্বে সকালে রায়পুরায় দলীয় কর্মী সমাবেশে বক্তৃতাকালে শেখ ছাহেব বলেন যে, বিগত ২২ বৎসরে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থার মারাত্মক বিপর্যয় ঘটিয়াছে। মাত্র ১০ বৎসর পূর্বেও এই প্রদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল, আজ সেই প্রদেশেই খাদ্য আমদানী করিয়া ঘাটতি পূরণ করিতে হয়।

শেখ ছাহেব আরো বলেন যে, একদিন পূর্ব্ব পাকিস্তান বার্ষিক ৭২ লক্ষ বেল পাট বিদেশে রফতানি করিত। কিন্তু অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অদূরদর্শী পাটনীতির ফলে আজ এই রফতানির পরিমাণ দাড়াইয়াছে মাত্র ৩২ লক্ষ বেলে।

শেখ ছাহেব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে এছলামের নামে জনগণকে বিভ্রান্ত না করার আহ্বান জানান। –পিপিআই

আজাদ

১লা অক্টোবর ১৯৬৯

লক্ষ্মীপুরে আঃ লীগ কর্মীসভায় শেখ মুজিব : গত ২২ বছরে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থার মারাত্মক অবনতি ঘটিয়াছে

লক্ষ্মীপুর, ৩০শে সেপটেম্বর।–দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে যে সকল ব্যক্তি শোষণ করিতেছে তাহাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য এখানে জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

গতকল্য অপরাহ্নে এখানে আওয়ামী লীগ কর্মীদের এক সমাবেশে বক্তৃতাদানকালে শেখ মুজিব বলেন যে, আজাদী লাভের পর গত বাইশ বছরের ইতিহাস শুধু শোষণ, অত্যাচার, নির্যাতন আর স্বজনপ্রীতির ইতিহাস। যাহারা দরিদ্র জনসাধারণকে শোষণ করে তাহারা কখনই সত্যিকারের মুছলমান হইতে পারে না। অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে যাহারা সংগ্রাম করে তাহারাই সত্যিকারের মুছলমান। শেখ মুজিব বলেন, তাহার দল দেশে শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য প্রচেষ্টা চালাইয়াছে, যেখানে সকলের সমান অধিকার থাকিবে। ছয়দফা কর্ম্মসূচী বাস্তবায়নের

মাধ্যমেই কেবল দেশের প্রধান সমস্যা সমূহের সমাধান হইতে পারে বলিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান ঘোষণা করেন।

তিনি বলেন, গত বাইশ বছরে পূর্ব্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থার মারাত্মক অবনতি ঘটিয়াছে। একসময় পূর্ব্ব পাকিস্তান খদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল কিন্তু এখন পূর্ব্ব পাকিস্তান খাদ্য ঘাটতি এলাকায় পরিণত হইয়াছে।

তনি বলেন, পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে ৭২ লক্ষ বেল পাট রফতানী হইত কিন্তু এখন এই পরিমাণ ৩২ লক্ষ বেল-এ দাঁড়াইয়াছে। এর অন্যতম কারণ হইতেছে যাহারা পাটনীতি প্রণয়ন করেন পাট সম্পর্কে তাহাদের কোন সম্যক ধারণা নাই।

শেখ মুজিবর রহমান এছলামের নামে জনসাধারণকে বিপথগামী না করার জন্য রাজনীতিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

ইতিপূর্ব্বে আওয়ামী লীগ প্রধান এবং আওয়ামী লীগ নেতৃবর্গ সমভিব্যাহারে এখানে আসিয়া পৌছিলে স্থানীয় জনসাধারণ তাহাকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। –পিপিআই।

Morning News

1st October 1969

Mujib wants polls without delay

(By Our Staff Reporter)

MAIJDI COURT. Sep. 30 (PPI): Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman has said people would not accept any constitution unless framed by elected representatives of the people.

Addressing district Awami League workers at a local cinema hall here last night, the Awami League chief said that only elected representatives could frame country's constitution keeping in view hopes and aspirations of people.

He said that general election should be held without delay so that elected representatives could speak for people.

Sheikh Mujibur Rahman said that force was not answer to country's problems. Problems were to be solved taking in view hopes and desires of the people.

He said the demands of the people of East Pakistan were just and legitimate and to be solved without further delay.

The Awami League chief said that people of province had been deprived of due shares in all spheres of life. They had not been given shares in central money, central services and defence services.

He said that while hundreds of crores of rupees were being spent for construction of national capital no tangible efforts were being made for the implementation of Krugg mission report for controlling floods in East Pakistan. He said huge money had been spent on Mangla and Tarbela outside plan but flood control schemes was not adopted.

Sheikh Mujib said that he had no grudge for Mangla or Tarbela because those were essential there. He said that control of flood in this province was not less essential.

Awami League chief criticised Ayub regime for solution of Indus basin problem and Rann of Kutch leaving behind vital issues like Farakka. He posed question if those problems could be resolved with India why vital issue involving whole economy of East Pakistan could not be solved. He criticised Ayub government for not protesting when India received huge money from America for Farakka.

He said implementation of Farakka would badly affect the economy of the province.

Sheikh Mujib pointed out that whenever demands of East Pakistan were raised, those were suppressed in name of secession or religion.

He said that each and every Bengali Muslim had tremendous faith in Islam and they were true Muslims. Non should teach Islam to Bengalis.

He advised people not to be misled in name of Islam. He called upon people to strengthen Awami League in that its six-point programme could be materialised

দৈনিক পয়গাম

১লা অক্টোবর ১৯৬৯

রায়পুরার কর্মীসভায় শেখ মুজিব : ধর্মের নামে জনগণকে বিভ্রান্ত না করার আহ্বান

লক্ষীপুর (নোয়াখালী), ৩০শে সেপ্টেম্বর।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান দরিদ্র জনসাধারণকে প্রতারণাকারীদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার আহ্বান জানাইয়াছেন। গতকাল বৈকালে আওয়ামী লীগ কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আজাদী পরবর্তী বাইশ বছরের ইতিহাস বঞ্চনা, নিপীড়ন, নির্যাতন আর স্বজন তোষণের ইতিহাস।

শেখ সাহেব বলেন, তাঁহার দল শোষণমুক্ত সমাজ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে যেখানে সকলের সমান অধিকার থাকিবে।

তিনি দাবী করেন যে, দেশের প্রধান সমস্যাগুলির একমাত্র সমাধান হইতেছে ছয় দফা কর্মসূচীর বাস্তবায়ন।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান ৭২ লাখ বেল পাট রফতানী করিত সেই ক্ষেত্রে এখন মাত্র ৩২ লাখ বেল পাট রপ্তানী করিতেছে। তিনি বলেন, এই রফতানী হ্রাসের কারণ হইতেছে যাহারা পাটনীতি প্রণয়ন করিয়াছেন তাহারা কিছুই জানেন না।

তিনি ইসলামের নামে জনসাধারণকে ভুল পথে না চালানোর উদ্দেশ্যেও রাজনীতিকদের প্রতি আবেদন জানান। শেখ মুজিবর রহমান নোয়াখালী জেলায় দুইদিন ব্যাপী সফর শেষে গত সোমবার দিবাগত রাত্রে ঢাকায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। –পিপিআই।

দৈনিক পাকিস্তান

১লা অক্টোবর ১৯৬৯

লক্ষীপুরে শেখ মুজিব : স্বজনতোষণ নিপীড়ন ও নির্যাতন হচ্ছে ২২ বছরের ইতিহাস

লক্ষীপুর (নোয়াখালি), ৩০শে সেপ্টেম্বর (পিপিআই)।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান দরিদ্র জনসাধারণকে প্রতারণাকারীদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। গতকাল বিকেলে আওয়ামী লীগ কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আজাদী পরবর্তী বাইশ বছরের ইতিহাস বঞ্চনা, নিপীড়ন, নির্যাতন আর স্বজন-তোষণের ইতিহাস।

শেখ সাহেব বলেন, দরিদ্র জনসাধারণকে যারা প্রতারণা করে তারা মুসলমান নয় মুসলমান তাঁরাই যারা অন্যায় আর অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে থাকে।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, তাঁর দল শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার চেষ্টা করছে যেখানে সকলের সমান অধিকার থাকবে।

তিনি দাবী করেন যে, দেশের প্রধান সমস্যাগুলোর একমাত্র সমাধান হচ্ছে ছয়দফা কার্যসূচী বাস্তবায়ন।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান ৭২ লাখ বেল পাট রফতানী করতো। সে ক্ষেত্রে এখন মাত্র ৩২ লাখ বেল পাট রফতানী করছে। তিনি বলেন, এই রফতানী হ্রাসের কারণ হচ্ছে যারা পাটনীতি প্রণয়ন করছেন তাঁরা পাট সম্পর্কে কিছুই জানেন না।

তিনি ইসলামের নাম নিয়ে জনসাধারণকে ভুল পথে না চালানোর উদ্দেশ্যেও রাজনীতিকদের প্রতি আবেদন জানান।

ঢাকা প্রত্যাবর্তন

শেখ মুজিবর রহমান নোয়াখালী জেলায় দুই দিনব্যাপী সফর শেষে গত সোমবার দিবাগত রাতে ঢাকা ফিরে আসেন।

আজাদ

২রা অক্টোবর ১৯৬৯

প্রাদেশিক ন্যাপ কাউন্সিলে ওসমানীর বক্তৃতা : শেখ মুজিবের নেতৃত্বে প্রদেশে অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রস্তাব

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পাকিস্তান ন্যাপের (ওয়ালী খান গ্রুপ) সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহমুদুল হক ওসমানী গতকাল বুধবার সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের প্রাককালে অন্তর্ব্বর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রস্তাব করিয়া পূর্ব্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবর রহমান ও পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন অঞ্চলের জনপ্রিয় নেতাদের উপর শাসন ক্ষমতা অর্পণ করার সুপারেশ করেন। ন্যাপের পূর্ব পাকিস্তানের শাখার বার্ষিক কাউন্সিল সম্মেলনে ভাষণদানকালে জনাব ওসমানী উপরোক্ত প্রস্তাব দেন। গতকাল হোটেল ইডেনে দুই দিবসব্যাপী কাউন্সিল সম্মেলন শুরু হয়।

সভায় পূর্ব্ব পাকিস্তান ন্যাপের সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেন যে, ন্যাপ কোন শ্রেণী সংগঠন নয়, শিল্পপতি, পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ীদের জন্যও ন্যাপের দ্বার অবারিত।

সকালে জাতীয় পতাকা ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সম্মেলনের উদ্বোধন করা হয়। সম্মেলনের প্রথম বক্তা অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ তাঁহার বক্তৃতা শুরু করিলে মাঝপথে প্রবল বারিপাতের ফলে তাহা ব্যাহত হয়।

মাহমুদুল হক ওসমানী

উদ্বোধনী অধিবেশনে পাকিস্তান ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহমুদুল হক ওসমানী দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করিয়া অবিলম্বে সাধারণ নির্ব্বাচনের সুনির্দ্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন যে, নির্ব্বাচনের আয়োজন সাপেক্ষে অবিলম্বে দেশে অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠন করা উচিত। এই প্রসঙ্গে তিনি পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান ও পশ্চিম পাকিস্তানে প্রত্যেকটি

অঞ্চলের জনপ্রিয় নেতাদের নিকট শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব দেন। জনাব ওসমানী দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, এইরূপ ব্যবস্থা দেশে শান্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে সহায়ক হইবে। জাতি সমস্যার প্রশ্নে জনাব ওসমানী বলেন যে, এক ইউনিটের বিলোপ, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কায়েম, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি ক্ষেত্রে জনসাধারণ ও রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে মতৈক্য রহিয়াছে।

মোজফফর আহমদ

পূর্ব্বহ্নে পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপের সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেন যে, গত ২২ বৎসরের বঞ্চনায় দেশের শ্রমিক-কৃষকের মধ্যে নতুন চেতনার উদ্ভব হইয়াছে। তিনি বলেন যে, বিগত গণঅভ্যুত্থানে সংগ্রামী মানুষ আত্মসচেতনতা লাভ করিয়াছে।

সংবাদ

২রা অক্টোবর ১৯৬৯

রামগঞ্জে শেখ মুজিব : প্রকাশ্য স্থানে জনসভা অনুষ্ঠানে অনুমতি দানের আহ্বান

রামগঞ্জ (নোয়াখালী), ৩০শে সেপ্টেম্বর (পিপিআই)।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল নোয়াখালী জেলার রামগঞ্জে দলীয় কর্মীসভায় বক্তৃতাকালে বলেন যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কায়েম, পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিল এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব মানিয়া লওয়ার দাবী, জনসাধারণের ন্যায়সঙ্গত দাবী। জননেতাদের বক্তব্য শ্রবণে জনসাধারণ যাহাতে সক্ষম হয় তজ্জন্য তিনি প্রকাশ্য স্থানে জনসভা অনুষ্ঠান করিতে দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, যাহারা গরীব জনসাধারণকে শোষণ করে তাহারা খাঁটি মুসলমান হইতে পারে না। যাঁহারা অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন, তাঁহারাই প্রকৃত মুসলমান। তিনি বলেন, তাঁহার পার্টি এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিতেছে যেখানে কোন শোষণ থাকিবে না। তাঁহার পার্টি সকলের সুযোগ সুবিধার নিশ্চয়তা সম্বলিত সমাজ চায়।

৬ দফা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ইহার বাস্তবায়নই সকল জাতীয় সমস্যা সমাধানের এক মাত্র সমাধান। শুধু তাহাই নহে, জাতীয় সংহতি শক্তিশালী করার ব্যাপারেও ইহাই একমাত্র পথ।

আওয়ামী লীগ প্রধান মেসার্স তাজুদ্দিন, হাফেজ, হাবিবুর রহমান, আবদুল মোমেন, ওবায়দুর রহমান, আবদুল মালেক উকিল, নূরুল হক প্রমুখ সমভিব্যাহারে গতকাল অপরাহ্নে এখানে আসিয়া উপনীত হন। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে তাঁহাদেরকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের ব্যবস্থা করা হয়।

তিনি বলেন, মাত্র ১০ বৎসর পূর্বে এই প্রদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। অথচ বর্তমানে এই প্রদেশ একটি খাদ্য ঘাটতি এলাকা। রপ্তানিকৃত খাদ্যশস্যের উপর আজ তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইতেছে। তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান হইতে ৭২ লক্ষ বেল পার্ট রপ্তানি করা হইত। আজ পাট রপ্তানি হয় মাত্র ৩২ লক্ষ বেল। তিনি বলেন যে, পাট সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রণীত পাটনীতির ফলেই এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে।

শেখ মুজিবর রহমান ধর্মের নামে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত না করার বিশেষ শ্রেণীর রাজনীতিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

আজাদ

৩রা অক্টোবর ১৯৬৯

শেখ মুজিবের উত্তরবঙ্গ সফর

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান আগামী ৭ই অক্টোবর বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুর জেলা সফর শুরু করিবেন। তাঁহার সঙ্গে দলীয় অন্যান্য নেতৃবৃন্দও উক্ত সফরে থাকিবেন। তিনি আগামী ৭ই অক্টোবর সড়ক পথে বগুড়া পৌছিবেন এবং পরদিন সকালে রংপুর রওয়ানা হইবেন। তিনি ১১ই অক্টোবর দিনাজপুর পৌছিবেন। আওয়ামী লীগ নেতা উল্লেখিত জেলা সমূহের আওয়ামী লীগ কর্মীদের সমাবেশে বক্তৃতা করিবেন।

Dawn

3rd October 1969

Mujib asks people to be vigilant against exploiters

LUXMIPUR (Noakhali), Oct 2: Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman has called upon people to be vigilant against those who were exploiting poor people as the history of the 22 years of independence was the history of exploitation, oppression, suppression and nepotism.

Addressing party workers here he said that those who exploited the poor people could not be true Muslims. Only those were Muslims who fought against wrong and injustices.

Sheikh Mujibur Rahman said that his party was trying to build the society where there would be no exploitation with equal shares for all.

He said that materialization of his six-point programme was the only solution of the major problems in the country.

Sheikh Sahib further said that during the 22 years of independence economic condition of East Pakistan had deteriorated. Once East Pakistan was self-sufficient in food but now the province has become a deficit area, he added.

He said that East Pakistan used to export 72 lakh bales of jute but now only 32 lakh bales are exported. The reason for the decline was that the jute policy was formulated by those who had no knowledge about jute, he contended.

Sheikh Mujibur Rahman also urged politicians not to mislead people in the name of Islam.

On arrival at Raipura the Awami League leader was given a warm welcome.

Later Sheikh Mujibur Rahman went to Ramganj. In an open Jeep he passed through the bazar. Due to heavy rush at the workers meeting there Sheikh Sahib could not speak for long. A country boat was used to avoid the unprecedented waysides gatherings. Speaking briefly he called upon the people to rally round the banner of the Awami League.

He said demands for regional autonomy, dissolution of one Unit in West Pakistan and representation on population basis were general demands of the people. –PPI.

দৈনিক পয়গাম

৩রা অক্টোবর ১৯৬৯

শেখ মুজিবের উত্তর বঙ্গের তিনটি জেলা সফর

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আগামী ৭ই অক্টোবর বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুর জেলা সফরে গমন করিবেন। তাঁহার সহিত আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব মনসুর আলী, জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, জনাব এ এইচ এম কামরুজ্জামান, জনাব আবদুল মোমিন, জনাব আবদুল মান্নান, জনাব আবদুর রউফ প্রমুখ সফরে গমন করিবেন।

গতকল্য (বৃহস্পতিবার) আওয়ামী লীগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, নেতৃবৃন্দ ৭ই অক্টোবর বগুড়া, ৮ই ৯ই ও ১০ই অক্টোবর রংপুর এবং ১০ই ১১ই ও ১২ই অক্টোবর দিনাজপুর সফর করিবেন। এসব স্থানে শেখ মুজিবর রহমান আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলনে বক্তৃতা দিবেন।

গোয়ালন্দ সফর

আওয়ামী লীগ নেতা মোল্লা জালালুদ্দিন আহমদ, কাজী রোকনুদ্দিন, লিয়াকত হোসেন ও শহীদ আলী খান অদ্য শুক্রবার সকালে গোয়ালন্দ সফরে গমন করিবেন।

দৈনিক পাকিস্তান

৪ঠা অক্টোবর ১৯৬৯

৭ই অক্টোবর শেখ মুজিবের বগুড়া সফর

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আগামী ৭ই অক্টোবর বগুড়া রংপুর এবং দিনাজপুর সফরের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করবেন বলে আওয়ামী লীগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ। তার সঙ্গে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব মনসুর আলী, জনাব তাজুদ্দীন আহমদ, এ এইচ এম কামরুজ্জামান, জনাব আবদুল মোমিন, জনাব আমজাদ হোসেন, জনাব আবদুল মান্নান, মোল্লা জালালউদ্দীন এবং ছাত্রলীগ নেতা জনাব আবদুর রউফ প্রমুখ থাকবেন।

৭ই অক্টোবর সকালে মোটরযোগে তিনি বগুড়া পৌঁছবেন। ৮ই অক্টোবর সকালে রংপুর যাবেন এবং তিনদিন যাবত বিভিন্ন স্থান সফর করবেন। ১০ই অক্টোবর সন্ধ্যায় শেখ সাহেব রংপুর থেকে দিনাজপুর গিয়ে পৌঁছিবেন। সেখানে ১২ই অক্টোবর পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করবেন। এই সকল জেলায় তিনি আওয়ামী লীগ কর্মী সভায় বক্তৃতা করবেন।

আজাদ

৫ই অক্টোবর ১৯৬৯

শেখ মুজিবের সফরসূচী

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুর জেলা সফরের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আগামী ৭ই অক্টোবর বগুড়া রওয়ানা হইবেন। ঢাকা হইতে তিনি বগুড়ায় অপরাহ্ণ দুইটার দিকে পৌঁছিবেন।

বিকাল সাড়ে চারটার সময় বগুড়া আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলনে তিনি বক্তৃতা করিবেন। রাত্রি আটটায় স্থানীয় ছাত্রগণ তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা দান করিবেন। রাত্রি নয়টায় তিনি সাংবাদিকদের সাথে মিলিত হইবেন এবং রাত্রি দশটায় জেলা আওয়ামী লীগ ও কর্মীদের এক সভায় বক্তৃতা করিবেন।

ইহা ছাড়া তিনি বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগ মহিলা সাংগঠনিক সাব কমিটির সভায় মিলিত হইবেন। ইহার পর শেখ মুজিবর রহমান মোটরযোগে

রংপুর পৌঁছিবেন। ৮ই, ৯ই ও ১০ই অক্টোবর রংপুর জেলার বিভিন্ন স্থান সফর, ১০ই, ১১ই ও ১২ই অক্টোবর দিনাজপুর অবস্থান ও ১২ই অক্টোবর দিনাজপুরের বিভিন্ন এলাকা সফর।

দৈনিক পয়গাম

৬ই অক্টোবর ১৯৬৯

মঙ্গলবারে শেখ মুজিবের উত্তরবঙ্গ সফর

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আগামীকল্য (মঙ্গলবার) উত্তরবংগ সফরে ঢাকা ত্যাগ করিবেন। এই সফরে অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার সহিত সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, জনাব আবদুল মোমিন মোল্লা, জালালুদ্দিন আহমদ, জনাব আবদুল মান্নান গাজী, গোলাম মোস্তফা, জনাব মোহাম্মদ মঈজুদ্দিন, জনাব আরহাম সিদ্দিকী, জনাব এম, এ, সোবহান, জনাব রশীদ মোশাররফ, খালেদ মোঃ আলী প্রমুখ তাহার সহিত গমন করিবেন। ইহা ছাড়া জনাব মনসুর আলী, জনাব এ, এইচ এম, কামরুজ্জামান, জনাব আমজাদ হোসেন, জনাব আবদুর রব প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতা নাগর বাড়িতে শেখ মুজিবরের সহিত সফরে যোগদান করিবেন।

কর্মসূচী অনুযায়ী আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ৭ই অক্টোবর বগুড়া, ৮ই, ৯ই ও ১০ই অক্টোবর রংপুর এবং ১০ই ও ১১ই অক্টোবর দিনাজপুর সফর করিবেন। তাহারা এই সব স্থানে আওয়ামী লীগ কর্মী সমাবেশে বক্তৃতা দিবেন।

Dawn

7th October 1969

Mujib to inaugurate political conference in Karachi next month

By our staff Correspondent

Sheikh Mujibur Rahman will inaugurate a political conference which is likely to be held in the first week of November in Karachi, says a press release of the Karachi Provincial Awami League.

The conference will be followed by the Council meeting of the local League on Oct 12.

On Sunday, a joint meeting of the Working Committee members and office-bearers of the Divisional and Ward Awami Leagues was held to review the overall political situation and discuss organisational matters.

The meeting decided to set up a Reception Committee headed by Sheikh Manzoorul Haq and the Organising Committee headed by Mr. K. A. Tirmizi.

দৈনিক ইত্তেফাক

৭ই অক্টোবর ১৯৬৯

আজ শেখ মুজিবের বগুড়া যাত্রা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

এক সপ্তাহব্যাপী উত্তরবঙ্গ সফরের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ (মঙ্গলবার) ভোরে সদলবলে বগুড়া রওয়ানা হইবেন। তাঁহার সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমিন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মেসার্স মোল্লা জালাল উদ্দিন আহমদ, আবদুল মান্নান, গাজী গোলাম মোস্তফা ও মোঃ ময়জুদ্দিন, জনাব এম, এ সোবহান, এ্যাডভোকেট, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের মোল্লা রিয়াজুদ্দিন, জনাব রাশেদ মোশাররফ এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাবেক সম্পাদক খালেদ মোহাম্মদ আলী ঢাকা হইতে যাইবেন।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব মনসুর আলী, নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এ, এইচ, এম, কামরুজ্জামান, পাবনা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আমজাদ হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুর রব নগরবাড়ী ঘাটে শেখ সাহেবের সঙ্গে মিলিত হইবেন। শেখ মুজিব আগামীকাল (বুধবার) এবং ৯ই ও ১০ই অক্টোবর রংপুর জেলার বিভিন্ন স্থান এবং ১১ই ও ১২ই অক্টোবর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন স্থান সফর করিবেন।

Dawn

8th October 1969

Mujib and Asghar to tour UK : Times' report

(From our chief overseas Correspondent)

LONDON, Oct 7: Sheikh Mujibur Rahman, President, Awami League, and Air Marshal Asghar Khan of the Pakistan Democratic Party were today reported by the "Times" to be planning visits to this country.

"The Times" report commented "the arrival in London of Z. A. Bhutto, Chairman of the Pakistan people's party-on his first journey abroad since his release from gaol last February is expected to be followed by visits to this country by two other leading contenders for power in Pakistan.

"Sheikh Mujibur Rahman, President of the Awami League, Plans to tour Britain to meet supporters of his party among 1,50,000 Pakistanis settled here and Air Marshal Asghar Khan, former Commander-in-Chief, Pakistan Air Force and President of Pakistan International Airlines, is contemplating a similar tour in aid of his newly-formed Pakistan Democratic party".

আজাদ

৯ই অক্টোবর ১৯৬৯

গাইবান্ধায় শেখ মুজিব : উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থার আশু উন্নয়ন দাবী

গাইবান্ধা, ৮ই অক্টোবর।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান উত্তর বঙ্গের সহিত প্রদেশের অবশিষ্ট অংশের যোগাযোগ ব্যবস্থার আশু উন্নয়ন দাবী করিয়াছেন।

আজ অপরাহ্নে স্থানীয় জিন্নাহ হলে আওয়ামী লীগ কর্ম্মী সমাবেশে বক্তৃতা কালে শেখ সাহেব আরো বলেন যে, দেশের শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি অপরিহার্য্য পূর্ব্বশর্ত্ত। প্রাদেশিক রাজধানীর সহিত উত্তর বঙ্গের খারাপ যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণেই প্রদেশের এই অংশটি শিল্পায়নের ক্ষেত্রে পশ্চাতে পড়িয়া আছে। এর জন্য বিগত ১০ বৎসরের ক্ষমতাসীন আইয়ুব সরকারই দায়ী বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

শেখ সাহেব অবিলম্বে যমুনা নদীর উপর একটি সেতু নির্ম্মাণের দাবী জানান। এই সেতু নির্মিত হইলে প্রাদেশিক রাজধানীর সহিত উত্তর বঙ্গের যাতায়াত ব্যবস্থার প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হইবে এবং যাতায়াতের সময়ও বহুলাংশে হ্রাস পাইবে ও শিল্পায়নের বৈষম্য অনেকটা দূরীভূত হইবে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এই সেতু নির্ম্মাণ অনেক আগেই শেষ করা উচিত ছিল বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

বগুড়ায় ছাত্র সমাবেশে শেখ মুজিব

গাইবান্ধা যাত্রার প্রক্কালে বগুড়ায় এক ছাত্র সমাবেশে বক্তৃতাকালে শেখ সাহেব বলেন যে, আইয়ুব সরকার দেশের ছাত্র সমাজকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণে বাধ্য করিয়াছিল। আইয়ুব শাসনামলের ১০ বৎসরে গৃহীত

অপরিণামদর্শী অর্থনৈতিক নীতির ফলেই ছাত্র সমাজকে রাজনীতির অঙ্গনে নামিয়া আসিতে হইয়াছিল।

আওয়ামী লীগ প্রাধান বলেন, সরকারের অদূরদর্শী অর্থনৈতিক নীতির ফলে ধনী আরো ধনী এবং গরীব আরো গরীব হইয়াছে। ইহা শুধুমাত্র সাধারণ মানুষকেই আঘাত করে নাই–ছাত্র সম্প্রদায়ও এই অদূরদর্শী অর্থনীতির নির্ম্মম শিকারে পরিণত হইয়াছিল। ছাত্র সম্প্রদায় তাহাদের পিতা-মাতার বহুমুখী সমস্যা এবং নিজেদের অর্থনৈতিক ও শিক্ষা সমস্যায় জর্জ্জরিত হইয়া তাহারা মাঠে নামিয়া আসে।

তিনি ঘোষণা করেন যে, ছাত্র, শ্রমিক ও জনতার আত্মত্যাগ বৃথা যাইতে দেওয়া হইবে না।

বগুড়া হইতে গাইবান্ধা আগমনের পথে আওয়ামী লীগ প্রধান নবীগঞ্জ, পলাশবাড়ী ও তুলশীঘাটে দলীয় কর্মীসমাবেশে বক্তৃতা করেন। এই সমস্ত সভায় তিনি প্রদেশের বন্যা সমস্যার আশু সমাধান দাবী করেন। প্রসংগতঃ তিনি ক্রুগ মিশন রিপোর্ট বাস্তবায়নের জোর দাবী জানান। তিনি সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের অবিলম্বে পুনর্বাসন ও সাহায্য দানের দাবী করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান পাট ও ইক্ষু উৎপাদনকারীদের সমস্যার প্রতি আলোকপাত করিয়া বলেন যে, যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া এই দুইটি অর্থকরী ফসল উৎপন্ন করে, তাহারা তাহাদের দ্রব্যের ন্যায্য মূল্য পায় না। তিনি উৎপাদনকারীদের ন্যায্যমূল্য দানের জোর দাবী জানান।

মহাস্থানগড়ে শেখ মুজিব

শেখ সাহেব মহাস্থানগড়ে অবস্থিত হযরত শাহ সুলতান মহিউদ্দীন মাহী শাহ ইব্রাহিম বালকে রহমতুল্লাহে আলাইহে-এর মাজার শরিফ পরিদর্শন করেন ও ফাতেহা পাঠ করেন।

রংপুরে শেখ মুজিব

শেখ সাহেব ৩ দিনব্যাপী সফরের উদ্দেশ্যে আজ সন্ধ্যায় বগুড়া হইতে রংপুর আগমন করিয়াছেন। এখানে উপস্থিতির পর এক বিপুল জনতা শেখ সাহেবকে প্রাণঢালা অভ্যর্থনা জানায়।

বগুড়া হইতে রংপুর আগমনের পথে বিভিন্ন স্থানে শেখ সাহেবকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনের জন্য বহুসংখ্যক সুদৃশ্য তোরণ নির্ম্মাণ করা হয়। রাস্তার দুই পার্শ্বে বিশেষতঃ রাস্তার সংযোগস্থলে অপেক্ষমান বিরাট জনতা তাহাকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জানান।

আজ রাত্রে শেখ সাহেব ছাত্রলীগ কর্মীদের সহিত মিলিত হন।

আগামীকাল সকালে তিনি লালমনিরহাট যাত্রা করিবেন এবং সেখানে এক কর্মী সভায় বক্তৃতা করিবেন। তিনি আগামীকাল দুপুরেই রংপুর প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন এবং এক কর্মী সমাবেশে বক্তৃতা করিবেন। –পিপিআই

দৈনিক ইত্তেফাক

৯ই অক্টোবর ১৯৬৯

অবহেলিত উত্তরবঙ্গের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য অবিলম্বে যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণের দাবী : গাইবান্ধার কর্মীসভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা

(ইত্তেফাকের উত্তরবঙ্গস্থ ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি)

রংপুর, ৮ই অক্টোবর– আজ এখানে আসার পথে গাইবান্ধায় অনুষ্ঠিত কর্মীসম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান উত্তরবঙ্গের সঙ্গে প্রদেশের অন্যান্য স্থানের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে অনতিবিলম্বে যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণের আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, এই সেতু নির্মিত হইলে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে রাজধানীর যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ ও উন্নত হইবে, সকল ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের জেলাসমূহের উন্নতি সম্ভব হইবে এবং শিল্প ক্ষেত্রে বৈষম্য হ্রাস পাইবে। শেখ মুজিব সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে উত্তরবঙ্গের জেলাসমূহের সঙ্গে প্রদেশের অন্যান্য স্থানের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি এজন্য দ্রুতগামী ট্রেন, ঘন ঘন বিমান ও ফেরী চলাচলের ব্যবস্থারও সুপারিশ করেন। তিনি বলেন যে, জাতির বৃহত্তর স্বার্থে বহুদিন আগেই যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ করা উচিত ছিল।

শেখ মুজিব গতকাল সদলবলে বগুড়া হইতে রংপুর আসার পথে গোবিন্দগঞ্জ, পালাবাড়ী, তুলসীঘাট ও গাইবান্ধা হইয়া দুই ঘণ্টা বিলম্বে আজ রাত্রে রংপুর পৌঁছেন। পথের বিভিন্ন স্থানে সুদৃশ্য তোরণ নির্মিত হয় এবং তাঁহাকে দেখার জন্য বিপুল লোক সমাগম হয়। তিনি এই সকল স্থানে কর্মী সভায়ও বক্তৃতা করেন। আজ রাত্রে তিনি রংপুরে ছাত্র নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) সকালে শেখ মুজিব সদলবলে লালমনিরহাট গমন করিবেন এবং তথায় কর্মী সভায় বক্তৃতা দান করিবেন। আগামীকাল দুপুরে তিনি আবার রংপুর ফিরিবেন এবং কর্মী সভায় বক্তৃতা দান করিবেন।

বগুড়া উপস্থিতি

গতকাল (মঙ্গলবার) রাত্রে নির্ধারিত সময়ের ৭ ঘণ্টা পরে শেখ মুজিব সদলবলে বগুড়া পৌঁছেন। দুপুর ১টা হইতে রাত্রি ৭টা পর্যন্ত হাজার হাজার

মানুষ প্রখর রৌদ্র উপেক্ষা করিয়া শেখ সাহেবকে এক নজর দেখার জন্য অপেক্ষারত থাকে। শেখ মুজিব বগুড়া পৌঁছিলে লোকের ভিড়ে শহরে প্রায় দুই ঘণ্টা যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়। জিন্নাহ হলে নির্ধারিত কর্মী সম্মেলনের সময় হলকক্ষে স্থানাভাবে এক বিরাট জনতা দেখিয়া বাহিরের ময়দানে দণ্ডায়মান থাকে। জনতার পীড়াপীড়িতে শেখ সাহেব বাহিরে আসিয়া সামরিক আইনের বিধি নিষেধের প্রতি জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া জানান যে, তাহার পক্ষে তাহাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করা সম্ভব নহে। জনতা তবু পীড়াপীড়ি করিতে থাকিলে শেখ সাহেব বলেন যে, সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষের উচিত অবিলম্বে প্রকাশ্য জনসভার অনুমতি দেওয়া। তিনি জিজ্ঞাসা করেন নেতাদের বক্তব্য শ্রবণের জন্য এইভাবে সর্বত্র স্বতস্ফূর্তভাবে জনসমাগম হইলে সামরিক বিধি যদি লংঘিত হয়, তবে তাহার দায়িত্ব লইবে কে?

শাহজাদপুর সিনেমা হলে আয়োজিত কর্মী সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, একটি গতিশীল রাজনৈতিক দল অন্নবস্ত্রের নামে নির্বাচন চান না অথচ ইহারাই আশু নির্বাচন ও পার্লামেণ্টারী সরকার প্রতিষ্ঠার দাবী সম্বলিত ১১-দফা দাবীর প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়া থাকেন। তিনি এই সব রাজনৈতিক দলের স্বরূপ উদঘাটন করিয়া বলেন যে, ইহারাই অতীতে পরোক্ষভাবে অগণতান্ত্রিক সরকারকে সমর্থন দিয়াছে।

বিভিন্ন কর্মী সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব এক শ্রেণীর রাজনৈতিক দল ৬-দফায় ইসলাম নাই বলিয়া যে কথা বলেন তাহার জবাব দান করেন। তিনি বলেন যে, জনসাধারণের দাবী আদায়ের সংগ্রাম ইসলামের বিরোধী নয়। বরং উহা ইসলামের সাম্য ও সুবিচারের প্রতীক। তিনি এইসব রাজনৈতিক দলকে ধর্মের নামে জনগণকে বিভ্রান্ত না করার আহ্বান জানান।

ঢাকা হইতে বগুড়া আসার পথে নগরবাড়ী, শাহজাদপুর, উল্লাপাড়া, মীর্জাপুর, চান্দাইকোনা প্রভৃতি স্থানে তিনি বিভিন্ন কর্মীসভায় বক্তৃতা করেন। এই সকল স্থানে বহু সুদৃশ্য তোরণ নির্মাণ করা হয় এবং হাজার হাজার লোক নেতাকে এক নজর দেখার জন্য আগমন করে।

চান্দাইকোনায় প্রায় ১৫ হাজার লোক শেখ সাহেবকে দেখার জন্য উপস্থিত ছিল। স্থানীয় জনসাধারণের তরফ হইতে জনাব আমানুল্লাহ খান শেখ মুজিবকে একটি তরবারি উপহার দেন। বিভিন্ন কর্মীসভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদও বক্তৃতা করেন। বিভিন্ন কর্মীসভায় শেখ মুজিব বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধান এবং চলতি বৎসর উত্তর বঙ্গের বন্যা উপদ্রুত এলাকার জনসাধারণের জন্য পর্যাপ্ত সাহায্য দানের আহ্বান জানান।

Morning News
9th October 1969
Mujib's call to improve North Bengal communications

GAIBANDHA, Oct. 8 (PPI): Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman today called for the immediate improvement of communications between the districts of North Bengal and the rest of the province.

Addressing the Awami League workers at the Jinnah Hall here this afternoon, Sheikh Mujibur Rahman said that communications were the essential prerequisite for the industrial development of a part of the country. The industrial backwardness of North Bengal was the natural consequences of the bad communications between North Bengal and the provincial capital for which the past Government was solely responsible, he said.

Attributing the responsibility of bad communications system and industrial backwardness of North Bengal to Ayub regime which ruled the country for the last ten years Sheikh Mujibur Rahman demanded immediate construction of a bridge over the River Jamuna. He said that a bridge on the River Jamuna would shorten the travel between North shorten the travel between North Bengal and the provincial metropolis, narrow the industrial difference and improve the northern districts in all respects. He said that the bridge should have been constructed long before in the interest of the nation.

Pending the construction of the bridge over Jamuna, the Awami League chief suggested for the improvement of communications between North Bengal and the provincial capital by fast train and frequent air and ferry services.

Earlier on arrival, a huge crowd received the Awami League chief. He was profusely garlanded by them.

STUDENT PLIGHT

Before departure for Gaibandha from Bogra, the Awami League chief addressed the student leaders. He said that Ayub regime had forced the students community to take part in the political activities. He said that these were the natural corollary to the problems they were facing due to the bad economic policy during the ten years' rule of Mohammad Ayub Khan. The bad economic policy pursued by the Ayub regime made the rich richer and the poor poorer. It not only hit the common man but also the young student community, Sheikh Mujib regretted. Their parents'

multiplied problems added to theirs economic and educational backwardness and had brought the students on the streets.

He said that the sacrifices made by the students, labourer and the members of the public would not go in vain.

On his way from Bogra to Gaibandha, the Awami League chief addressed the workers meetings at Gobindaganj, Palahbari and Tulshighat.

FLOOD

In all these meetings, Sheikh Mujibur Rahman demanded that the Government should take immediate measure to control flood in the province. He referred to the Krugg Mission report for the protection of the people from the devastating flood which caused enormous loss of life and property to the province, and said that even after lapse of 13 years the plan had not been implemented.

Sheikh Mujibur Rahman demanded adequate relief and rehabilitation measures of the recent flood victims of the province.

The Awami League chief also referred to the problems faced by the jute and the sugar-cane growers and demanded fair price for the produce these people who grew these cash crops did not get the cost price of their produces, not to speak of their fair price, he regretted. He also demanded the proper protection of their interests.

Sheikh Mujib also visited the mazar of Hazrat Shah Sultan Mohiuddin Mahi Shah Ibrahim Mohmood Balkhi Rahmatullah Allaiyh at Mahasthangarh in Bogra and offered fateha. Later in the afternoon, he left for Rangpur.

সংবাদ

৯ই অক্টোবর ১৯৬৯

গাইবান্ধায় শেখ মুজিব : যমুনার উপর সেতু নির্মাণের দাবী

গাইবান্ধা, ৮ই অক্টোবর (পিপিআই)।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান প্রাদেশিক রাজধানীর সহিত উত্তর বঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থা অবিলম্বে উন্নয়নের আহ্বান জানাইয়াছেন। স্থানীয় জিন্নাহ হলে দলীয় কর্মীসভায় বক্তৃতাকালে শেখ মুজিবর রহমান বলেন, দেশের শিল্পায়নের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন অপরিহার্য। প্রাদেশিক রাজধানীর সহিত উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকার দরুনই উত্তর বঙ্গ পশ্চাৎপদ রহিয়াছে।

তিনি যমুনা নদীর উপর অবিলম্বে একটি সেতু নির্মাণের দাবী জানান।

আজাদ

১০ই অক্টোবর ১৯৬৯

ছাত্রলীগ কর্মী সমাবেশে মুজিব : '৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের কঠোর সমালোচনা

(রংপুর অফিস হইতে)

৯ই অক্টোবর।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের কঠোর সমালোচনা করেন এবং এই মর্মে হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন যে, যাহারা এই শাসনতন্ত্র জনগণের উপর পুনরায় চাপাইয়া দেওয়ার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত আছেন, তাঁহারা আগুন নিয়া খেলিতেছেন। গতকাল সন্ধ্যায় স্থানীয় আর্টস কাউন্সিলে ছাত্রলীগ কর্মী সমাবেশে শেখ সাহেব বক্তৃতা করিতেছিলেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সম্ভাবনা অস্বীকার করেন। এবং অবিলম্বে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানান।

শেখ সাহেব দুঃখ ভারাক্রান্ত চিত্তে উল্লেখ করেন যে, দুই অঞ্চলের অর্থনৈতিক বৈষম্য ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হইয়াছে। তিনি অবিলম্বে ক্রুগমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন ও যমুনার উপর সেতু নির্ম্মাণের জোর দাবী জানান। তিনি পাটের মূল্যহ্রাসে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

আওয়ামী লীগ নেতা বিগত গণ-আন্দোলন কালে তাঁহাকে জেল হইতে বাহির করিয়া আনার ব্যাপারে ছাত্রসমাজের সংগ্রামী ভূমিকার ভুয়ষী প্রশংসা করেন। ভবিষ্যতে আরো অধিক কঠোর পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য ছাত্রসমাজকে তিনি প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান।

ছাত্র ইউনিয়নের বিক্ষোভ

ছাত্রলীগ কর্মী সমাবেশে বক্তৃতাদানের উদ্দেশ্যে শেখ সাহেব যখন আর্টস কাউন্সিলে প্রবেশ করেন, তখন বাহিরে ভাসানীপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের একটি ক্ষুদ্র দল ৬ দফার বিরুদ্ধে শ্লোগান দিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পরে অবশ্য তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়।

দৈনিক ইত্তেফাক

১০ই অক্টোবর ১৯৬৯

পাট চাষীদের ন্যায্য মূল্য লাভের ব্যবস্থা দাবী : লালমনিরহাটের কর্মীসভায় শেখ মুজিবর রহমানের বক্তৃতা

(ইত্তেফাকের উত্তরবঙ্গের ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি)

রংপুর, ৯ই অক্টোবর– আজ দুপুরে লালমনিরহাটে বুড়ীগ্রাম মহকুমা আওয়ামী লীগ কর্মীসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান

পাট চাষীরা যাহাতে পাটের ন্যায্য মূল্য পায় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান। তিনি অভিযোগ করেন যে, পাট ক্রয়ের জন্য নিযুক্ত সরকারী এজেন্সীসমূহ সরকার নির্ধারিত মূল্যে পাট ক্রয় করিতেছে না। তিনি বলেন যে, দরিদ্র চাষীদের সমস্যা সমাধানে অক্ষম কোন সরকারই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিবার অধিকার দাবী করিতে পারে না। শেখ মুজিব যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণের দাবীর পুনরুক্তি করেন এবং উত্তরবঙ্গের রাস্তাঘাটের উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

নারায়ণগঞ্জ, তেজগাঁও ও খুলনায় মালিকপক্ষ কর্তৃক শ্রমিক নির্যাতনের কথা উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, বিপুল সংখ্যক শ্রমিককে কোনরূপ সন্তোষজনক কারণ না দেখাইয়াই ছাঁটাই করা হইয়াছে। তিনি অনতিবিলম্বে শ্রমিক নির্যাতন বন্ধ করা এবং ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের তাহাদের নিজ নিজ মিলে পুনর্বহালের দাবী জানান।

লালমনিরহাটে শেখ মুজিবকে দেখার জন্য বিপুল সংখ্যক লোক সমাগম হয়। তিনি লালমনিরহাট আওয়ামী লীগ অফিসও উদ্বোধন করেন।

অনতিবিলম্বে নির্বাচন দাবী

আজ রাত্রে রংপুর আর্টস কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত কর্মী সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবর রহমান দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য দেশে অনতিবিলম্বে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানান। যে স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলটি ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা করিতেছে তিনি তাহাদের সম্পর্কে জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া দেন। তিনি বলেন যে, যে কেহ ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, জনসাধারণ উহা বরদাশত করিবে না।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, ছাত্র সমাজ ও জনসাধারণের ত্যাগ বৃথা যাইবে না। তিনি বলেন যে, দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতির কারণে ছাত্রদের আজ তাহাদের বেতন ও অন্যান্য চাহিদা সম্পর্কেও ভাবিতে হয় এবং এ-জন্যই তাহারা দেশের রাজনৈতিক ব্যাপারে অংশ না নিয়া পারে না।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, আওয়ামী লীগ জনসাধারণের দাবী আদায়ের জন্য সংগ্রাম করিতেছে। তিনি বলেন যে, জনসাধারণ বিগত ২২ বৎসর যাবৎ বহু কষ্টভোগ করিয়াছে এবং এ ধরনের শোষণ তাহারা আর সহ্য করিবে না। তিনি বলেন যে, তাঁর দলের লক্ষ্য এমন একটি সমাজের প্রতিষ্ঠা যেখানে শোষণ থাকিবে না। তাঁর দল যাতে জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্য আরও শক্তিশালী সংগ্রাম করিতে পারে সেজন্য তিনি জনসাধারণকে আওয়ামী লীগে যোগদানের আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, জনসাধারণের ত্যাগ কখনও বৃথা যাইবে না। তিনি

বলেন যে, শোষক ও যাহারা জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধেই তাঁর দলের সংগ্রাম। তিনি অতীতে যে সব রাজনীতিবিদ জনসাধারণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে তাহাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অন্যতম সহ-সভাপতি জনাব মনসুর আলী ও সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদও কর্মী সম্মেলনে বক্তৃতা দান করেন।

জনাব তাজুদ্দিন আহমদ তাঁহার বক্তৃতায় আওয়ামী লীগের সংগ্রামী ইতিহাস ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে নির্বাচন ও পালামেন্টারী ব্যবস্থা দেশে জনসাধারণের সরকার কায়েমে সমর্থ হইবে। তিনি আশু নির্বাচন দানেরও দাবী জানান।

জনাব মনসুর আলী বলেন যে, ১১-দফার সমর্থক মওলানা ভাসানীই আজ সাধারণ নির্বাচনের বিরোধিতা করিতেছেন। তিনি মওলানা ভাসানীকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, ১১-দফা কর্মসূচীতে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে নির্বাচনের দাবী অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

জনাব গাজিউর রহমান এডভোকেট এবং রংপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব আজিজুর রহমানও কর্মী সম্মেলনে বক্তৃতা দান করেন। শেখ মুজিবর রহমান সদলবলে আর্টস কাউন্সিল হলে পৌঁছিলে তাঁহাকে সুদৃশ্য পোশাক পরিহিত ছেলেরা ব্যাণ্ড বাদ্য দ্বারা অভ্যর্থনা জানায়।

শেখ মুজিব আগামীকাল (শুক্রবার) সদলবলে দিনাজপুর রওয়ানা হইবেন। পথে তিনি সৈয়দপুর ও নীলফামারীতে কর্মীসভায় বক্তৃতা দান করিবেন।

দৈনিক পাকিস্তান

১০ই অক্টোবর ১৯৬৯

রংপুরে শেখ মুজিব : ফারাক্কা : নদীর গতি পাল্টানোর অধিকার ভারতের নেই

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

রংপুর, ৯ই অক্টোবর।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল রংপুরে বলেন, ভারত ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করে পূর্ব পাকিস্তানকে মরুভূমিতে পরিণত করতে চাচ্ছে।

আর্টস কাউন্সিলের মিলনায়তনে ছাত্র ও জনসাধারণের এক সমাবেশে বক্তৃতাকালে তিনি এই মন্তব্য করেন। শেখ মুজিব বলেন, আন্তর্জাতিক নদী আইন অনুসারে ভারতে সৃষ্ট এবং পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীর পানি

ব্যবহারের পূর্ণ অধিকার পাকিস্তানের রয়েছে। পক্ষান্তরে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের বাঁচা-মরার সাথে জড়িত এমন কোন নদীর গতি পরিবর্তনের অধিকার ভারতের নেই।

আওয়ামী লীগ প্রধান এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, পাকিস্তান সরকার ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ এবং তার পরিণামের ব্যাপারে ভারতের কাছে সময়মত প্রতিবাদ জানাননি। কিন্তু এখন তারা হৈ চৈ শুরু করেছেন।

শেখ মুজিব ক্রুগ মিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দাবী জানান।

যেসব স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা করছেন তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য শেখ মুজিব জনসাধারণকে হুশিয়ার করে দেন। তিনি বলেন, এই শাসনতন্ত্র দেশের জনসাধারণ প্রত্যাখ্যান করেছে।

পূর্ব পাকিস্তানের ছয় কোটি মানুষের স্বার্থের বিনিময়ে যেসব দুষ্টশক্তি আয়োস করতে চাইছে তাদেরকে বরদাশত করা হবে না বলে শেখ মুজিব দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানীদের জন্য তিনি শেষ রক্ত বিন্দু দান করতে প্রস্তুত।

আজাদ

১১ই অক্টোবর ১৯৬৯

লালমনিরহাটে শেখ মুজিব : রূপপুর প্রকল্পের আশু বাস্তবায়ন দাবী

লালমনিরহাট, ১০ই অক্টোবর।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অবিলম্বে রূপপুর আনবিক প্রকল্প বাস্তবায়নের দাবী জানাইয়াছেন।

গতকাল লালমনিরহাটে এক কর্মী সমাবেশে বক্তৃতাকালে শেখ সাহেব বলেন যে, বিদ্যুৎ সরবরাহে অপ্রতুলতার দরুণ উত্তরবঙ্গের শিল্পায়ন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হইতেছে।

যমুনার উপর সেতু নির্ম্মাণের দাবী জানাইয়া শেখ সাহেব বলেন যে, খারাপ যোগাযোগ ব্যবস্থাও উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের পথে আর একটি প্রধান অন্তরায়। তিনি প্রাদেশিক রাজধানী ও উত্তরবঙ্গের মধ্যে দ্রুত ট্রেন ও এয়ারসার্ভিস চালুর আহ্বান জানান। এতদ্ব্যতীত উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য তিনি হাইওয়ে নির্ম্মাণ ও বাস্তবায়নের দাবী জানান।

জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠাই লক্ষ্য

শেখ মুজিবর রহমান গতরাত্রে এখানে ঘোষণা করেন যে, তাঁহার দল জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিতেছে।

স্থানীয় কাউন্সিল হলে আওয়ামী লীগ কর্ম্মী সমাবেশে বক্তৃতাকালে শেখ সাহেব বলেন যে, বিগত ২২ বৎসর দেশের মানুষ শোষিত হইয়াছে। এই শোষণ আর চলিতে দেওয়া যায় না। দেশবাসীর দুঃখ দুর্দ্দশা লাঘবের জন্য আওয়ামী লীগ যাহাতে আরো ব্যাপক সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে পারে, সেইজন্য তিনি জনগণকে আওয়ামী লীগের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানান। শেখ সাহেব বলেন যে, শোষক ও জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধেই আওয়ামী লীগের সংগ্রাম। অতীতে যে সমস্ত রাজনীতিবিদ জনগণের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন, তাহাদের বিরুদ্ধে জনগণকে তিনি সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। জনগণের আত্মত্যাগ বৃথা যাইতে দেওয়া হইবে না বলিয়া তিনি ঘোষণা করেন।

তাজুদ্দীনের বক্তৃতা

পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহমদ সভায় বক্তৃতাকালে আওয়ামী লীগের সংগ্রামের ইতিহাস তুলিয়া ধরেন।

তিনি বলেন, এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ আছেন, ১১ দফার সমর্থনে যাহাদের কণ্ঠ সোচ্চার কিন্তু তাহারাই আবার দেশে সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করিতেছেন। এই সমস্ত রাজনীতিকদের অতীত কার্য্যকলাপ উল্লেখ করিয়া তিনি জনগণকে এই সমস্ত অগণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে হুশিয়ার থাকার আহ্বান জানান। তিনি অবিলম্বে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানান। প্রাপ্তবয়স্ক ভোটের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচন ও পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকারই জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারে।

ক্যাপ্টেন মনসুর আলী

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ক্যাপ্টেন মনসুর আলী তাহার বক্তৃতায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কৃষক সম্মেলনে নক্সালবাড়ি ও জ্যোতিবসুর সমর্থনে প্রদত্ত শ্লোগানের কঠোর সমালোচনা করেন।

তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, এগার দফা দাবীর একজন সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও মওলানা ভাসানী প্রাপ্তবয়স্ক ভোটের ভিত্তিতে সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করিতেছেন। তিনি মওলানা সাহেবকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, প্রাপ্তবয়স্ক ভোটের ভিত্তিতে সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠান এগার দফার অন্যতম দাবী।

এতদ্ব্যতীত সভায় এডভোকেট গাজীউর রহমান ও রংপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব আজিজুর রহমান বক্তৃতা করেন।

কাউন্সিল হলে প্রবেশের সময় সুদৃশ্য পোশাক পরিহিত ছেলেরা বাদ্য বাজাইয়া তাহাদের অভ্যর্থনা জানায়। –পিপিআই/এএফপি

দৈনিক ইত্তেফাক

১১ই অক্টোবর ১৯৬৯

খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্যও প্রতিনিধিত্বশীল সরকার চাই : শেখ মুজিব

(ইত্তেফাকের উত্তরবঙ্গের ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি)

নীলফামারী, ১০ই অক্টোবর– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ বিকালে এখানকার পাবলিক হলে আওয়ামী লীগ কর্মীসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্থানীয় জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থে নীলফামারী সুগার মিলের নির্মাণকার্য সমাপ্ত করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের পর এই সুগার মিলের নির্মাণকার্য বন্ধ করিয়া দেওয়ায় শেখ মুজিব গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। শেখ মুজিব উত্তরবঙ্গের দরিদ্র কৃষকদের জন্য যথাযথ সেচ ব্যবস্থার দাবী জানান। আওয়ামী লীগ প্রধান অনতিবিলম্বে বন্যা সমস্যার সমাধানেরও দাবী জানান। তিনি বন্যা উপদ্রুত এলাকায় পর্যাপ্ত সাহায্য দানের দাবী জানান।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, যাহারা জনসাধারণকে শোষণ এবং দেশকে দরিদ্র করিয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধেই তাঁর দলের সংগ্রাম। তিনি বলেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ তাহাদের ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্য সংগ্রাম করিতেছে। তিনি বলেন যে, এক শ্রেণীর রাজনীতিক খাদ্য ও অন্য কিছুর নামে সাধারণ নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করিতেছে। তিনি বলেন যে, সকল সমস্যার মত খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্যও প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের একান্ত প্রয়োজন।

শেখ মুজিব কুটির শিল্পের উপর যথাযথ গুরুত্ব দানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, কুটির শিল্প সমৃদ্ধ হইলে একদিকে যেমন বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হইবে, অপর দিকে বেকার সমস্যার সমাধান করিবে।

পূর্বাহ্নে আওয়ামী লীগ প্রধান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপটেন মনসুর আলী, জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, জনাব কামরুজ্জামান, জনাব আবদুল মোমিন, জনাব এম এ, সোবহান ও অন্যান্য নেতা নীলফামারীতে পৌঁছিলে বিপুল জনতা তাঁহাদিগকে স্বাগত জানান। নীলফামারীর পথে শেখ মুজিব সাটগড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ অফিস উদ্বোধন করেন। পথে তিনি পাগাপীর ও অন্যান্য স্থানে কর্মীসভায় বক্তৃতা দান করেন।

দৈনিক পয়গাম

১১ই অক্টোবর ১৯৬৯

রংপুরে শেখ মুজিবের বক্তৃতা : জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারাই শাসনতন্ত্র প্রণীত হওয়া উচিত

রংপুর, ১০ই অক্টোবর।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান সম্প্রতি এখানে বলেন যে, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রণীত শাসনতন্ত্রই কেবল মাত্র পাকিস্তানের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য।

রংপুর আর্টস কাউন্সিল হলে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের রংপুর জেলা শাখার কর্মী সভায় তিনি ভাষণদান করিতেছিলেন। তিনি বলেন, '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র আওয়ামী লীগ কখনও সমর্থন করে নাই। বর্তমানে যাহারা '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র জনগণের উপর চাপাইয়া দিতে চাহিতেছেন, তাহারা আগুন লইয়া খেলা করিতেছেন। তিনি বলেন যে, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা জনগণের আকাংখা অনুযায়ী শাসনতন্ত্র প্রণীত হওয়া উচিত।

ধনীরা আরও ধনী হইতেছে

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার দিন দিন অবনতি ঘটিতেছে। প্রদেশের অধিক লোকের ভাগ্যে দুই বেলা আহার ও পরনের কাপড় জোটেনা। তিনি আরও বলেন, পাট সর্বাপেক্ষা বেশী বৈদেশিক মুদ্রা আহরণকারী সামগ্রী হওয়া সত্ত্বেও পাট চাষীগণ সীমাহীন দুঃখ দুর্দশা ও সংকটের কবলে নিপতিত হইয়াছে। অথচ বড় বড় ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিরা দরিদ্র পাটচাষীদের কল্যাণে দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রসংগে

বন্যা নিয়ন্ত্রণের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান বাসীর জীবন-মরণ সমস্যা বন্যা-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গত ২২ বৎসর পর্যন্ত কিছুই না করিয়া ফেলিয়া রাখা হইয়াছে। অথচ এই সময়ের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে বিরাট বিরাট বাঁধ দেওয়া হইয়াছে ও সেচকাজের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা-নিয়ন্ত্রণের কথা উঠিলেই অর্থ নাই বলিয়া ধামা-চাপা দেওয়া হয়।

স্বার্থ সর্বস্ব দালালরাই দায়ী

তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানীদের সমস্ত ভাগ্য বিড়ম্বনা বঞ্চনা, বৈষম্য ও দুর্ভোগের জন্য দায়ী আসলে এই প্রদেশের স্বার্থ সর্বস্ব এক শ্রেণীর দালাল। ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলের জন্য এই সব লোক বারবার এই প্রদেশের ও জনগণের

স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়াছে। তিনি বলেন, এদেশের ইতিহাস বঞ্চনা, শোষণ, ষড়যন্ত্র আর বিশ্বাসঘাতকতারই ইতিহাস। আর ইহারই অসহায় শিকারে পরিণত হইয়াছে নিরীহ জনসাধারণ। তিনি বলেন, মন্ত্রিত্ব ও ক্ষমতার লিপ্সায় পুঁজিপতি ও কায়েমী স্বার্থের এইসব দালাল পূর্ব পাকিস্তান ও জনগণের স্বার্থ বিকাইয়া দিতে কোন দিনই বিবেকের কাছে নিজেকে দোষী মনে করে নাই। তিনি বলেন, আসলে পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ নয় বরং ঐ অঞ্চলের কায়েমী স্বার্থবাদী ও পুঁজিপতিদের ক্রীড়ণক এই প্রদেশের দালালরাই আপনাদের সকল দুর্দশার জন্য দায়ী। তেমনিভাবে পশ্চিম পাকিস্তানেও কিছু সংখ্যক দালালের সহায়তায় শোষকরা জনগণের রক্ত শোষণ করিতেছে। তিনি বলেন, আগামী নির্বাচনে এইসব দালালদের এমন শিক্ষা দিন, যাহাতে এই দেশের মাটিতে দাঁড়াইয়া কোনদিন দালালী করার সাহস না পায়।

ইসলামের সোল এজেন্টদে'র কঠোর সমালোচনা করিয়া শেখ মুজিব বলেন, বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদাদান, স্বায়ত্তশাসন, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব এক ইউনিট বিলোপ, অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের দাবী উঠিলেই ইসলাম বিপন্ন বলিয়া ধুয়া তুলিয়া এসব দাবী বানচালের অপচেষ্টায় লিপ্ত হইতে দেখা যায়। তিনি বলেন, বাংলা রাষ্ট্র ভাষা হওয়ার পরও যখন ইসলাম বিপন্ন হয় নাই। পূর্ব পাকিস্তানীদের অন্যান্য দাবী মানিয়া নিলেও ইসলাম বিপন্ন হইবে না। –নিজস্ব সংবাদদাতা।

আজাদ

১২ই অক্টোবর ১৯৬৯

দিনাজপুরে শেখ মুজিবের দ্বার্থহীন ঘোষণা : আদর্শের প্রশ্নে কোন আপোষ নাই

দিনাজপুর, ১১ই অক্টোবর।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব অদ্য এখানে বলেন যে, আদর্শের প্রশ্নে কোন আপোষ হইতে পারে না। স্থানীয় সিনেমা হলে সকাল বেলায় অনুষ্ঠিত এক বিরাট কর্মী সমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "দেশে এমন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই তাহার দলের লক্ষ্য যেখানে প্রতিটি মানুষ স্বাধীন নাগরিকের ন্যায় জীবনযাপন করিতে পারিবেন।"

আজাদী লাভের পর হইতেই যাহারা দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে শোষণ করিয়া চলিয়াছে সেই সকল কায়েমী স্বার্থবাদীদের বিরুদ্ধে তাহার দল সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে বলিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান ঘোষণা করেন।

তিনি আরও বলেন যে, অতীতে কায়েমী স্বার্থের বাহক ও ক্ষমতাসীন চক্র যখন জনগণের আঞ্চলিক ও ন্যায্য দাবীর মোকাবেলা করিতে ব্যর্থ হইয়াছে তখনই তাহারা জনগণের উপর নিষ্পেষণ চালাইয়াছে এবং ন্যায্য দাবী আদায়ের সংগ্রাম করিতে যাইয়া দেশপ্রেমিকদের জীবন বিনষ্ট হইয়াছে।

শেখ ছাহেব দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, আদর্শ ও নীতির বাস্তবায়নের জন্য তিনি যে কোনো পরিণতির জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন। তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ বহুবারই তাহাকে কারান্তরালে নিক্ষেপ করা হয়, কিন্তু তিনি কখনই আত্মসমর্পণের কথা চিন্তা করেন নাই।

Dawn

12th October 1969

Mujib for undoing of One Unit : No compromise at cost of truth

SAIDPUR, Oct 11: Sheikh Mujibur Rahman, Awami League Chief, said the people of East Pakistan stand by the side of People of West Pakistan for realisation of genuine demands particularly breaking up of "One Unit".

Addressing Awami League workers at Nilphamari yesterday the Awami League chief said his party's fight was against those who exploited people and made the country poor. He said common people of West Pakistan had also been deprived of their due share by vested interests. Time had come to realise due shares and no clique would be able to stand before united struggle of people of Pakistan, he added.

He said East Pakistan had been maltreated during last 22 years and now people would not tolerate to be treated like colonial marcet.

He told workers that sacrifice of the people would not go in vain. Truth must triumph.

He cautioned the people not to be misled by those politicians who betrayed the cause of the people in the past.

These politicians, he said, came with big slogans and in the end worked as agent of exploiters and undemocratic forces.

Sheikh Sahib said a section of politicians were trying to make food problems an election issue.

He said food was necessary for life but for solving food problem along with other problems. A people's Government was a must.

He said his party launched struggle against wrongs and injustices, and for the realisation of people's lost right.

There would be no compromise at the cost of truth. Later addressing the party workers here Sheikh Sahib called upon Mohajirs to fight shoulder to shoulder with local people to realise

the legitimate demands of East Pakistan. He said they should not think isolated from local people Because they had been living here for long to me and my party there is no difference from people to people, he said.

Earlier on way from Rangpur to Saidpur, Sheikh Sahib addressing party workers at Pagiapir reiterated demand for immediate flood control measures for the province and demanded adequate relief to the affected people.

He said huge quantities of jute and sugarcane were being destroyed by floods while growers were not getting fair price.

He recalled that Awami League Government in 1956 established Cottage Industries Corporation to help cottage industry. He regretted that the Corporation had become commercial one. He suggested that cottage industry should get adequate attention from the Government so that foreign exchange could be earned and unemployment problem Solved.–PPI.

দৈনিক ইত্তেফাক

১২ই অক্টোবর ১৯৬৯

'বিদেশের প্রতি আনুগত্যসম্পন্ন অতি-বিপ্লবীদের এ দেশের মাটিতে ঠাঁই নাই' : আওয়ামী লীগ-প্রধান শেখ মুজিব

(ইত্তেফাকের উত্তরবঙ্গের ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি প্রদত্ত)

দিনাজপুর, ১১ই অক্টোবর– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে ঘোষণা করেন, 'বিদেশের প্রতি আনুগত্য সম্পন্ন কোন অতি-বিপ্লবীর এদেশের মাটিতে ঠাঁই হইতে পারে না।'

তিনি বলেন, 'পাকিস্তান আমাদের আবাসভূমি, আমরা এদেশের মাটিকে ভালবাসি এবং এই হেতুই, অন্য কোন দেশ আমাদের ঠিকানা হইতে পারে না।'

'নক্সালবাড়ীর' শ্লোগান উত্তোলনকারীদের উদ্দেশে তিনি বলেন যে, এদেশের মাটির প্রতি তাহাদের আনুগত্য না থাকিলে তাহারা তাহাদের ঈপ্সিত মোকামে চলিয়া যাইতে পারেন, কেহ তাহাতে বাধা দিবে না; কিন্তু এদেশের মাটির উপর দাঁড়াইয়া নক্সালবাড়ীর আরাধনা করা কোন দেশপ্রেমিক পাকিস্তানীই বরদাশত করিতে পারে না।

শেখ সাহেব আজ সকালে স্থানীয় বুস্তান প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত আওয়ামী লীগ কর্মীদের এক সমাবেশে বক্তৃতা করিতেছিলেন। শেখ সাহেব

বলেন, একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করিয়া বঞ্চিত দেশবাসীর ভাগ্যোন্নয়নের প্রয়াস পাওয়ার জন্যই পাকিস্তান কায়েম করা হইয়াছে। বহু রাজনৈতিক উত্থাপন-পতনের মধ্য দিয়া দেশ বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বহু নির্যাতন আমরা সহ্য করিয়াছি। দেশবাসী বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। এইসব ত্যাগ-তিতিক্ষার উদ্দেশ্য দেশে গণতন্ত্র কায়েম করা। তিনি বলেন যে, গণতন্ত্র কায়েমের পথে অন্তরায় সৃষ্টি বা গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে অতি-বিপ্লববাদ প্রচার দেশবাসী বরদাশত করিতে পারে না।

শেখ মুজিব বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ বিগত ২২ বৎসর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার যোগ্য মর্যাদা পায় নাই এবং এক্ষণে জনসাধারণ এই অবস্থা আর চলিতে দিতে রাজী নয়। এই কারণেই তিনি ৬-দফা ভিত্তিক পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবী করিতেছেন বলিয়া শেখ সাহেব জানান।

নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব কামরুজ্জামান বক্তৃতা প্রসঙ্গে ৬-দফার ভিত্তিতে নয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়নকল্পে অনতিবিলম্বে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানান। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও ক্যাপ্টেন মনসুর আলীও কর্মী সম্মেলনে বক্তৃতা করেন।

ফুলবাড়ীতে কর্মীসভা

আজ (শনিবার) বিকালে শেখ মুজিব দিনাজপুর হইতে ২৬ মাইল দূরবর্তী বৃটিশ আমলের বিপ্লবীদের ঘাটি ফুলবাড়ীতে এক বিরাট কর্মীসভায় বক্তৃতা দান করেন। ফুলবাড়ী যাওয়ার পথে শেখ মুজিব মোহনপুর ঘাট ও আমবাড়ীতে কর্মীসভায় বক্তৃতা দান করেন। আগামীকাল (রবিবার) শেখ মুজিব ঠাকুরগাঁও গমন করিবেন।

দৈনিক পয়গাম

১২ই অক্টোবর ১৯৬৯

রংপুরে দলীয় কর্মীসভায় শেখ মুজিব : বন্যা নিরোধের জন্য ক্রুগ মিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন করুন

রংপুর, ১১ই অকটোবর। –আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আর্টস কাউন্সিলে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের এক কর্মী সভায় বলেন যে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হইতে দেশে এ পর্যন্ত জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ফলে জনসাধারণকে জীবনের সর্বস্তরে দুর্ভোগ পোহাইতে হইতেছে।

তিনি জনসংখ্যার ভিত্তিতে অবিলম্বে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানান। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের বিরোধিতা করিয়া জনাব মুজিব বলেন যে, ইহাতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথার উল্লেখ নাই। নির্বাচনের পর জনগণের প্রতিনিধিরাই শাসনতন্ত্র রচনা করিবে।

শেখ মুজিব দেশে এক অন্তর্বর্তীকালিন সরকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। যাহারা ইসলামের নামে বিচ্ছৃংখলা সৃষ্টির প্রয়াস খুজিতেছেন এবং যাহারা নির্বাচনের বিরোধিতা করিতেছেন তাহাদের প্রতি হুশিয়ারি উচ্চারণ করিয়া আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, ইহার ফলে দেশে আশু নির্বাচনে ব্যাঘাত ঘটিবে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে জনাব মুজিব ক্রুস মিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন এবং এ ব্যাপারে ভারতের সহিত সহযোগিতা করার দাবী জানান।

পাটের নিম্নমূল্য সম্পর্কে জনাব মুজিব বলেন যে, ইহার ফলে পাট উৎপাদনকারিগণ অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িয়াছে এবং দেশের অর্থনীতিও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

আওয়ামী লীগ প্রধান অবিলম্বে যমুনা নদীতে ব্রীজ ও তিস্তা নদীর উপর বাঁধ নির্মাণের দাবী জানান। ইহার ফলে উত্তরাঞ্চলীয় এলাকার সহিত যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের সংগে সংগে অর্থনৈতিক অবস্থারও উন্নতি হইবে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। যমুনা নদীর উপর যদি ব্রীজ নির্মাণ সম্ভব না হয়, তাহা হইলে বন্ধু ভাবাপন্ন দেশগুলির সাহায্যে সুড়ঙ্গ পথ নির্মাণ করার জন্য জনাব মুজিব পরামর্শ দান করেন। দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সংগে সংগে বেকারত্ব বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, এই অবস্থার মোকাবিলার জন্য দীর্ঘমেয়াদী কুটিরশিল্প স্থাপন ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন।

অবশেষে শেখ মুজিব তাঁহার ৬ দফা কর্মসূচীর প্রতি পুনরায় দৃঢ়তা প্রকাশ করেন।

সভায় সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও তাজুদ্দিনসহ অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতা বক্তৃতা প্রদান করেন।

গতকল্য আওয়ামী লীগ প্রধান নীল ফামারী সফর করেন এবং সেখানে এক কর্মী সভায় ভাষণ দান করেন।

গতরাত্রেই তিনি নীলফামারী হইতে দিনাজপুরের উদ্দেশে যাত্রা করেন।

তিন দিন ব্যাপী রংপুর জেলা সফরকালে তিনি গাইবান্ধা ও লালমনির হাটে বহু কর্মী সভায় ভাষণদান করেন। □এপিপি

দৈনিক পাকিস্তান

১২ই অক্টোবর ১৯৬৯

দিনাজপুরে শেখ মুজিব : উভয় প্রদেশের জনগণ একইভাবে শোষিত

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

দিনাজপুর, ১১ই অক্টোবর।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আজ এখানে বলেন যে, জনগণের দাবী আদায়ের জন্য তিনি শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করবেন। আওয়ামী লীগ অবিচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে। আজ সকালে স্থানীয় একটি হোটেলে তিনি আওয়ামী লীগ কর্মি সমাবেশে ভাষণ দেন।

তিনি বলেন, জনগণের ত্যাগ বৃথা যাবে না। পাকিস্তানের জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সামনে কোন চক্রই দাঁড়াতে পারবে না।

তিনি ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দাবী করেন। তিনি নক্সালপন্থীদের সমালোচনা করেন।

তার আগে পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব কামরুজ্জামান নয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য সাধারণ নির্বাচন দাবী করেন। সভায় আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলামও ভাষণ দেন।

সৈয়দপুর থেকে পিপিআই পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, শেখ মুজিবর রহমান গতকাল নীলফামারীতে আওয়ামী লীগ কর্মিদের এক সভায় বলেছেন যে, এক ইউনিট বাতিলসহ জনসাধারণের সত্যিকার দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ একযোগে সংগ্রাম করবে।

জনসাধারণকে যারা শোষণ করছে আওয়ামী লীগের সংগ্রাম তাদের বিরুদ্ধে। পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষও কায়েমী স্বার্থের শোষণে নিষ্পেশিত হচ্ছে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ একইভাবে শোষিত।

যে সকল রাজনীতিক অতীতে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদের দ্বারা বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য তিনি জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। এই সকল রাজনীতিক শোষক ও অগণতান্ত্রিক শক্তির এজেন্ট হিসাবে বড় বড় শ্লোগান নিয়ে আসরে নেমেছে।

তিনি বলেন, এক শ্রেণীর তথাকথিত আলেম যুক্ত নির্বাচন, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও ছয় দফা কর্মসূচীকে ইসলাম বিরোধী বলে আখ্যায়িত করছে।

তিনি ধর্মের নামে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত না করার জন্য আলেমদের প্রতি আহ্বান জানান।

রংপুর থেকে সৈয়দপুর আগমনের পথে পাগিয়াপিরে আওয়ামী লীগ কর্মীদের এক সভায় ভাষণদান প্রসঙ্গে তিনি অবিলম্বে বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং বন্যা দুর্গতদের জন্য পর্যাপ্ত রিলিফের দাবী জানান।

তিনি বলেন যে, বন্যার ফলে বিপুল পরিমাণ পাট ও আখ নষ্ট হয়ে গেছে। আর পাট চাষীরা ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না। তিনি দুঃখ করে বলেন যে, দেশের কুটির শিল্প ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সরকার কুটির শিল্প রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

কুটির শিল্প বেকার সমস্যা সমাধানের পক্ষে সহায়ক। আওয়ামী লীগ সরকার কুটির শিল্পকে সাহায্যের জন্য ১৯৫৬ সালে কুটির শিল্প কর্পোরেশন গঠন করেছিল।

সংবাদ

১২ই অক্টোবর ১৯৬৯

দিনাজপুরে শেখ মুজিব : গণতন্ত্রের প্রশ্নে আপোষ নাই

দিনাজপুর, ১১ই অক্টোবর (পিপিআই)।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে বলেন, আদর্শের প্রশ্নে কোন আপোষ হইতে পারে না। অদ্য সকালে স্থানীয় সিনেমাহলে দলীয় কর্মীদের বিপুল সমাগমপূর্ণ সভায় বক্তৃতাকালে শেখ সাহেব বলেন, দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই তাঁহার দলের আদর্শ–যাহাতে প্রতিটি নাগরিক স্বাধীনভাবে বসবাস করিতে পারে।

তিনি বলেন, যে সব কায়েমী শক্তি স্বাধীনতার পর হইতে দরিদ্র জনগণকে শোষণ করিয়া আসিতেছে তাহাদের বিরুদ্ধেই তাঁহার সংগ্রাম।

তিনি বলেন, অতীতে যখন কায়েমী স্বার্থান্বেষী ও ক্ষমতাসীন চক্র জনগণের স্থানীয় ও ন্যায্য দাবী-দাওয়ার মোকাবিলা করিতে পারেন নাই, তখন তাহারা জনগণের উপর নির্যাতন চালাইয়াছে। বহু দেশপ্রেমিক তাহাদের ন্যায্য দাবী-দাওয়া আদায়ের সংগ্রামে প্রাণ হারাইয়াছে।

তিনি বলেন, তিনি আদর্শ ও নীতি বাস্তবায়নের জন্য যে কোন কিছুর মোকাবিলা করিতে পারেন। তিনি বলেন, তাঁহাকে যখন কারাগারে নিক্ষেপ করা হইয়াছে এবং তথাকথিত আগরতলা মামলাসহ বহু মামলায় জড়িত করা হইয়াছে তখনও তিনি আত্মসমর্পণের চিন্তা করেন নাই।

আজাদ

১৩ই অক্টোবর ১৯৬৯

ফুলবাড়ীতে আওয়ামী লীগ কর্মীসভায় শেখ মুজিব : প্রাপ্তবয়স্ক ভোটের ভিত্তিতে অবিলম্বে সাধারণ নির্ব্বাচন দাবী

ফুলবাড়ী, (দিনাজপুর) ১২ই অক্টোবর।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য দেশের বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের

ভিত্তিতে আশু সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী করেন। গতকল্য আওয়ামী লীগ কর্মীদের সভায় শেখ মুজিব বলেন যে, যতশীঘ্র নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে, দেশের সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির পক্ষে ততই মঙ্গল হইবে। কোন দেশই সত্যিকারের নির্ব্বাচিত গণপ্রতিনিধি ব্যতীত প্রকৃত অগ্রগতি ও সুসংহত সমৃদ্ধির স্বপ্নও দেখিতে পারে না। পূর্ব্ব পাকিস্তানের অতীত অর্থনীতির ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন যে, অর্থনীতির অত্যন্ত অবনতি ঘটিয়াছে। সরকারের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ এখন খুবই প্রয়োজন।

তিনি প্রদেশের বিশেষ করিয়া পল্লী এলাকায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের উচ্চমুল্য রোধ করার জন্য সর্ব্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

এছলাম বিপন্নের ধুয়া তোলা যাহাদের চিরাচরিত অভ্যাস, তাহাদের প্রতি হুশিয়ারী প্রদান করিয়া আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, এই পুরানো পদ্ধতি দ্বারা তাহারা জনগণের অধিকার অর্জন দমাইয়া রাখিতে পারিবেন না। তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগ যে কোন মুল্যে ছয় দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। আওয়ামী লীগ পুর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের সংগ্রাম অব্যাহত রাখিবে।

শেখ মুজিব এদেশের কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি ও হাজার হাজার মানুষকে বন্যার কবল হইতে রক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানান। ফুলবাড়ী গমনের পথে শেখ মুজিব আমবাড়ীতে আওয়ামী লীগ কর্মী সভায় বক্তৃতা করেন। –এপিপি

Pakistan Observer

13th October 1969

Mujib demands early polls

PHULBARI (Dinajpur), Oct. 12 :–The chief of Awami League Party, Sheikh Mujibur Rahman yesterday demanded early general election on the basis of adult franchise in the larger interest of the country, reports APP.

Addressing his party workers here yesterday, Sheikh Mujib said the sooner the election was held the better for the country's prosperity and progress. He said no nation or country could dream of real progress and concrete prosperity without people's really elected representatives.

Dawn

13th October 1969

Sheikh Mujib for early elections : Revival of '56 Constitution opposed

RANGPUR, Oct. 12: Sheikh Mujibur Rahman, Awami League chief, addressing party workers here on Thursday said that since independence, the country had not known a people's Government, which resulted in miseries to the people in all spheres of life.

He stressed the need of early general elections and representation on population basis.

He disfavoured the revival of 1956 Constitution as he said there is no provincial autonomy in it. He said that after elections, people's representatives should frame the constitution.

Sheikh Mujib favoured the idea of an interim Government before elections.

He struck a note of a warning to those who were opposing elections and also warned those exploiting the people in the name of Islam.

Turning to floods control, he demanded the implementation of Krugg mission report and co-operation with India in this field.

About Farakka Barrage, Sheikh Mujib said that the central Government was mainly responsible for not protesting against the construction of the barrage by India in the initial stages.

Expressing concern over the low price of jute, he said that has caused great hardships to the jute-growers and the country's economy had suffered.

The Awami League strongly demanded early construction of a bridge over the Jamuna river and Teesta barrage which he felt would improve communications and economic condition of the northern region of East Pakistan.

He also suggested to construct a tunnel in Jamuna river with the help of friendly countries, if a bridge over Jamuna river is not feasible.

He expressed concern over the alarming population increase and unemployment and suggested the establishment of cottage industries on a large scale.

Sheikh Mujib reaffirmed his determination to realise his party's six-point programme.

The meeting was also addressed by Syed Nazrul Islam, Capt. Monsur Ali and Tajuddin Awami League leaders.

The Awami League chief on Friday visited Nilphamari and addressed Awami League workers meeting there.

During his three days visit to Rangpur district, he addressed a number of workers meeting at Gaibandh and Lalmonirhat. –APP.

Dawn

13th October 1969

Sheikh Mujib for early elections : Revival of '56 Constitution opposed

RANGPUR, Oct. 12: Sheikh Mujibur Rahman, Awami League Chief, addressing party workers here on Thursday said that since independence, the country had not known a people's Government, which resulted in miseries to the people in all spheres of life.

He stressed the need of early general elections and representation on population basis.

He distavoured the revival of 1956 constitution as he said there is no provincial autonomy in it. He said that after elections, people's representatives should frame the constitution.

Sheikh Mujib favoured the idea of an interim Government before elections.

He struck a note of a warning to those who were opposing elections and also warned those exploiting the people in the name of Islam.

Turning to floods control, he demanded the implementation of Krugg mission report and cooperation with India in this field.

About Farakka Barrage, Sheikh Mujib said that the Central Government was mainly responsible for not protesting against the construction of the barrage by India in the initial stages.

Expressing concern over the low price of jute, he said that has caused great hardships to the jute-growers and the country's economy had suffered.

The Awami League strongly demanded early construction of a bridge over the Jamuna river and Teesta barrage which he felt would improve communications and economic condition of the northern region of East Pakistan.

He also suggested to construct a tunnel in Jamuna river with the help of friendly countries, if a bridge over Jamuna river is not feasible.

He expressed concern over the alarming population increase and unemployment and suggested the establishment of cottage industries on a large scale.

Sheikh Mujib reaffirmed his determination to realise his party's six-point programme.

The meeting was also addressed by Syed Nazrul Islam, Capt. Monsur Ali and Tajuddin, Awami League leaders.

The Awami League Chief on Friday visited Nilphamari and addressed Awami League workers meeting there.

During his three days visit to Rangpur district, he addressed a number of workers meeting at Gaibandh and Lalmonirhat.–APP.

দৈনিক ইত্তেফাক

১৩ই অক্টোবর ১৯৬৯

বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়া জাতীয় শ্রমিক লীগ গঠন সম্পন্ন : অতিবিপ্লবী ও অতিগোড়াদের অশুভ উদ্দেশ্য সম্পর্কে শেখ মুজিবের সতর্কবাণী

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল (রবিবার) বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়া স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউট মিলনায়তনে জাতীয় শ্রমিক লীগের প্রতিষ্ঠা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রেরিত বাণীতে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান শ্রমিকদের জাতীয় রাজনীতির প্রয়োজনে অতি বিপ্লবী ও অতি-গোঁড়াদের উপর কড়া নজর রাখার আহ্বান জানান।

শেখ সাহেব তাঁহার বাণীতে বলেন, যেদিন ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের সমস্যার সমাধান হইবে সেদিনই হইবে আমার রাজনৈতিক জীবনের সার্থকতা। আর সেজন্য প্রয়োজন ছাত্র-শ্রমিক-কৃষকের একতা। একতা ও বলিষ্ঠতার মধ্য দিয়াই আমরা আমাদের দাবীকে প্রতিটি শ্রমিক-কৃষকের নিকট প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব। ছাত্র-শ্রমিক-কৃষকের নিকট আমার আবেদন, ঐক্যবদ্ধ হউন, শান্তিপূর্ণ আন্দোলন গড়িয়া তুলুন। আমাদের সংগ্রাম সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য। যারা সত্যের জন্য সংগ্রাম করে আল্লাহ তাদের সাহায্য করেন। ইনশাল্লাহ সত্যের এ সংগ্রামে আমরা জয়ী হইবই।

শেখ মুজিবর রহমান তাঁহার বাণীতে আরও বলেন, রাশিয়া বা চীন হইতে সমাজতন্ত্রকে আমদানী না করিয়া বা অন্য কোন বিদেশী রাষ্ট্রের অনুকরণ না করিয়া গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়া এ দেশের প্রয়োজনে শোষণহীন গণতান্ত্রিক সমাজবাদ স্থাপনের মধ্যেই এদেশে মানুষের

মুক্তি নিহিত। রক্তচক্ষুর শাসন নয়, একচেটিয়া পুঁজিবাদের শোষণ নয়–এক সুখী, সুন্দর, বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদী সমাজ গড়িয়া তোলাই আমাদের লক্ষ্য।

শেখ সাহেব শ্রমিকদের স্মরণ করাইয়া দেন যে, অতি-বিপ্লবী ও অতি-গোঁড়ারা এক অশুভ উদ্দেশ্যে দেশকে নিয়া খেলা করিতেছে। এদের কার্যাবলীর প্রতি সজাগ থাকুন এবং এসব দুশমনের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ান। যে রক্ত এদেশের মানুষ দিয়াছে, সংগ্রামের যে ইতিহাস এদেশবাসী রচনা করিয়াছে তা যেন বৃথা না যায়।

জাতীয় শ্রমিক লীগ সম্মেলন উদ্বোধন করেন অবসরপ্রাপ্ত সি, এস, পি জনাব রুহুল কুদ্দুস এবং সভাপতিত্ব করেন জাতীয় শ্রমিক লীগের আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক জনাব আবদুল মান্নান।

অধিবেশনে দেড় সহস্রাধিক শ্রমিক ও শ্রমিক প্রতিনিধি এবং দ্বিতীয় অধিবেশনে ২১২টি ইউনিয়নের মোট ১০৬০ জন শ্রমিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে আদমজী, ডেমরা, পোস্তগোলা, নারায়ণগঞ্জ, ঘোড়াশাল, ভৈরব, সিলেট চা বাগান, খুলনা, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, তেজগাঁও, টঙ্গী, মাদারীপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কালীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের শ্রমিক প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অধিবেশনে জনাব রুহুল কুদ্দুসের লিখিত ভাষণের পর একে একে বক্তৃতা করেন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সভাপতি তোফায়েল আহমদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সমাজ সেবা ও সংস্কৃতি সম্পাদক জনাব কে,এম, ওবায়দুর রহমান। শ্রমিক সমস্যাবলী সম্পর্কে বক্তৃতা করেন হাবিব ম্যাচ ফ্যাক্টরী শ্রমিক ইউনিয়নের নবনির্বাচিত সভাপতি ও জাতীয় শ্রমিক লীগ পোস্তাগোলা আঞ্চলিক শাখার আহ্বায়ক জনাব মোঃ শাহজাহান; তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলের ২১টি রেজিষ্টার্ড ইউনিয়নের সভাপতি ও জাতীয় শ্রমিক লীগ তেজগাঁও আঞ্চলিক শাখার সভাপতি জনাব রুহুল আমিন ভুঁইয়া; মাদারীপুর জুট ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সভাপতি শ্রী ফণি ভূষণ মজুমদার; চট্টগ্রাম ইস্পাত কারখানা শ্রমিক ইউনিয়নের সহ-সভাপতি জনাব আবদুল হান্নান; খুলনা পিপলস জুট মিলস ষ্টাফ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্রী পরমেশ চক্রবর্তী; দৌলতপুর জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি জনাব ইমান আলী ও সিলেট চা বাগান শ্রমিক নেতা মানিক চৌধুরী।

ছাত্রলীগ সভাপতি তোফায়েল আহমদ তাঁহার বক্তৃতায় উগ্র বামপন্থী এবং উগ্র ডানপন্থীদের সমালোচনা করিয়া বলেন যে, ইহারা ১১ দফার ফেডারেল পার্লামেন্টারী সরকার দাবী করিয়া আজ আবার গণতন্ত্র চায় না বলিয়া শ্লোগান দেয়। অতএব যারা গণতন্ত্র চায় না, নির্বাচন চায় না, তারা

প্রকৃত অর্থে ১১ দফাও সমর্থন করে না। তোফায়েল আহমদ বলেন যে, এদেশের মেহনতী মানুষ ও গ্রাম বাংলার কৃষকরা "তোমার বাড়ী আমার বাড়ী নক্সালবাড়ী নক্সালবাড়ী" শ্লোগানে বিশ্বাস করে না। তারা বিশ্বাস করে "তোমার বাড়ী আমার বাড়ী গ্রাম-বাংলার প্রতি বাড়ী"। তোফায়েল আহমদ ঘোষণা করেন, এদেশের মানুষ কোন বিদেশী মতবাদ চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা বরদাশত করিবে না।

প্রবীণ নেতা শ্রী ফণি ভূষণ মজুমদার তাঁহার সারগর্ভ ভাষণে বলেন যে, সমাজতন্ত্র বর্তমান দুনিয়ার সব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধানে তখনই সক্ষম যখন সেই সমাজবাদ হইবে গণতন্ত্র ভিত্তিক। শ্রী মজুমদার কমিউনিজমের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের পার্থক্য ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, রাশিয়ার দীর্ঘ ৫২ বৎসরের ইতিহাস হতাশার ইতিহাস। সেখানের ইতিহাস সর্বহারাদের একনায়কত্বের পরিবর্তে সর্বহারাদের উপর একনায়কত্বের দুঃখজনক ইতিহাস। যদি সমাজতন্ত্র একনায়কত্বের হাতে বন্দী না হইয়া মুক্তভাবে গণতান্ত্রিক প্রথায় প্রয়োগ করা হইত তা হইলে ইহার চেহারা অন্যরূপ হইত।

চা বাগান শ্রমিকদের তরফ হইতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মানিক চৌধুরী চা বাগান শ্রমিকদের দুরবস্থার করুণ ইতিহাস ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, পুরুষ ও মহিলা দুইজন শ্রমিকের আলাদা আলাদা কাজের জন্য একজনের বেতন দান ইহা প্রকৃতই নজিরবিহীন।

মেসার্স নূরুল হক ও আবদুল মান্নান যথাক্রমে জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন।

দৈনিক পয়গাম

১৩ই অক্টোবর ১৯৬৯

দিনাজপুর আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলনে মুজিব : পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতিদের চক্রান্তে পাটচাষীরা তাদের ন্যায্য মূল্য পাইতেছে না

দিনাজপুর, ১১ই অকটোবর।– আজ জেলা আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলনে ভাষণ দান কালে শেখ মুজিবর রহমান দুঃখ করিয়া বলেন যে, দেশের জনসাধারণ আজ অর্ধাহারে কখনো বা অনাহারে জীবন যাপন করিতেছে। পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি মারাত্মকভাবে অবনতির মুখে চলিয়াছে এবং অনতিবিলম্বে এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকারীদের সমালোচনা করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, সাবেক সরকারের আমলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার শ্রমিক ও কৃষককুলের প্রতি বলেন যে, বৈমাত্রেয় মনোভাব প্রদর্শন করা হইয়াছে। তারই ফলে দেশের

অর্থনৈতিক ভারসাম্য মারাত্মকভাবে ভাংগিয়া পড়িয়াছে। প্রসংগত তিনি শিল্পপতিরা কোন একচেটিয়া ভাবধারা জোর রাখিয়া 'ট্যাক্সহলিডে' উপভোগ করিতেছে, অপরপক্ষে মেহনতী মানুষ করভারে জর্জরিত হইয়া পড়িয়াছে তার উল্লেখ করেন। তিনি ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফের দাবী করেন।

শেখ সাহেব বলেন, ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্প প্রতিরক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে যে আকাশ পাতাল বৈষম্য রহিয়াছে স্বায়ত্তশাসন প্রকাশ করিয়া তার অবসান ঘটাইতে হইবে। তিনি সাবেক প্রদেশগুলির পুনরুজ্জীবন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব দাবী করেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় করের ছত্র-ছায়ায় এবং ব্যাংক, বীমা ও শিল্পের হেডকোয়ার্টারগুলি পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত হওয়ার দরুন পূর্ব পাকিস্তান হইতে সকল পুঁজি পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

আওয়ামী লীগ প্রধান গুড় তৈরির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লওয়ার দাবী জানান এবং আখ চাষীদেরকে তাহাদের উৎপাদিত আখের মূল্য প্রদানের মাধ্যমে আখচাষ বৃদ্ধির কথা বলেন। তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতিদের চক্রান্তে পাটচাষীরা তাহাদের সোনালী আঁশের ন্যায্য মূল্য হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

শেখ সাহেব বলেন, এদেশের মাটিতে নক্সালবাড়ির শ্লোগান কোন দেশপ্রেমিক পাকিস্তানীই বরদাশত করিবে না।

আজ সকালে স্থানীয় বুস্তান প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত উক্ত কর্মী সম্মেলনে ইতিপূর্বে বক্তৃতা করেন দিনাজপুর আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আজিজুর রহমান, প্রাক্তন জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব নূরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, জনাব কামরুজ্জামান ও আরো অনেকে। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জনাব আজিজুর রহমান। □এপিপি

দৈনিক পাকিস্তান

১৩ই অক্টোবর ১৯৬৯

ঠাকুরগাঁওয়ে শেখ মুজিব : স্থিতিশীলতা স্বায়ত্তশাসনের উপর নির্ভরশীল

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

ঠাকুরগাঁও, ১২ই অক্টোবর।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আজ এখানে বলেন, ৬-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের উপরই পাকিস্তানের স্থিতিশীলতা নির্ভরশীল। এসব দাবীদাওয়া আদায় না হওয়া পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ্যে পরিবর্তন আসতে পারে না এবং প্রয়োজন হলে নিজের জীবন দিয়ে তিনি এই দাবী আদায়ে কৃতসংকল্প।

আজ সকালে স্থানীয় বলাকা সিনেমা হলে দলীয় কর্মী সমাবেশে তিনি ভাষণদান করছিলেন।

এডভোকেট আবদুল লতিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে ভাষণ দানকালে শেখ সাহেব বলেন, জাতীয় সম্পদের অধিকাংশই পাকিস্তানের ২২টি পরিবারের হাতে জমা হয়েছে। সাধারণ লোক–বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এই সম্পদ থেকে বঞ্চিত। প্রয়োজন হলে জনসাধারণের কল্যাণ এবং বিভিন্ন জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ২২টি পরিবারের হাতে পুঞ্জীভূত এই সম্পদ জাতীয়করণ করা উচিত। শেখ সাহেব বলেন, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছাড়া আজ কারও রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার নেই। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত গণতান্ত্রিক সরকারের দ্বারাই কেবলমাত্র জাতীয় অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

পরিশেষে শেখ সাহেব বলেন, পূর্ব পাকিস্তানীদিগকেও স্বাধীনতার ফল ভোগ করতে দেওয়া উচিত। সভায় জনাব কামরুজ্জামান এবং তাজউদ্দিন আহমদও বক্তৃতা করেন। দিনাজপুর থেকে এখানে এসে পৌঁছালে শেখ মুজিবর রহমানকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

রাজবাড়ীতে মুজিব

এপিপি পরিবেশিত খবরে বলা হয়, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান দেশের বৃহত্তর স্বার্থে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটের ভিত্তিতে অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচনের দাবী জানিয়েছেন।

গতকাল ফুলবাড়ীতে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে ভাষণদানকালে শেখ সাহেব বলেন, যত তাড়াতাড়ি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে দেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য ততই মঙ্গল।

তিনি বলেন, জনগণের নির্বাচিত যথার্থ প্রতিনিধিদের সরকার ছাড়া কোন জাতি কিম্বা দেশ প্রকৃত অগ্রগতি ও বাস্তব সমৃদ্ধির কথা চিন্তা করতে পারে না।

পূর্ব পাকিস্তানের অতীত অর্থনীতি বিশ্লেষণ করে শেখ সাহেব বলেন, অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই অবনতি ঘটেছে এবং এ ব্যাপারে সরকারের অবিলম্বে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। প্রদেশে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ঊর্ধ্বমূল্য রোধকল্পে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

ইসলাম বিপন্ন বলে আজ যারা জিকির তুলেছেন, তাদের বিরুদ্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে সেখ সাহেব বলেন, এই পুরাতন কারসাজি জনগণের অধিকার আদায়ের লক্ষ্য অর্জন ব্যাহত করতে পারবেনা। তিনি

জনগণকে আশ্বাস দেন যে, যে কোন মূল্যে আওয়ামী লীগ ৬ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নে দৃঢ় সংকল্প।

পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম তার দল চালিয়ে যাবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সর্বনাশী বন্যা থেকে এই প্রদেশের কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি ও হাজার হাজার লোকের জীবন রক্ষা কল্পে তিনি অবিলম্বে বন্যা নিয়ন্ত্রণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান।

ফুলবাড়ী যাবার পথে শেখ মুজিব আমবাড়ীতে দলীয় কর্মীদের এক সমাবেশে ভাষণদান করেন। আওয়ামী লীগ প্রধান ইসলামী ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে সমাজতন্ত্রের প্রতি আবার সমর্থন ঘোষণা করেন।

আজাদ

১৪ই অক্টোবর ১৯৬৯

নয়া শ্রমিক সংস্থার নিকট শেখ মুজিবের বাণী : শ্রমিকদের কারখানার অংশীদার করিলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গত রবিবার ঢাকা ইঞ্জিনীয়ার্স ইন্সটিটিউটে শ্রমিক নেতা জনাব আবদুল মান্নানের সভাপতিত্বে জাতীয় শ্রমিক লীগের প্রতিষ্ঠা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান করেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সাবেক সি এস পি অফিসার জনাব রুহল কুদ্দুস।

সম্মেলনের শুরুতেই আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের এক বাণী পাঠ করা হয়। শেখ মুজিব তাহার বাণীতে সাধারণ শ্রমিকদের শিল্প কারখানার অংশীদার হিসাবে ঘোষণা করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, ইহার ফলে শ্রমিকগণ নবচেতনা বোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া উৎপাদন আরও বৃদ্ধি করিতে পারিবে। শেখ মুজিব বলেন যে, সমবায় ভিত্তিতে দেশে প্রচুর সংখ্যক কুটির ও মাঝারি ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া বেকার সমস্যার সমাধান করা উচিত। চাষীদের সম্পর্কে তিনি বলেন যে, দেশের শতকরা ৮২ জন পাট চাষী। ২৫ বিঘার কম জমির মালিকদের খাজনা মওকুফ ও নির্ধারিত পরিমাণের অধিক জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করার দাবী জানান। তিনি পাট শিল্পকে জাতীয়করণেরও দাবী জানান।

রুহুল কুদুস

প্রধান অতিথির ভাষণে জনাব রুহুল কুদুস বলেন যে, একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও স্বৈরাচারী সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে শ্রমিকদের বাচার দাবী স্বীকৃতি

লাভ করিতে পারে না। তিনি সকল বাধার অবসান ঘটাইয়া সমবেতভাবে গণতান্ত্রিক ভিত্তিক সুস্থ শ্রমিক আন্দোলন গড়িয়া তোলার আহ্বান জানান। শ্রমিকদের একতার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া তিনি বলেন যে, গণঅধিকার ও অর্থনৈতিক মুক্তির আন্দোলন একত্রীত করিতে হইবে।

ছাত্রলীগের সভাপতি জনাব তোফায়েল আহমদ সম্মেলনে বক্তৃতায় বামপন্থীদের কঠোর সমলোচনা করিয়া বলেন, প্রতিষ্ঠান এই দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও ১১ দফা বাস্তবায়নের সংগ্রামকে বানচালের চেষ্টা করিতেছে। ইহার মধ্যে একটি অতি বিপ্লবী অপরটি অতি গোড়াপন্থী। এই অতি গোড়া রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী দলটি চিরাচরিত প্রথায় এছলাম বিপন্নের ধুয়া তুলিয়া ধর্ম্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিতেছে। সভায় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী বলেন যে, আমরা মানবতাবাদে বিশ্বাসী। তিনি জামাত প্রধান মাওলানা মওদুদীর সমালোচনা করিয়া বলেন যে, পাকিস্তান আন্দোলনেই তিনিই বিরোধিতা করিয়াছিলেন। আজ আবার গণ অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে বানচাল করার জন্য প্রদেশের সর্বত্র তাহারা পাঁচ হাজার বেতনভোগী কর্মী নিয়োগ করিয়াছেন। তিনি এই সব ধর্ম্ম ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে হুশিয়ার থাকার আহ্বান জানান। শ্রমিক সম্মেলনে অন্যান্য যাহারা বক্তৃতা করেন তাহারা হইতেছেন আওয়ামী লীগের সমাজ সেবা সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমান, ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরী শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি জনাব শাহজাহান, তেজগাঁও আঞ্চলিক শ্রমিক লীগ কমিটির সভাপতি জনাব রুহুল আমীন ভুইয়া, মাদারীপুরের মিঃ ফনী মজুমদার, চট্টগ্রামের জনাব আবদুল হান্নান, এয়ারওয়েজ এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের জনাব মোজাম্মেল হক, খুলনার মিঃ পরমেশ চক্রবর্ত্তী, দৌলতপুরের জনাব ঈমান আলী এবং সিলেটের চা শ্রমিক নেতা মিঃ সাবান চৌধুরী।

সম্মেলনে প্রদেশের বিভিন্ন শিল্প এলাকার শ্রমিক ইউনিয়নের এক হাজার ষাট জন প্রতিনিধি যোগদান করেন।

কার্যকরী পরিষদ গঠন

সভায় নোয়াখালীর জনাব নুরুল হককে সভাপতি ও জনাব আবদুল মান্নানকে সাধারণ সম্পাদক ও ৭৫ জন সদস্য নিয়া জাতীয় শ্রমিক লীগের কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়। ইহা ব্যতীত জনাব কমরুদ্দিন আযাদ ডঃ কামাল হোসেন, জনাব মীজানুর রহমান চৌধূরী, মিঃ ফনি ভুষণ মজুমদার ও জনাব আবদুল সামাদকে সদস্য করিয়া একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। সম্মেলনে জাতীয় শ্রমিক লীগের গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্র অনুমোদন এবং বিভিন্ন শ্রমিক সমস্যা সম্পর্কে ২০টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

আজাদ

১৪ই অক্টোবর ১৯৬৯

ঠাকুরগাঁওতে শেখ মুজিবের ঘোষণা : সাধারণ নির্ব্বাচন বানচাল করার কোন ষড়যন্ত্র জনগণ বরদাশত করিবে না

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

ঠাকুরগাঁও, ১৩ই অক্টোবর।–শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য অপরাহ্নে এখানে ঘোষণা করেন যে, দেশে সাধারণ নির্বাচন বানচাল করার জন্য জনগণ কোন ষড়যন্ত্র বরদাস্ত করিবে না।

ঠাকুরগাঁও বলাকা সিনেমা হলে আওয়ামী লীগ কর্ম্মীদের এক সমাবেশে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, এই দেশের জনগণ প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের ভিত্তিতে জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা একটি পালামেণ্টারী পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য গত বাইশ বছর ধরিয়া আত্মত্যাগ করিয়া আসিতেছে। জনগণের এই আত্মত্যাগকে কখনো বৃথা যাইতে দেওয়া হইবে না। জনগণের অধিকার অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে। তিনি বলেন যে, নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের দ্বারা প্রণীত শাসনতন্ত্র ছাড়া জনগণ আর কোন শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিবে না। দেশের বিভিন্ন সমস্যাবলীর উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি ব্যতীত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এইসব সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে না। শেখ সাহেব অবিলম্বে নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণের দাবী জানান। তিনি বলেন যে, বর্তমান সরকারের পক্ষে ইহাই হইয়াছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণঅভ্যুত্থানের উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, কোনরূপ বল প্রয়োগই গণশক্তিকে দাবাইয়া রাখিতে পারে না। জনগণ যখন একবার জাগিয়াছে তখন পাকিস্তানী হিসাবে তাহাদের হৃত অধিকার প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্য্যন্ত সংগ্রাম চালাইয়া যাইবেই। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই তাহার লক্ষ্য, যেখানে কোন শোষণ থাকিবে না, প্রতিটি জনগণ যেখানে সুখ-দুঃখ সমবন্ধন করিয়া নিবে। তিনি বলেন, ছয়দফা কর্ম্মসূচী জাতীয় ও আঞ্চলিক সমস্যাবলী সমাধানে সক্ষম হইবে। শক্তিশালীভাবে সংগ্রাম করার জন্য তিনি জনসাধারণকে তাহার পার্টির পতাকাতলে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানান।

বাইশ বছরের ইতিহাস, বঞ্চনার ইতিহাস

সভায় নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব কামরুজ্জামান বলেন যে, স্বাধীনতার ২২ বছরের ইতিহাস হইতেছে শোষণ, স্বজনপ্রীতি ও নিপীড়নের ইতিহাস। তিনি বলেন যে, কতিপয় পরিবারের

হাতে সকল সম্পাদ পুঞ্জিত। তিনি এই সব সম্পদ বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহা যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণের ন্যায় অনুন্নত এলাকার উন্নয়নের কাজে সেই সকল সম্পদ নিয়োগের দাবী জানান।

পুর্ব পাকিস্তানের কি ফল হইয়াছে

আওয়ামী লীগ নেতা দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, একদা পূর্ব পাকিস্তান ছিল খাদ্যশস্যের উদ্ধৃত এলাকা কিন্তু আজ তাহা ঘাটতি এলাকায় পরিণত হইয়াছে। তিনি পাট ও ইক্ষু চাষীদের পর্য্যাপ্ত সুবিদাদানের দাবী জানান।

ছাত্র সমাবেশে শেখ মুজিব

বলাকা সিনেমা হলে ইহার পর ছাত্রদের এক সমাবেশে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, স্বাধীনতার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত দেশে শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করা হয় নাই। শিক্ষার উন্নয়ন তাই বারবার বাধাগ্রস্ত হইয়াছে। এবং শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে বারংবার পরিবর্তন ঘটিতেছে।

তিনি বলেন যে, শ্রমিকদের পর্যাপ্ত সুবিধা না দেওয়া পর্যন্ত সরকার শ্রমনীতি প্রণয়ন করিতে পারেন না। শ্রমিকগণ যাহাতে মানুষ হিসাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারে তজ্জন্য তাহাদিগকে অবশ্যই ন্যুনতম সুযোগ সুবিধা দিতে হইবে বলিয়া তিনি দাবী জানান।

দিনাজপুর হইতে শেখ মুজিব ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ঠাকুরগাঁও আগমন করিলে তাঁহাকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। শেখ মুজিবের সহিত জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, মোল্লা জালালউদ্দিন, জনাব কামরুজ্জামান, জনাব আবদুল মন্নান প্রমুখ রহিয়াছেন। শহরের প্রবেশপথে উৎফুল্ল পূর্ণ জনতা আওয়ামী নেতাদের দেখার জন্য ভীড় করিয়া দাঁড়ায়। দিনাজপুর হইতে ঠাকুরগাঁও পর্য্যন্ত রাস্তায় বহুসংখ্যক তোরণ নির্মাণ করা হয়। অপরাহ্নে শেখ সাহেব সদলবলে পচাগড় গমন করেন এবং সেখানে কর্ম্মীসভায় বক্তৃতা করেন। –পিপিআই

Dawn

14th October 1969

Mujib demands greater share for workers : Denounces 22 families of West Pakistan

DACCA, Oct, 13: The Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman, on Sunday suggested that greater portion of ownership of the mills and factories in the country should be given to the people and the working class.

In a message to the inaugural function of a new labour organization, Jatiya Sramik League (National Labourers League), the labour front of AL, he said that the measure would held imbibe the labourers with the nationalist spirit to participate for better production.

He suggested distribution of a greater part of the profit among the labourers and demanded appointment of an experts' committee to control the price spiral of essential commodities.

While calling for a realistic industrial planning, the Awami League chief underscored the need for the expansion of cottage and medium-size industries on co-operative basis to face the ever-increasing unemployment problem.

The country, he said, is now burdened with the curse of inflation because of the establishment of profit-motivated big mills and factories without any regard for the unemployment problem.

He said labourers and cultivators, who constituted 82 percent of the population, had been exploited economically for the last 22 years by a group of 22 families who incidentally belonged to West Pakistan.

This group which controlled 80 percent of the total wealth of the country used the plea of "national integrity and religion" to exploit the people, he said.

He distinctly remember some of them were against the creation of Pakistan and in fact branded sir syed Ahmed, Quaid-i-Azam and Kazi Nazrul Ialam as 'Kafir' and Sher-e-Bangala and Shahid Suhrawardy as the agents of India. This section was again active against the people and the six-points of Awami League at the time when the country's economic condition was the worst."

He called for a socialistic economic structure which should agree with our customs, traditions and willingness. He did not favour any imported socialism but a new exploitationless society based on nationalist feelings.

He warned people to watch the activities of the extremists, the ultra-revolutionaries or the staunch conservatives, who were playing with the fate of the country to serve the vested interest.

He urged the people to stand against these elements so that the mass struggle carried out with great sacrifice should not go in vain.–APP.

The Awami League chief said that there was the apprehension of a serious shortage of food this year because of continuous

drought floods and excessive rains. He suggested (1) exemption of rent and other taxes of the cultivators possessing 25 bighas of land, (2) distribution of surplus lands which would remain after distribution among the people on a fixed basis to the landless cultivators. (3) Control of floods, introduction of co-operative farming (4) establishment of agricultural bank in the villages to grant long term loans (5) Fixation of minimum price for jute (6) and nationalisation of jute industry.

The Sheikh also pointed out that the country was passing through a constitutional crisis which could be resolved only through 6-point programme by adopting provincial autonomy, dismemberment of one unit in West Pakistan and representation on population basis. –APP.

দৈনিক ইত্তেফাক

১৪ই অক্টোবর ১৯৬৯

উত্তরবঙ্গ সফর শেষে শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন : জনসভা অনুষ্ঠানে বিধি-নিষেধ প্রত্যাহারের আহ্বান

(ইত্তেফাকের উত্তরবঙ্গস্থ ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি)

পঞ্চগড়, ১৩ই অক্টোবর– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল জনসভা অনুষ্ঠানের উপর আরোপিত বিধি নিষেধ প্রত্যাহারের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানান।

দিনাজপুর হইতে ৬৫ মাইল দূরবর্তী প্রদেশের সর্ব উত্তর প্রান্তবর্তী এই ক্ষুদ্র শহরের 'আলো ছায়া' প্রেক্ষাগৃহে দলীয় কর্মীদের এক সমাবেশে ভাষণ দানকালে শেখ সাহেব বলেন, যে ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় নাই, সেক্ষেত্রে জনসভার উপর বিধি-নিষেধ আরোপের কোন যুক্তি থাকিতে পারে না। তিনি বলেন, দেশবাসীর নিকট আমাদের বক্তব্য সঠিকভাবে তুলিয়া ধরার সুযোগ প্রদানের জন্যই জনসভা অনুষ্ঠানের উপর হইতে বিধি-নিষেধ প্রত্যাহৃত হওয়া দরকার। তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উদ্দেশে বলেন, "আমি দেশবাসীর কাছে আমার বক্তব্য পেশ করিতে চাই–তারাও আমার বক্তব্য শুনিতে চায়। সুতরাং অবিলম্বে জনসভা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করুন।"

কর্মীসভায় প্রদত্ত ভাষণে শেখ সাহেব দেশে ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

শেখ সাহেব বলেন, বিদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূতের মধ্যে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য চাকুরিতেও পূর্ব পাকিস্তানীর সংখ্যা অতি নগণ্য। তিনি কেন্দ্রীয় চাকুরিতে অধিক হারে পূর্ব পাকিস্তানীদের নিয়োগের দাবী জানান। পঞ্চগড়ে নেতাকে দেখার জন্য ৫০ হাজার লোকের সমাগম হয়।

সপ্তাহব্যাপী উত্তরবঙ্গ সফর শেষে ঢাকা ফিরার পথে শেখ সাহেব আজ সকালে সদলবলে রামসাগরে অল্পক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করেন। উত্তরবঙ্গ সফরকালে নেতাকে এক নজর দেখার জন্য হাজার হাজার লোক বিভিন্ন স্থানে সমবেত হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৪ই অক্টোবর ১৯৬৯

নির্বাচন বিরোধী চক্রান্তকারীদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বিপন্ন হইবে : রংপুরে সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের মন্তব্য

(নিজস্ব সংবাদদাতার তার)

রংপুর, ১১ই অক্টোবর– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বৃহস্পতিবার রংপুরে ওয়াপদা রেষ্ট হাউসে স্থানীয় সাংবাদিকদের নিকট তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে আলোচনা করেন। আশু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তাঁহার প্রচেষ্টাকে বানচাল করার জন্য যে সকল প্রতিক্রিয়াশীল দল অপচেষ্টা চালাইতেছে, তাহাদের মোকাবিলার ব্যাপারে তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন যে, তিনি এই প্রশ্নে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করিয়াছেন।

তিনি এই মর্মে আস্থা প্রকাশ করেন যে, এই সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যদি তাহাদের দুরভিসন্ধিমূলক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য আরও অগ্রসর হন, তবে তাহাদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বিপন্ন হইবে।

শেখ মুজিব আওয়ামী লীগকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উহাকে ব্যাপকতর গণসংগঠনে পরিণত করার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন।

এ-ব্যাপারে তিনি আওয়ামী লীগ কর্মীদের আগামী ৩০শে নবেম্বরের পূর্বেই ইউনিয়ন পর্যায়ে দলীয় সাংগঠনিক কার্য সমাপ্ত করার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি সতর্ক করিয়া দেন যে, যদি কোন জেলা তাহার নির্দেশ অনুযায়ী দলকে সুসংগঠিত করিতে ব্যর্থ হয়, তবে তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গৃহীত হইবে।

দিনাজপুর, ১২ই অক্টোবর– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল এখানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে, নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে কোন আপোষ হইতে পারে না। স্থানীয় সিনেমা হলে সমাগত বিপুলসংখ্যক কর্মীর উদ্দেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রধান ঘোষণা করেন যে, তাঁহার দলের আদর্শ ও লক্ষ্য হইল এমন একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করা, যেখানে প্রতিটি নাগরিক স্বাধীন মানুষ হিসাবে বসবাস করিবে। তিনি বলেন, তাহার সংগ্রাম সেই সমস্ত কায়েমী স্বার্থবাদীর বিরুদ্ধে, যাহারা আজাদী অর্জনের সময় হইতে এদেশের দরিদ্র জনসাধারণকে শোষণ করিয়া আসিতেছে। তিনি বলেন, তিনি চান, দেশের সর্বসাধারণকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী করিতে। তিনি বলেন, বলপ্রয়োগে অন্য কিছু করা সম্ভব হইলেও দেশ ও দেশবাসীর সমস্যার সমাধান হয় না। দেশকে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী করিতে হইলে জাতীয় আঞ্চলিক সমস্যাসমূহের অবশ্যই সমাধান করিতে হইবে। বিগত গণআন্দোলনের সময়ে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, আইয়ুবের সাধের তখত-তাউস, গণআন্দোলনের মুখে ভাঙ্গিয়া খান খান হইয়া গিয়াছে। তিনি বলেন, দেশের কিছুসংখ্যক বিশ্বাসঘাতক, ব্যক্তিগত স্বার্থের মোহে ডিক্টেটর আইয়ুবের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল, সত্যকে বিকৃত করার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যের জয় হইয়াছে।

বক্তৃতার প্রারম্ভে আওয়ামী লীগ প্রধান বিগত গণ-অভ্যুত্থানের সময়ে নিহতদের কথা স্মরণ করেন এবং তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, যে আদর্শের জন্য আমাদের ভাইয়েরা শহীদ হইয়াছেন, বাস্তবে সে আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিটি নাগরিকের উচিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া এবং ইহা তাহাদের কর্তব্য।

চরম দক্ষিণ ও বামপন্থীরা নির্বাচন বানচাল করিতে চায়

কর্মীসমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, দেশের দুইশ্রেণীর লোক তথা চরম দক্ষিণপন্থী ও চরম বামপন্থীরা দেশের সাধারণ নির্বাচন বানচাল করিতে চায়। তিনি ইহাদের দুরভিসন্ধি বানচাল করিবার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাঁহার বক্তৃতায় অবিলম্বে দেশের সাধারণ নির্বাচনের দিন তারিখ ঘোষণার জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানান। তিনি বলেন, আজ আওয়ামী লীগের আন্দোলন গণ-আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, কেননা আওয়ামী লীগের ছয় দফা কর্মসূচির মত সুস্পষ্ট কর্মসূচী দেশের অন্য কোন রাজনৈতিক দলের নাই। তিনি বলেন যে, দেশ ও দেশবাসীর প্রয়োজনকে সামনে রাখিয়াই এই ছয়দফা কর্মসূচী প্রণীত হইয়াছে।

পাট ও আখচাষীদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন দাবী

কর্মীসমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব কামরুজ্জামান অবিলম্বে পাট এবং আখচাষীদের সমস্যা সমাধান করিয়া তাহাদের আর্থিক উন্নতির দাবী জানান। তিনি চিনির উপর হইতে বৈদেশিক আবগারী শুল্ক অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবী জানান, যাহাতে আখচাষীরা মিলওয়ালাদের কাছ হইতে বেশী মূল্য পাইতে পারে।

জনাব কামরুজ্জামান দেশের পাট সমস্যার সমাধানকল্পে প্রদেশে একটি পাট ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার দাবী জানান। সভায় দিনাজপুর আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আজিজুর রহমানও বক্তৃতা করেন। কর্মীসভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে দিনাজপুরবাসীর পক্ষ হইতে শেখ মুজিবর রহমানকে 'শের-এ-পাকিস্তান' খেতাবে ভূষিত করা হয়।

ছাত্রলীগ সম্মেলনে বক্তৃতা

ছাত্রলীগের এক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রধান ঘোষণা করেন যে, জনগণের ত্যাগ বৃথা যাইবে না এবং যাইতে পারে না। কেননা সত্যের জয় একদিন হইবেই হইবে।

সম্মেলনে দিনাজপুর ছাত্রসমাজের পক্ষ হইতে শেখ মুজিবর রহমানকে একটি স্বর্ণপদক উপহার দেওয়া হয়। উভয় স্থানেই শেখ মুজিব ও তাঁহার সঙ্গে আগত অন্যান্য নেতাকে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করা হয়। কর্মীসম্মেলনে তাঁহার বক্তৃতার সময়ে হলের মধ্যে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় প্রিয় নেতাকে এক নজর দেখিবার জন্য বহুসংখ্যক লোক সিনেমা হলের বাহিরে অপেক্ষা করিতে থাকে।

দৈনিক পয়গাম

১৪ই অক্টোবর ১৯৬৯

দিনাজপুরে দলীয় কর্মী সভায় শেখ মুজিবের ঘোষণা : পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অর্জনের সংগ্রাম চলিবে

ফুলবাড়ী (দিনাজপুর), ১২ই অক্টোবর।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য দেশের বৃহত্তর স্বার্থে প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার ভিত্তিতে আশু সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানান।

গতকল্য তাঁহার দলীয় কর্মীদের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন যে, যত শীঘ্র নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে, ততই তারা দেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির সহায়ক হইবে। তিনি বলেন যে, জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছাড়া কোন দেশের প্রকৃত অগ্রগতি এবং বাস্তব সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখিতে পারে না।

পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করিয়া শেখ সাহেব বলেন যে, ইহার যথেষ্ট অবনতি হইয়াছে। সরকারের আশু এদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। তিনি প্রদেশ বিশেষ করিয়া পল্লী অঞ্চলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। ইসলাম বিপদের সম্মুখীন এই ধরনের ধূম্রজাল সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে হুশিয়ারি উচ্চারণ করিয়া শেখ সাহেব বলেন যে, তাহাদের এই ধরণের পুরাতন কৌশল জনসাধারণকে তাহাদের অধিকার অর্জনের সংগ্রাম হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না এবং তাহা করিতেও দেওয়া হইবে না। তিনি জনসাধারণকে আশ্বাস দিয়া বলেন যে, আওয়ামী লীগ যে কোন মূল্যে ছয় দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। –এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক

১৫ই অক্টোবর ১৯৬৯

(১)

আওয়ামী লীগের দৃষ্টিতে এদেশের শ্রমিকসমাজ

শেখ মুজিবর রহমান

গত রবিবার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত জাতীয় শ্রমিক লীগের প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে প্রেরিত আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের বাণীর পূর্ণ বিবরণ:

জাতীয় শ্রমিক লীগের প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে আমাকে উপস্থিত থাকার জন্য বলা হইয়াছিল। কিন্তু উত্তরবঙ্গে আমার পূর্ব নির্ধারিত সফরসূচী থাকায় জাতীয় শ্রমিক লীগ নেতৃবৃন্দের সে অনুরোধ আমার পক্ষে রক্ষা করা সম্ভব হইল না। কিন্তু আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, প্রদেশের শ্রমিক ভাইরা যে যেখানে থাকুক না কেন, তাঁদের সাথে আমার এক গভীর সম্বন্ধ রহিয়াছে–সে সম্বন্ধ মাটির সম্পর্ক, রক্তের সম্পর্ক। যে ভালবাসা এ দেশের মেহনতী মানুষ আমার প্রতি দেখাইয়াছেন তা আমার জীবনের মূলধন। সে মূলধন নিয়ে এ দেশের ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক ভাইদের সাথে যেন এক হইয়া জীবন কাটাইয়া দিতে পারি, সে কামনাই করি।

প্রদেশের শ্রমিক প্রতিনিধিদের এ মহা মিলনক্ষণে আমি সংক্ষেপে বলিতে চাই–ইতিহাসের একটি বিশেষ পর্যায়ে সৃষ্টি হইয়াছিল শোষক আর শোষিত। শোষকের সংখ্যা অতি নগণ্য, শোষিতের সংখ্যা অনেক বেশি। শোষক আর শোষিতের যে দ্বন্দ্ব সে অতি পুরানো। শোষক এবং শোষিতের মধ্যকার এ জীবনযুদ্ধে প্রতিবার জয়ী হইয়াছে শোষিতেরা। শোষণ, অন্যায়,

অবিচার আর নির্যাতন, প্রতিবারই হার মানিয়াছে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের কাছে। আল্লাহ বলিয়াছেন–শোষণ, অন্যায় অবিচার ও মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা প্রত্যেক মানুষের পক্ষে ফরজ।

আমরা একটি সোনার দেশের মানুষ। আল্লাহ পরম আনন্দে গড়িয়াছিলেন এদেশের মাটি আর মানুষকে। কিন্তু একদল স্বার্থান্বেষী মানুষ এ দেশটিকে পরিণত করিয়াছে কলোনীতে–মানুষগুলিকে বানাইয়া রাখিয়াছে গোলাম করিয়া। একদিকে গুটিকয়েক মানুষ রাতারাতি হাজার হইতে লক্ষ এবং লক্ষ হইতে কোটি টাকার মালিক হইতেছে–অন্যদিকে যে মানুষটির একদিন গোলাভরা ধান ছিল, তার গোলা আজ শূন্য, পুকুর ভরা মাছ আজ একেবারে মাছবিহীন, গোয়াল তার আজ খালি। একদিকে হাহাকার, হা-অন্ন হা-অন্ন চীৎকার–অন্যদিকে প্রাচুর্য, সম্পদ, ভোগ-বিলাস আর উচ্ছৃঙ্খলতা। অথচ একটি শ্রমিক যদি কোন শিল্পপতির শিল্পের অংশ দাবী করে তাকে পরিণত হইতে হয় নির্যাতনের শিকারে। আমার প্রশ্ন–যে শিল্পপতিকে সমস্ত শিল্পের মূলধনের মাত্র শতকরা পঁচিশ ভাগ (মোটামুটি হিসাব) যোগাইতে হয়, বাকী শতকরা পঁচাত্তর ভাগ (মোটামুটি হিসাব) যোগায় সাধারণ মানুষ, সে শিল্পে কেন সাধারণ মানুষ অংশীদার হইবে না? আমাদের দেশে সাধারণতঃ পিআইডিসি, আইডিবিপি, পিকিক এবং অন্যান্য ঋণদান সংস্থা ও ব্যাংক শিল্পপতিকে শিল্পস্থাপনে শতকরা পঁচাত্তর ভাগ সহায়তা করে। আর ইপিআইডিসি, আইডিবিপি, পিকিক ও ব্যাংকের মালিক জনসাধারণ। কারণ সাধারণ মানুষের টাকাতেই এসব সংস্থার জন্ম হইয়াছে। শিল্পপতিরা শিল্প স্থাপনকালে সরকারের মাধ্যমে যে বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে তার বেশির ভাগ উপার্জন করে পাটচাষীরা। ঋণের দীর্ঘমেয়াদ, ট্যাক্স হলিডে ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার জন্য শিল্পপতিরা মুনাফা হইতে ঋণ পরিশোধ করে। সুতরাং কোন শিল্পের মালিক শুধু কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নয়–এর মালিক জনসাধারণও বটে। তাহা হইলে আইনগতভাবে জনসাধারণকেও শিল্পের প্রকৃত মালিক বলিয়া ঘোষণা করা হয় না কেন? এবং মুনাফার সত্যিকারের প্রাপ্য অংশ শ্রমিকদের দিতে বাধা কোথায়? এই অংশীদার হইতে শ্রমিকসমাজ বঞ্চিত বলিয়াই আমাদের দেশে মালিক-শ্রমিকের সম্পর্ক মনিব-দাস তুল্য। অথচ যদি শ্রমিককে শিল্পের অংশীদার বলিয়া ঘোষণা করা হয়, তবে শ্রমিকসমাজ জাতীয় চেতনাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া উৎপাদনের পরিমাণকে অনেক পরিমাণে বাড়াইয়া দিবে। শুধু লোভ দেখানো শ্রমিক কাজ আদায় করিয়া এবং দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিকভাবে বাড়াইয়া দিয়া পরোক্ষভাবে শ্রমিকসমাজকে শোষণ করার চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করা হয়। তাই আজ প্রয়োজন আইনগতভাবে যে কোন শিল্পের উপর শ্রমিক ও জনসাধারণের মালিকানার স্বীকৃতি এবং একটি

কারখানায় কার্যরত শ্রমিকদেরকে মুনাফার বেশী অংশ সমভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া। তাই প্রয়োজন বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করিয়া দ্রব্যমূল্যের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং শ্রমিক ও জনসাধারণকে সকল শিল্প কল-কারখানার বৃহত্তর অংশের মালিক বলিয়া সরকারীভাবে ঘোষণা করা। দেশকে শিল্পায়িত করার ক্ষেত্রে প্রয়োজন একটি সুষ্ঠু বাস্তববাদী পরিকল্পনার। কেবল বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি না করিয়া কুটির শিল্প ও মাঝারি ধরনের শিল্প প্রচুর পরিমাণে সমবায় ভিত্তিতে তৈরি করিয়া ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা সমাধান করা আমাদের দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অঙ্গ হওয়া উচিত। কারণ অসংখ্য বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করিয়া শিল্পপতিদের মুনাফার প্রয়োজনে বড় বড় শিল্পকারখানা গড়িয়া তোলার পিছনে সারা দেশে মুদ্রাস্ফীতির যে ভীতি রহিয়াছে তা অবশ্যই পরিকল্পনাকারীদের মনে রাখিতে হইবে। অবশ্য সে অভিশাপে আমাদের দেশ এ মুহূর্তেই অভিশপ্ত। (ক্রমশঃ)

দৈনিক পয়গাম

১৫ই অক্টোবর ১৯৬৯

নির্বাচন বানচাল করার অপচেষ্টা জনগণ সহ্য করিবে না

ঠাকুরগাঁও, ১৩ই অক্টোবর।– শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য অপরাহ্নে এখানে ঘোষণা করেন যে, দেশে সাধারণ নির্বাচন বানচাল করার কোন ষড়যন্ত্র জনগণ বরদাস্ত করিবে না।

ঠাকুরগাঁও বলাকা সিনেমা হলে আওয়ামী লীগ কর্মীদের এক সমাবেশে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, এই দেশের জনগণ প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটের ভিত্তিতে জনপ্রতিনিধি দল দ্বারা একটি পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য গত ২২ বৎসর ধরিয়া আত্মত্যাগ করিয়া আসিতেছে। জনগণের এই আত্মত্যাগকে কখনও বৃথা যাইতে দেওয়া হইবে না। জনগণের অধিকার অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে। তিনি বলেন যে, নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের দ্বারা প্রণীত শাসনতন্ত্র ছাড়া জনগণ আর কোন শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিবে না। দেশের বিভিন্ন সমস্যাবলী উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি ব্যতীত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই সব সমস্যার সমাধান করিতে পারিবেনা।

শেখ সাহেব অবিলম্বে নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণের দাবী জানান। তিনি বলেন যে, বর্তমান সরকারের পক্ষে ইহাই হইতেছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

আয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থানের উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, কোনরূপ বল-প্রয়োগই গণশক্তিকে দাবাইয়া রাখিতে পারে

না। জনগণ যখন একবার জাগিয়াছে, তখন পাকিস্তানী হিসাবে তাহাদের হৃত অধিকার প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই তাহার লক্ষ্য, যেখানে কোন শোষণ থাকিবে না, প্রতিটি জনগণ সেখানে সুখ-দুঃখ সমবণ্টন করিয়া নিবে।

আওয়ামী লীগ নেতা দুঃখ করিয়া বলেন যে, একদা পূর্ব পাকিস্তান ছিল খাদ্য শস্যের উদ্বৃত্ত এলাকা; কিন্তু আজ তাহা ঘাটতি এলাকায় পরিণত হইয়াছে। তিনি পাট ও ইক্ষু চাষীদের পর্যাপ্ত সুবিধাদানের দাবী জানান।

বলাকা সিনেমা হলে ইহার পর ছাত্রদের এক সমাবেশে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, স্বাধীনতার পর হইতে আজ পর্যন্ত দেশে শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করা হয় নাই। শিক্ষার উন্নয়ন তাই বারবার বাধাগ্রস্ত হইয়াছে এবং শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে বারবার পরিবর্তন ঘটিতেছে।

তিনি বলেন যে, শ্রমিকদের পর্যাপ্ত সুবিধা না দেওয়া পর্যন্ত সরকারের শ্রমনীতি প্রণয়ন করিতে পারেন না। শ্রমিকগণ যাহাতে মানুষ হিসাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারে তজ্জন্য তাহাদিগকে অবশ্যই ন্যুনতম সুযোগ সুবিধা দিতে হইবে বলিয়া তিনি দাবী জানান।

শেখ মুজিব ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ দিনাজপুর হইতে ঠাকুরগাঁও আগমন করিলে তাঁহাদেরকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। শেখ মুজিবের সহিত জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, মোল্লা জালাল উদ্দীন, জনাব কামরুজ্জামান, জনাব আবদুল মান্নান প্রমুখ রহিয়াছেন। শহরে প্রবেশের পথে উৎফুল্ল জনতা আওয়ামী লীগ নেতাদের জন্য ভীড় করিয়া দাঁড়ায়। দিনাজপুর হইতে ঠাকুরগাঁও পর্যন্ত রাস্তায় বহু সংখ্যক তোরণ নির্মাণ করা হয়। অপরাহ্নে শেখ সাহেব সদলবলে পঞ্চগড় গমন করেন। □নিজস্ব সংবাদদাতা।

দৈনিক পয়গাম

১৫ই অক্টোবর ১৯৬৯

যে কোন মূল্যে হোক বন্যার হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিব

রংপুর, ১২ই অক্টোবর।– নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গত পরশু এখানে পূর্ব বাংলার অভিশাপ বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

রংপুর আর্টস কাউন্সিল হলে আওয়ামী লীগ কর্মীদের এক সমাবেশে ভাষণদানকালে তিনি বলেন, যে কোন মূল্যের বিনিময়েই হউক এই প্রদেশকে বন্যার হাত হইতে মুক্ত হইতে হইবে। জনাব শেখ মজিব বলেন, প্রতি বৎসর প্রচণ্ড বন্যার তাণ্ডবলীলায় সারাটি প্রদেশ উজাড় হইয়া যাইতেছে। সহায়-

সম্পদ, ক্ষেতের ফসল হারাইয়া লক্ষ লক্ষ লোক নিঃস্ব, কাংগালে পরিণত হইতেছে অথচ এক বিরাট জনসমষ্টির জীবন-মরণ সমস্যা বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ডিকেডী সরকার কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই। তিনি বলেন, যে কোন মূল্যেই হউক বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধান করিতেই হইবে।

ফারাক্কা বাঁধ প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন যে, এ বিষয়ে আমাদের আরও বহু আগে সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। তিনি বলেন, ফারাক্কা বাঁধটির নির্মাণ কার্য এখন সমাপ্তির পথে। পূর্বেই এ ব্যাপারে সরকার দায়িত্ব সচেতন হইলেই আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে সমস্যার একটা সুরাহা হইতে পারিত।

তিনি যমুনা নদীর উপর পুল তৈরীর ও উত্তর বঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য আহ্বান জানান। তিনি তিস্তা বাঁধের নির্মাণ কাজ ত্বরিত করার দাবী জানান।

বেকার সমস্যা প্রসংগে শেখ মুজিব বলেন, দেশের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য কুটির শিল্পের প্রসারের দিকে নজর দিতে হইবে। তিনি বলেন, দেশে লক্ষ লক্ষ যুবক বেকার হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বৃহৎ শিল্প প্রসারের সংগে সংগে তিনি কুটির শিল্পের উন্নয়নের জন্য আহ্বান জানান। শেখ মুজিব বলেন, বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা সাড়ে ৬ কোটি। আগামী '৮৫ সালে জনসংখ্যা বাড়িয়া ১২ কোটিতে দাঁড়াইবে অথচ পূর্ব পাকিস্তানের আয়তন মাত্র ৫৫১২৬ বর্গ মাইল। রাজনৈতিক দলের সহিত ঐক্য প্রসংগে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, যদি ঐক্য করিতে হয় তবে কোন দলের সহিত আওয়ামী লীগ ঐক্য করিবে না, আওয়ামী লীগ জনতার সহিত ঐক্য করিবে।

শাসনতন্ত্র প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার পূর্বের মত প্রকাশ করিয়া বলেন যে, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই শাসনতন্ত্র রচনা করিবে। আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তোলার জন্য রংপুরের কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

সভায় বক্তৃতা প্রসংগে ক্যাপ্টন মনসুর আলী বলেন যে, কেউ কেউ শ্লোগান দিতেছেন যে, নির্বাচন হইতে দিবেন না, কিন্তু তিনি জনসাধারণকে এই সমস্ত শ্লোগানে কর্ণ না দিয়া আগামী নির্বাচনে সৎ ও যোগ্য লোককে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আওয়ামী লীগের সংগ্রামের ইতিহাস বর্ণনা করেন এবং স্বীয় দলের ৬ দফা কর্মসূচী অনুসারে স্বায়ত্তশাসন, জনসংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব এবং এক ইউনিট বিলোপের দাবির পুনরুক্তি করিয়া বলেন, এইসব মৌলিক দাবি-দাওয়ার প্রশ্নের আপোষ হইতে পারে না। –নিজস্ব সংবাদদাতা।

আজাদ

১৬ই অক্টোবর ১৯৬৯

মুজিবের নেতৃত্বে আস্থা প্রকাশ

লাহোর, ১৫ই অক্টোবর।–পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের (৮ দফা) আহ্বায়ক খান গোলাম মোহাম্মদ খান লুন্দখোর বলেন যে, দেশকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া অগ্রগতির পথে নিয়া যাওয়ার মত একজন জাতীয় নেতার সকল গুণাবলীই শেখ মুজিবর রহমানের মধ্যে রহিয়াছে।

গতকাল এখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করেন। তিনি শেখ ছাহেবকে উহার ৬ দফা কর্ম্মসূচী সংশোধনের মাধ্যমে দেশের জন্য বহু প্রয়োজনীয় নেতৃত্বদানে আগাইয়া আসার পরামর্শ দেন। দেশকে শক্তিশালী ও স্থিতিশীল করার জন্য এই সুযোগ গ্রহণ করা শেখ ছাহেবের উচিত বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

জনাব লুন্দখোর আরো বলেন যে, মিয়া মোমতাজ মোহাম্মদ খান দওলতানা এমন আর একজন নেতা যিনি দেশকে নেতৃত্বদানে সক্ষম ছিলেন। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য যে, তিনি আজ অসুস্থ অবস্থায় দিন কাটাইতেছেন। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, দেশের যে কোন দলের তুলনায় কাউন্সিল মোছলেম লীগের সহিত তাঁহার দলের সাদৃশ্য অধিকতর ঘনিষ্ঠ। এই দুইটি দলের একযোগে সংগ্রামের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

জনাব লুন্দখোর বলেন, পিডিপির সহিত তাঁহার দলের হাত মিলানোর কোন সম্ভাবনা নাই। তিনি বলেন, পিডিপি তাঁহারা গঠন করিয়াছেন, তাঁহারা পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব্ব পাকিস্তান বিরোধী ছিলেন এবং পাকিস্তান সৃষ্টির পরও বহুকাল এই নীতিতেই আস্থাশীল ছিলেন। –এপিপি

আজাদ

১৬ই অক্টোবর ১৯৬৯

প্রেসিডেন্টের প্রতি শেখ মুজিব : ক্ষমতা হস্তান্তরের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার আহ্বান

ঢাকা, ১৫ই অক্টোবর।–জনগণের প্রতিনিধির নিকট অনতিবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানান। আজ সকালে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে তিনি আরও বলেন যে, দেশ বর্তমানে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে উহার সমাধান কেবলমাত্র জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারাই সম্ভবপর।

তিনি বলেন যে, দেশ বর্তমানে এক 'ভয়াবহ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত। দেশের প্রগতি ও শান্তির নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যে এইসব সমস্যা যত শীঘ্র সম্ভব মোকাবেলা করিতে হইবে।

নির্ব্বাচনের তারিখ

তিনি মনে করেন যে, এইসব সমস্যা জনগণের প্রতিনিধিরাই যথাযথভাবে মোকাবেলা করিতে পারিবেন।

এ সময়ে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করার সঠিক সময় বলিয়া মনে করেন। তিনি প্রেসিডেন্টের প্রতি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার আহ্বান জানান।

জনসভা অনুষ্ঠান

জনসভা অনুষ্ঠানের উপর হইতে সকল প্রকার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার জন্যও শেখ মুজিব প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানান।

দেশে গণতন্ত্র উন্নয়নের উদ্দেশ্যে রাজনীতিকদের অবাধ কার্যকলাপের 'প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়া তিনি আরও বলেন যে, তাহার সাম্প্রতিক উত্তরবঙ্গ সফরকালে হাজার, হাজার ব্যক্তি তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরে।

তিনি বলেন যে, জনতার মনোভাবকে অমান্য করা অত্যন্ত দুরুহ্ কার্য।

খাদ্য পরিস্থিতি

শেখ মুজিব আরও বলেন যে, খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধির ফলে প্রদেশবাসী গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে সপ্তাহব্যাপী সফর শেষে তিনি ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

প্রদেশের খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে বলিতে গিয়া তিনি আরও বলেন যে, প্রদেশের প্রায় সকল এলাকাতেই এখন দুর্ভিক্ষের নিকটবর্তী পরিস্থিতি বিরাজ করিতেছে। প্রদেশের প্রায় সকল অঞ্চলেই চাউলের মূল্য ষাট টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পাটের অবস্থা

শেখ মুজিবর রহমান প্রদেশের পাট চাষীদের বর্তমান দুর্দশা সম্পর্কেও বলেন।

তিনি বলেন বিভিন্ন স্থানে যে প্রদেশের পাট ক্রয়কেন্দ্রে দুর্নীতি চলিতেছে। এই সকল পাট কেন্দ্রে দুষ্কৃতিকারীরা পাট চাষীদের দুর্দশার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতেছে। তাহারা যত সস্তায় পারিতেছে পাট ক্রয় করিতেছে এবং যত উচ্চ মূল্যে পারিতেছে বিক্রয় করিতেছে।

শেখ মুজিবর রহমান জনগণের বর্তমান দুর্দশা লাঘব করে সরকারী প্রয়াসের কথা উল্লেখ করেন।

তিনি প্রেসিডেন্টের প্রতি আবেদন জানাইয়া বলেন যে, অবিলম্বে গ্রামাঞ্চলের দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের জন্য পর্যাপ্ত টেষ্ট রিলিক, স্বল্পমূল্যে রেশনিং ও ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা উচিত। খাদ্য ঘাটতি লাকায় রেশনিং ব্যবস্থা চালু চরার জন্যও তিনি প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানান। –পিপিআই

Pakistan Observer

16th October 1969

Corruption rampant JMC, JTC centres says Mujib

Sheikh Mujibur Rahman, chief of the Pakistan Awami League on Wednesday called upon the President to create conditions for immediate handing over power to the representative of the people.

Talking to PPI in Dacca on Wednesday morning, the Awami League chief said that the true representatives of the people alone could resolve all the problems now facing the country.

He said that the country was now beset with economic and political problems of gigantic stature. These problems should be tackled as quickly as possible in order to ensure peace and progress of the country.

He thought that the situation could be, effectively overcome by the elected representatives of the people. It was in the fitness of things that the President should now announce firm date of elections to achieve this objective.

Sheikh Mujibur Rahman also urged the President to remove all restrictions from holding public meetings.

He stressed the need for free activity of the politicians for healthy growth of democracy in the country.

Sheikh Mujib, who has returned to Dacca after completion of a week-long visit to the North Bengal said that the province was now confornted with serious problems resulting from high prices of food grains and essential commodities.

Sheikh Mujibur Rahman also spoke of the miserable plight of the jutegrowers in the province. He said that corruption was rampant in the JMC and JTC sponsored centres in different parts of the province.

Corrupt persons, engaged in these centres, were taking full advantage of plight of the jutegrowers and purchasing jute at a much lower price giving them receipts showing higher prices.

It was most unfortunate that the unscrupulous persons were taking advantage of the situation, he regretted.

The Awami League chief said that manipulations by the auti-social elements were responsible for the high prices of foodgrains and essential commodities. Faced with this situation, the sufferings of the people had increased manifold.

He made fervent appeal to the President to make immediate arrangements for adequate test relief, modified rationing, subsidised rationing and loans for the suffering people in the rural areas.

He also urged upon the President to introduce rationing in the food deficit areas. Simultaneously he called upon the President, to take measures for controlling flood in East Pakistan. He through controlling of flood would minimise the sufferings of the people and go a long way towards attaining self-sufficiency in food.

Dawn

16th October 1969

Mujib has national leader's potentials: Lundkhawar's view

LAHORE, Oct 15: Khan Ghulam Mohammad Lundkhawar convener of West Pakistan Awami League said here yesterday that Mr. Mujibur Rahman had all the potentials of national leader which could unite and lead the nation on to the path of progress.

Addressing a press conference at a local restaurant he counselled Mr. Mujibur Rahman to revise his stand on Six-Points and come forward to provide the much needed leadership to the country.

He said Mr. Mumtaz Mohammad Khan Daultana was the only other leader who could assume country's leadership but unfortunately for the country he is suffering from ill-health.

He said Mr. Mujibur Rahman should avail himself of the chance to serve the country and to make it strong and stable. Replying to a question the provincial chief of the Awami League said that his party was closer to the Council Muslim League than to any other party in the country. He indicated that there were good chances for the two parties to coalesce and work together to serve the national cause.

He ruled out any possibility of his party joining hands with the PDP and said the PDP was a conglomeration of elemention which were opposed to Pakistan before its creation and remained so far a long time after it had come to stay.

GHAFFAR WALI CRITICISED

Mr. Lundkhawar said that the latest utterances of the Sarhadi Gandhi on "Pakhtoonistan" were only an attempt to hoodwink the public opinion. What Ghaffar Khan had said was that he demanded "Pakhtoonistan" within the framework of Pakistan with no interference from the Centre. He (Sarhadi Gandhi) had also stated that in case "Pakhtoonistan" was not done justice to then it would quit Pakistan.

He charged that all Red Shirt activities in the former NWFP were directed from India Mr. Lundkhawar said that Ghaffar Khan's visit to India had put all Pathans to shame.

Replying to a question he said the total number of Khan Ghaffar's followers in the former NWFP did not exceed 150 and most of them were over 70 But he said, they had immense ... supplied to them by India.

About Ghaffar's son Abdul Wali Khan, he said, was the chip off the old block. To support his assertion he pointed out to the Pressmen that while proceeding to Afghanistan for treatment he (Wali Khan) had rated only the other day that Ghaffar Khan was not only his ... but was also his leader . He said it was strange that ... came to Pakistan for the medical treatment but Ghaffar Khan and his son went to Afghanistan for that purpose.

Dawn

16th October 1969

Mujib has national leader's potentials: Lundkhawar's view

LAHORE, Oct 15: Khan Ghulam Mohammad Lundkhawar convener of West Pakistan Awami League said here yesterday that Mr. Mujibur Rahman had all the potentials of national leader which could unite and lead the nation on to the path of progress.

Addressing a press conference at a local restaurant he counseled Mr. Mujibur Rahman to revise his stand on six-points and come forward to provide the much needed leadership to the country.

He said Mr. Mumtaz Mohammad Khan Daultana was the only other leader who could assume country's leadership but unfortunately for the country he is suffering from ill-health.

He said Mr. Mujibur Rahman should avail himself of the chance to serve the country and to make it strong and stable.

Replying to a question the provincial chief of the Awami League said that his party was closer to the Council Muslim

League than to any other party in the country. He indicated that there were good chances for the two parties to coalesce and work together to serve the national cause.

He ruled out any possibility of his party joining hands with the PDP and said the PDP was a conglomeration of elements which were opposed to Pakistan before its creation and remained so far a long time after it had come to stay.

GHAFFAR, WALI CRITICISED

Mr. Lundkhawar said that the latest utterances of the Sarhadi Gandhi on "Pakhtoonistan" were only an attempt to hoodwink the public opinion. What Ghaffar Khan had said was that he demanded "Pakhtoonistan" within the framework of Pakistan with no interference form the Centre. He (Sarhadi Gandhi) had also stated that in case "Pakhtoonistan" was not done justice to then it would quit Pakistan.

He charged that all Red Shirts' activities in the former NWFP were directed from India. Mr. Lundkhawar said that Ghaffar Khan's visit to India had put all Pathans to shame.

Replying to a question he said the total number of Khan Ghaffar's followers in the former NWFP did not exceed 150 and most of them were over 70. But he said, they had immense -- supplied to them by India.

About Ghaffar's son Abdul Wali Khan, he said, was the chip off the old block. To support his assertion he pointed out to the pressmen that while proceeding to Afghanistan for treatment he (Wali Khan) had lated only the other day that Ghaffar Khan was not only his friend but was also his leader. He said it was strange that After came to Pakistan for ..... medical treatment, but Ghaffar Khan and his son went to Afghanistan for that purposed. –APP.

দৈনিক ইত্তেফাক

১৬ই অক্টোবর ১৯৬৯

(২)

আওয়ামী লীগের দৃষ্টিতে এদেশের শ্রমিকসমাজ

শেখ মুজিবর রহমান

আমাদের দেশে চাষী সমাজের সাথে শ্রমিক সম্প্রদায়ের সম্পর্ক অতি গভীর। এদেশের চাষীদের মধ্য হইতেই শ্রমিক সৃষ্টি হয়। প্রতিটি শ্রমিকের আত্মীয়-

স্বজন মূলতঃ চাষী। এ সম্পর্কের জন্য শ্রমিক ও চাষীদের সমস্যাকে একত্রীভূত করিয়া বিচার করিতে হইবে। জনসংখ্যার শতকরা ৮২ ভাগ চাষী। চাষীর কষ্টে উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে গুটিকয়েক লোক বা গোষ্ঠী কোটি কোটি টাকা আয় করে এবং সে টাকা রাতারাতি পাচার করে পশ্চিম পাকিস্তানে। গত ২২ বছরে পাকিস্তানের সম্পদের শতকরা ৮০ ভাগ ২২টি পরিবারের হস্তগত হইয়াছে। যে-কোন কারণেই হোক, তারা সকলেই পশ্চিম পাকিস্তানী। শোষণের এ প্রক্রিয়াকে চিরস্থায়ী করার জন্য ধর্ম ও সংগতির অপব্যবহার করিয়াছে এবং আজও করিতেছে। আমার স্পষ্ট মনে আছে, পাকিস্তান সৃষ্টির সময় এরা কেউ কেউ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিল। এরাই একদিন স্যার সৈয়দ আহমদ, কায়েদে আজম ও কাজী নজরুল ইসলামকে কাফের বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে এবং শেরে বাংলা ও শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে দেশদ্রোহী ও 'ভারতের চর' বলিয়া চিহ্নিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। এরাই ফতোয়া দিয়াছিল বাংলা রাষ্ট্রভাষা হইলে ইসলাম ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং যুক্ত নির্বাচন প্রথা কায়েম হইলে বিবি তালাক হইবে। আজ আবার এই মুখচেনা লোকগুলি ফতোয়া দিয়াছে ৬-দফাও জনসাধারণের দাবী-দাওয়ার বিরুদ্ধে। অথচ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এত করুণ যে, তা কল্পনা করা যায় না। একদিকে উপর্যুপরি বন্যা, অজন্মা, অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির ফলে খাদ্য-শস্য ও অন্যান্য ফসলের যে অবস্থা তাহা হইতে সহজে অনুমান করা যায় যে, অতি সত্বর সারা দেশে এমন দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, তা হয়তো পঞ্চাশের মন্বন্তরকেও হার মানাইবে। এখনই গ্রামাঞ্চলে শতকরা ৬০ ভাগ লোক এক বেলা খাইয়া জীবন কাটায়। ট্যাক্স, সার্টিফিকেট জারির ফলে কৃষকসমাজ আরও জর্জরিত। যদি কৃষকদেরকে বাঁচাইতে হয়, তবে এই মুহূর্ত হইতে ২৫ বিঘার কম জমির মালিক চাষীদের খাজনা চিরতরে মওকুফ করিয়া দিতে হইবে, দরিদ্র চাষীদের বকেয়া খাজনা মওকুফ করিতে হইবে, একটি নির্ধারিত পরিমাণের বেশী জমি কোন ব্যক্তির মালিকানায় না রাখিয়া উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলি করিয়া দিতে হইবে। সুষ্ঠু বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সমবায় ভিত্তিতে চাষাবাদ, সেচ ব্যবস্থা, সস্তায় সার ও বীজ সরবরাহ করিয়া ফসলের উৎপাদন বাড়াইয়া দিতে হইবে। গ্রামাঞ্চলে কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া দীর্ঘমেয়াদী ও অল্প সুদে চাষীদের ঋণ দিতে হইবে। পাটের নিম্নতম মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিতে হইবে এবং পাট শিল্পকে (পাটের উৎপাদন ব্যতীত) জাতীয়করণ করিতে হইবে। শ্রমিক ও কৃষকসমাজের সমস্যাদির এমনিতর বাস্তবভিত্তিক সমাধান করিলেই সাধারণ মানুষ ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও রোগ হইতে মুক্তি পাইবে।

সারা দেশের জনসংখ্যার মধ্যে ছাত্র-শ্রমিক-কৃষকের পরিমাণ শতকরা ৯২ ভাগ। এই ৯২ ভাগকে বাদ দিয়া এবং এই ৯২ ভাগের সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান ব্যতীত দেশের কোন অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। আমি স্পষ্ট ভাষায় বলিতে চাই, জনসংখ্যার শতকরা এই ৯২ ভাগ মানুষের সমস্যা নিয়াই আমার রাজনীতি। যেদিন ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের সমস্যার সমাধান হইবে, সেদিনই হইবে আমার রাজনৈতিক জীবনের সার্থকতা। আর সেজন্য প্রয়োজন ছাত্র-শ্রমিক-কৃষকের একতা। একতা ও বলিষ্ঠতার মধ্য দিয়াই আমরা আমাদের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব। ছাত্র-শ্রমিক-কৃষকের নিকট আমার আবেদন, ঐক্যবদ্ধ হউন–শান্তিপূর্ণ আন্দোলন গড়িয়া তুলুন। যত বড় শক্তিশালী অত্যাচারী শাসকই হোক না কেন, গণদাবীর নিকট মাথা নত করিতে বাধ্য। আমাদের সংগ্রাম সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য। যারা সত্যের জন্য সংগ্রাম করে আল্লাহ তাদের সাহায্য করেন। ইনশাআল্লাহ সত্যের এ সংগ্রামে আমরা জয়ী হইব।

আজকের এই মুহূর্তে সারা দেশে শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট দেখা দিয়াছে। এ সঙ্কট হইতে মুক্তি পাইবার একটি মাত্র পথ ৬-দফা মোতাবেক আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কায়েম, পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বিলোপ ও সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধিত্ব। একমাত্র প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরাই দেশের মানুষের আশা-আকাংক্ষানুরূপ শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারে। অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন আমাদের দেশের সম্পদের উপর নির্ভরশীল হইয়া, এদেশের মানুষের মনোভাব অনুযায়ী সামাজিক রীতিনীতির স্বীকৃতি দিয়া এবং জনসাধারণের সম্মতি নিয়া সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্য দিয়া দেশের অর্থনীতি ঢালাই করিয়া সাজাইতে হইবে। রাশিয়া বা চীন হইতে সমাজতন্ত্রকে আমদানী না করিয়া বা অন্য কোন বিদেশী রাষ্ট্রের অনুকরণ না করিয়া গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়া এ দেশের প্রয়োজনে শোষণহীন গণতান্ত্রিক সমাজবাদ স্থাপনের মধ্যেই এদেশের মানুষের মুক্তি নিহিত। রক্তচক্ষুর শাসন নয়, একচেটিয়া পুঁজিবাদের শোষণ নয়– এক সুখী সুন্দর বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদী শোষণহীন সমাজ গড়িয়া তোলাই আমাদের লক্ষ্য।

জাতীয় রাজনীতির প্রয়োজনে আপনাদেরকে অতিবিপ্লবী ও অতি গোঁড়াদের উপর কড়া নজর রাখার জন্য অনুরোধ করি। এ দুই চরমপন্থীরা এক অশুভ উদ্দেশ্যে দেশকে নিয়া খেলা করিয়াছে। এদের কার্যাবলীর প্রতি সজাগ থাকুন এবং এসব দুশমনদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ান। যে রক্ত এদেশের মানুষ দিয়াছে– সংগ্রামের যে ইতিহাস এদেশবাসী রচনা করিয়াছে, তা যেন বৃথা না যায়।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৬ই অক্টোবর ১৯৬৯

ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে গণজীবন সমস্যামুক্ত করার জন্য অবিলম্বে নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণার আহ্বান : শেখ মুজিব কর্তৃক দেশের ঘোরাল পরিস্থিতির প্রতি আলোকপাত

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অবিলম্বে গণপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি এবং সাধারণ নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

গতকাল (বুধবার) ঢাকার বার্তা প্রতিষ্ঠান পিপিআই'র প্রতিনিধির সহিত এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন যে, একমাত্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই দেশের সামনে বিরাজমান সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধান করিতে পারেন। দেশ বর্তমানে বিরাট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত বলিয়া মন্তব্য করিয়া শেখ সাহেব বলেন যে, দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যে যথাশীঘ্র সম্ভব এ সব সমস্যার সুরাহা করিতে হইবে। তিনি বলেন, একমাত্র জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই সাফল্যজনকভাবে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করিতে পারেন। সুতরাং এই অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্টের অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করা উচিত বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

দেশে গণতন্ত্রের সাবলীল বিকাশের স্বার্থে অবাধ রাজনৈতিক তৎপরতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করিয়া শেখ সাহেব জনসভা অনুষ্ঠানের উপর আরোপিত বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট আহ্বান জানান। এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন তাঁহার সাম্প্রতিক উত্তরবঙ্গ সফরকালে হাজার হাজার লোক তাঁহার পাশে সমবেত হইয়াছে এবং বক্তৃতা শুনিতে চাইয়াছে। তাহাদের কথা রক্ষা না করা সত্যই কঠিন ব্যাপারে হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

আওয়ামী লীগ প্রধান তাঁহার সপ্তাহব্যাপী উত্তরবঙ্গ সফর অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, খাদ্যশস্যসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অগ্নিমূল্যের দরুন প্রদেশ আজ এক মারাত্মক পরিস্থিতিতে পড়িয়াছে। প্রদেশে বর্তমানে "প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থা" বিরাজ করিতেছে বলিয়া মন্তব্য করিয়া শেখ সাহেব বলেন যে, গ্রাম বাংলায় চাউলের মণ ৬০ টাকা, অথচ প্রতি মণ পাটের দাম সরকার নির্ধারিত মূল্যেরও অনেক নীচে নামিয়া গিয়াছে।

পাটচাষীদের দুরবস্থার উপর আলোকপাত করিতে গিয়া শেখ সাহেব বলেন যে, প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে জুট ট্রেডিং কর্পোরেশনের পাট ক্রয় কেন্দ্রগুলিতে এখন দুর্নীতির আখড়া বসিয়াছে। তিনি বলেন, পাটচাষীদের

আর্থিক দৈন্যের সুযোগে এইসব কেন্দ্রে নিয়োজিত অসাধু ব্যক্তিরা বেশী দামের রসিদ লেখাইয়া রাখিয়া চাষীদের নিকট হইতে নিম্নতম মূল্যেরও অনেক কম দামে পাট কিনিয়া নিতেছে। তিনি এই অবস্থাকে 'দুঃখজনক' বলিয়া আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন যে, সমাজবিরোধী ব্যক্তিদের কারসাজিতেই খাদ্যশস্যসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

শেখ মুজিব বলেন যে, দ্রব্যমূল্য হ্রাস এবং জনগণের দুর্ভোগ নিরসনের উদ্দেশ্যে সরকার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন, সে সম্পর্কে তিনি অবহিত নহেন। তিনি গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের সাহায্যার্থ পর্যাপ্ত ঋণ, টেষ্ট রিলিফ ও রেশন দ্রব্য সরবরাহের জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট আবেদন জানান। তিনি খাদ্য ঘাটতি এলাকাসমূহে রেশন ব্যবস্থা চালু করারও দাবী জানান। একই সঙ্গে তিনি 'পূর্ব বাংলার অভিশাপ' বন্যা নিয়ন্ত্রণেরও দাবী জানান। তিনি বলেন যে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হইলে পূর্ব পাকিস্তানীদের দুঃখ দুর্দশা বহুলাংশে লাঘব হইবে এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পক্ষেও যথেষ্ট সহায়ক হইবে। –পিপিআই

দৈনিক পাকিস্তান

১৬ই অক্টোবর ১৯৬৯

রিলিফের ব্যবস্থা করার আবেদন : প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থা প্রদেশে বিরাজ করছে : মুজিব

আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, প্রদেশের প্রায় সর্বত্র দুর্ভিক্ষের মতো অবস্থা বিরাজ করছে। জনসাধারণের দুর্দশা চরমে পৌঁছেছে। একদিকে চালের দাম উঠেছে ষাট টাকায় আর অন্যদিকে পাট বিক্রি হচ্ছে সরকার নির্ধারিত নিম্নতম মূল্যের অনেক কমে।

উত্তরবঙ্গ সপ্তাহব্যাপী সফর শেষে ঢাকায় ফিরে শেখ মুজিব পিপিআই-এর প্রতিনিধির কাছে তাঁর সফরের অভিজ্ঞতার বিবরণ দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন যে, নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র ও খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্যে সমাজ বিরোধীরাই দায়ী।

তিনি জানান, জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন ও জুট ট্রেডিং কর্পোরেশনের পাট ক্রয় কেন্দ্রগুলোতে দুর্নীতি অবাধে চলছে। এসব কেন্দ্রের দুর্নীতিপরায়ন কর্মচারীরা নির্ধারিত মূল্যের অনেক কমে পাট কিনে চাষীদের কাছ থেকে বেশী দামের রশিদ নিচ্ছে। এটাকে তিনি অত্যন্ত দুঃখজনক বলে অভিহিত করেন।

দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণের জন্যে পর্যাপ্ত টেস্ট রিলিফ, আংশিক রেশন, কম দরে রেশন ও ঋণের ব্যবস্থা অবিলম্বে করার আকুল আবেদন তিনি জানিয়েছেন প্রেসিডেন্টের কাছে। খাদ্য ঘাটতি এলাকায় রেশন চালু ও বন্যানিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করার আবেদনও তিনি জানিয়েছেন।

ক্ষমতা হস্তান্তর

শেখ মুজিব বলেন যে, দেশ এখন গুরুতর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত। তিনি বলেন যে, এটা আমাদের প্রধান কর্তব্য এবং এই কর্তব্য পালনে আমাদের হেলা করা উচিত নয়।

ভোটার তালিকা প্রণয়নের জন্যে যেসব নতুন ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে প্রধান নির্বাচন কমিশনার সেগুলো ব্যাখ্যা করেন।

প্রাদেশিক নির্বাচন কর্তৃপক্ষও আজ ভোটার হওয়ার উপযোগী সকলকে ভোটার তালিকায় নাম লিখিয়ে নেবার জন্যে প্রদেশের সবার প্রতি আবেদন জানিয়েছে।

Morning News

17th October 1969

Mujib may go to UK this month

Sheikh Mujibur Rahman, Awami League chief, is likely to visit U.K. towards the end of the current month, PPI reliably learnt here yesterday.

A source close to Sheikh Mujibur Rahman said that numerous messages were received by Sheikh Sahib from a large number of Pakistanis living in Great Britain.

Pakistanis living there have repeatedly requested Sheikh Mujibur Rahman to undertake a visit to U.K.

These Pakistanis lent fullest support to Sheikh Mujibur Rahman during his difficult days.

To reciprocate the sentiments of these Pakistanis, the source said, Sheikh Mujibur Rahman, will visit U.K.

দৈনিক পয়গাম

১৭ই অক্টোবর ১৯৬৯

ষড়যন্ত্র মামলা হইতে মুক্তির ব্যাপারে দৌলতানা শেখ মুজিবকে সাহায্য করেন নাই

লাহোর, ১৬ই অক্টোবর।– ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তির ব্যাপারে মিয়া মোমতাজ মোঃ খান দৌলতানার সহায়ক ছিলেন বলিয়া বিভিন্ন মহলে যে গুজবের সৃষ্টি হইয়াছে, পাঞ্জাব আঞ্চলিক কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতি চৌধুরী মোহাম্মদ হোসেন সাত্তা গতকাল তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়া উল্লেখ করেন।

গতকাল এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতাকালে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, গোল টেবিল বৈঠকে প্যারোলে যোগদান না করার জন্য জনাব দৌলতানা শেখ মুজিবর রহমানকে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন বলিয়া যে ভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে তাহা ঠিক নহে। তিনি কখনও তাহাকে অনুরূপ খবর দেন নাই কিংবা আগরতলা মামলায় জড়িত শেখ মুজিবর রহমান এবং অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে শর্তবিহীনভাবে মুক্তি দেওয়ার পক্ষে যুক্তিও দেন নাই। প্রকৃতপক্ষে শেখ মুজিবর রহমান গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করার জন্য বিমান বন্দরে আগমন করার পরই মিয়া দৌলতানা তাহার সহিত প্রথম বারের মত দেখা করেন।

দেশের ভবিষ্যত কর্মসুচী সম্পর্কে তাঁহার দল অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সহিত ঐকমত্য পোষণ করে কিনা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন যে, কতকগুলি মূল বিষয়ে তাঁহারা এক মত রহিয়াছেন। ফেডারেল সরকার প্রবর্তন, প্রত্যক্ষ নির্বাচন এবং নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানকে তিনি মূল বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া জানান।

জনাব সাত্তা আশা প্রকাশ করেন যে, প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা যাইতে পারে। তিনি ১৯৫১ সালে প্রাক্তন পাঞ্জাব এলাকায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মত সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের আশা করেন কিনা, জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন যে, পূর্বের নির্বাচনকে মডেল হিসাবে গ্রহণ না করিয়া বরং আরও উন্নত করা যাইতে পারে।

জনাব সাত্তা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের ভূমিকা ব্যাখ্যা প্রসংগে পাকিস্তান লাভের পরে জনগণের ন্যায় বিচার ও ইসলামী অর্থনীতি অর্জনের প্রচেষ্টার ব্যাপারে পাকিস্তান মুসলিম লীগের ভূমিকার বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সমগ্র সমাজকে সন্তুষ্ট করিতে একমাত্র মুসলিম লীগ দলই সক্ষম হইয়াছে। অতীতে মুসলিম লীগ সমস্ত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও অনুরূপ কার্য সম্পাদন করিবে বলিয়া তিনি আশা প্রকাশ করেন। □এপিপি

দৈনিক পাকিস্তান

১৭ই অক্টোবর ১৯৬৯

প্রদেশের সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার : মুজিব-ভাসানীর প্রতি মওলানা মওদুদীর চ্যালেঞ্জ

করাচী, ১৫ই অক্টোবর।– জামাতে ইসলামী প্রধান মওলানা মওদুদী আজ মক্কা যাত্রার পূর্বে এক সভায় অভিযোগ করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের সকল

সংবাদপত্র এমনকি সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ আদর্শের অনুসারী লোকদের দ্বারা প্রভাবান্বিত ও নিয়ন্ত্রিত। তাদের আদর্শের পরিপন্থী সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশ করেন না অথবা তাকে বিকৃত আকারে প্রকাশ করেন।

তিনি দাবী করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানী জনগণ তাদের মতবাদ গ্রহণ করেনি। মওলানা মওদুদী দেশে উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবকে অভিযুক্ত করেন। তিনি তাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ প্রদান করে বলেন যে, তারা যদি বল প্রয়োগের মাধ্যমে দেশে বিপ্লব আনতে চান তা হলে জামাত শক্তি দিয়ে শক্তির মোকাবিলা করবে। তিনি সমাজতন্ত্রীদের সমালোচনা করে বলেন যে, একজন মুসলমান মহিলা প্রকাশ্যে আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারকারী অথবা পবিত্র কোরান ও রসূলের প্রতি অবিশ্বাসকারী সমাজতন্ত্রকে বিয়ে করতে পারে না।

দৈনিক হুরিয়াতের খবরে প্রকাশ, মওলানা মওদুদী আজ জামাতের কর্মীদের এক সভায় বলেছেন যে, বর্তমান সঙ্কট মুহূর্তে ওলেমাদেরকে নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ হওয়া উচিত। তাদের ফতোয়া দেয়া উচিত যে, সমাজতন্ত্রে সমর্থক ও প্রচারক ওলেমাদের পেছনে নামাজ পড়া জায়েজ নয়। মওলানা মওদুদী তার দীর্ঘ সোয়া ঘণ্টাব্যাপী ভাষণে দেশের সমাজতন্ত্রীদের মোকাবিলার জন্য জীবন উৎসর্গ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হওয়ার জন্য জামাত কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করেন এবং বলেন যে, সত্য ও অসত্যের সংগ্রামে এক আবদুল মালেক শহীদ নয় হাযার কোরবাণীকে পরওয়া করা চলবে না। কারণ ধর্মকে রক্ষার জন্য কোরবাণী দান অপরিহার্য।

মওলানা মওদুদী দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, কিছু সংখ্যক ওলেমা দেশে সমাজতন্ত্র প্রচার করছে। কিন্তু তাদের স্মরণ রাখা উচিত, ধর্মপরায়ণ ওলেমাদের অস্তিত্ব থাকা পর্যন্ত তারা সমাজকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না।

তিনি বলেন যে, এই বিশেষ শ্রেণীর ওলেমারা জাতীয় সমস্যার ব্যাপারে সমাজতন্ত্রীদের বক্তব্যকে সমর্থন করে থাকেন। এরা সমাজতন্ত্রী দেশের নির্যাতনের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে নারাজ বরং বিদেশে বিপ্লব হলে তাকে স্বাগত জানায়। তিনি আরও বলেন যে, জামাত কর্মীদের গ্রামে গ্রামে গিয়ে সমাজতন্ত্র প্রচারক মসজিদের ইমামদের বহিষ্কারের ব্যবস্থা করা উচিত। তাছাড়া তিনি সমাজতন্ত্র প্রচারক ওলেমাদের পরিচালিত মাদ্রাসার অর্থ সাহায্যদান বন্ধের আবেদন জানান।

গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্কে মওলানা মওদুদী বলেন যে, এই ধরনের সম্মেলনের ফলে বিভিন্ন দলের মধ্যে মতানৈক্য আরও বৃদ্ধি পায়। কারণ গণতন্ত্র পন্থীদের সাথে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ঐক্যজোট হতে পারে না।

সংবাদপত্র সম্পর্কে মওলানা মওদুদী বলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য স্বাধীন সংবাদপত্র প্রকাশ করা উচিত। এখানে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী পিওন পর্যন্ত প্রবেশাধিকার না পায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

দৈনিক পাকিস্তান
১৭ই অক্টোবর ১৯৬৯
শেখ মুজিব বৃটেন যাচ্ছেন

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান চলতি মাসের শেষ দিকে যুক্তরাজ্য সফর করতে পারেন বলে পিপিআই বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছেন। শেখ মুজিবর রহমানের ঘনিষ্ট মহল থেকে বলা হয়েছে যে, বৃটেনে বসবাসকারী বিপুল সংখ্যক পাকিস্তানীর কাছ থেকে শেখ সাহেব বিভিন্ন ধরনের চিঠিপত্র পাচ্ছেন। সেখানকার পাকিস্তানী নাগরিকরা তাকে বৃটেন সফরের জন্য বহুবার অনুরোধ জানিয়েছেন। তাদের এই অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিবর রহমান বৃটেন সফরে যাচ্ছেন।

Dawn
19th October 1969
No polls date while constitutional Confusion prevails

PESHAWAR, Oct 18: Mr. Abdul Baqi Baluch, a former member of the defunct West Pakistan Assembly, yesterday criticised Sheikh Mujibur Rahman, for demanding fixation of date for general elections, without providing any agreeable formula on the present constitutional issues.

In a rejoinder to Sheikh Mujibur Rahman's assertion that president Yahya Khan should create "conditions for immdeiate handing over of power to people's representatives", Mr. Baluch said "This statement indirectly suggests as if the President is creating hurdles in the way of general election in the country which is totally in contrast with obvious facts, President Yahya Khan came into power only on March 25, this year when the entire country was in a state of political chaos, yet, by now, within seven months time he has restored peace and order in the country and has also honestly paved the way for general elections to the extent that even the actual enrolment of voters has begun from yesterday and the draft electoral lists are reported to be ready in three months time. In view of this achievement, it is unfair to malign by

implication the impartial President of Pakistan in this connection as Sheikh Mujibur Rahman is attempting to do.

"Sheikh Sahib is perhaps preparing false grounds to rool the people in order to cover up his own misdeeds in the politics of the country and is trying to cleverly shift the responsibility on the President for inevitable further delays in elections because of the constitutional confusion prevalent in the country which in no way is the creation of President Yahya Khan but for which Sheikh Mujibur Rahman is mainly responsible.

"The President has taken solid practical steps to discharge his administrative duties towards holding of general elections but may I pose a question to Sheikh Mujibur Rahman as to what is his practical contribution to resolve the constitutional deadlock in order to speed up elections and facilitate transfer of power to people's representatives. In this regard he is only reciting his so called Six-Points like a tutored parrot who is taught nothing beyond that at present almost all political parties including Sheikh Mujib's Six-point Awami League want a different constitution for the country and may I know under how many constitutions President Yahya Khan should order general elections ? But Sheikh Mujib still says that the President should quickly announce the date of elections, Sheikh Mujib is either deliberately playing to the gailery of he does not known even, the abs of serious politics. He perhaps does not realise that no elections can be held without a constitution and at Present the country has no constitution. I advise Sheikh Mujibur Rahman to give up his outdated methods of raising slogans to get cheap publicity and instead he should cultivate the healthy habit of getting together with the leaders of all other political parties of Pakistan will agree jointly on one and only one constitution and then demand from the President to announce the final date of elections. Such a course will be the most practical form of speeding up election programme in the country. –APP.

সংবাদ
১৯শে অক্টোবর ১৯৬৯
শেখ মুজিবের বিবৃতিতে বাকী বালুচ নাখোশ

পেশোয়ার, ১৮ই অক্টোবর (পিপিআই)।– আওয়ামী লীগ দলীয় প্রাক্তন জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব অবিদুল বাকী বালুচ অদ্য এক বিবৃতিতে

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের এক বিবৃতির প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, "গতকল্যকার পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। উক্ত খবরে প্রকাশ, শেখ মুজিবর রহমান বলিয়াছেন যে, অবিলম্বে জন-প্রতিনিধিদের হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা উচিত।"

এই বিবৃতি প্রকারান্তরে ইহাই বুঝাইতে চাহিতেছে যে, "প্রেসিডেন্ট যেন দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছেন। যদিও এই বক্তব্য বাস্তব ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত।" বাকী বালুচ বলেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কেবল মাত্র চলতি বৎসরের ২৫শে মার্চ তারিখ ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন সেই সময় সমগ্র দেশে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি চলিতেছিল, কিন্তু ৭ মাসের মধ্যে এক্ষণে তিনি দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিয়াছেন এবং সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথ প্রশস্ত করার জন্য এতদূর পর্যন্ত আগাইয়াছেন যে, ভোটার তালিকা প্রণয়নের বাস্তব কাজ শুরু হইয়াছে এবং তিন মাসের মধ্যে ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

এই সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের নিরপেক্ষ প্রেসিডেন্টকে অবৈধভাবে দোষারোপ করা উচিত নয়। শেখ সাহেব তাঁহার নিজের দুষ্কার্য ঢাকার জন্য জনগণকে বোকা বানাইবার মিথ্যা অভিযোগ তৈরীর প্রচেষ্টা পাইতেছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৩শে অক্টোবর ১৯৬৯

'লণ্ডন প্রবাসী ভাইদের শ্রদ্ধা জানাইতে যাইতেছি' : লণ্ডন গমনের কারণ সম্পর্কে শেখ মুজিব : 'মুখচেনা'দের বিষয়ে সতর্ক থাকার আহ্বান

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

লণ্ডনপ্রবাসী পাকিস্তানীরা, বিশেষ করিয়া বাঙালীরা পূর্ব পাকিস্তানের চরমতম রাজনৈতিক সঙ্কটের দিনে সক্রিয় সাহায্য-সহানুভূতি ও সংগ্রামের সংবেদনশীল যে হস্ত সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং সেই অসমসাহসী সংগ্রামীদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশের বাসনায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান লণ্ডনপ্রবাসী পাকিস্তানীদের সাদর আমন্ত্রণে আগামী ২৫শে অক্টোবর তিন সপ্তাহব্যাপী এক সফরের উদ্দেশ্যে ঢাকা হইতে লণ্ডন রওয়ানা হইতেছেন।

ইত্তেফাক প্রতিনিধির সঙ্গে গতকাল (বুধবার) ঢাকায় এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে আওয়ামী লীগ প্রধান উপরোক্ত তথ্য প্রকাশ করেন। আধঘণ্টা স্থায়ী এই সাক্ষাৎকারে তিনি দেশের সমস্যাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিবর রহমান তাঁহার লণ্ডন সফরের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, আইয়ুব সরকার যখন উহার এক দশকের রাজত্বের শেষ পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানীদের ন্যায্য দাবী-দাওয়া আদায়ের সংগ্রামকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়ার জন্য সম্ভাব্য সকল দিক হইতে নির্যাতন আর নিপীড়নের যাঁতাকল ভীমবেগে পরিচালিত করিয়াছিল, যখন পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামী নেতৃবৃন্দ এবং সংগঠন হিসাবে আওয়ামী লীগ এক মহা-অসম সংগ্রামে আপোষহীনভাবে সংগ্রাম করিয়া যাইতেছিল, তখন লণ্ডনের প্রবাসী পাকিস্তানীরা, বিশেষ করিয়া বাঙালীরা যেভাবে অপরিসীম সাহায্য ও সহানুভূতির হস্ত সম্প্রসারিত করিয়াছিল, সে স্মৃতি কোনদিন ভুলিবার নয়। সুদূর প্রবাসে ৬-দফার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে তাঁহারা স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ও শাসনকর্তার বিরুদ্ধে যে সংগ্রামের সংগঠন করিয়াছিলেন সে সংগ্রামের হাতছানি আমাদের মনে সাড়া না দিয়া পারে না। তিনি বলেন যে, দেশে প্রত্যাবর্তনের চিরন্তন আকাঙ্খা বিসর্জন দিয়া তাঁহারা আমার; আমার দলের এবং পূর্ব পাকিস্তানীদের চরমতম সঙ্কটের দিনে যে দুর্জয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে ভূমিকাকে আমি অভিনন্দন জানাই। তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় যেদিন আমাদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হইয়াছিল সেদিন প্রবাসী বাঙ্গালীদের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা আমাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য নিজেদের অর্থ ব্যয় করিয়া বিশিষ্ট আইনজীবী টমাস উইলিয়ামকে সাত সমুদ্র তের নদীর পাড় হইতে কুর্মীটোলার বিচারকক্ষে পাঠাইয়াছিলেন। এই মমত্ববোধ আর সংগ্রামী একাত্মবোধের স্মৃতি আমাদের মানসপটে চির জাগরূক থাকিবে। সেদিনও প্রবাসী বন্ধুরা আওয়ামী লীগের বন্যাদুর্গত সাহায্য তহবিলে ৫৬০০ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন।

শেখ সাহেব বলেন যে, আমার মুক্তির পর হইতে লণ্ডনের সেই সংবেদনশীল ভাইরা আমাকে তাঁহাদের মধ্যে পাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়া অগণিত পত্র লিখিয়াছেন, তারবার্তা প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং তাঁহাদের সংগ্রামী ভূমিকার প্রতি একাত্মতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে লণ্ডন যাওয়া আমি কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করি। বিগতকালের ব্যস্ততার ফলে আমার লণ্ডন যাত্রা বিলম্বিত হইয়াছে। প্রবাসী বন্ধুরা আজ দাবী তুলিয়াছেন এবং বিনয়াবনত চিত্তে আমি সে দাবী মানিয়া লইয়া তাঁহাদের কাছে যাইতেছি।

তাঁহার এই লণ্ডন সফরের সঙ্গে কোন রাজনৈতিক কারণ জড়িত আছে কি-না জানিতে চাহিলে শেখ সাহেব বলেন, এই সফরের সঙ্গে রাজনৈতিক কোন কারণ জড়িত নাই এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লইয়া তিনি লণ্ডন যাইতেছেন না। তাঁহার বক্তব্য ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলেন, 'গোপন কারসাজি করার মধ্য দিয়া উদ্দেশ্য হাসিলের রাজনীতি আমি করি না। আমার ভূমিকা

সর্বজনবিদিত এবং বহু অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ আমাদের রাজনৈতিক ভূমিকা দেশের চাষী-মজুর, ছাত্র-অছাত্র এবং সাধারণ মানুষের ভাগ্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। এই দেশের মানুষ আমাদের রাজনৈতিক ভূমিকাকে সমুন্নত ও গরীয়ান করার জন্য রক্ত দিয়াছে, সেই রক্তের সঙ্গে বেঈমানী করার শিক্ষা বা মানসিকতা আমাদের নাই।'

আর একটি প্রশ্নের জবাবে শেখ সাহেব বলেন যে, লণ্ডনে থাকার সময় স্বদেশের পরিস্থিতির উপর তিনি সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন। লণ্ডন মাত্র ১২ ঘণ্টার পথ। প্রস্তাবিত তিন সপ্তাহের এই সফরের যে-কোন পর্যায়ে দেশবাসীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইবার প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি মুহূর্তমাত্র কালক্ষেপন না করিয়া ছুটিয়া আসিবেন।

চেনা মুখগুলি সম্পর্কে

শেখ মুজিবর রহমান দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাইয়া বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবী-দাওয়া আদায়ের সংগ্রামকালে কতকগুলি চেনামুখ নানা রঙে, নানা ঢঙে এবং নানান বুলিতে সোচ্চার হইয়া মাতম শুরু করে। এই সব চেনামুখ সম্পর্কে এইবার সর্বাধিক সজাগ ও সাবধান থাকিতে হইবে। তিনি বলেন যে, ইহাদের স্বরূপ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময়, যুক্ত নির্বাচনের আন্দোলনের সময়, ৬-দফার আন্দোলনের সময় দেশবাসী স্পষ্টভাবে চিনিতে পারিয়াছে। ধর্মের নামে যাহারা বেসাতি করে শেখ সাহেব তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিয়া বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান ধর্মপ্রাণ। ইসলাম ধর্মের ক্ষতিসাধন তাহারা কোনক্রমেই বরদাশত করিবে না। কিন্তু ইসলামের দোহাই দিয়া যে চেনা মুখগুলি শুধুমাত্র ছয় কোটি বাঙালী মুসলমানকে অবিরাম ধোঁকা দিয়া আসিতেছে, তাহাদেরও বঞ্চিত মানুষেরা কোনদিন ক্ষমা করিতে পারে না। অতি প্রগতিবাদী এবং অতি প্রতিক্রিয়াশীল এই দুই চরমপন্থীদলের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিয়া তাহাদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রকে চিরতরে নস্যাৎ করিয়া দেওয়ার জন্য তিনি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

Dawn

24th October 1969

'No political mission': Mujib on UK trip

From MAHBUBUL ALAM

DACCA, Oct 23: The Awami League leader, Sheikh Mujibur Rahman, has said his proposed visit to UK had nothing to do with politics.

Sheikh Mujib who is scheduled to leave here for London on Oct 25, said he was not going to London with any political intention but was going there in response to "innumerable requests" from Pakistanis living in that country.

In an interview to a local vernacular daily, the Six-Point Awami League leader said during his stay abroad he would keep himself in close touch with events in the country, and if at any time his presence was required at home he would return in no time.

Meanwhile, an Awami League source has firmly denied that their leader planned to meet any Pakistanis political leader in London. The source explained that the Sheikh's proposed visit was not political.

APP adds: "My role in politics is clear to everybody and I do not believe in any intrigue, you know. I had over come hours of trial innumerable times, the Sheikh added.

Explaining the object of his ensuing visit to United Kingdom, Sheikh Sahib said he could not forget the help and sympathy which he had received from the Pakistanis particularly the Bengalees in UK. He said the Pakistanis in the UK while remaining for away from the country had taken positive part in the last upsurge against the previous Government.

With chocked voice the Sheikh said the Bengalees residing in UK had sent the great lawyer Thomas Williams to defend us when we were facing trial in the Agartala Conspiracy Case". Their sympathy for me and their solidarity with the struggle of the people here are still vivid in my memory".

The Awami League leader said that they had sent hundreds of letters and telegrams to him to go there, but he could not do so earlier due to pre-occupation.

"I feel obliged to accept their demand to get myself amongst them" the Sheikh added.

Paying tribute to the Pakistanis in London the Sheikh said that when the people were fighting for autonomy on the basis of 6-point they had extended their helping hands from U.K. and thereby intensified our movement against the dictatorial rule of one person".

"The Sheikh said: "The people including farmers, workers and the students of this country had made our political fight more glorious and shining with their bloods".

"I can not betray them", the Sheikh asserted.

He called upon the people to be aware of "certain known persons" who had been subverting the cause of the people at different times through their modus operendi" to hoodwink the people".

Sounding a note of warning, Sheikh Sahib said that the people would never allow "certain persons" to do harm to the great religion of Islam as these people, he added, were exploiting the religion for their own benefit. In the name of Islam "these people" have been giving bluff to the "six-crore" people of East Pakistan since the dawn of this country. The people would never forgive them the Awami League leader said.

Sheikh Mujib also deplored the role of "extreme progressives" and the "extreme reactionaries".

দৈনিক পয়গাম

২৪শে অক্টোবর ১৯৬৯

মুজিবের লণ্ডন সফরের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা : আমার সফরের সহিত কোন গোপন রাজনৈতিক মিশন জড়িত নাই

ঢাকা, ২৩শে অকটোবর।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য সকালে এখানে বলেন যে, লণ্ডনে অবস্থানরত পাকিস্তানী বিশেষতঃ বাংগালীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যেই তিনি লণ্ডন গমন করিতেছেন। তিনি বলেন যে, তাহার লণ্ডন সফরের সহিত কোন গোপন রাজনৈতিক মিশন জড়িত নহে। তিনি তিন সপ্তাহকাল যুক্তরাজ্য সফরের উদ্দেশ্যে ২৫শে অক্টোবর লণ্ডন রওনা হইতেছেন।

তাঁহার যুক্তরাজ্য সফরের উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা করিয়া শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, যুক্তরাজ্য অবস্থানরত পাকিস্তানী বিশেষতঃ বাঙ্গালীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত সাহায্য ও সহানুভূতির কথা তিনি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

শেখ মুজিব বলেন, এদেশের কৃষক, শ্রমিক ছাত্র জনতা তাহাদের রক্ত দিয়া আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রামকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। আমি তাহাদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারিব না।

সংবাদ

২৪শে অক্টোবর ১৯৬৯

লণ্ডন সফরের "গোপন উদ্দেশ্য নাই" : মুজিব

ঢাকা, ২৩শে অক্টোবর (এপিপি)।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আগামী ২৫শে অক্টোবর তিন সপ্তাহের সফরে লণ্ডন যাত্রা করিবেন।

এপিপি'র সংবাদদাতার সহিত আলোচনাকালে এই তথ্য প্রকাশ করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, প্রবাসী পাকিস্তানী, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালীদের আমন্ত্রণক্রমে তিনি লণ্ডন যাইতেছেন। তথাকার অকুতোভয় নির্ভীক পাকিস্তানী বিশেষ করিয়া বাঙ্গালীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সংহতি জ্ঞাপনই তাঁহার এই সফরের উদ্দেশ্য। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, তাঁহার লণ্ডন সফরের মধ্যে "গোপন কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য" নাই। তিনি বলেন, "রাজনীতিতে আমার ভূমিকা সকলের নিকট পরিস্কার। আমি কোন চক্রান্তে বিশ্বাসী নই। আপনারা জানেন আমি বহুবার পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছি।"

লণ্ডন সফরের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া শেখ মুজিব বলেন, "ইংল্যাণ্ডের পাকিস্তানিগণ বিশেষ করিয়া বাঙ্গালীদের নিকট হইতে যে সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিয়াছেন তাহা তিনি কোন দিন ভুলিতে পারিবেন না। তিনি বলেন যে, দূর দেশে থাকিয়াও পাকিস্তানিগণ পূর্ববর্তী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করিয়াছে। শেখ মুজিব বাস্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারকালে আমাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য লণ্ডনে বসবাসকারী বাঙ্গালীরা আইনজীবী টমাস উইলিয়ামকে পাঠাইয়াছিল। আমার জন্য তাহাদের দরদ এবং জনগণের আন্দোলনের প্রতি তাহাদের সংহতি আমার মনে চির জাগরুক হইয়া আছে।" আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, তাঁহাকে লণ্ডনে যাওয়ার জন্য তাঁহারা শত শত চিঠি ও টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছে। কিন্তু কাজে ব্যস্ত থাকায় ইতিপূর্বে যাওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

তাঁহাদের দাবী গ্রহণ করিয়া লইতে এবং তাঁহাদের সাথে সাক্ষাত করিতে পারিলে তিনি নিজেকে ধন্য বলিয়া মনে করিবেন বলিয়া শেখ মুজিব উল্লেখ করেন। লণ্ডনে বসবাসকারী পাকিস্তানীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া শেখ মুজিব বলেন, জনগণ যখন ৬-দফা দাবীর ভিত্তিতে স্বায়ত্ত শাসনের জন্য আন্দোলন শুরু করিয়াছিল তখন তাহারা উহার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া একনায়কত্ববাদী শাসনের অবসানের জন্য আমাদের আন্দোলন জোরদার করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি বলেন যে, আমাদের দেশের শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র-জনতা নিজেদের রক্তদান করিয়া আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রামকে গৌরবোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

আমি তাহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারি না। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, তিনি দেশ হইতে দূরে যাইতেছেন। কিন্তু দেশের পরিস্থিতির উপর তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া যাইবেন। যদি কোন প্রয়োজন দেখা দেয় তবে দ্রুত তিনি আবার ফিরিয়া আসিবেন। শেখ মুজিব বলেন যে, কিছুসংখ্যক মুখচেনা লোকে তাহাদের পৃথক কার্যকলাপের মধ্য দিয়া

জনগণের স্বার্থ নস্যাৎ করিতে তৎপর রহিয়াছে। তাহাদের সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক থাকিতে হইবে।

শেখ সাহেব সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন যে, কিছু সংখ্যক লোক মহান ইসলাম ধর্মের ক্ষতিসাধন করিবে, জনগণ ইহা কিছুতেই হইতে দিবে না। তিনি বলেন যে, এই সকল লোক তাহাদের নিজেদের স্বার্থে ইসলামকে ব্যবহার করিতে চেষ্টা পাইতেছে। তিনি বলেন যে, ইসলামের নাম ভাঙ্গাইয়া এই সকল লোক দেশের জন্ম হইতে ৬ কোটি লোককে ভাঁওতা দিয়া আসিতেছে। জনগণ তাহাদিগকে কোনদিনই ক্ষমা করিবে না। শেখ সাহেব 'উগ্র প্রগতিশীল' ও 'উগ্র প্রতিক্রিয়াশীল'দের কার্যকলাপে দুঃখ প্রকাশ করেন।

আজাদ

২৫শে অক্টোবর ১৯৬৯

লণ্ডনের পথে শেখ মুজিব : সাধারণ নির্বাচন বহু সমস্যার সমাধান করিবে

ঢাকা, ২৫শে অকটোবর।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান সাধারণ নির্বাচন দেশের বহু সমস্যার সমাধান করিতে পারে বলিয়া অদ্য পুনরায় অভিমত প্রকাশ করেন। লণ্ডনের পথে করাচী যাওয়ার প্রাক্কালে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিবর রহমান সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণার জন্যও প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ সাহেব বলেন, গণতন্ত্রকে দেশে কখনও অবাধগতি দেওয়া হয় নাই। শুধু গণতন্ত্রের মাধ্যমেই জনগণের আশা-আকাঙ্খার পুরণ হইতে পারে।

তিনি নির্বাচনকে রাজনৈতিক দলগুলির জন্য অগ্নিপরীক্ষা হিসাবে অভিহিত করিয়া বলেন যে, ইহার ফলে নামসর্বস্ব রাজনীতিকরা বাতেল হইয়া যান।

আওয়ামী লীগ প্রধান সুস্পষ্টভাবে জানান যে, তাঁহার বৃটেন সফরের পশ্চাতে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নাই। তিনি বলেন, "আমি তথায় আমার দেশবাসীর সহিত সাক্ষাতের জন্য যাইতেছি।" লন্ডন অবস্থাকালে অপর কোন রাজনৈতিক নেতার সহিত সাক্ষাতের কোন পরিকল্পনাও তাঁহার নাই বলিয়া তিনি জানান।

ভোটার ফরম

আওয়ামী লীগ প্রধান পাকিস্তানের উভয় অংশে ভোটার ফরম বাংলা ও উর্দুতে প্রণয়নের দাবী জানান।

স্থানীয় দৈনিক 'হামারী আওয়াজ' প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে মোহাজেরগণ ভোটার ফরম উর্দুতে প্রণয়নের দাবী করিয়া যুক্তিসঙ্গত কাজ করিয়াছে। কারণ উর্দু ও বাংলা দেশের দুইটি জাতীয় ভাষা এবং দেশের সকল অংশেই উহাদের সমপ্রয়োগ হওয়া উচিত।

সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে ভোটার ফরম বাংলায় সরবরাহ না করাকেও অত্যন্ত ভুল নীতি হিসাবে উল্লেখ করেন এবং নির্বাচন কমিশনের বাংলা ও উর্দ্দুতে ভোটার ফরম প্রণয়ন করা উচিত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। –পিপিআই/এপিপি

Dawn

26th October 1969

Mujib calls for immediate polls

DACCA, Oct 25: Sheikh Mujibur Rahman, chief of the Pakistan Awami League, reiterated today that immediate general election could resolve many of our outstanding problems.

Talking to PPI on the eve of his departure for Karachi en route to London, the Awami League chief also urged the President to announce a firm date for holding elections.

Sheikh Sahib said that democracy never got a free hand in the country. People could fulfil their hopes and aspirations only in a democratic order, he observed.

Regarding his trip to Britain, he categorically said that there lay no political motive behind it "I am going to see my country men there who have immense love for me", he concluded.–PPI.

Dawn

26th October 1969

VOTERS' FORMS IN URDU, BENGALI : Sheikh Mujib's plea

DACCA, Oct 25: Sheikh Mujibur Rahman, Awami League chief, has said that the Election Commission should supply voter forms both in Bengali and Urdu in the two Wings of Pakistan.

According to an interview published in a local daily, the Awami League chief said that refugees in East Pakistan were justified in demanding voter forms in Urdu.

He said the concern of East Pakistani refugees about the preparation of the voters list was justified as they (the refugees) had made East Pakistan their home.

"They have equal rights and they should be given equal treatment, and their problems should be immediately solved without hurting their sentiments, Sheikh Mujib told the interviewer.

Referring to the complaints he had been receiving from Karachi and other parts of West Pakistan that voter forms were not being supplied there in Bengali, Sheikh Mujib said it was a very wrong policy and demanded that the Election Commission should supply voter forms in both Bengali and Urdu in the two Wings.

Sheikh Mujib said that as soon as he came to know that East Pakistani refugees were required to possess citizenship documents in order to become voters, he contacted the Election Commission authority. He was informed that the Chief Election Commissioner's television interview had created some misunderstanding. Otherwise no such thing was contemplated and there was no bar in becoming a voter.

The correspondent of the paper said to Sheikh Mujib: "There exists some misgiving about you and your party in the Muhajir circles. Is some vested interest behind it?"

Sheikh Sahib said, "I have learnt politics from Urdu-speaking Muhajir Husain Shaheed Suhrawardy. How can I oppose my Muhajir brethren. In my educational life in Calcutta most of my friends were Urdu-speaking persons. We together took part in the Pakistan Movement and have achieved this great country, Pakistan."

Sheikh Mujib said that nobody could understand the refugee problem better than him. When in 1946 communal riots broke out in Bihar on a large-scale, his leader the late Mr. Suhrawardy, the then Chief Minister of Bengal sent a relief team to Bihar under his (Mujib's) leadership. –APP.

দৈনিক ইত্তেফাক

২৬শে অক্টোবর ১৯৬৯

মুজিবের লণ্ডন যাত্রা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

তিন সপ্তাহব্যাপী যুক্তরাজ্যে এক ব্যক্তিগত সফরের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (শনিবার) ঢাকা হইতে লণ্ডন রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে আরও দুই-একটি দেশে তাঁহার সফরের সম্ভাবনা আছে।

লণ্ডনের পথে করাচী রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে গতকাল তেজগাঁও বিমান বন্দরে শেখ মুজিবর রহমান সাংবাদিকদের বলেন যে, যুক্তরাজ্যে তিনি নিতান্তই এক ব্যক্তিগত সফরে যাইতেছেন এবং এই সফরের সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নাই। জনৈক সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, লণ্ডনে কোন পাকিস্তানী রাজনীতিবিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার বাসনা বা পরিকল্পনা তাঁহার নাই। তিনি বলেন যে, লণ্ডন প্রবাসী বাঙ্গালীরাই সত্যিকারের রাজনীতিবিদ এবং 'আমি তাহাদের সঙ্গেই আলাপ-আলোচনা করিব।'

শেখ মুজিবর রহমান সাংবাদিকদের বলেন যে, তিনি এবং তাঁহার দলের সঠিক একটি রাজনৈতিক ভূমিকা আছে এবং 'সে ভূমিকার জন্যই আমরা অবিরাম সংগ্রাম করিতেছি।' তিনি ঘোষণা করেন যে, প্রয়োজন হইলে বৃহত্তর ত্যাগ স্বীকারের মধ্য দিয়াই আমরা সে ভূমিকার বাস্তবায়ন ঘটাইব এবং দেশবাসী বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানীরা আওয়ামী লীগের ভূমিকার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করিতে গিয়া যে রক্ত দিয়াছে, সে রক্তের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা আওয়ামী লীগ কোনদিন করিতে পারে না।

লণ্ডন প্রবাসী বাঙ্গালীদের সংগ্রামী ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তিনি বলেন যে, সংগ্রামী প্রবাসী ভাইদের সাদর আমন্ত্রণে আমি তাঁহাদের কাছে যাইতেছি। জনৈক সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে শেখ সাহেব বলেন যে, লণ্ডন প্রবাসী বাঙালীরা সেখানে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন। সেসব সমস্যা সম্পর্কে তাঁহাদের সঙ্গে তিনি আলোচনা করিবেন। তিনি জানান যে, পাকিস্তানীদের লণ্ডন থাকার সমস্যাবলী সম্পর্কে তিনি পাকিস্তান সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিবেন।

Morning News

26th October 1969

Mujib urges voter forms in Bengali and Urdu

Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League chief, has said that the Election Commission should supply voter forms both in Bengali and Urdu in both the Wings of Pakistan, reports APP.

According to an interview published in a local Urdu daily the Awami League chief said that refugees in East Pakistan were justified in demanding voter forms in Urdu because both Urdu and Bengali were the national languages of Pakistan and they should be equally used in all the parts of the country.

He said the concern of East Pakistani refugees above the preparation of the voter's list was justified as they (the refugees)

had made East Pakistan their home. "They have equal rights, they should be given equal treatment, and their problems, should be immediately solved without hurting their sentiments", Sheikh Mujib said.

Referring to the complaints he had been receiving from Karachi and other parts of West Pakistan that voter forms were not being supplied there in Bengali, Sheikh Mujib said it was a very wrong policy and demanded that the Election Commission should supply voter forms in both Bengali and Urdu in the two Wings of Pakistan.

Sheikh Mujib said that as soon he came to know that East Pakistan refugees were required to possess citizenship documents in order to become a voter, he contacted the Election Commission authority. He was informed that the Chief Election Commissioner's television interview had created some misunderstanding. Otherwise no such thing was contemplated and there was no bar in becoming a voter. He said he was happy that the Election Commission had removed the misunderstanding through a Press note.

The report also quoted Sheikh Sahab as sayinfi: "I have learnt politics from an Urdu-speaking Muhajir, Husain Shaheed Suhrawardy. How can I oppose my Muhajir brethren. In my educational life in Calcutta most of my friends were Urdu-speaking persons. We together took part in the Pakistan movement and have achieved this great country Pakistan".

According to the report Sheikh Mujib said that none could understand the refugees' problems better than him. In 1946, when communal riots broke out in Bihar on a large scale, his leader, late Mr. Suhrawardy, the then Chief Minister of Bengal, sent a reliew team to Bihar under his (Sheikh Mujib's) leadership.

PLIGHT OF BIHAR MUSLIMS

He had witnessed the plight of Bihar Muslims and had rendered whatever help was possible. He had brought out a large number of refugees to Bengal and had opened relief camps for them in Asansol and other areas.

Sheikh Mujib said after independence as his party was not in power it could not do anything on Government level for the refugees. But when Mr. Shaheed Suhrawardy became Prime Minister of Pakistan, a Rs. 26 crore scheme for refugee rehabilitation in East Pakistan was prepared. The scheme could however, not be implemented owing to later political developments, he added.

Sheikh Mujib regretted that even after 22 years of independence, the question of local and Muhajir is raised. He said he wished that every person of East Pakistan considered himself East Pakistani. "All persons will have equal share of benefits as well as misfortunes in whatever happens here," he said.

Sheikh Mujib appealed to Muhajereen not to be misled by interested quarters. He said he knew that Muhajerieen had decided to live and die in this province. They had settled here. So they had every right to demand their rights. But they should not be swept away by emotion and must be aware or those who create rift between local and Muhajir. If any misunderstandings arose, this should be cleared by the saner elements mutually.

Morning News

26th October 1969

No political string attached to UK visit : Mujib

Sheikh Mujibur Rahman, Chief of the Awami League, said here last night that he would urge upon the Government to take up with the British Government to take up with the British Government the immigration and other problems faced by Pakistanis working in the United Kingdom, reports A.P.P.

Sheikh Mujibur Rahman, who left here last night for Karachi on way to U.K. on a three-week visit, told newsmen at the airport that during his stay in U.K. he would meet fellow Pakistanis and discuss with them their problems.

The Awami League chief said that as British people claimed to be civilised Pakistanis living in U.K. expected a civilised behaviour from them. I hope they will do so.

He said Pakistanis in U.K. were working and they were not living on charity. "They must be treated as human beings", he said.

Referring to Pakistanis living in U. K. Awami League leader said: "We shall stand by them. We have definite responsibility towards them".

He said that during his stay in the U.K. he was likely to visit Manchester, Bradford, Liverpool and other places where Pakistanis were living.

Sheikh Mujibur Rahman said that there was "no political string" attached to his visit to the U.K. which he described as a private visit. He said, that he did not intend to meet any Pakistani politician during his stay in U.K.

The Awami League chief reiterated that his Party stood for a cause was fighting for a cause and was suffering for a cause.

"We shall also achieve or cause through suffering". He said, adding that he and his Party will not betray the people".

Sheikh Mujibur Rahman was seen off at the airport by his wife and children and host of others Awami League Secretary Tajuddin Ahmed, former MNA Mizanur Rahman Chowdhury, student leader Tufail Ahmed, and ex-MPA, Badrunnessa were among those present at the airport.

দৈনিক পয়গাম

২৬শে অক্টোবর ১৯৬৯

শেখ মুজিবের লণ্ডন যাত্রা : বৃটেনস্থ পাকিস্তানীদের সমস্যাবলী নিরসনের প্রচেষ্টা চালাইব

ঢাকা, ২৫শে অকটোবর।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব আজ এখানে বলেন যে, যুক্তরাজ্যে কার্যরত পাকিস্তানীদের বহিরাগত অপরাপর সমস্যা সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের সহিত আলোচনা করার জন্য তিনি সরকারের নিকট দাবী জানাইবেন।

অদ্য সন্ধ্যায় তিন সপ্তাহের সফরে যুক্তরাজ্যের উদ্দেশ্যে করাচীর পথে ঢাকা ত্যাগ করেন।

তিনি বিমান বন্দরে জানান যে, বৃটেনে অবস্থানকালে তিনি বৃটিশ আইনজীবী মিঃ টমাস উইলিয়মস এর সহিতও সাক্ষাত করিবেন। উল্লেখযোগ্য যে, আগরতলা মামলায় উক্ত আইনজীবী শেখ মুজিবর রহমানের কৌসুলী হিসাবে মামলা পরিচালনা করিয়াছিলেন।

বিমানবন্দরে শেখ মুজিব বলেন, বৃটেনে অবস্থানরত পাকিস্তানীদের সহিত বৃটিশদের মানবিক ব্যবহার করা উচিত। -এপিপি

দৈনিক পাকিস্তান

২৬শে অক্টোবর ১৯৬৯

ব্যাপক সংশোধিত রেশনিং ও টেষ্ট রিলিফ অবিলম্বে চালু করা প্রয়োজন

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল শনিবার সকালে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বলেন, প্রদেশের সর্বত্র খাদ্য পরিস্থিতি অত্যন্ত শোচনীয় আকার ধারণ করেছে। অবিলম্বে ব্যাপকভাবে সংশোধিত রেশনিং ও টেষ্ট রিলিফ এর কাজ চালু না করলে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে।

তিনি উল্লেখ করেন, জেল থেকে মুক্তির পর তিনি প্রদেশের সতেরটি জেলায় ব্যাপকভাবে সফর করেছেন। এই সফরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি প্রদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি জানতে পেরেছেন।

শেখ সাহেব বলেন, দেশের একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা কৃষকদের মূল অর্থকরী ফসল পাট ও ইক্ষু নষ্ট করে ফেলেছে। বর্তমানে পল্লী এলাকায় কৃষকরা প্রতি মন পাট উনিশ কুড়ি টাকায় বিক্রি করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন রাজবাড়ীতে জনৈক কৃষক দুই মন পাট বিক্রি করতে এসে গ্রাহক না পেয়ে শেষ পর্যন্ত মাত্র বাইশ টাকাতেই দুই মন পাট একজনের কাছে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়।

এক প্রশ্নের জওয়াবে আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, বর্তমানে প্রদেশের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ লোক অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। শতকরা পঁচিশ ভাগ লোকের দু-বেলা খাওয়ার সংস্থান নেই। এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা না করা হলে পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে পড়বে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সম্প্রতি বিদেশ থেকে পনের লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানীর জন্য সরকার যে ব্যবস্থা করেছেন, সে প্রসঙ্গে তিনি খাদ্য আমদানী ত্বরান্বিত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

প্রদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে তিনি একটি সুষ্ঠু ও কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণে কেন্দ্রীয় সরকারের আগ্রহের অভাবের কথা উল্লেখ করেন।

ফারাক্কা

ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের পর পূর্ব পাকিস্তানে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে চলেছে, সে প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, সরকার এই বাঁধের কথা বহু আগে থেকেই ওয়াকেবহাল ছিলেন। কিন্তু, কোন সময়ে এই সমস্যা নিয়ে তাঁরা কোন চেচামেচি করেননি।

তিনি আরো বলেন, ফারাক্কা ও প্রদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ সমস্যা দুটি পরস্পরের সংগে জড়িত। এ সমস্যা দুটির যেভাবেই হউক সমাধান করতে হবে।

নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার দাবী

দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সমস্যাবলী সম্পর্কে তিনি বলেন যে, নির্বাচন ব্যতিরেকে কোন সমস্যারই সমাধান করা যাবে না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে জাতীয়ভিত্তিতে একবারও সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। সুতরাং, নির্বাচনের মাধ্যমে সাধারণভাবে যেসব সমাধান হয়ে যায় এদেশে তা হয়নি।

শেখ সাহেব বলেন, সরকারের উচিত এখনি নির্বাচন অনুষ্ঠানের একটা নির্দিষ্ট তারিখ জানিয়ে দেওয়া।

এক প্রশ্নের জওয়াবে তিনি জানান, নির্বাচন অনুষ্ঠানে খুব বেশী সময় লাগার কথা নয়–নির্বাচন অনুষ্ঠানের ইচ্ছাটাই এখানে বড় কথা।

সংবাদ

২৬শে অক্টোবর ১৯৬৯

লণ্ডনের পথে শেখ মুজিবের করাচী যাত্রা

ঢাকা, ২৫শে অক্টোবর (এপিপি)।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য রাত্রে লণ্ডনের পথে করাচী যাত্রা করিয়াছেন। বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সহিত আলোচনাকালে শেখ মুজিব বলেন, বহিরাগত এবং যুক্তরাজ্যে কার্যরত পাকিস্তানীদের সমস্যাবলী বৃটিশ সরকারের সহিত আলোচনা করার জন্য সরকারকে আবেদন জানাইবেন।

শেখ মুজিবের মানচেষ্টার, ব্রাডফোর্ড, লিভারপুল এবং অন্যান্য স্থান সফরের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

শেখ মুজিব বলেন, তাহার যুক্তরাজ্য সফরের সহিত কোন রাজনৈতিক শর্ত জড়িত নাই। যুক্তরাজ্যে অবস্থানকালে কোন পাকিস্তানী রাজনীতিকের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের অভিপ্রায় নাই বলিয়া তিনি জানান।

বৃটেনে তিনি বৃটিশ আইনজীবী মিঃ টমাস উইলিয়ামস-এর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। মিঃ উইলিয়ামস আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবের কৌসূলী ছিলেন।

আজাদ

২৭শে অক্টোবর ১৯৬৯

করাচীতে শেখ মুজিব : প্রয়োজন হইলে অন্যান্য নেতার সহিত সাক্ষাৎ করিব

করাচী, ২৬শে অক্টোবর।–গত রাত্রে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের বর্ত্তমান প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজমানের জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। লণ্ডন যাত্রার প্রাক্কালে করাচী বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের সহিত আলোচনাকালে শেখ মুজিব বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে সম্প্রতি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের অবস্থার মারাত্মক অবনতি ঘটিয়াছে।

তিনি বলেন, চাউল সরবরাহে ঘাটতি এবং সঙ্গে সঙ্গে পাটের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় মানুষের দুর্দশা আরো বেশি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

শেখ মুজিব পর্যাপ্ত পরিমাণ চাউল সরবরাহ, পাটের মূল্য স্থিতিশীল এবং অবিলম্বে রিলিফ দানের জন্য দাবী জানাইয়াছেন। তিনি দরিদ্র জনসাধারণের জন্য বিনামূল্যে রেশন দানের আহ্বান জানান।

এক প্রশ্নের উত্তরে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, ভোটার তালিকা হইতে মোহাজেরদের বাদ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত

হইয়াছে, উহার পিছনে কোন সত্য নাই। এই ব্যাপারে তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহিত যোগাযোগ করিলে তাহাকে জানানো হয় যে, মোহাজেরদের ভোটার হওয়ার ক্ষেত্রে কোন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় নাই। তিনি বলেন, ইহা নেহাৎ অপপ্রচার ছাড়া আর কিছুই নহে।

শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের প্রশ্নে রাজনৈতিক নেতৃবর্গের একটি জাতীয় সম্মেলন আহ্বান সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সম্পর্কে মন্তব্য করিতে বলিলে শেখ মুজিব বলেন যে, এই সম্পর্কে তিনি কোন সংবাদ পাঠ করেন নাই এবং এই ব্যাপারে তিনি মন্তব্য করিতে পারেন না।

অদূর ভবিষ্যতে রাজনৈতিক নেতৃবর্গের সহিত তাঁহার কোন বৈঠকের পরিকল্পনা আছে কিনা, প্রশ্ন করা হইলে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, এই ধরনের পরিকল্পনা তাঁহার নাই। তবে যদি প্রয়োজন হয় তবে তিনি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

লণ্ডন সফরকালে পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মীর্জার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন কিনা প্রশ্ন করা হইলে শেখ মুজিব উক্ত প্রশ্ন এড়াইয়া যান।

লণ্ডন সফর সম্পর্কে শেখ মুজিব বলেন যে, এই সফরের ব্যাপারে কোন গোপনীয়তা নাই। তিনি বলেন যে, লণ্ডনে বসবাসকারী তাঁহার বন্ধু ও অনুরাগীদের সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিবেন। তিনি তিন সপ্তাহব্যাপী লণ্ডন সফর করিবেন বলিয়া জানান।

বিমান বন্দরে অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতা, কর্মী ও বন্ধুবান্ধবগণ শেখ মুজিবকে বিদায় অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। –এপিপি

আজাদ

২৭শে অক্টোবর ১৯৬৯

শেখ মুজিব বৃটেনে পাকিস্তানীদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন

ঢাকা, ২৫শে অক্টোবর।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ রাত্রিতে এখানে বলেন যে, যুক্তরাজ্যে কর্মরত পাকিস্তানীদের বহিরাগত ও অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের সহিত আলোচনা চালাইবার জন্য তিনি পাকিস্তান সরকারকে আহ্বান জানাইবেন। তিন সপ্তাহব্যাপী সফরের উদ্দেশ্যে যুক্তরাজ্য গমনের পথে ঢাকা বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের নিকট তিনি বলেন যে, বৃটেনে তিনি পাকিস্তানীদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন ও তাহাদের সমস্যাবলী নিয়া আলোচনা করিবেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, বৃটেনের লোক নিজদিগকে যেমন সুসভ্য বলিয়া দাবী করে সেখানে বসবাসকারী পাকিস্তানীরা তেমনি তাহাদের

নিকট সুসভ্য ব্যবহার আশা করে। তাহারাও সেইরূপ পরিচয় দিবেন বলিয়া তিনি আশা করেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, যুক্তরাজ্যে পাকিস্তানীরা খাটিয়া খাইতেছে, কোন দানের উপর নির্ভর করিয়া নাই। তাহাদের সহিত অবশ্যই মানুষের ন্যায় আচরণ করিতে হইবে।

তিনি বলেন যে, বৃটেনে অবস্থানরত পাকিস্তানীদের প্রতি আমাদের নিশ্চিত দায়িত্ব রহিয়াছে। বৃটেনে অবস্থানকালে শেখ মুজিব ম্যানচেষ্টার, ব্রাডফোর্ডি, লীভারপুল ও অন্যান্য যে সকল এলাকায় পাকিস্তানী রহিয়াছেন, সে সকল এলাকা সফর করিবেন। ইহা ব্যতীত তিনি বৃটিশ আইনজীবী মিঃ টমাস উইলিয়ামের সাথে সাক্ষাৎ করিবেন ও তাহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিবেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় মিঃ টমাস উইলিয়াম শেখ মুজিবের পক্ষে আইনজীবী ছিলেন। শেখ সাহেব ছিলেন মামলার প্রধান অভিযুক্ত ব্যক্তি। চলতি সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রবল গণআন্দোলনের মুখে তৎকালীন সরকার এই মামলা প্রত্যাহার করিয়াছেন। –এপিপি

Dawn

27th October 1969

'Near-famine' conditions in E. Wing, says Mujib : Call for stabilisation of foodgrain and jute prices

Sheikh Mujibur Rahman, President of the Pakistan Awami League on Friday night expressed concern at the 'near-famine' conditions now prevailing in East Pakistan.

Talking to newsmen at the Karachi Airport on his way to London, the Awami League leader said that the prices of food grains in East Pakistan during the recent past had shot up, hitting the common man very badly. He said that there was also a shortage of rice. The downfall in the price of jute had further deteriorated the conditions, which were still worse in the villages.

He demanded an adequate supply of rice, stabilisation of jute prices and immediate relief measures. He also called for "free rationing" for the poor.

In reply to a question the Awami League leader said that there was no truth about the reported exclusion of refugees from the voters' list. He said he contacted the relevant authorities and was told that there was no bar to the refugees becoming voters. It is all propaganda and nothing else, he added.

Sheikh Mujibur Rahman was asked to comment on President Yahya's willingness to convene a national conference of political leaders to resolve constitutional problems. The Awami League leader said he had not read any reports about it and that he had no comment to offer.

LONDON TRIP EXPLAINED

Asked if he envisaged any meeting with other political leaders, now in London or who plan to visit London in the near future. Sheikh Mujibur Rahman said he had no such plans, but added that he might meet them if it was necessary. He parried a question whether he would meet former President Iskander Mirza during his visit to London.

About his trip to London, the Awami League leader said there was nothing secret about it. I want to meet my friends and my people now living in London who helped me in my hour of need, he added. He said he would stay there for about three weeks.

After about half an hour stop over at the Karachi Airport, Sheikh Sahib left for London by P.I.A.

Mr. M. A. H. Kamaruzzaman, General Secretary of the Pakistan Awami League also arrived here along with Sheikh Mujibur Rahman. He will stay in Karachi for about a couple of days before leaving on an extensive tour of upcountry regions to review and supervise the organisation of the league.

Sheikh Mujibur Rahman was seen off at the Karachi Airport among others, by the local Awami League leaders and workers, friends and admirers.–APP

Morning News

27th October 1969

Mujib in London : Hopes elections will be fair

From YAHIA SYED

LONDON, Oct. 26: we do hope elections would be impartial and fair, said the Awami League Chief, Sheikh Mujibur Rahman, on his arrival this morning at London airport. But he added it should be held even earlier than planned.

Talking to newsmen, he said if Government wanted to find wishes of people they could hold elections in six months' time and any other government can organise the same.

The Sheikh, who is paying visit to London after 1963, said: He is not here for medical checkup. "In spite of my long incarceration by Ayub regime, by Allah's grace I am fit and healthy."

Explaining the purpose of his visit the Sheikh said because during his incarceration during Ayub regime many Pakistanis living in UK specially East Pakistanis sacrificed to help me, even collected money to send a British lawyer to defend me so I have come to thank them personally.

You know my views on this issue and also what I want and what I don't, said Sheikh in reply to a question on what basis he would like elections to be held. "Only people's elected representatives have authority and mandate to frame constitution. No individual or group has right to frame constitution. If election is held on universal suffrage and adult franchise those elected will have power and authority to frame constitution which people will accept which I will accept. We have already wasted 22 years in trying to find constitution. Let's not waste any more time for this for which we have given blood, sacrifices and thousand of students and workers have suffered. We cannot any longer play with the fate of 120 million people." The Sheikh said to a question: Should not be at this stage in Pakistan to direct electioneering campaign for his party? The Sheikh said: "Even during my long imprisonment my party work was never hampered. Why should it be now".

The Sheikh who is staying at Mount Royal Hotel Marblearchi is expected to remain here for two weeks during which he is expected to address meetings in London and in Midland.

The Sheikh was received by a crowd of over 200 who wore his photograph on coat lapel. Some of the placards read: Bangla Bandhu Sheikh Mujib, our goal Socialism, answer is six-point. Pakistani people unite and fight."

Among those who received the Sheikh was Raja Saheb of Mahmoodabad and PIA officials, who met him in VIP lounge.

Answering a question if political parties are doing their electioneering campaign unimpeded the Sheikh replied: "Don't ask me this question now."

সংবাদ

২৮শে অক্টোবর ১৯৬৯

করাচীতে শেখ মুজিব

করাচী, ২৬শে অক্টোবর (এপিপি)।– পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান লণ্ডন গমনের পথে গতকাল করাচী বিমান বন্দরে পৌছানোর পর সাংবাদিকগণ শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের জাতীয় সম্মেলন আহ্বানের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ইচ্ছা সম্পর্কে তাহাকে মন্তব্য করিতে বলিলে শেখ মুজিব বলেন যে, এতদসম্পর্কে তিনি কোন রিপোর্ট পাঠ করেন নাই বিধায় তিনি মন্তব্য করিতে চাহেন না।

যে সকল রাজনৈতিক নেতা বর্তমানে লণ্ডনে অবস্থান করিতেছেন এবং অদূর ভবিষ্যতে লণ্ডন সফর করিবেন শেখ মুজিব তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন কিনা, এই মর্মে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, এইরূপ কোন পরিকল্পনা তাঁহার নাই। তবে প্রয়োজন হইলে তিনি তাহাদের সহিত সাক্ষাৎকারে মিলিত হইবেন।

লণ্ডন সফরকালে তিনি পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন কিনা এই মর্মে এক প্রশ্নের জবাব শেখ মুজিব এড়াইয়া যান।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, ভোটার তালিকা হইতে মোহাজেরদের বাদ রাখার খবর সত্য নয়। তিনি উল্লেখ করেন, এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহিত যোগাযোগ করিয়া জানা যায় যে, মোহাজেরদের ভোটার হওয়ার কোন বাধা নাই। ইহা প্রচারণা ছাড়া আর কিছু নয় বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে বিরাজমান প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

Pakistan Observer

30th October 1969

Mujib arrives in London

LONDON, Oct. 29:–Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League chief, was given a rousing reception when he arrived here on Sunday from Dacca on a fortnight visit, writes PPI special correspondent.

Braving inclement weather thousands of Pakistanis had gathered at Heathrow airport for his welcome and raised slogans supporting the 6 point programme, regional autonomy and early elections in Pakistan.

Sheikh Saheb was profusely garlanded and flower petals were showered on him.

Later he met Pakistanis residing in the United Kingdom.

During his stay here the Awami League chief is likely to address meetings of Pakistanis and also meet Pakistanis living outside London.

দৈনিক ইত্তেফাক

৩০শে অক্টোবর ১৯৬৯

লণ্ডনে শেখ মুজিব : দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সত্ত্বেও বিমান বন্দরে বিপুল সম্বর্ধনা

লণ্ডন, ২৯শে অক্টোবর– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান এক পক্ষকালের সফরে গত রবিবার এখানে আসিয়া পৌঁছিলে তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। পিপিআই'এর বিশেষ সংবাদদাতা বলেন, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থাকা সত্ত্বেও বিপুলসংখ্যক পাকিস্তানী এইদিন বিমান বন্দরে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা ৬-দফা, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং আশু নির্বাচনের দাবীতে বিভিন্ন শ্লোগান দেন। শেখ মুজিব বিমান হইতে অবতরণ করিলে তাঁহাকে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করা হয় এবং তাহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করা হয়।

অপর এক সংবাদে প্রকাশ, পরে বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের সহিত আলোচনাকালে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, পাকিস্তানে নিরপেক্ষ সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতেছি। তবে পরিকল্পিত সময়ের পরেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।

শেখ বলেন, সরকার যদি জনসাধারণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় জানিতে আগ্রহী হইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা ৬ মাসের মধ্যেই নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে পারেন। যে-কোন সরকারই এরূপ করিতে পারেন।

১৯৬৩ সালের পর শেখ মুজিব এই প্রথম লণ্ডন আসিলেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য তিনি এখানে আসেন নাই। "আইয়ুবের আমলে দীর্ঘকাল কারারুদ্ধ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর ইচ্ছায় আমি ভাল রহিয়াছি, আমার স্বাস্থ্যও ঠিক আছে।"

এই সফরের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তিনি বলেন, তাঁহার বন্দীদশাকালে এখানে অবস্থানকারী বহু পাকিস্তানী বিশেষ করিয়া এখানকার

পূর্ব পাকিস্তানীরা আমার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া আমার জন্য বৃটিশ আইনজীবী নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানানর জন্যই আমার এই আগমন।

এক প্রশ্নের উত্তরে শেখ মুজিব বলেন, জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরই শুধু শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অধিকার রহিয়াছে। ইহাছাড়া কোন লোক কিংবা কোন দলের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অধিকার নাই। সার্বজনীন এবং বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে যাঁহারা নির্বাচিত হইবেন, শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অধিকার ও ক্ষমতা রহিয়াছে তাঁহাদের। এই শাসনতন্ত্র দেশবাসীর সহিত আমিও স্বীকার করিয়া লইব। ২২ বৎসর আমাদের বৃথা গিয়াছে। আমরা যেজন্য রক্ত দিয়াছি, ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি, হাজার হাজার ছাত্র-শ্রমিক যাহার জন্য সীমাহীন নিগ্রহ ভোগ করিয়াছেন, তাহা অর্জনের জন্য যাহাতে আর সময়ের অপচয় না হয় সেদিকে আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ১২ কোটি লোকের ভাগ্য লইয়া আমরা আর খেলা করিতে পারি না।

এই সময়ে নির্বাচনী অভিযান পরিচালনের জন্য তাঁহার কি পাকিস্তানে থাকা উচিত ছিলনা, এই মর্মে জনৈক সাংবাদিক প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন যে, তাঁহার দীর্ঘ কারাবাসকালেও কখনও দলীয় কর্মতৎপরতা ব্যাহত হয় নাই, এখনইবা উহা ব্যাহত হইবে কেন?

পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলি বাধাহীনভাবে নির্বাচনী অভিযান চালাইতে পারিতেছে কিনা, এই প্রশ্নের জবাবে শেখ বলেন, এখন আমাকে এরূপ প্রশ্ন করিবেন না।

এই সফরকালে শেখ মুজিব লণ্ডন ও মিডল্যাণ্ডে কয়েকটি সভায় বক্তৃতা করিবেন বলিয়া কথা রহিয়াছে।

দৈনিক পাকিস্তান

৩০শে অক্টোবর ১৯৬৯

লণ্ডনে শেখ মুজিবের বিপুল সম্বর্ধনা

লন্ডন, ২৯শে অকটোবর (পিপিআই)– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান পক্ষকাল সফরের উদ্দেশ্যে গত রোববার ঢাকা থেকে এখানে এলে তাকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও কয়েক হাজার পাকিস্তানী হীথ্রো বিমানবন্দরে সমবেত হয় এবং ছয় দফা কর্মসূচী আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং পাকিস্তানে সত্বর নির্বাচন অনুষ্ঠানের সমর্থনে শ্লোগান দেয়।

শেখ সাহেবকে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করা হয় এবং জনতা তাঁর উপর ফুলের পাপড়ী বর্ষণ করে।

এখানে অবস্থানকালে আওয়ামী লীগ প্রধান সম্ভবতঃ পাকিস্তানীদের সভায় বক্তৃতা করবেন এবং লন্ডনের বাইরে বসবাসকারী পাকিস্তানীদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন।

আজাদ

১লা নভেম্বর ১৯৬৯

মুজিবের লণ্ডন সফর সম্পর্কে বৃটিশ সংবাদপত্র

রাওয়ালপিণ্ডি, ৩১শে অক্টোবর।–গত রবিবার বৃটিশ সংবাদপত্রে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের লণ্ডন আগমনের খবর ফলাও করিয়া প্রকাশ করা হয়। তাঁহাকে ৭ কোটি পূর্ব পাকিস্তানীর নেতা হিসাবে খবরে উল্লেখ করা হয়।

'গার্ডিয়ান' পত্রিকার শিরোনামা ছিল শেখ মুজিবের বীরোচিত সম্বর্ধনা। হিথরো বিমান বন্দরে শেখকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য পাঁচশত পূর্ব পাকিস্তানী উপস্থিত ছিলেন। শেখ মুজিব তাঁহার হোটেলের কামরায় তাঁহার সমর্থকদের বলেন যে, স্বায়ত্তশাসন দাবীর প্রশ্নে কোনই অপোষ নাই। এই দাবীর জন্যই তিনি তিন বছর জেলে কাটান। মার্চ্চ মাসে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের অপসারণের ব্যাপারেও ইহা সহায়ক ছিল।

বৃটেনে বসবাসকারী ৮০ হাজার পূর্ব পাকিস্তানীর মধ্যে তাঁহার সমর্থন সুসংহত করা ও তাঁহার মুক্তির ব্যাপারে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও চার সহস্র পাউন্ড তহবিল সংগ্রহের জন্য তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেই শেখ মুজিব লণ্ডন আগমন করেন।

পূর্ব পাকিস্তানে এক "বিপ্লবের" পর গত ফেব্রুয়ারী মাসে শেখ মুজিব জেল হইতে মুক্তিলাভ করেন। তিনি ম্যানচেষ্টার, বার্মিংহাম, ব্রাডফোর্ড ও লণ্ডনে বক্তৃতা করিবেন বলিয়া 'গার্ডিয়ান' পত্রিকার খবরে জানা যায়। 'গার্ডিয়ান' পত্রিকার ছয় দফাকে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ও প্রধান দাবী বলিয়া উল্লেখ করেন। এই দাবীর ফলে পূর্ব পাকিস্তান পার্লামেণ্টারী পদ্ধতির সরকারে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিবে এবং শেখ মুজিবর রহমান উজির সভায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া আশা করা যায়। এই সম্পর্কে তাঁহার অভিমত জানিতে চাওয়া হইলে স্মিতহাস্য সহকারে শেখ মুজিব বলেন। "ইহা একটি আনুমানিক প্রশ্ন।" শেখ মুজিব শীঘ্রই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, ইহা হইতেই হইবে। –পিপিআই

দৈনিক ইত্তেফাক

২রা নভেম্বর ১৯৬৯

লণ্ডনের ছাত্রসভায় শেখ মুজিব : আমার সংগ্রাম বিচ্ছিন্নতার সংগ্রাম নহে

লণ্ডন, ১লা নবেম্বর– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আজ সন্ধ্যায় এখানে বলেন যে, গণতন্ত্রের জন্য তাঁহার সংগ্রাম শুধু পূর্ব পাকিস্তানের জন্যই নহে–পাকিস্তানের প্রতিটি অঞ্চল এবং জাতীয় জীবনের প্রতিটি স্তরের জন্যই এই সংগ্রাম।

পূর্ব লণ্ডনে পাকিস্তানী, বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানী ছাত্রদের এক সমাবেশে ভাষণদানকালে শেখ মুজিব বলেন, তাঁহার এই সংগ্রাম বিচ্ছিন্নতার জন্য নহে। তিনি চান, দেশের প্রতিটি নাগরিক শোষণহীন জীবন যাপন করুক।

শেখ সাহেব ঘোষণা করেন যে, তিনি গণতন্ত্র ও ন্যায় বিচারে পক্ষপাতী। তিনি জনসংখ্যার ভিত্তিতে গণপরিষদ নির্বাচনের দাবীর পুনরুল্লেখ করেন। –এপিপি

দৈনিক পয়গাম

২রা নভেম্বর ১৯৬৯

শুধু পূর্ব পাকিস্তানে নহে, জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে গণতন্ত্র কায়েমই আমার লক্ষ্য : শেখ মুজিব

লণ্ডন, ১লা নভেম্বর।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য সন্ধ্যায় এখানে বলেন যে, শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তানের জন্যই তাহার গণতন্ত্রের সংগ্রাম নয়, দেশের প্রতিটি অঞ্চল এবং জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই তাহার সংগ্রামের মূল লক্ষ্য।

লণ্ডনের পূর্বাঞ্চলে অনুষ্ঠিত এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রধান উপরোক্ত মন্তব্য করেন। প্রায় ৬ শত পূর্ব পাকিস্তানীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় জনাব মজিব বলেন যে, দেশের প্রতিটি নাগরিক শোষণহীন সমাজে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী জীবন যাপন করুক ও দেশের প্রতিটি অঞ্চল শোষণ মুক্ত থাকুক ইহাই তিনি চাহেন।

জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচিত পরিষদ দেশের নয়া শাসনতন্ত্র রচনা করিবে–তাহার এই দাবী পুনর্বার ঘোষণা করিয়া জনাব মজিব বলেন, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র গ্রহণ যোগ্য নহে। –এপিপি

দৈনিক পাকিস্তান

২রা নভেম্বর ১৯৬৯

পিএফইউজে সম্মেলন : শেখ মুজিব বা দৌলতানা সম্পর্কে কোন কথা বলা হয়নি : মোস্তফা

রাওয়ালপিণ্ডি, ৩১শে অক্টোবর (এপিপি)।– পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (পিএফইউজে) সভাপতি জনাব কে জি মুস্তফা আজ বলেন যে, পিএফইউজে কোন প্রতিনিধি বা নেতা সাম্প্রতিক প্রতিনিধি সম্মেলন কিংবা কোন সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে কোন প্রস্তাবে বা ভাষণে শেখ মুজিবর রহমান কিংবা মিয়া মমতাজ দৌলতানার ন্যায় নেতাদের নাম উল্লেখ করেননি।

স্থানীয় কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতা মাহমুদ আহমদ মিন্টোর একটি বিবৃতি সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে হীন উদ্দেশ্য নিয়ে এদের নাম টেনে আনা হয়েছে।

জনাব কে জি মুস্তফা তার বিবৃতিতে বলেন, এতে শুধুমাত্র তাদেরই উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে যারা সামগ্রিকভাবে পিএফইউজের বিরুদ্ধে কুৎসা অভিযান শুরু করেছে।

কে জি মুস্তফা বলেন, এই ধরনের অনুমান ভিত্তিক বিবৃতির উপর কোন বিতর্কে প্রবেশ করতে আমি চাই না।

আমি জনাব মিন্টোকে জোরের সঙ্গে বলতে পারি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ছাত্র, শিক্ষক, আইনজীবী ও শ্রমিকরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ও গণতন্ত্রের সংগ্রামে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে, সাংবাদিকরা তার প্রশংসা করে।

মিন্টোর বিবৃতি

কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতা জনাব মাহমুদ আহমদ মিন্টো ইতিপূর্বে এক বিবৃতিতে সাংবাদিক নেতাদের সমালোচনা করে বলেছেন যে, তারা পেশাদার সাংবাদিকদের দাবী দাওয়ার চাইতে ব্যাখ্যাহীন সমাজতন্ত্রের কথাই বেশী বলেছেন। তিনি বলেন, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও রাজনৈতিক নেতাগণ সর্বদাই চাকুরীর উন্নত অবস্থার জন্য পেশাদার সাংবাদিকদের দাবীর প্রতি সমর্থন দিয়েছেন।

তিনি বলেন, আইয়ুব খানের নির্যাতনমূলক শাসনের আমলে বিরোধী দলগুলোকে সংগ্রামিত সাংবাদিকদের সঙ্গে একত্রে অনেক নির্যাতন ও দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। পেশাদার সাংবাদিকরা যখনই তাদের দাবীর জন্য সংগ্রাম করেছেন, রাজনৈতিক দলসমূহ তাদের সমর্থন দিয়েছেন।

এটা খুব দুঃখের বিষয় যে, সাংবাদিক নেতারা রাজনীতিকদের প্রতিক্রিয়াশীল বলে আখ্যায়িত করছেন এবং তাদের মতে এরা জনসাধারণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।

রাওয়ালপিণ্ডিতে এক সম্বর্ধনা সভায় পিএফইউজে সেক্রেটারী জেনারেল বলেছেন যে, আইয়ুব শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে। তার এই বক্তব্য সঠিক নয়।

তাঁর বক্তব্য সকল রাজনৈতিক দলকে নিন্দার সামিল।

লাহোরে ১১০ জন সাংবাদিকের স্মারকলিপি

লাহোর থেকে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, পিএফইউজের প্রতিনিধি সম্মেলনে কতিপয় রাজনৈতিক নেতা ও দলের নিন্দা করে গৃহীত প্রস্তাব সম্পর্কে পাঞ্জাব সাংবাদিক ইউনিয়নের একশত দশজন সদস্য অসন্তোষ প্রকাশ করেন। সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক স্মারকলিপিতে তারা অভিযোগ করেন যে, পিএফইউজে ট্রেড ইউনিয়ন হিসাবে নয়, রাজনৈতিক দল হিসাবে কাজ করছে। এটা সাংবাদিক সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর।

স্মারকলিপিতে রাজনৈতিক দল কর্তৃক সাংবাদিকদের হয়রানী সংক্রান্ত প্রস্তাবকে অভিজ্ঞজোনিত ও এক দেশদর্শী বলে আখ্যায়িত করা হয়। স্মারকলিপিতে বলা হয়, ন্যায্য বেতন ও উন্নত চাকুরীর অবস্থার জন্য রাজনৈতিক দল ও তাদের অনুসারীদের সমর্থন থেকে সাংবাদিকরা বঞ্চিত হতে পারে।

স্মারকলিপির স্বাক্ষরদানকারীরা এই 'ভুল পদক্ষেপ' সংশোধন এবং ভবিষ্যতে দলীয় রাজনীতি তেকে দূরে থাকার জন্য পিএফইউজে নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

তারা সামগ্রিক প্রশ্ন বিবেচনার জন্য পাঞ্জাব ইউনিয়নের নেতাদের প্রতি বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের আহ্বান জানান।

স্মারকলিপির মুখবন্ধে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে সাংবাদিকদের উপর চাপ সৃষ্টির প্রবণতার নিন্দা করেন এবং সংবাদপত্র থেকে তাদের বহিষ্কারের আবেদন জানান।

জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন

রাওয়ালপিন্ডি থেকে পিপিআই পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের (রশিদ হাসান গ্রুপ) এই ইশতেহারে বলা হয়েছে যে, কয়েকটি তথাকথিত রাজনৈতিক দল ইসলামের রক্ষাকর্তা সেজে যারা তাদের মতানুসারী নয় তাদের কাফের বলে আখ্যায়িত করছে। এটা করে তারা দেশের রাজনৈতিক পরিবেশকে বিষাক্ত করছে।

ইশতেহারে পিএফইউজে প্রস্তাবের নিন্দা করে স্থানীয় পিডিপির জনৈক নেতা যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে দুঃখ প্রকাশ করা হয়।

ইশতেহারে বলা হয়, পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন সমগ্র পাকিস্তানের সাংবাদিকদের প্রতিষ্ঠান। সাংবাদিকরা সমাজের সবচাইতে সচেতন সম্প্রদায়। স্বাধীন সমাজে প্রত্যেকের মত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। পিএফইউজের প্রস্তাবে সমগ্র জাতির কণ্ঠস্বর প্রতিফলিত হয়েছে। পিএফইউজের প্রস্তাব সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশের কোন অর্থ হয় না।

দৈনিক পাকিস্তান

২রা নভেম্বর ১৯৬৯

প্রেস নোট : ৬ জন নিহত ও ১১১ জন আহত

গত শনিবার রাতে প্রাদেশিক সরকার এক প্রেসনোট প্রকাশ করেছে। প্রেসনোটটির পূর্ণ বিবরণ নিম্নরূপ:

উর্দু ভোটার ফরম সরবরাহের দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে এক শ্রেণীর লোক হরতালের আহ্বান জানিয়েছিল। সেই আহ্বান অনুযায়ী দলবদ্ধ বখাটে ছোড়া ও সমাজ বিরোধী লোকদের মীরপুর এলাকার বিভিন্ন রাস্তায় অবরোধ স্থাপন এবং জোরজবরদস্তিতে দোকানপাট বন্ধ করতে দেখা যায়। এসব দোকান নিয়ম মাফিক গতকাল শনিবার সকালে খুলেছিল। পুলিশ রাস্তার অবরোধ সরাতে এবং অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ থেকে তাদের বিরত করতে গেলে দুর্বৃত্তরা পুলিশদের দায়িত্ব পালন থেকে নিবৃত্ত রাখার জন্যে হিংস্রতার আশ্রয় নেয়। ফলে পুলিশকে লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করতে হয়। যা হোক ক্রমেই পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে থাকে এবং জনতা আরো মারমুখী হয়ে উঠে তারা ইট-পাটকেল ছুড়তে থাকে এবং অন্যান্য দ্রব্যের সাহায্যে হামলা চালায়। তাদের হামলায় একজন পুলিশ সুপারসহ বহু সংখ্যক পুলিশ অফিসার ও পুলিশ আহত হয়। অফিসারসহ চল্লিশজন আহতকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এই গোলমালের মধ্যে দমকল বাহিনীর একটি গাড়ী ও কয়েকটি ছোট দোকানে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এক শ্রেণীর লোক অপর এক শ্রেণীর লোকদের হরতাল পালনে বাধ্য করতে চাইলে দু'দলের মধ্যে সংঘর্ষও বাধে। পরে গুজব ছড়িয়ে পড়লে শহরে অন্যান্য স্থানেও গোলমাল শুরু হয় এবং পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে।

৭১ জন আহতকে চিকিৎসার জন্যে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। তাদের মধ্যে ৩১ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। হাসপাতালে যে ৩১ জন আহতকে ভর্তি করা হয়েছিল তাদের মধ্যে চারজন মারা গেছে। পরে দুটি লাশও হাসপাতালে আনা হয়েছে।

১.১১.৬৯ এর সন্ধ্যা ৭টা থেকে ২.১১.৬৯ তারিখের সকাল ৭টা পর্যন্ত নারায়নগঞ্জ ও ঢাকার রাস্তাসমূহে যানবাহন ও লোক চলাচল নিষিদ্ধ করে একটি সামরিক নির্দেশ জারী করা হয়েছে। এই নির্দেশ বলবৎ থাকা পর্যন্ত কাউকে রাস্তাঘাট বা প্রকাশ্যস্থানে বৈধ অনুমতি ছাড়া চলাফেরা করতে দেখা গেলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। অগ্নি সংযোগ বা হিংসাত্মক কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের দেখামাত্র গুলী করা হবে। কেহ অন্য কোনোভাবে এই নির্দেশ অমান্য করলে তাকে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া যাবে।

সেনাবাহিনী ও ইপিআর উপদ্রুত এলাকাগুলোতে পৌঁছে গেছে এবং পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। উপদ্রুত এলাকাগুলোতে কড়া পাহাড়া দেওয়া হচ্ছে এবং বহু সংখ্যক খারাপ চরিত্রের লোককে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় শান্তি কমিটি গঠন করা হচ্ছে।

সরকার এই চরম দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করছেন যাতে বহু মূল্যবান জীবন ও সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা ও বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে শান্তি ও সমঝোতা বজায় রাখার ব্যাপারে জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা করছেন।

Morning News

3rd November 1969

Autonomy means basic rights for East Pakistanis: Mujib

(From YEHIA SYED)

LONDON Nov. 2: When I asked for autonomy I am asking for basic rights for East Pakistanis, said Sheikh Mujibur Rahman, Awami League chief, addressing in Bengali largely attended public meeting in East London last night. This is not secession, he said.

We want Defence, Foreign affairs and Finance to be Central subjects only and if we could stop flight of capital from East Wing by keeping one currency, lets's do it, but flight of capital must be stopped at all costs.

Addressing a Press conference soon after the public meeting, Sheikh Saheb insisted that only a general election held within six months can cure all ailments of the country which will also eliminate number of political parties.

Let people elect a constituent assembly within six months and that assembly should be given time limit of six months to produce a framework of constitution as only elected representatives can give the nation a constitution, he said.

He insisted that because Pakistan is one country, election must be held on population basis which is the only democratic way to hold election. Sheikh Sabeb said he believed Westminster type of democracy would suit Pakistan admirably.

ECONOMIC PROGRAMME

Outlining his party's economic programme if returned to power Sheikh Saheb said, we would nationalise all Pakistani banks and insurance companies but he made it clear that his party would not do the same with foreign banks or insurance companies.

He accused Ayub regime for not protesting enough about Farakka Barrage which, he said is going to affect East Pakistan economy adversely.

Most important problem to tackle in East Pakistan for any government even before population control, he said, is flood control. We are losing Rs. 100 crores per year due to floods, he said.

Addressing to Indian journalists present the Sheikh described religious riots in India as shameful and uncivilised, adding progressive forces in India should have come forward by now to stop this senseless killing of Muslims. We in Pakistan knew how to protect lives and properties of minorities and we have shown that can be done if there is a will to do it.

দৈনিক পাকিস্তান

৩রা নভেম্বর ১৯৬৯

প্রেস নোট : উনিশ ব্যক্তি আহত, তিনশ' গ্রেফতার

গতকাল রোববার এক হিংসাত্মক জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য সেনাবাহিনী গুলীচালনা করতে বাধ্য হলে এক ব্যক্তি আহত হয়। গতকাল রোববার পূর্ব পাকিস্তান সরকারের এক প্রেসনোটে একথা বলা হয়।

মীরপুর, হাজারীবাগ, রায়েরবাজার ও কমলাপুরে বিক্ষিপ্ত ঘটনার পর ১৯ জন আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর পাঁচজনকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়া হয়।

একজনকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনয়ন করা হয়। গোলযোগের ব্যাপারে এ পর্যন্ত তিনশত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গবর্নর ও সামরিক শাসনকর্তাদ্বয় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সফর করেছেন এবং হাসপাতালে আহতদের দেখেন।

প্রেসনোটের বিবরণ নীচে দেয়া হল, গতকাল সকাল সাতটায় রাস্তা ও প্রকাশ্য স্থানসমূহে যানবাহন ও জনসাধারণের চলাচলের ব্যাপারে দুই নম্বর সামরিক বিধি শিথিল করার পর পরিস্থিতি কিছুক্ষণের জন্য স্বাভাবিক থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দুপুর বারটার পর পরিস্থিতির অবনতি ঘটে।

নিউ মার্কেটের কাছে একটি গাড়ী পুড়িয়ে দেয়া হয়। তারপর এক উচ্ছৃঙ্খল জনতা মোহাম্মদপুরে একটি পেট্রোল পাম্প পুড়িয়ে দেয়। মীরপুর, তাজারীবাগ, রায়েরবাজার ও কমলাপুরেও বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটে। ঘটনার এক পর্যায়ে হিংসাত্মক জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য সেনাবাহিনীকে গুলী চালনা করতে হয়। এই গুলীবর্ষণের ফলে এক ব্যক্তি আহত হয়।

আজকের ঘটনাবলীর পর হাসপাতালে ১৯ জনকে ভর্তি করা হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর পাঁচজনকে ছেড়ে দেয়া হয়। একজনকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনয়ন করা হয়।

গোলযোগের ব্যাপারে এ পর্যন্ত তিনশত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রকাশ্য স্থান ও রাস্তাঘাটে জনসাধারণ ও যানবাহনের চলাচলের ব্যাপারে দুই নম্বর সামরিক বিধিতে যে কড়াকড়ি রয়েছে, তা ২রা নবেম্বর দুপুর দুটো থেকে ৩রা নবেম্বর সকাল ছয়টা পর্যন্ত আবার আরোপ করা হয়েছে।

গবর্নর ও সামরিক শাসনকর্তাদ্বয় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন এবং হাসপাতালে আহতদের দেখেন।

দৈনিক পাকিস্তান

৩রা নভেম্বর ১৯৬৯

বাইশজন নেতার বিবৃতি : হিংসাত্মক কার্যকলাপের নিন্দা : সুস্থ পরিবেশ ও আস্থার মনোভাব ফিরিয়ে আনার আহ্বান

পূর্ব পাকিস্তানের ৩৩ জন নেতা এক যুক্ত বিবৃতিতে ঢাকা শহরে উচ্ছৃঙ্খলতা ও হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন। উক্ত কার্যকলাপের ফলে নিরীহ জনসাধারণ গভীর দুর্দশার কবলে পড়েছে বলে তাঁরা মন্তব্য করেন। নেতৃবৃন্দ হিংসাত্মক পন্থা অবলম্বনের তীব্র নিন্দা করেন এবং সুস্থ পরিবেশ এবং আস্থার মনোভাব সৃষ্টির জন্য জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানান।

এপিপি পরিবেশিত এই খবরে প্রকাশ, তারা মিথ্যা গুজবে কান না দেয়ার আহ্বান জানান।

বিবৃতিতে বলা হয় কারা হামলাকারী এবং কারাইবা হামলার শিকারে পরিণত হয়েছে এসব কথা না তুলে আমরা ঢাকার সাম্প্রতিক অরাজকতা ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করছি। এই পরিস্থিতির দরুন নিরীহ লোকজন নিদারুণ দুর্দশায় পতিত হয়েছে।

ভাই ভাইকে হত্যা করার এই ঘটনা পাকিস্তানের সুনামকে কলঙ্কিত করে দিচ্ছে। আমরা যে কোন অবস্থায় হিংসাত্মক পথ অবলম্বনের তীব্র নিন্দা করছি। বল প্রয়োগ না করার এবং বিশৃংখলা ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের উস্কানী হতে পারে এমন কোন কিছু না বলা এবং না লেখার জন্য আমরা প্রত্যেকের প্রতি আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশেই শুধুমাত্র জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন, জাতীয় অগ্রগতি এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন সম্ভব। আমরা সকল জনসাধারণের প্রতি পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থার পরিবেশ সৃষ্টির আহ্বান জানাচ্ছি। বিভেদ সৃষ্টিকারীরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিরীহ ও নির্দোষ জনসাধারণকে ব্যবহার করতে চাচ্ছে। তাদের মিথ্যা গুজবে কান না দেয়ার জন্য আমরা জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি।

আমরা আজ সোমবার সকাল আটটায় শহরের বিভিন্ন স্থানে যাব এবং উপদ্রুত এলাকায় জনসাধারণের সঙ্গে কথা বলব।

বিবৃতিতে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ স্বাক্ষর করেন: জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ; অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী গ্রুপ); আতাউর রহমান খান, ন্যাশনাল প্রগ্রেসিভ লীগ সাঈদুল হাসান ভাসানীপন্থী ন্যাপ দেওয়ান ওয়ারাসাত হোসেন খান, আঞ্জুমানে মোহাজেরিন (পূর্ব পাকিস্তান); মহিউদ্দিন আহমদ (ওয়ালম ন্যাপ), ফরিদ আহমদ ভাইস প্রেসিডেন্ট, পিডিপি; শামসুল হামিদ সিদ্দিকী, আঞ্জুমানে মোহাজেরিন, জনাব এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক, (পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক কাউন্সিল), মুসলিম লীগ, কোঃ সাবর আলী আঞ্জুমানে মোহাজেরিন, অধ্যাপক গোলাম আজম, জামাতে ইসলামীর পূর্ব পাকিস্তান শাখার আমীর, খাজা খায়রুদ্দি, পূর্ব পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগ আবদুল মান্নান, আওয়ামী লীগ, মোল্লা জালালুদ্দিন আহমদ, আওয়ামী লীগ, কে এম ওবায়দুর রহমান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ মফিজুল হক, সৈয়দ মোহাম্মদ মোস্তফা আলমাদানী, সৈয়দ মোহাম্মদ মাসুম ও মোহাম্মদ তোয়াহীদ ভাসানী পন্থী ন্যাপ।

আজাদ

৪ঠা নভেম্বর ১৯৬৯

দেশবাসীর প্রতি শেখ মুজিব : শান্তি বজায় রাখুন

ঢাকা, ৩রা নবেম্বর।–পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমান যে কোন মূল্যে শান্তি বজায় রাখার জন্য জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানান। লণ্ডন হইতে প্রেরিত বাণীতে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, ঢাকায়

অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর জন্য তিনি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন বোধ করিতেছেন। তিনি বলেন যে, লণ্ডনে তাঁহার সকল কর্ম্মসূচী সংক্ষিপ্ত করিয়া যতশীঘ্র সম্ভব পূর্ব পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন করিবেন।

তাঁহার আবেদনে শেখ মুজিবর রহমান এই আশা প্রকাশ করেন যে, শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় থাকিবে এবং জনসাধারণ সহিষ্ণুতার মনোভাব প্রদর্শন করিবে। –পিপিআই

Pakistan Observer

4th November 1969

Mujib's call for peace

Sheikh Mujibur Rahman, President of the Pakistan Awami League has appealed to the people to maintain peace at all cost, reports PPI.

In a message sent from London, the Awami League Chief said that he was deeply disturbed by what had happened at Dacca.

He said that he had cut short all his engagements in London and would return back to East Pakistan as quickly as possible.

In his appeal, Sk. Mujib hoped that peace and harmony would be maintained and sense of tolerance would be demonstrated by a section of the people.

Dawn

4th November 1969

Mujib may fly back home on Wednesday

From NASIM AHMED

LONDON, Nov 3: Sheikh Mujibur Rahman, President, Awami League, who is cutting short his stay in England on account of the disturbances in Dacca is expected to fly home on Wednesday afternoon aboard a PIA aircraft.

The Awami League leader who is extremely anxious about the grim turn of events in East Pakistan capital, was trying today to reach his party's Secretary-General, Mr. Tajuddin Ahmed and Begum Mujibur Rahman over the telephone.

In his talks with Awami League supporters, Sheikh Mujib has emphasised the importance of "sanity and tolerance" in Pakistan's march towards orderly democracy.

CAIRO, Nov 3: The Lebanon and the Palestinian commando leaders today reached full agreement on "positive co-operation" establishing relations between the two characterised by "confidence and frankness", it was announced here tonight.–Reuter.

দৈনিক ইত্তেফাক

৪ঠা নভেম্বর ১৯৬৯

বৃটেন সফরের অবশিষ্ট কর্মসূচী বাতিল করিয়া : শেখ মুজিবের অবিলম্বে ঢাকা প্রত্যাবর্তন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

লণ্ডন, ৩রা নবেম্বর– ঢাকায় গোলযোগের খবর পাওয়ায় আওয়ামী লীগপ্রধান শেখ মুজিবর রহমান তাঁহার বৃটেন সফরের অবশিষ্ট কর্মসূচী বাতিল করিয়া এক্ষণে পরবর্তী প্রথম বিমানেই ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি ম্যানচেষ্টার ও ব্রেডফোর্ডে জনসভা অনুষ্ঠানের কর্মসূচীও বাতিল করিয়া দিয়াছেন। শান্তি ও শৃংখলা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য তিনি পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানাইয়াছেন।

গত শনিবার ও রবিবার তিনি যথাক্রমে লণ্ডন ও বার্মিংহামে জনসমাবেশে ভাষণ দান করেন। এখানে বসবাসরত বিপুল সংখ্যক পাকিস্তানী তাঁহার বক্তৃতা শোনার জন্য জমায়েত হয়। শেখ সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন। তিনি তাঁহার দলের ভূমিকা এবং ৬-দফা কর্মসূচি ব্যাখ্যা করেন।

জনতা বারংবার শ্লোগান ও করতালির মাধ্যমে তাঁহার বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে।

আওয়ামী লীগ প্রধান তাঁহার বক্তৃতায় জনসংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বিলোপের দাবী জানান।

শেখ মুজিব তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান গুরুতর খাদ্য সঙ্কটের মোকাবিলা করিতেছে। তিনি অবিলম্বে বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করার দাবী জানান। –পিপিআই

Morning News

4th November 1969

Mujib's appeal for peace : Returns Tomorrow

(From our Staff Correspondent)

LONDON, Nov. 3: In a statement issued here this morning, the Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman appealed to people of East Pakistan to bring back sanity immediately.

Sk. Mujibur Rahman, President of the Pakistan Awami League, also appealed to the people to maintain peace at all cost.

The Awami League chief said that he was deeply disturbed by what had happened at Dacca.

He said that he had cut short all his engagements in London and would now return to East Pakistan.

He will be flying back home by PIA on Wednesday morning.

In his appeal SK. Mujib hoped that peace and harmony would be maintained and sents of tolerance would be demonstrated by all sections of people.

দৈনিক পাকিস্তান

৪ঠা নভেম্বর ১৯৬৯

জনসাধারণের প্রতি মুজিব : যে কোনো মূল্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান যে কোন মূল্যে শান্তি রক্ষার জন্যে জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। লন্ডন থেকে পাঠানো তাঁর বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে পিপিআই জানিয়েছেন, ঢাকায় যা ঘটছে তাতে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, তিনি তাঁর লন্ডনের কর্মসূচী সংক্ষিপ্ত করছেন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসছেন।

শেখ মুজিবর রহমান আশা প্রকাশ করেছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষিত হবে এবং সর্বশ্রেণীর জনসাধারণ তাদের সংযমের পরিচয় দেবেন।

লন্ডন, ৩রা নবেম্বর (পিপিআই) -পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ মুজিবর রহমান তাঁর ম্যাঞ্চেস্টার ও ব্রাডফোর্ডের কর্মসূচী বাতিল করেছেন এবং প্রথমেই যে বিমানটি পাওয়া যাবে তাতেই তিনি দেশে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সংবাদ

৪ঠা নভেম্বর ১৯৬৯

পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী বাতিল : শেখ মুজিব ফিরিয়া আসিতেছেন

লণ্ডন, ৩রা নভেম্বর (এপিপি)।– পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান তাঁহার এখানকার কর্মসূচী বাতিল করিয়া আজ রাত্রে অথবা আগামীকাল পাকিস্তান যাত্রা করিতেছেন। তাঁহার এখানে আরও এক সপ্তাহ অবস্থানের কথা ছিল।

আওয়ামী লীগ প্রধান ঢাকার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর খবরে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি জনসাধারণকে শান্তি ও সম্প্রীতি অক্ষুণ্ন রাখার আহ্বান জানাইয়াছেন।

ঢাকা হইতে পিপিআই পরিবেশিত পূর্ববর্তী খবরে বলা হইয়াছিল যে, ঢাকা ৩রা নভেম্বর (পিপিআই)।– পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান জনসাধারণের প্রতি যে কোন মূল্যে শান্তি অক্ষুণ্ন রাখার আহ্বান জানাইয়াছেন।

লণ্ডন হইতে প্রেরিত এক বাণীতে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, ঢাকায় যাহা ঘটিয়াছে, উহাতে তিনি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হইয়াছেন।

তিনি বলেন যে, তিনি লণ্ডনে তাঁহার সকল কর্মসূচী সংক্ষিপ্ত করিবেন এবং এখন যতশীঘ্রসম্ভব পূর্ব পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন করিবেন।

সকল শ্রেণীর লোক শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষা করিবেন এবং ধৈর্য্যের মনোভাব প্রদর্শন করিবেন বলিয়া শেখ মুজিব তাঁহার আবেদনে আশা প্রকাশ করেন।

আজাদ

৫ই নভেম্বর ১৯৬৯

শুক্রবার মুজিবের প্রত্যাবর্তন

ঢাকা, ৪ঠা নবেম্বর। –আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আগামী শুক্রবার বিকালে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন।

আগামী বৃহস্পতিবার প্রথম সুযোগেই তিনি বিমানের টিকিট বুক করেন। শুক্রবার দিন তিনি ঢাকায় আসিয়া পৌছিবেন। ঢাকার গোলযোগের খবর পাইয়া তিনি প্রত্যাবর্তন করিতেছেন।

লণ্ডন হইতে টেলিফোন কল

শেখ মুজিবর রহমান আজ রাত্রিতে লণ্ডন হইতে টেলিফোনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদের নিকট ঢাকার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জানিতে চান এবং অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল আলোচনা করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান সুদূর লণ্ডন হইতে তাহার পার্টির লোকদের জনগণের আস্থা ফিরাইয়া আনার জন্য কাজ করিয়া যাওয়ার নির্দেশ দেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, জনগণের সেবা অপেক্ষা প্রিয় কাজ তাঁহার জীবনে আর কিছুই নাই। সেজন্য তিনি ইংল্যাণ্ড সফর সংক্ষিপ্ত করিয়া ঢাকা ফিরিতেছেন।

আওয়ামী লীগ নেতা আগ্রহ উদ্বেগ কণ্ঠে ঢাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে নানাবিধ জিজ্ঞাসা করেন। তিনি যে কোনো মূল্যে শান্তি ও সম্প্রতি রক্ষা করার আহ্বান জানান। –পিপিআই

Dawn

5th November 1969

Mujib quits London hotel : Rude remarks about Pakistanis

From NASIM AHMED

LONDON Nov 4: Sheikh Mujibur Rahman, President of the Awami League quit his hotel in Kensington last night in protest against an unpleasant incident involving hotel's barman and some his supporters here.

While Sheikh Mujibur Rahman was talking to some visitors in his room upstairs. Minhajuddin Sigbetullah Qudri and some other of his supporters were entertaining Mark Dodd, head of the BBC Eastern Services, in the hotel bar downstairs. Heated argument followed the barman's demand for advance payment for drinks and his rude remarks about Pakistanis.

Upon learning of the incident Sheikh Mujibur Rahman left Airways Hotel situated opposite West London air terminal and moved to the President Hotel in Bloomsbury near the London University. He today declined to discuss the incident but some of his supporters claimed that the barman abused Qadri and held Minhajuddin by neck.

This unpleasant episode which was prominently reported in a section of the British Press today considerably erased the impact of VIP treatment which the British Government accorded to Sheikh Mujibur Rahman when he arrived here 10 days ago. The VIP suite at London airport normally reserved for visiting Prime Ministers was thrown open for his reception and Government officials and transport were on hand.

It is noteworthy that two other prominent politicians who came here recently Mr. Z.A. Bhutto, Chairman of the people's party, and Mian Mumtaz, Daultana President of the Council Muslim League, were not given any VIP treatment at London Airport.

The manageress of Airways Hotel today expressed deep regret over the incident and told this correspondent that she had sacked the erring barman. She denied any racial discrimination on her hotel premises.

Morning News

5th November 1969

Sheikh Mujib's instructions to Tajuddin

Sheikh Mujibur Rahman chief of the Pakistani Awami league last night made telephone call from London to Mr. Tajuddin, General Secretary of the East Pakistan Awami League to know the situation in Dacca. It lasted for about half an hour.

Mr. Tajuddin gave him a brief account of the situation in Dacca and obtained instructions from the party chief.

The Awami League chief has reiterated his appealed to maintain complete peace and harmony at all cost.

He said that current disturbances would harm the interests of the people and weaken the foundation of Pakistan.

Sheikh Mujibur Rahman said nothing could be more dearer to him than to serve his people as such he had cut short his visit in England and was now returning hurriedly.

দৈনিক পাকিস্তান

৫ই নভেম্বর ১৯৬৯

লণ্ডন থেকে টেলিফোন : শুক্রবার সকালে মুজিব ফিরে আসছেন

পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমান গত রাতে লন্ডন থেকে টেলিফোনে ঢাকার পরিস্থিতি অবহিত হন।

পিপিআই-এর খবরে প্রকাশ শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব তাজউদ্দিনের কাছে টেলিফোন করেন। প্রায় আধ ঘণ্টা পর্যন্ত উদ্বেগভরা কণ্ঠে তিনি ঢাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে বহু প্রশ্ন করেন। তিনি তাঁর দলীয় কর্মীদের জনমনে আস্থা সৃষ্টির নির্দেশ দিয়েছেন।

জনাব তাজউদ্দিন সংক্ষেপে ঢাকার পরিস্থিতি দল প্রধানকে জানান এবং তাঁর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি গ্রহণ করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান আবার সর্বমূল্যে শান্তি ও সম্প্রীতি অক্ষুণ্ন রাখার আকুল আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেন যে, বর্তমান গোলযোগের ফলে জনসাধারণের স্বার্থ বিঘ্নিত হবে এবং পাকিস্তানের ভিত হয়ে পড়বে দুর্বল।

শেখ মুজিব বলেন যে, জনগণের সেবার চেয়ে তাঁর কাছে আর কিছুই প্রিয় নয়। এ কারণেই তিনি ইংল্যান্ড সফর বাতিল করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশে ফিরে আসছেন।

সংবাদ

৫ই নভেম্বর ১৯৬৯

শুক্রবার শেখ মুজিবের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

ঢাকা, ৩রা নভেম্বর (পিপিআই)।– শেখ মুজিবর রহমান আগামী শুক্রবার সকালে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন। আগামী বৃহস্পতিবারের প্রথম ফ্লাইটে তিনি সীট বুক করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ফলে আগামী শুক্রবার সকালেই তিনি ঢাকা ফিরিয়া আসিতে পারিবেন। উল্লেখ থাকিতে পারে যে, ঢাকার হাঙ্গামার সংবাদ পাইয়া তিনি পূর্বনির্ধারিত সকল কর্মসূচী বাতিল করিয়াছেন।

তাজুদ্দীনের সহিত ফোনে আলাপ

ঢাকার পরিস্থিতি জানার জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য রাত্রে লণ্ডন হইতে টেলিফোনযোগে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহমদের সহিত যোগাযোগ করেন। শেখ সাহেব উদ্বিগ্নভাবে ঢাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং জনগণের মনে আস্থার ভাব ফিরাইয়া আনার জন্য সকলের সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সাথে কাজ করিয়া যাওয়ার জন্য তাঁহার পার্টির কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। জনাব তাজউদ্দিন তাহাকে সংক্ষেপে ঢাকার পরিস্থিতি অবহিত করেন এবং পার্টি প্রধানের নিকট হইতে নির্দেশ গ্রহণ করেন। আওয়ামী লীগ প্রধান যেকোন মূল্যের বিনিময়ে পূর্ণ শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখার জন্য পুনরায় আবেদন জানান। তিনি বলেন যে, সাম্প্রতিক হাঙ্গামা জনগণের স্বার্থ নষ্ট করিয়াছে এবং পাকিস্তানের ভিত্তিকে দুর্বল করিয়াছে। শেখ মুজিব বলেন যে, নিজ জনবলের সেবা করা অপেক্ষা তাহার নিকট প্রিয়তম আর কোন কাজই থাকিতে পারে না। তাই তিনি তাহার ইংল্যাণ্ড সফর সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন এবং দ্রুত দেশে ফিরিয়া আসিতেছেন। জনাব তাজউদ্দিনের সহিত শেখ মুজিবের টেলিফোনে এই আলোচনা আধঘণ্টাকাল স্থায়ী হয়।

Pakistan Observer

6th November 1969

Unpleasant incident : Mujib quits London hotel in protest

LONDON, Nov. 4:–Sheikh Mujibur Rahman, President of the Awami League, quit his hotel in Kensington last night in protest against an unpleasant incident involving hotel's barman and some of his supporters here according to the Dawn (Karachi).

While Sheikh Mujibur Rahman was talking to some visitors in his room upstairs, Minhajuddin Sigbetullah Qadri and some other of his supporters were entertaining Mark Dodd, head of the BBC Eastern Services, in the hotel bar down stairs, Heated argument followed the barman's demand for advance payment for drinks and his rude remarks about Pakistanis.

Upon learning of the incident Sheikh Mujibur Rahman left Airways Hotel situated opposite West London air terminal and moved to the President Hotel in Bloomsbury near the London University. He today declined to discuss the incident but some of his supporters claimed that the barman abused Quadri and held Minhajuddin by the neck.

This unpleasant episode which was prominently reported in a section of the British Press today considerably erased the impact of VIP treatment which the British Government accorded to Sheikh Mujibur Rahman when he arrived here 10 days ago The VIP suite at London airport normally reserved for visiting Prime Ministers was thrown open for his reception and Government officials and transport were on hand.

It is noteworthy that two other prominent politician, who came here recently Mr. Z. A. Bhutto, Chairman of the People's Party and Mian Mumtaz Daultana, President of the Council Muslim League, were not given any VIP treatment at London Airport.

The manageress of Airways Hotel today expressed deep regret over the incident and said that she had sacked the erring barman. She denied any racial discrimination on her hotel premises.

Morning News

6th November 1969

Mujib moves to new hotel

LONDON, Nov. 5 (APP): Awami League leader, Mr. Mujibur Rahman this morning moved to another hotel following an incident in his previous hotel involving a Pakistani student leader and a barman.

The management of the hotel apologised but Mr. Mujibur Rahman thought best to leave the premises to record his displeasure.

Hot words were exchanged between the student leader and the barman while the former was waiting to call on the Awami League leader. The barman was rude and used undignified language.

দৈনিক ইত্তেফাক

৭ই নভেম্বর ১৯৬৯

শনিবার ভোরে শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ (শুক্রবার) লণ্ডন ত্যাগ করিয়া আগামীকাল (শনিবার) ভোরে ঢাকা আসিয়া পৌঁছিবেন। গতকাল (বৃহস্পতিবার) বিকাল সোয়া ৪টায় লণ্ডন হইতে শেখ সাহেব টেলিফোনে আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদের সঙ্গে আলাপের সময় উপরোক্ত সময়সূচী জানান। শেখ সাহেব এই মর্মে দুঃখ প্রকাশ করেন যে, তাঁর আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি ইতিপূর্বের কোন বিমানে আসার সুযোগ নিতে পারেন নাই। শেখ মুজিব ঢাকার পরিস্থিতির উন্নতিতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া এইমর্মে আশা প্রকাশ করেন যে, সকল শ্রেণীর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সক্রিয় প্রচেষ্টায় শীঘ্রই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবে।

Morning News

7th November 1969

Mujib denies pact with Daultana, Yusuf Haroon

(From Our London Correspondent)

LONDON, Nov. 6: There is no truth whatsoever in the report published in a Karachi newspaper that I have met either Mr. Mumtaz Daultana and Mr. Yusuf Haroon in London or that my party or myself have entered into a secret alliance regarding constitutional issues said Sheikh Mujibur Rahman, Awami League Chief to Morning News in an exclusive interview yesterday morning at his London hotel.

Commenting on the news published in a section of Karachi Press (not Morning News) Sheikh Sahib said I even don't know where Mr. Daultana is staying in London or if Mr. Yusuf Haroon is here. There is no question of entering into secret or even open alliance or agreement with any political party or leader about constitutional or any other issue at least before elections are held in Pakistan.

He said: 'My party will fight and contest election on its own and under its own steam.'

Morning News

7th November 1969

Mujib satisfied at improvement of situation

(BY Our Staff Reporter)

Sheikh Mujibur Rahman, Awami League chief, expressed his satisfaction at the improvement of situation in Dacca and hoped that complete normality would be restored at the instance of overwhelming majority of saner elements in the society.

Sheikh Mujib had a telephonic conversation with the party Secretary Mr. Tajuddin yesterday. Sheikh Saheb regretted that in spite of his best efforts he could not avail himself of the earlier flights to return to Dacca.

আজাদ

৮ই নভেম্বর ১৯৬৯

ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তনের পর শেখ মুজিবের অভিযোগ : বৃটেনস্থ পুর্ব পাকিস্তানীদের প্রতি হাই কমিশনের উদাসীনতা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

শহরের সাম্প্রতিক গোলযোগের দরুন ইংলণ্ড সফর সংক্ষিপ্ত করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর গতকাল শনিবার বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের নিকট বলেন যে, বৃটেনে বসবাসকারী লক্ষাধিক পূর্ব পাকিস্তানীর সুখ-দুঃখ, সুযোগ-সুবিধা এবং সমস্যার প্রতি লণ্ডনস্থ পাকিস্তানী হাই কমিশনের ভুমিকা অত্যন্ত অগৌরবজনক।

অথচ এইসব পূর্ব পাকিস্তানী দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে চতুর্থ স্থান অধিকারী বলিয়া তিনি জানান।

তিনি বৃটেনে বসবাসকারী পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতি সুনজর দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন যে, বৃটেনে পাকিস্তানী হাই কমিশনের ৩ শত কর্ম্মচারীর মধ্যে মাত্র ২০ জন পূর্ব্ব পাকিস্তানীকে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছেন।

তিনি সর্বস্তরে এবং সর্বক্ষেত্রে শতকরা ৫৬ জন পুর্ব পাকিস্তানীর প্রতিনিধিত্ব দাবী করেন।

তিনি বলেন, আমরা সুদীর্ঘ ২২ বৎসরে অপেক্ষা করিয়াছি। আর অপেক্ষা করিতে রাজী নহি। তিনি বলেন যে, এই প্রশ্নে রাজনৈতিক নীতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

তিনি বলেন, 'ক্ষমতার লোভ আমার নাই। আমরা আমাদের ন্যায্য দাবীর জন্যই সংগ্রাম করিব এবং এই প্রশ্নে আমরা একটা সুনির্দিষ্ট সমাধান চাই।'

লণ্ডনে তিনি জনাব দৌলতান এবং জনাব ভূট্টো প্রমুখ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহিত দেশের পরিস্থিতি লইয়া কোন বৈঠকে মিলিত হইয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি জানান যে, তিনি কাহারও সহিত কোন বৈঠকে মিলিত হন নাই। এমনকি জনাব দৌলতানা ও জনাব ভুট্টো লণ্ডনের কোথায় অবস্থান করিতেছেন তাহাও তিনি জানেন না।

তিনি বলেন যে, বৃটেনে অবস্থানকালে তিনি কতিপয় স্থানে বক্তৃতা করেন, এবং ঢাকার গোলযোগের জন্য তাহাকে অন্যান্য সফরসূচী বাতেল করিয়া অবিলম্বে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিতে হয়।

Pakistan Observer

8th November 1969

Mujib returns today

KARACHI, Nov. 7:– Sheikh Mujibur Rahman, President of the Pakistan Awami League, is scheduled to arrive here from London early tomorrow morning. report APP.

After about a couple favours' stay at the Karachi airport the Awami League leader will fly to Dacca.

Sheikh Mujibur Rahman was on a tour of Britain since October 25 last.

Mr. Z. A. Bhutto Chairman of the Pakistan People's Party, is returning here on Sunday morning from his month-long tour of foreign countries, an announcement of the party said today.

দৈনিক পয়গাম

৮ নভেম্বর ১৯৬৯

শেখ মুজিবের অদ্য ঢাকা প্রত্যাবর্তন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য (শনিবার) ভোরে লণ্ডন হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন। উল্লেখযোগ্য যে, শেখ মুজিবর রহমান গত ২৫শে অক্টোবর লণ্ডন গমন করেন।

Pakistan Observer

9th November 1969

Mujib's advice : Merge with local people

An Observer report

Awami League leader Sheikh Mujibur Rahman on Saturday advised the mohajirs to merge with the local people. He was addressing a gathering at Mirpur while visiting the affected areas.

Earlier on his arrival from London he told the reporters at the airport "Of what happened I am sorry and everybody should be sorry."

He congratulated the people who tried to maintain peace during the disturbances.

Sounding a note of warning, the Awami League Chief said, "Those who started the disturbances should now come back to their senses." He cautioned the troublemongers, "They should know they are playing with fire."

The Sheikh demanded that those who were at the root of the troubles should be dealt with severely. Replying to a questioner, he added, "I want the culprits to be punished and not the innocents."

When asked whether he would form a peace committee. Sheikh Mujib said that the situation in the city was now normal and so peace committee was not necessary. He then emphatically added. "Our people know how to maintain peace."

Sheikh Mujibur Rahman said that "everybody knew who were at the root of the disturbances."

"Did the Government know?" he was asked.

The Awami League chief observed, "Of course, Government knew it, It took (the mischiefmongers) two months." He added that the Government "should have known what was going on."

Truck-load of people went to the airport to receive the Awami League leader.

He later visited the affected areas.

Flying the Awami League flag on his car he led a procession in five trucks, one bus and dozens of cars and motorcycles. He first went to the Rayerbazar tannery areas and met the family of the Awami League President of the locality. The local Awami League leader sustained a bullet injury during the disturbances. Then he went to the house of the Chairman of the Rayerbazar Union whose nephew was killed in the disturbances.

The Sheikh's procession drove through Mohammadpur. He did not stop there. After that he went to Mirpur and covered most of the area.

At Mirpur he first stopped at a mohajir relief camp at Section 2. He encouraged the people there to get back their morale.

Next he addressed a gathering at Section 12. He advised the gathering, "Forget you are mohajier or Bihari." He said that "there is no difference between Bengalee or mohajir." He appealed to the mohajers to merge with the local people and to adapt local way of life.

On the outskirt of Mirpur, Sheikh Mujib visited a relief camp that housed the local pepple who were uprooled from their homes during the disturbances. The procession then proneeded to Nalalpara and Tejgaon.

"Some arrangements should be made to look after their comfort, their difficulties and their problems."

In this connection be mentioned that though there were about one lakh East Pakistan now living in Britain there were only 20 East Pakistanis among the 300 officials in the High Commission.

When asked whether he demanded more East Pakistani officials in the High Commission, the Sheikh maintained that his demand would not be comfined to more increase in the number of East Pakistani officials in the High Commission, but his demand was so percent representation of East Pakistan in every sphere.

Sheikh Mujib said that he addressed two public meetings in Britin– at East England and at Buckingham. He added that he had to cut short his programme and cancel several meetings when he had heard the news of disturbances in Dacca. He said that he talked to some members of British parliaments, including his lawyer William Thomas, and discussed with them about the problems of the immigrants.

When asked whether he met or talked to Mian Mumtaz Daultana or Mr. Bhutto in London, he answered in the negative. He said neither he nor Mr. Daultana tried to meet each other. About Bhutto, he said, "I don't know where he is." He added that he was too much busy meeting the people there that he had no time to even think about these things. Then he asserted, "I don't believe in behind-the-scene politics. Our politics is clean."

Dawn

9th November 1969

Mujib demands severe Punishment for those : peace campaign on in affected areas

From MAHBUBUL ALAM

DACCA, Nov 8: The Awami league President Sheikh Mujibur Rahman, said today that the culprits responsible for the recent disturbances in city should be severely dealt with.

The Awami League chief, who returned here this morning after cutting short his stay in the UK, told reporters at the airport, he was sorry for what had happened here. He asked those who started the trouble to "come back to their senses". "They do not know they are playing with fire", the Sheikh said.

He lauded the peace efforts made by the people, including his own Partymen. He was happy that the situation had returned to normal. "Our people know how to maintain peace", he said.

Sheikh Mujib demanded punishment for those, responsible for creating disturbances. "I want the culprits to be punished and not the innocents", he said.

The Awami League leader shortly after his return to Dacca went out to visit the areas affected by the recent disturbances.

PEACE CAMPAIGN

Meanwhile different peace committees formed by the intellectuals, writers, lawyers and prominent citizens were keeping up their efforts to establish harmony and peace in the affected areas. Peace processions are being taken out everyday under the auspices of the peace committees. A peace meeting will be held tomorrow in the Bengali Academy under the auspices of the "Citizens peace Committee". After the meeting the members will take out a peace procession which will go round different areas of the city. (Unfinished).

দৈনিক ইত্তেফাক

৯ই নভেম্বর ১৯৬৯

উপদ্রুত অঞ্চলে শেখ মুজিব

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

এই সেদিনও অলেক্ষ্য থাকিয়া যাহারা সূতা টানিয়াছে, আর সে সূতার টানে মঞ্চে যাহারা পুতুল হইয়া নাচিয়াছে, তাহারা আজও মানুষের দৃষ্টির আড়ালে

কিন্তু তাহাদের সে উন্মত্ততা ও হানাহানিতে মানবতার যে লাঞ্ছনা ঘটিয়াছে, গতকাল (শনিবার) লণ্ডন হইতে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পর উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শনে গিয়া আওয়ামী লীগপ্রধান শেখ মুজিবর রহমান মীরপুর, মোহাম্মদপুর, রায়ের বাজার ও তেজগাঁর সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে তাহারই মূর্তিমান দৃশ্য অবলোকন করিয়া মুষড়িয়া পড়েন। সমগ্র ব্যাপারটিকে তিনি 'চেনা মুখের কারসাজি' বলিয়া অভিহিত করিয়া সংশ্লিষ্ট মহলকে আগুন লইয়া খেলার পরিমাণ সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দেন।

উপদ্রুত অঞ্চল সফরকালে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের অভাব-অভিযোগগুলি গভীর অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ করেন এবং সরকারের সহিত আলোচনা করিয়া সে-সবের প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন।

প্রথমে তিনি সাম্প্রতিক গোলযোগের সময় আহত ট্যানারী এলাকার আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব মুনসুর আহমদের বাসভবনে গমন করেন এবং সেখানে উপস্থিত শ্রমিকদের প্রতি শান্তি ও পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় নির্ভীকভাবে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা চালাইয়া যাইবার আহ্বান জানান।

ইহার পর তিনি গত রবিবার রায়ের বাজার এলাকায় গুলীতে নিহত মরহুম শাহজাহানের পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং অতঃপর তাঁহাদের প্রতি গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। তিনি সমগ্র মোহাম্মদপুর এলাকা পরিদর্শন করেন।

শেখ সাহেব মীরপুর ১নং সেকশন থেকে ১২নং সেকশন পর্যন্ত সমগ্র এলাকা ও আওয়ামী লীগ কর্তৃক পরিচালিত সাহায্য শিবিরগুলিও পরিদর্শন করেন। ১১নং সেকশনে উদ্বাস্তু এলাকায় এক সমাবেশে উদ্বাস্তুদের উদ্দেশ করিয়া তিনি বলেন যে, ২০ বছর পরে তাঁহারা আর মোহাজের নন। তাহারা এক্ষণে এ প্রদেশের আলো হাওয়ায় বাঁচিতেছেন। ইহাই তাঁহাদের এখন আবাসভূমি। তিনি তাঁহাদের এ প্রদেশের অন্যান্য বাসিন্দার সহিত একাত্ম হইয়া থাকিতে এবং নিজেদের দাবী মনে করিয়া এ প্রদেশবাসীর ন্যায্য মৌলিক অধিকারের দাবী-দাওয়ার প্রতি সমর্থন জানাইবার আহ্বান জানান।

প্রদেশের অন্যান্য বাসিন্দাদের প্রতি তিনি বাঙালী-অবাঙালী, হিন্দু-মুসলমান সকল প্রকারের ভেদাভেদ ভুলিয়া গিয়া মানুষের মত মানুষ হইয়া ভাই ভাই হিসাবে বসবাস করার আহ্বান জানান।

তিনি ইহার পর মীরপুর এতিমখানাস্থ আওয়ামী লীগের সাহায্য শিবির পরিদর্শন করেন। এ সময় এতিমখানা, মীরপুর মাজার ও টালী কারখানা এলাকার জনগণ শেখ সাহেবের নিকট বিভিন্ন অভিযোগ পেশ করেন। জবাবে তিনি তাঁহাদের নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্তদের একটি তালিকা প্রণয়ন করিতে বলেন এবং উচ্চতর কর্তৃপক্ষের সহিত তিনি তাহাদের অভিযোগাদির ব্যাপারে আলোচনা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন।

এই সফরকালে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীনসহ অন্যান্য নেতাও বিপুল সংখ্যক কর্মী শেখ সাহেবের সাথে ছিলেন।

পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব কামরুজ্জামান, প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমেন, পশ্চিম পাকিস্তানের বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মঞ্জুরুল হক প্রমুখ নেতা শেখ মুজিবের সহিত উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শন করেন।

ব্রাদার হুডের উদ্যোগে শান্তি মিছিল

আজ (রবিবার) বেলা দশ ঘটিকায় পাকিস্তান ব্রাদার হুডের কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির উদ্যোগে ঢাকা নবাববাড়ী প্রাঙ্গণ হইতে একটি শান্তি মিছিল বাহির করা হইবে। মিছিলটি ঢাকা শহরের বিভিন্ন রাজপথ প্রদক্ষিণ করিয়া জনসাধারণের প্রতি সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের আবেদন জানাইবেন।

শান্তি সমাবেশ

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া গ্রুপ) কেন্দ্রীয় সম্পাদক মণ্ডলী আজ (রবিবার) সকাল ৯টায় বাংলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিতব্য নাগরিক শান্তি সমিতির শান্তি সমাবেশ ও শান্তি মিছিলকে সফল করিয়া তোলার জন্য সকল ছাত্র ও জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

খেলাফতে রব্বানী পার্টির শান্তি মিছিল

গতকাল (শনিবার) খেলাফতে রব্বানী পার্টির উদ্যোগে মীরপুর এলাকায় শান্তি মিছিল বাহির করা হয়।

Morning News

9th November 1969

Culprits be punished, not innocents : Mujib

(By Our Staff Reporter)

AWAMI LEAGUE CHIEF SHEIKH MUJIBUR RAHMAN SAID YESTERDAY THAT THE PERSONS RESPONSIBLE FOR THE DISTURBANCES SHOULD BE SEVERELY DEALT WITH HE SAID "I WANT THE CULPRITS TO BE PUNISHED AND NOT THE INNOCENT."

Sheikh Sahib who was talking to newsmen on his arrival from London said he was sorry for what had happened in Dacca and added "everybody is sorry".

He said he was happy to see that the people had tried to work for maintaining peace in the city. He said "those who started the trouble now come back to their senses".

He said the people know "the Government also knows" who was responsible for the trouble. He said the trouble was brewing for about two months. "They (Government) should know what is going on in the country."

Sheikh Saheb said, he did not meet either Mr. Daultana or Mr. Z. A. Bhutto during his stay in London. "I have not met Mr. Daultana. Mr. Daultana also did not try to meet me" he said.

Most of the time he was outside London talking to people, he added. He also said he did not even know if Mr. Bhutto was in England at that time.

PAK IMMIGRANTS

Commenting on the plight of Pakistani immigrants in Britain, Sheikh Sahib said "they are somehow living". He complained that the Pakistani High Commission in England was not looking after the interest of the Pakistanis properly. He said that some arrangements should be made to look after their problems and difficulties".

Sheikh Mujibur Rahman pointed out that there were only 20 or so Bengali officials out of 300 in the Pakistani High Commission. He said there were about one lakh Bengali immigrants living in Britain. He said that there should be at least 56 per cent representation of the Bengalies in the High Commission.

The Awami League leader said that after hearing about the disturbances in Dacca he had to curtail his stay in Britain and rush back home. He told a questioner that he had been invited by the Pakistanis to visit Britain again.

In reply to a question he said that during his brief stay in Britain he met some British officials in connection with the problems of the Pakistani immigrants. He denied meeting the British Foreign Secretary. He also met Mr. Thomas Williams who was his lawyer during the Agartala conspiracy case.

দৈনিক পয়গাম

৯ নভেম্বর ১৯৬৯

ঢাকার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে শেখ মুজিব : দুষ্কৃতিকারীদের কঠোর শাস্তি দিতে হইবে আমি যখন সংগ্রাম করি, তখন পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যও করি

ঢাকা, ৮ই নভেম্বর।– পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে বলেন যে, শহরে সাম্প্রতিক গোলযোগ সৃষ্টির জন্য যাহারা দায়ী তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি দেওয়া উচিত।

বৃটেনে ১২ দিন ব্যাপী সফর শেষে আজ এখানে প্রত্যাবর্তনের পর বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের সহিত আলোচনাকালে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর জন্য তিনি দুঃখিত। তিনি বলেন, শুধু আমি নই, প্রতিটি ব্যক্তিই এ ব্যাপারে দুঃখিত।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, গোলযোগের সময় জনসাধারণ এবং তাঁহার দলীয় লোকজন শান্তি রক্ষার কাজে আগাইয়া আসিয়াছেন দেখিয়া তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

শান্তি কমিটি গঠন সম্পর্কে এক প্রশ্নে জবাবে শেখ সাহেব বলেন, শহরের বর্তমান অবস্থা স্বাভাবিক। কি করিয়া শান্তি করিতে হয়, আমাদের জনসাধারণ তাহা জানে।

তিনি বলেন, যাহারা গোলযোগ সৃষ্টি করিয়াছিল এখন তাহাদের চৈতন্যোদয় হওয়া উচিত। তাহারা জানে না যে, তাহারা আগুন লইয়া খেলা করিতেছে।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা অপরাধীদের শাস্তি চাই–নিরীহদের নয়।

ঢাকার গোলযোগের বিষয় উল্লেখ করিয়া শেখ সাহেব বলেন, প্রায় দুইমাস যাবৎ এই ধরনের গোলযোগ পাকাইয়া উঠিতেছিল এবং সকলেই এ ব্যাপারে অবগত ছিল। তিনি বলেন, এমনকি সরকার পর্যন্ত জানেন, এই গোলযোগের জন্য দায়ী ব্যক্তি কাহারা। তিনি আরও বলেন, সরকারের জানা উচিত কি ঘটিতেছে।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, গোলযোগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা তিনি পরিদর্শন করিবেন। এছাড়া সাহায্য শিবিরে এখন পর্যন্ত যাহারা দুঃখকষ্ট ভোগ করিতেছে এবং যাহারা আহত অবস্থায় হাসপাতালে রহিয়াছে তাহাদেরও তিনি দেখিতে যাইবেন।

দৈনিক পয়গাম

৯ নভেম্বর ১৯৬৯

মুজিব-টমাস উইলিয়াম বৈঠক

লণ্ডনে অবস্থানকালে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মজিবর রহমান বৃটিশ আইনজীবী মিঃ টমাস উইলিয়ামের সহিত সাক্ষাৎ করেন। উল্লেখযোগ্য যে, মিঃ উইলিয়াম আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মজিবের কৌসুলী ছিলেন। যুক্তরাজ্যে ১২ দিন ব্যাপী সফর শেষে অদ্য এখানে প্রত্যাবর্তনের পর সাংবাদিকদের নিকট তিনি বলেন যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আমার কৌসুলী মিঃ টমাস উইলিয়ামের সংগে আমি লণ্ডনে সাক্ষাৎ করিয়াছি।

সংবাদ

৯ই নভেম্বর ১৯৬৯

শেখ মুজিবের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন : ঢাকার গোলযোগের সহিত জড়িত প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ঢাকার সাম্প্রতিক গোলযোগের জন্য দায়ী প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। লণ্ডন সফর শেষে ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পর বিমান বন্দরে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (শনিবার) একথা বলেন। শেখ মুজিব ঢাকা বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের জানান যে, সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর জন্য তিনি নিজে অত্যন্ত দুঃখ বোধ করিতেছেন এবং প্রত্যেকেরই দুঃখিত হওয়া উচিত। তিনি বলেন, তাঁহার দলের কর্মীসহ জনসাধারণ শান্তি বজায় রাখার জন্য যে প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন তজ্জন্য তিনি সুখী হইয়াছেন।

শেখ মুজিব বলেন, "শহরে পরিস্থিতি বর্তমানে স্বাভাবিক। আমাদের জনসাধারণ জানেন যে, কি করিয়া শান্তি বজায় রাখিতে হয়।" তিনি বলেন, "যাহারা হাঙ্গামার সূত্রপাত করিয়াছে তাহাদের এক্ষণে চেতনা ফিরিয়া আসা উচিত। তাহাদের স্মরণ থাকা উচিত যে, তাহারা আগুন লইয়া খেলা করিতেছে।"

শেখ মুজিব বলেন, "আমি আশা করি যে, সত্যিকার যাহারা দোষী তাহারাই শাস্তি লাভ করিবে।"

বিমান বন্দরে সাম্প্রতিক হামলার কথা উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, প্রায় দুইমাস পূর্ব হইতে গোলযোগ পাকাইয়া তোলা হইতেছিল। একথা সকলেই জানে।

তিনি বলেন যে, হাঙ্গামার জন্য কাহারা দায়ী এমন কি সরকারও তাহা জানে। সরকারের জানা উচিত কোথায় কি চলিতেছে, না চলিতেছে।

শেখ মুজিব জানান যে, তিনি উপদ্রুত এলাকা সফর করিবেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত ও আহতদের অবস্থা পরিদর্শনের জন্য তিনি রিলিফ ক্যাম্প ও হাসপাতাল পরিদর্শন করিবেন।

সকল পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানীদের ৫৬% ভাগ প্রতিনিধিত্ব চাই

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অভিযোগ করিয়া বলেন যে, লণ্ডনস্থ পাকিস্তানী হাই কমিশন বৃটেনের প্রবাসী পূর্ব পাকিস্তানীদের যথাযথ যত্ন লইতেছেন না। তিনি বলেন, "তাহাদের সুবিধা ও অসুবিধার প্রতি লক্ষ রাখার জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা করা উচিত।"

শেখ মুজিব জানান যে, হাইকমিশনের তিনশত কর্মচারীর মধ্যে কেবলমাত্র ২০ জন বাঙ্গালী রহিয়াছে। অথচ বৃটেনে প্রায় এক লক্ষ বাঙ্গালী বসবাস করে। এক প্রশ্নের উত্তরে শেখ মুজিব বলেন যে, তাঁহার দাবী কেবলমাত্র হাইকমিশনে বাঙ্গালী কর্মচারী বৃদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে না এবং সকল পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানীদের শতকরা ৫৬ ভাগ প্রতিনিধিত্ব কায়েমই তাঁহার দাবী। তিনি বলেন, "আমরা গত বিশ বৎসর যাবৎ এই দাবী জানাইয়া আসিতেছি।"

তিনি বলেন, "আমি কেবলমাত্র পূর্ব পাকিস্তানীদের জন্য সংগ্রাম করি না। আমি পশ্চিম পাকিস্তানীদের জন্যও সংগ্রাম করিতেছি। সুতরাং আমি পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিটের বিরোধিতা করিয়া থাকি।" আন্তঃপ্রাদেশিক বৈষম্য দূর হইতেছে বলিয়া সরকারী মহল হইতে যে দাবী জানান হইয়া থাকে সে সম্পর্কে শেখ মুজিব বলেন, আমরা বাস্তবে ইহা চাই। কেবলমাত্র বিবৃতিতে আমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না।

শেখ সাহেব জানান যে, ঢাকার হাঙ্গামার সংবাদ লাভের পর তিনি তাঁহার বৃটেন সফরের কর্মসূচী বাতিল করেন। মানচেষ্টার ও অন্যান্য কতিপয় স্থানে পাকিস্তানীদের সভায় যোগদানের কর্মসূচী তাঁহাকে বাতিল করিতে হইয়াছে। তিনি বলেন যে, তিনি কতিপয় পার্লামেন্ট সদস্যসহ বৃটিশ নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং তথাকার প্রবাসী পাকিস্তানীদের সমস্যাবলী লইয়া আলোচনা করিয়াছেন।

ভুট্টো ও দওলতানার সহিত দেখা হয় নাই

এক প্রশ্নের উত্তরে আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, বৃটেনে অবস্থানকালে মিয়া মমতাজ দওলতানা ও জেড, এ, ভুট্টোর সহিত তাঁহার কোন সাক্ষাৎ হয় নাই। তিনি বলেন যে, দওলতানা বা ভুট্টো কেহই তাঁহার সহিত সাক্ষাতের চেষ্টা করেন নাই। দওলতানা কোথায় আছেন তাহাও তিনি জানেন না। তিনি বলেন যে, ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁহার পক্ষের বৃটিশ কৌসুলি টমাস উইলিয়ামসের সহিত তিনি সাক্ষাৎ করেন।

করাচী হইতে এপিপি পরিবেশিত খবরে উল্লেখ করা হয় যে, করাচী বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের সহিত আলোচনাকালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার বৃটেন সফরকালে কেবলমাত্র মাহমুদাবাদের রাজা সাহেব ব্যতীত অন্য কোন পাকিস্তানী রাজনীতিবিদের সহিত তাঁহার দেখা হয় নাই।

জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো এক্ষণে লণ্ডনে আছেন। তাঁহার সহিত দেখা হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হইলে শেখ মুজিব বলেন যে, জনাব ভুট্টো

কোথায় আছেন তিনি তাহা জানেন না। পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক দাঙ্গা ও গোলযোগের তিনি নিন্দা করেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হইলে শেখ মুজিব বলেন যে, তিনি পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া এই ব্যাপারে তিনি কোন কিছুই বলিতে চাহেন না।

ভোটার ফরম উর্দু ও বাংলা উভয় ভাষায় হওয়া উচিত বলিয়া পূর্ব পাকিস্তানের কিছু লোক যে দাবী জানাইয়াছে তিনি উহা সমর্থন করেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলে শেখ মুজিব বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ না করিয়া কোন মন্তব্য তিনি করিতে পারিতেছেন না।

সংবাদ

৯ই নভেম্বর ১৯৬৯

উপদ্রুত এলাকায়

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

লণ্ডন সফর শেষে এখানে আগমনের পর আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল শহরের সাম্প্রতিক হাঙ্গামায় উপদ্রুত এলাকা সফর করেন। তিনি উপদ্রুত অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের সহিত আলাপ করেন এবং ব্যক্তিগতভাবে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন। তিনি সমাজ বিরোধী ও গণতন্ত্র বিরোধী শক্তিসমূহের অশুভ চক্রান্তের মুখে উত্তেজিত না হওয়ার উপদেশ দেন। তিনি বলেন যে, দেশে গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে নস্যাৎ করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই সকল সমাজ বিরোধী ও গণতন্ত্র বিরোধী অশুভ শক্তি তৎপর হইয়া উঠিয়াছে।

আওয়ামী লীগ পরিবেশিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, শেখ মুজিব যখন শহরের উপদ্রুত এলাকা সফরে যান তখন হাজার হাজার লোক তাঁহাকে হর্ষধ্বনির মাধ্যমে অভিনন্দিত করেন এবং যে কোনমূল্যের বিনিময়ে শান্তি বজায় রাখার সংকল্প প্রকাশ করেন।

শেখ মুজিব এই মর্মে আশ্বাস দান করেন যে, তাঁহার পার্টি ক্ষতিগ্রস্তলোকদের সাহায্য দানের কাজ অব্যাহত রাখিবেন। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব কামরুজ্জামান, করাচী আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সভাপতি শেখ মঞ্জুরুল হক এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমেদসহ আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মিগণ শেখ সাহেবের সহিত উপদ্রুত এলাকা সফর করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১০ই নভেম্বর ১৯৬৯

শেখ মুজিব সকাশে ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্মচারী প্রতিনিধিদল

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের এক প্রেস রিলিজে প্রকাশ, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্মচারীদের একটি প্রতিনিধিদল গতকাল (রবিবার) সকালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তাহার বাসভবনে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধিদল কর্মচারীদের ৩২-দফা দাবী আদায়ের জন্য বর্তমানে তিন হাজারেরও বেশী কর্মচারী সরকারের নিকট যে দাবী জানাইতেছে তৎসম্পর্কে তাঁহাকে অবহিত করেন। প্রতিনিধি দল তাঁহাকে জানান যে, বর্তমানে পেশকৃত ৩২-দফা দাবী চলতি সালের ৮ই মার্চ একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে ওয়াপদা কর্তৃপক্ষ মানিয়া লইয়াছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান ধৈর্য সহকারে তাঁহাদের বক্তব্য শ্রবণ করেন এবং তাঁহাদের ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টার আশ্বাস দেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১১ই নভেম্বর ১৯৬৯

শেখ মুজিব স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিতে সক্ষম : মওলানা কাদরী

করাচী, ১০ই নবেম্বর– পূর্ব পাকিস্তানে স্থায়ী শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হওয়ার জন্য আজ মজলিসে ওলামায়ে পাকিস্তানের সভাপতি মওলানা আসাদুল কাদরী আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবরের প্রতি আহ্বান জানান।

এক বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, 'পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রতিক গোলযোগ সম্পর্কে শেখ মুজিব লণ্ডন ও করাচীতে অত্যন্ত সুস্থ অভিমত প্রকাশ করেন। এক্ষণে নিজের অভিমতের বাস্তবরূপ দানের জন্য তিনি কিভাবে তাঁহার রাজনৈতিক প্রভাব প্রয়োগ করিবেন তাহা দেখার জন্য পাকিস্তানের জনগণ প্রতীক্ষা করিতেছে।'

মওলানা কাদরী বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রভাব বিদ্যমান বলিয়া সেখানে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে তিনি সাহায্য করিতে সক্ষম। –এপিপি

Morning News

11th November 1969

Electricity workers deputation calls on Sheikh Mujib

A deputation of some of the representatives of Dacca Electric Supply Workers Union met Sheikh Mujibur Rahman at his residence on Sunday, reports PPI.

The representatives apprised him of the demands and grievances which had been put in a 32-point charter of demands for which at present more than 3,000 workers are pressing the Government. They also told him that all this 32-point demand now placed before the authority were accepted by the authority on March 8 in a tripartite conciliation body.

Sheikh Mujibur Rahman gave a patient hearing to the problems of the workers and assured the representatives to do his best for the realisaton of their legitimate demands.

Morning News

11th November 1969

Mujib's view welcomed

KARACHI, Nov. 10 (PPI): Maulana Asadul Qadri, President, Majlis-e-Ulema-i-Pakistan today welcomed the healthy views expressed by Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman regarding the recent disturbances in Dacca and said the people of Pakistan are "now looking up to him how he uses his political power to give practical shap to give practical shape to his views".

In a Press statement the Maulana said:

"At a time when the administrative machinery has signally failed to quell the riots at the very root we have no option but to look up to political leaoers Mr. Mujib yields prominent political sway in East Pakistan and he is in a position to contribute a lot towards permanent peace and harmony in hat province. We all wait to see whether he lives up to his words and how soon".

দৈনিক পাকিস্তান

১১ই নভেম্বর ১৯৬৯

লণ্ডন সফর সম্পর্কে শেখ মুজিব

করাচী, ৮ই নবেম্বর (এপিপি)– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে বলেন যে, লণ্ডন সফরকালে তিনি মাহমুদাবাদের রাজা সাহেব ছাড়া আর কোনও পাকিস্তানী রাজনীতিবিদের সাথে সাক্ষাৎ করেননি।

লন্ডন থেকে ঢাকা ফেরার পথে করাচী বিমানবন্দরে স্বল্পকাল অবস্থানকালে সাংবাদিকদের সাথে শেখ সাহেব আলাপ করছিলেন।

তিনি বলেন যে, বৃটেনে বন্ধুবান্ধবদের সাথে তিনি দেখা করেছেন এবং কয়েক স্থানে জনসভায় ভাষণ দিয়েছেন। মাহমুদাবাদের রাজা সাহেব ছাড়া

আর কোন পাকিস্তানী রাজনীতিবিদের সাথে তিনি দেখা করেননি। কোন রকমের রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে শেখ সাহেব জানান যে, পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে কোন রকমের রাজনৈতিক আলোচনা তাঁর হয়নি।

লন্ডনে অবস্থানকারী জেড এ ভুট্টোর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে কিনা জানতে চাওয়া হলে শেখ সাহেব জানান যে, ভুট্টো কোথায় আছেন, তা তিনি জানেন না।

শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, লন্ডনে অবস্থানকালে ঢাকার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সর্বদা তাঁর দলীয় লোকদের সাথে যোগাযোগ রেখেছেন। ভোটার ফরম বাংলা ও উর্দুতে করার জন্য এক শ্রেণীর নাগরিক যে দাবী জানিয়েছেন, তা তিনি সমর্থন করেন কিন্তু জানতে চাওয়া হলে শেখ সাহেব সাংবাদিকদের এর উত্তরে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণ ব্যতীত এ সম্পর্কে তিনি এই মুহূর্তে কোন মন্তব্য করতে অপারগ।

শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর কন্যাসহ যুক্তরাজ্য সফর শেষে করাচী বিমানবন্দরে এসে পৌঁছুলে স্থানীয় আওয়ামী নেতা ও কর্মীরা তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

Morning News
12th November 1969
Mujib calls on Asghar

Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League leader, yesterday called on Air Marshal Asghar Khan at Hotel Purbani where the PDP leader had been staying reports APP.

After the meeting lasting about two hours, the Awami League leader told newsmen his visit was a "courtesy call", adding that "we are good friends."

Asked if they discussed political situation he said: "No politics, friendship is above politics."

দৈনিক পয়গাম
১২ নভেম্বর ১৯৬৯
মুজিবের প্রতি কাদরী : পূর্ব্ব পাকিস্তানে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করুন

করাচী, ১০ই নভেম্বর।– মজলিস-ই-উলেমা-ই-ইসলামের সভাপতি মওলানা আযাদুল কাদরী পূর্ব পাকিস্তানে স্থায়ী শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপনের ব্যাপারে নজর দেওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি আহবান জানান।

এক বিবৃতিতে মওলানা সাহেব বলেন যে, শেখ সাহেব লণ্ডনে অবস্থানকালে পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক গোলযোগ সম্পর্কে অত্যন্ত সুস্থ মতামত ব্যক্ত করিয়াছে।

তিনি বলেন, শেখ সাহেব তাহার মতামতকে বিশেষ রূপদান করার জন্য কিভাবে তাহার রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করেন, উহা দেখার জন্য পূর্ব পাকিস্তানবাসী এখন তাহার প্রতি তাকাইয়া আছেন।

বিবৃতিতে তিনি আরও বলেন, শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানে বিশেষ রাজনৈতিক নেতার আসন অর্জন করিয়াছেন। সুতরাং তিনি সেখানে স্থায়ী শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপনের ব্যাপারে নজর দিতে পারেন। –এপিপি

দৈনিক পয়গাম
১৩ নভেম্বর ১৯৬৯
মুজিব-আসগর সাক্ষাৎকার

ঢাকা, ১২ই নভেম্বর।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মজিবর রহমান অদ্য হোটেল পূর্বাণীতে পিডিপি নেতা এয়ার মার্শাল আসগর খানের সহিত সাক্ষাৎ করেন। দুই ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক শেষে আওয়ামী লীগ নেতা সাংবাদিকদের বলেন যে, তিনি তাঁহার সহিত সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হইয়াছেন। শেখ মজিব বলেন, আমরা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু।

তাঁহাদের মধ্যে বৈঠককালে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হইলে শেখ মজিবর রহমান বলেন, কোন রাজনীতি নয়, বন্ধুত্ব রাজনীতির উর্ধ্বে।

আজাদ
১৫ই নভেম্বর ১৯৬৯
সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিব : শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে নীতি পরিবর্তিত হয় নাই
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল শুক্রবার বলেন যে, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের যে কোন প্রচেষ্টা আওয়ামী লীগ প্রতিহত করিবে। দৈনিক আজাদ প্রতিনিধির সহিত এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিবর রহমান আরও বলেন যে, শাসনতন্ত্র সম্পর্কে তাঁহার দলের ঘোষিত নীতির কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

তিনি বলেন যে, সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে গণপরিষদ গঠন করিয়া এই গণপরিষদের উপর শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পণ করাই গণতান্ত্রিক নীতি। তিনি বলেন যে, এই গণপরিষদ একই সঙ্গে আইন পরিষদ হিসাবেও কাজ করিবে।

Morning News
15th November 1969
Mujib to tour W. Wing after Eed-ul-Fitr

Sheikh Mujibur Rahman, Chief of the Awami League, will undertake an extensive tour all over West Pakistan shortly after the Eed-ul-Fitr festival.

Sheikh Mujibur Rahman told PPI yesterday morning that he would particularly cover former provinces of NWFP, Sind and Baluchistan. He will pay visit to Lahore also.

During his visit the Sheikh will organise his party to put it on a sound footing in West Pakistan.

He will address party workers and meet cross-section of people in these places.

দৈনিক পাকিস্তান
১৫ই নভেম্বর ১৯৬৯
মুজিব পশ্চিম পাকিস্তান সফরে যাবেন

আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আগামী ঈদের পর পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকা ব্যাপকভাবে সফর করবেন। শেখ মুজিবর রহমান গতকাল শুক্রবার পিপিআই প্রতিনিধিকে বলেন যে, এই পর্যায়ে তিনি বিশেষভাবে সাবেক সীমান্ত সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের এলাকাই সফর করবেন। তবে তিনি লাহোরও যাবেন বলে উল্লেখ করেন। সফরকালে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে দল সংগঠন করবেন। শেখ সাহেব বিভিন্ন স্থানে কর্মী সভায় বক্তৃতা করাসহ সব শ্রেণীর জনসাধারণের সাথে দেখা করবেন।

সংবাদ
১৬ই নভেম্বর ১৯৬৯
শেখ মুজিবের পশ্চিম পাকিস্তান সফর

ঢাকা, ১৪ই নভেম্বর (পিপিআই)।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ঈদুল ফেতরের পর পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক সফর করিবেন। শেখ মুজিবর রহমান আজ সকালে পিপিআই প্রতিনিধিকে বলেন যে, তিনি প্রধানতঃ সাবেক উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান সফর করিবেন। তিনি লাহোরও সফর করিবেন।

আওয়ামী লীগ নেতা দলীয় কর্মী সমাবেশে বক্তৃতা করিবেন ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সহিত মিলিত হইবেন।

Morning News
17th November 1969
No dilly-dallying with Rooppur : says Mujib

The East Pakistan Awami League today urged the Government to complete without any more dilly-dally the Rooppur Nuclear Project in view of the lack of other power potentials in East Pakistan.

A party Press release said that the working committee of the party which met in Dacca yesterday with Sheikh Mujibur Rahman, the chief of the All Pakistan Awami League, also demanded that work be started on the construction of a bridge over the Jamuna River as a "priority project" with a view to providing facilities for easy contacts with the northern districts of East Pakistan.

The working committee took serious view of the reported 60 per cent financial shortfall in respect of East Pakistan Project under the Third Five-Year Plan and urged upon the Government to complete the outstanding project work in the province under the Third Plan independently of the allocation made for East Pakistan under Fourth Plan.

A resolution adopted by the working committee said that "The reported strained activities for launching the Fourth Plan would evince no interest to East Pakistanis when 60 percent of the project work remained outstanding under the previous plant."

Morning News
17th November 1969
Polls before April : urges AL
(By Our Staff Reporter)

The Working Committee of the East Pakistan Awami League yesterday asked the Government to hold general elections in the country by April 1970.

The Working Committee meeting held under the presidentship of party chief Sheikh Mujibur Rahman, urged the Government to make immediate arrangements to hold direct elections on the basis of population.

The elected federal legislature will function within a federal parliamentary structure both as legislature and the Constituent Assembly.

The party also demanded withdrawal of all restrictions on political activities and holding of public meetings in the open. It also urged the release of all political prisoners and withdrawal of all warrants of arrests issued against politicos.

The Working Committee expressed the view that the problems facing the country could be solved only by the elected representatives of the people. The meeting also reaffirmed the policy statement of the party chief Sheikh Mujibur Rahman suggesting for devising of machinery for immediate transfer of power to the people and framing a constitution representing the will and consensus of the people.

The Working Committee observed that the basic political, economic and constitutional issues which the people sought to resolve at a tremendous sacrifices over the years, culminating into the great country-wide popular upsurge, still confronted the country in a wider dimension. The run of the emerging events do not beckon bright prospect of their early solution. The multiplying problems of common men peasants, workers, students, low income earners and vast multitude of toiling masses were everyday mounting in gigantic proportion, the meeting further viewed.

দৈনিক পয়গাম

১৭ নভেম্বর ১৯৬৯

সরকারের প্রতি পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ : আগামী এপ্রিলের মধ্যে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করুন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ফেডারেল আইন পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণার জন্য গতকল্য (রবিবার) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। এই আইন পরিষদই গণ পরিষদেরও দায়িত্ব পালন করিবে।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মজিবর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় গতকল্য (রবিবার) উপরোক্ত দাবী জানান হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি আগামী '৭০ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সকল ব্যবস্থ সম্পন্ন করার দাবী জানান।

ওয়ার্কিং কমিটির উক্ত সভায় গোল টেবিলের বৈঠকের পরবর্তী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সমস্যার উপর আলোচনা করা হয়।

দেশের ক্রমবর্ধমান খাদ্য সমস্যার ব্যাপারে সভায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও স্বল্প আয়ের কর্মচারীদের দৈনন্দিন সমস্যাবলী

আলোচনা শেষে সভায় মত প্রকাশ করা হয় যে কেবলমাত্র নির্বাচনের শেষে জনপ্রতিনিধিগণই ঐসকল সমস্যার সমাধান করিতে পারেন। পূর্ব পাকিস্তানে বর্তমানে দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করিতেছে বলিয়া সভায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং গ্রামাঞ্চলে আংশিক রেশনিং ব্যবস্থা চালুর জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানান হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন কর্মসুচীতে শতকরা ৬০ ভাগ অর্থ কম পাওয়ায় উক্ত সভায় ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলা হয় যে, এই পরিকল্পনায় অর্থাভাবে প্রদেশের উন্নয়ন ব্যাহত হওয়ার মূলতঃ ৪র্থ পরিকল্পনায়ও প্রদেশের কোন প্রকৃত উন্নয়ন হইবে না। রূপপুর প্রকল্প সত্বর বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সভার পক্ষ হইতে জোর দাবী জানান হয়।

ওয়ার্কিং কমিটির উক্ত সভায় সাম্প্রতিক গোলযোগ দমনের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষীয় ব্যবস্থার সমালোচনা করা হয়।

দীর্ঘ বাইশ বৎসর পরও মোহাজেরগণ স্থানীয় জনসাধারণের সহিত একাত্ম হইতে না পারায় সভায় দুঃখ প্রকাশ করা হয়।

সভায় উল্লেখ করা হয় যে, পূর্বেও কয়েকবার বাংলায় ভোটার লিষ্ট প্রণয়ন করা হইয়াছে। কিন্তু এই বারের মত প্রতিবাদ কখনো উঠে নাই।

বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও উহা লইয়া গোলযোগ সৃষ্টির পিছনে যাহারা রহিয়াছে তাহাদের খুজিয়া বাহির করিয়া উপযুক্ত শাস্তি দানের জন্য ওয়ার্কিং কমিটির উক্ত সভায় দাবী জানান হয়।

আজাদ

১৮ই নভেম্বর ১৯৬৯

সিন্ধী ছাত্রদের অনশন : শেখ মুজিবের উদ্বেগ

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল সোমবার এক বিবৃতিতে কাজী ফয়েজ মোহাম্মদ ও অন্যান্য কতিপয় সিন্ধী ছাত্রের আমরণ অনশন ধর্মঘটে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

সিন্ধি ভাষায় ভোটার ফরম সরবরাহ পশ্চিম পাকিস্তানের সাবেক প্রদেশসমূহ পুনর্বহাল প্রভৃতি দাবীর প্রতি আওয়ামী লীগের পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করিয়া শেখ সাহেব বলেন যে, রাজনৈতিক প্রশ্ন রাজনৈতিক পথেই মীমাংসা করিতে হইবে। তিনি অনশনরত নেতাদের অবিলম্বে অনশনব্রত ভঙ্গ করার আহ্বান জানান।

এই ব্যাপারে শেখ সাহেব জনাব জি এম সাঈদসহ বহু নেতার নিকট তারবার্তাও প্রেরণ করিয়াছেন।

Pakistan Observer
18th November 1969
Mujib's support

Meanwhile in Dacca Sheikh Mujibur Rahman, President, All Pakistan Awami League expressed grave concern over the hunger strike unto death by Qazi Faiz Mohammad and students of Sind for the achievement of certain basic rights.

While expressing his party's full support for those demands, namely supply of voters enrolment form in Sindhi and restoration of former provinces in West Pakistan, he appealed to Qazi Saheb, Lala Kadir and the students to break hunger immediately and fight politically for the achievement of these objectives.

আজাদ
২০শে নভেম্বর ১৯৬৯
পরীক্ষার ফল প্রকাশ প্রসঙ্গ : প্রেসিডেন্টের নিকট শেখ মুজিবের তার
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

বাংলায় পরীক্ষা দানকারী পশ্চিম পাকিস্তানের তিনশত বাঙ্গালী ছাত্রের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের হস্তক্ষেপ কামনা করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান এক তারবার্তা প্রেরণ করিয়াছেন।

গতকাল প্রেসিডেন্টের নিকট প্রেরিত উক্ত তারবার্তায় শেখ মুজিব বলিয়াছেন যে, "পশ্চিম পাকিস্তানের তিনশত বাঙ্গালী ছাত্র বিএ পরীক্ষার বাংলায় জবাবদান করিয়াছে। তাহাদের পরীক্ষার ফলাফল স্থগিত রাখা হইয়াছে। তাহাদের ফলাফল প্রকাশের ব্যাপারে আপনার হস্তক্ষেপ কামনা করি।"

ছাত্রদের অনশনের হুমকি

গতকাল বুধবার করাচী হইতে পিপিআই পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব পাকিস্তানী ছাত্রগণ এই মর্ম্মে হুমকি দিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় যদি তিনশত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রের "উইথহেল্ড" করা পরীক্ষার ফল আজিকার মধ্যে প্রকাশ না করে তবে তাহারা আগামীকাল হইতে অনশন ধর্ম্মঘট শুরু করিবেন।

গত সোমবার পূর্ব পাকিস্তানী ছাত্র ইউনিয়নের করাচী শাখার এক জরুরী সভায় উপরোক্ত মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সংবাদ
২১শে নভেম্বর ১৯৬৯
পূর্ব পাকিস্তানী ছাত্রদের পরীক্ষার ফল উইথহেল্ড : শেখ মুজিবের উদ্বেগ প্রকাশ
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পশ্চিম পাকিস্তানে যে সকল ছাত্র বি এ পরীক্ষায় বাংলায় উত্তর প্রদান করিয়াছিল তাহাদের পরীক্ষার ফল উইথহেল্ড রাখায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গত বুধবার প্রেসিডেন্ট জনাব আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার নিকট প্রেরিত এক তারবার্তায় অবিলম্বে বাংলায় বিএ পরীক্ষা প্রদানকারী ৩শত জন ছাত্রের পরীক্ষার ফল ঘোষণার জন্য প্রেসিডেন্টের হস্তক্ষেপ কামনা করিয়াছেন। বিএ পরীক্ষার বাংলায় উত্তর প্রদান করায় প্রায় ৩শত ছাত্রের পরীক্ষার ফল উইথহেল্ড রাখা হইয়াছে।

আজাদ
২৭শে নভেম্বর ১৯৬৯
শেখ মুজিবের বিবৃতি : ছাত্র শ্রমিক ও নেতৃবৃন্দের আশু মুক্তি দাবী
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নিকট সকল রাজনৈতিক নেতা ও কর্ম্মী, ছাত্র ও শ্রমিকের মুক্তি, তাহাদের বিরুদ্ধে রুজুকৃত মামলা প্রত্যাহার ও বেত্রাঘাত বন্ধের দাবী করিয়াছেন। গতকাল বুধবার ঢাকায় প্রদত্ত এক বিবৃতিতে শেখ মুজিব উপরোক্ত দাবী করেন।

বিবৃতিতে তিনি আওয়ামী লীগের কাজী ফয়েজ মোহাম্মদ, ন্যাপের জনাব গোলাম মোহাম্মদ লেঘারীসহ সিন্ধুর কয়েকজন নেতা ও ছাত্রকে সম্প্রতি গ্রেফতার করায় বিস্ময় প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, অনশন ধর্মঘট বর্তমানে দাবী প্রকাশের সর্বজনস্বীকৃত নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি। ইহা কোন অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেনা বলিয়া শেখ মুজিব অভিমত প্রকাশ করেন।

বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ প্রধান বেদনা প্রকাশ করিয়া বলেন যে, দেশের সর্বত্র বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র, শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্ম্মীদের হয়রানি, গ্রেফতার ও রাজনৈতিক কারণে সাজা দেওয়া হইতেছে এবং অনেককে বেত্রাঘাত করা হইতেছে। শেখ মুজিব বেত্রাঘাত করা 'অমানুষিক' বলিয়া অভিহিত করেন এবং বলেন যে, আধুনিক সভ্য জগতে কোন দোষী

ব্যক্তিকেও বেত্রাঘাতের মাধ্যমে সাজা দেওয়ার বিরুদ্ধে জনমত খুবই প্রবল। সকল সভ্য দেশ সাজা প্রদানের এই অমানুষিক রীতি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছে।

শেখ মুজিব আরও বলেন যে, সরকারের পক্ষে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত নয়, যাহাতে বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থার অবনীত হইতে পারে। তিনি রাজনৈতিক সমস্যা রাজনৈতিকভাবে সমাধান করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

Pakistan Observer
27th November 1969
Mujib's call to Yahya : Release leaders, students, workers

Sheikh Mujibur Rahman, Awami League chief, issued the following statement to the Press in Dacca on Wednesday.

"I have been very much shocked to learn of the recent arrests of some leaders and students in Sind including Kazi Faiz Mohammad, Vice-President, All Pakistan Awami League, Mr. Gulam Mohammad Laghari, President Sind Provincial NAP and Mr. Jan Saqian N. S. F. leader, who were on a peaceful hunger strike to draw the attention of the public and the authorities towards some political demands of their region. Hunger strike now is an universally accepted constitutional methods to ventilate one's demands and it cannot be construed as an offence by itself.

"In this connection I would mention here that a few months back, the Convener of Punjab Provincial Awami League, Mr. Hamid Sarfraj Khan had also been convicted on political reasons.

"It also pains me to see that students, labourers and political workers are being harassed, arrested and convicted fo political reasons and many of them are being whipped all over the country, specially in East Pakistan, Public opinion in modern civilised world is very much against this inhuman sort of punishment by whipping even a notorious criminal and refused to accept this brutal acts of punishment in all civilised country.

"My attention has also been drawn to the fact that many cases have been instituted against political workers, students and labourers during and after the mass upsurge against the ten years despotic rule of Ayub regime. It has reasonably been expected that all these cases would have been withdrawn to normalise the situation.

"None should forget that we are passing through a grave crisis and living in a volcano. The Government should be very much cautious to take any step which may deteriorate the present political situation. Political problems can only be solved politically and not by resorting to any coercive measures, nor by suppressing the people.

"I would like to draw the pointed attention of President Yahya Khan to these urgent matters and urge upon him to release all the political leaders; workers, students and labourers and withdraw all the pending cases instituted against them and stop whipping."

Morning News
27th November 1969
Mujib urges Yahya to release all political detenus
(By Our Staff Reporter)

The Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman in a statement issued yesterday urged President Yahya Khan to release all political leaders, workers, students and labourers, withdraw all pending cases against them and stop whipping.

The Awami League leader said he was pained to see that students, labourers and political workers were being harassed, arrested and convicted for political reason and many of them were being whipped all over the country specially in East Pakistan.

The following is the text of Sheikh Mujibur Rahman's statement:

'I have been very much shocked to learn of the recent arrests of some leaders and students in Sind including Kazi Faiz Mohammad, Vice-President, All Pakistan Awami League, Mr. Gulam Mohammad Laghari, President Sind Provincial NAP and Mr. Jan Saqian N. S. F. leader, who were on a peaceful hunger strike to draw the attention of the public and the authorities towards some political demands of their region. Hunger strike now is an universally accepted constitutional methods to ventilate ones demands and it cannot be construed as an offence by itself.

In this connection I would mention here that a few months back, the Convenor of Punjab Provincial Awami League, Mr. Hamid Sarfraz Khan had also been convicted on political reasons.

It also pains me to see that students, labourers and political workers are being harassed, arrested and convicted for political reasons and many of them are being whipped all over the country,

specially in East Pakistan. Public opinion in modern civilized world is very much against this inhuman punishment.

My attention has also been drawn to the fact that many cases have been instituted against political workers, students and labourers during and after the mass upsurge against the ten years despotic rule of Ayub regime. It has reasonably been expected that all these cases would have been withdrawn to normalize the situation.

None should forget that we are passing through a grave crisis and living in a volcano. The Govt. should be very much cautious to take any step which may deteriorate the present political situation. Political problems can only be solved politically and not by resorting to any coercive measures, nor by suppressing the people.

I would like to draw the pointed attention of President Yahya Khan to these urgent matter and urge upon him to release all the political leaders, workers, students and labourers and withdraw all the pending cases instituted against them and stop whipping.

দৈনিক পয়গাম

২৭ নভেম্বর ১৯৬৯

সরকারের প্রতি শেখ মুজিব : রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটিতে পারে এমন কিছু করা উচিত নয়

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আটককৃত সকল রাজনৈতিক নেতা, কর্মী, ছাত্র ও শ্রমিক নেতার মুক্তি, তাহাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার ও বেত্রদণ্ড রহিত করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নিকট আবেদন জানাইয়াছেন।

গতকল্য (বুধবার) শেখ মুজিব এক বিবৃতিতে বলেন যে, দেশ এখন এক সঙ্কটজনক অবস্থার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতেছে। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটাইতে পারে এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

তিনি উল্লেখ করেন যে, পীড়ন অথবা নির্যাতন দ্বারা নয়–রাজনৈতিক সমস্যাদি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সমাধান করিতে হইবে।

আওয়ামী লীগ প্রধান বিবৃতিতে বলেন যে, দেশের সর্বত্র বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র, শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের রাজনৈতিক কারণে অপমান ও গ্রেফতার এবং ক্ষেত্রবিশেষে বেত্রাঘাত করা হইতেছে।

তিনি বলেন, একটি সভ্য দেশে এইসব বড়ই বেদনাদায়ক ঘটনা। কোন সভ্য দেশে এমন কি কোন কুখ্যাত অপরাধীকেও এমনভাবে অপমানিত করা হয় না। দাবী আদায়ের ব্যাপারে শান্তিপূর্ণভাবে অনশন ধর্মঘটকারী সিন্ধুর কাজী ফয়েজ মোহাম্মদ, গোলাম মোহাম্মদ লেঘারী, জান সাকিয়ান প্রমুখকে গ্রেফতার করায় শেখ মুজিবর রহমান গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, তাহারা নিজেদের অঞ্চলের দাবীর প্রতি সরকার ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য শান্তিপূর্ণভাবে অনশন ধর্মঘট পালন করিতেছিলেন মাত্র। ইহা কোন অপরাধ নয়। নিজেদের দাবী আদায়ে এই ব্যবস্থা সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত। তিনি অবিলম্বে তাহাদের মুক্তির দাবী জানান।

দৈনিক পাকিস্তান

২৭শে নভেম্বর ১৯৬৯

ইয়াহিয়ার প্রতি শেখ মুজিব : রাজনৈতিক নেতা কর্মী ও ছাত্রদের মুক্তি দানের আহ্বান

আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের প্রতি গ্রেফতার সকল রাজনৈতিক নেতা, কর্মী ও ছাত্রকে মুক্তি দান, তাদের উপর থেকে সকল মামলা প্রত্যাহার এবং বেত মারা বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল বুধবার সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে শেখ সাহেব বলেন যে, সিন্ধু এলাকার দাবীর প্রতি জনসাধারণ ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে অনশনরত পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি কাজী ফয়েজ মোহাম্মদ, সিন্ধু প্রাদেশিক ন্যাপের সভাপতি জনাব গোলাম মোহাম্মদ লেঘারি, এন এস এফ নেতা জামসাকী প্রমুখের গ্রেফতারীর খবরে তিনি খুবই মর্মাহত হয়েছেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, অনশন দাবী প্রকাশের নিয়মতান্ত্রিক মাধ্যম হিসেবে বিশ্বের সর্বত্র স্বীকৃত। ফলে তাকে অপরাধ বলে গণ্য করা যায় না। এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, কয়েক মাস আগে পাঞ্জাব প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক জনাব হামিদ সরফরাজ খানকেও রাজনৈতিক কারণে দন্ডিত করা হয়েছে।

শেখ মুজিব বলেন, দেশের সর্বত্র বিশেষভাবে পূর্ব পাকিস্তানে, রাজনৈতিক কারণে ছাত্র শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের হয়রান, গ্রেফতার, দন্ডদান এবং অনেককেই বেত দেওয়া হচ্ছে দেখতে পেয়েও তিনি গভীরভাবে ব্যথিত। তিনি বলেন, সমকালীন সভ্য দুনিয়ার জনমত এ ধরনের অমানুষিক শাস্তির ঘোর বিরোধী এবং কোনো সভ্যদেশই এরূপ শাস্তি মেনে নিতে পারে না।

শেখ সাহেব বলেন, আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থানের সময় ও তার পরে বহু রাজনৈতিক কর্মী ছাত্র ও শ্রমিকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করার প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, সঙ্গতভাবেই আশা করা গিয়েছিলো যে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য এইসব মোকদ্দমা প্রত্যাহার করা হবে।

আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, কারোই একথা ভুললে চলবে না যে, আমরা অত্যন্ত সংকটের মাঝ দিয়ে চলেছি এবং অগ্নিগিরির মুখে আমাদের বাস। বর্তমানে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে এমন ব্যবস্থা গ্রহণের বেলায় সরকারকে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

তিনি বলেন, রাজনৈতিকভাবেই রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে হবে, জনসাধারণকে দমিয়ে রেখে কিংবা কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নয়।

তিনি এই পরিস্থিতির প্রতি প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গ্রেফতারকৃতদের অবিলম্বে মুক্তিদান ও বেতমারা বন্ধ করার আহ্বান জানান।

সংবাদ

২৭শে নভেম্বর ১৯৬৯

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের বিবৃতি : রাজবন্দীদের মুক্তি ও বেত্রদণ্ড বন্ধের দাবী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (বুধবার) এক বিবৃতিতে গ্রেফতারকৃত সকল রাজনৈতিক নেতা, কর্মী, ছাত্র ও শ্রমিকের মুক্তি এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মামলা প্রত্যাহার ও বেত্রাঘাত বন্ধ করার আবেদন জানাইয়াছেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান ন্যাপ নেতা লেঘারী এবং আওয়ামী লীগ নেতা কাজী ফয়েজসহ বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক নেতা, কর্মী, ছাত্র ও শ্রমিকদের গ্রেফতারের খবরে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সিন্ধুর ন্যাপ ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এবং ছাত্রদের অনশন ধর্মঘট প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, অনশন ধর্মঘট বর্তমান সার্বজনীনভাবে গৃহীত একটি নিয়মতান্ত্রিক পন্থা। প্রসঙ্গতঃ তিনি রাজনৈতিক কারণে পাঞ্জাবের আওয়ামী লীগ নেতা জনাব হামিদ সরফরাজ খানকে শাস্তি প্রদানের কথা উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, ইহা তাঁহার নজরে আনা হইয়াছে যে, দেশের সর্বত্র বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক কারণে ছাত্র, শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মীদেরকে হয়রানি, গ্রেফতার ও শাস্তি প্রদান করা হইতেছে এবং তাঁহাদের

অনেককে বেত্রাঘাত করা হইতেছে। তিনি বলেন, বর্তমান সভ্য জগত এই ধরনের অমানুষিক দণ্ডদানের বিরোধী। সকল সভ্য দেশে এই ধরনের বর্বর শাস্তি অস্বীকৃত।

তিনি বলেন, তাঁহার নজরে ইহাও আনা হইয়াছে যে, আইয়ুব আমলে সংঘটিত গণ-অভ্যুত্থানের আগে ও পরে রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র ও শ্রমিকদের বিরুদ্ধে অনেক মামলা দায়ের করা হইয়াছে। তিনি বলেন, যুক্তিযুক্তভাবেই ইহা আশা করা গিয়াছিল যে, এইসব মামলা প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

শেখ মুজিব বলেন, কাহারও ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে যে, আমরা এক সঙ্কটের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইতেছি এবং একটি আগ্নেয়গিরির উপর অবস্থান করিতেছি। সরকারেরও খুব সতর্কতার সহিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান শুধুমাত্র রাজনৈতিক ভাবেই হইতে পারে–দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ বা জনসাধারণকে দমন করিয়া নহে।

পরিশেষে তিনি এইসব ব্যাপারের প্রতি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সকল রাজনৈতিক নেতা, কর্মী, ছাত্র ও শ্রমিকের মুক্তি, তাঁহাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার এবং বেত্রাঘাত বন্ধ করার আহ্বান জানান।

আজাদ

২৮শে নভেম্বর ১৯৬৯

প্রেসিডেন্টের নিকট শেখ মুজিবের তার : বিশেষ সামরিক আদালতের রায় কার্যকরীকরণ স্থগিত রাখুন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান দুইজন ছাত্র ও একজন তরুণকে দণ্ড প্রদান করিয়া ঢাকা বিশেষ সামরিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় কার্যকরী করণ আরও তদন্ত সাপেক্ষে স্থগিত রাখার আবেদন জানাইয়া গতকাল বৃহস্পতিবার প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নিকট এক তারবার্তা প্রেরণ করেন।

তারবার্তায় তিনি বলেন যে, ঢাকা বিশেষ সামরিক আদালত দুইজন ছাত্র ও একজন তরুণকে কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য তাহাদের অনুপস্থিতিতে বিচার করিয়া প্রত্যেককে ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করিয়াছেন। ৪ নম্বর সামরিক আইন বিধি অনুযায়ী তাহাদের সম্পত্তিও বাজেয়াফত করা হইয়াছে।

"অভিযুক্ত ৩ ব্যক্তির মধ্যে খসরু ও মন্টু খাঁটি ছাত্র। সেলিম একটি নিরপরাধ বালক। ব্যক্তিগতভাবে তাহারা আমার পরিচিত। শান্তি মিশনের সদস্য হিসাবে গবর্ণরের সহিত তাহারা দুর্গত এলাকায়ও সফর করিয়াছেন।"

তারবার্তায় আওয়ামী লীগ প্রধান প্রেসিডেন্টের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করিয়া আরও তদন্ত সাপেক্ষে দণ্ডাদেশ স্থগিত রাখার আবেদন জানান।

তারবার্তার অনুলিপি 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ কর্ণেল সাহেবজাদা ইয়াকুব আলী খানের নিকটও প্রেরণ করা হয়।

Dawn

28th November 1969

Mujib's call to release workers, leaders, students : plea to Yahya to withdraw cases

DACCA, Nov 27: Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League chief, last night urged upon President Yahya Khan to release all arrested political leaders, workers, students and labourers and withdraw all the pending cases instituted against them.

In a statement the Sheikh said that many cases had been instituted against political workers, students and labourers during and after the mass upsurge against the ten years of despotic rule. It was reasonably expected that all these cases would have been withdrawn to normalise the situation, he added.

He said: "None should forget that we are passing through a grave crisis and living on a volcano. The Government should be very much cautious to take any step which may deteriorate the present political situation."

The Awami League leader said that political Problems could only be solved politically and not by resorting to any coercive measures, nor by suppressing the people.

The Awami League chief said that he was much shocked to learn of the recent arrests of some leaders and students in Sind including Kazi Faiz Mohammad, Vice-President, All-Pakistan Awami League, Mr. Gulam Mohammad Laghari, President of Sind provincial NAP and Mr. Jan Saotan, NSF leader, who, he said, "were on a peaceful hunger strike to draw the attention of the public and the authorities towards some political demands of their reason. Hunger strike now is an universally accepted constitutional method to ventilate ones demands and it cannot he constituted as an offence by itself."

In this connection I would mention here that a few months back, the convener of the Punjab provincial Awami League Mr. Hamid Sarfraz Khan, had also been convicted on political reasons, he added.–APP.

দৈনিক ইত্তেফাক

২৮শে নভেম্বর ১৯৬৯

প্রেসিডেন্টের কাছে শেখ মুজিবের তারবার্তা : খসরু, মণ্টু ও সেলিমের দণ্ডাদেশ স্থগিতের অনুরোধ

খসরু এবং মণ্টু নামে দুইজন ছাত্র এবং সেলিম-নামীয় একজন তরুণকে সামরিক আদালত ১৪ বৎসর করিয়া যে সশ্রম কারাদণ্ড দিয়াছেন, আরও তদন্ত সাপেক্ষে সে দণ্ডাদেশ কার্যকরীকরণ স্থগিত রাখা এবং বিষয়টিতে তাঁহার হস্তক্ষেপ কামনা করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক শাসন পরিচালক জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের কাছে গতকাল (বৃহস্পতিবার) একটি তারবার্তা প্রেরণ করিয়াছেন। এই তারবার্তার অনুলিপি 'খ' অঞ্চলের সামরিক শাসন পরিচালক লেঃ জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব আলী খানের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে বলিয়া আওয়ামী লীগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে। উল্লেখযোগ্য যে, ঢাকার ১ নং সামরিক আদালত খসরু, মণ্টু এবং সেলিম নামে তিন ব্যক্তিকে তাহাদের অনুপস্থিতিতে সামরিক বিধির ৪০নং ধারামতে ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়াছে এবং তাহাদের নামের সম্পত্তি বা তাহাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়াছেন।

Morning News

28th November 1969

Mujib's appeal to Yahya: Conviction of students

Sheikh Mujibur Rahman, Awami League chief, has sent the following telegram to General Aga Mohammad Yahya khan, Chief Martial Law Administrator of Pakistan, with copy to Shahebzada Yakub Ali Khan, Martial Law Administrator, Zone 'B', Dacca says a Press release issued in Dacca yesterday by Awami League.

The following is the text of the telegram:

"Special Military Court No. 1 at Dacca tried two students and one young boy in absentia for their failure to appear before the Authority and sentenced each one of them to 14 years rigorous imprisonment. Under MLR No. 40 the Military Court also forfeited any property standing in their names or in which they have any interest whatsoever. Of the three accused Khasru and Manto are bonafide students, Selim is an innocent boy. They are personally known to me. They also accompanied the Governor to the affected areas as members of the peace mission. Pending further enquiry, the execution of the sentence be stayed, immediate intervention requested", Sheikh Mujibur Rahman.

Pakistan Observer

30th November 1969

Mujib's concern over press workers strike

Sheikh Mujibur Rahman the Awami League Chief has expressed his concern over the strike of Press workers in city, reports APP.

In a statement, he said, in the absence of a minimum wage for the workers working in an establishment employing less than 50 workers, the labourers are suffering. "In view of ensuring Eid I urge upon the press owners of Dacca to settle the issues at the earliest so that the workers can observe Eid."

"At the same time I like to point out that the wage policy announced by the Government covers only one eighth of labour of East Pakistan. The wage policy for the rest of labours must be announced at the earliest to avoid further labour unrest, Sheikh added.

Morning News

30th November 1969

Mujib urges press owner to settle with worker's

Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League Chief, has expressed his concern over the strike of press workers in the city, reports APP.

In a statement he said in the absence of a minimum wage for the workers working in an establishment employing less than 50 workers, the labourers are suffering. In view of ensuring Eed I urge upon the press owners of Dacca to settle the issues at the earliest so that the workers can observe Eed.

At the same time I like to point out that the wage policy announced by the Government covers only one eighth of labour of East Pakistan. The wage policy for the rest of labours must be announced at the earliest to avoid further to avoid further labour unrest, Sheikh Sahib added.

Morning News

30th November 1969

Reactions to constitutional steps : polls date favourable

PRESIDENTS ANNOUNCEMENT ON THE POLITICAL AND CONSTITUTIONAL ARRANGEMENTS AND FOR HOLDING

OF GENERAL ELECTION ON OCTOBER 5, 1970 EVOKED FAVOURABLE REACTIONS IN DIFFERENT QUARTERS, REPORTS PPI.

Leading political parties, Pakistan Awami League, requisitionists NAP and Pakistan Democratic Party, however considered the situation carefully and had hurried to deliberations desks with their party men.

Leaders of those political parties adopted a watch–and assess attitude and reserved their observations presently.

The reactions however by and large seem to be favourable. It is held by political observers in Dacca that President's decision would lead the country towards a democratic process.

Many, leaders of public opinion expressed the view that President's announcements would create conditions conducive to the growth of democracy in the country.

They feel that democratic forces should unite to realise democratic aspirations of the people. They described President's announcements as a bold and courageous one and maintained that nothing better could be expected of an individual than what the President had promised to the nation at this stage.

SHEIKH MUJIB

Sheikh Mujibur Rahman Chief of the Pakistan Awami League, held informal discussion with his party men on President's announcement and formulated Awami League's stand on it.

The Sheikh approached by PPI said that he would announce the stand of Awami League and give his reactions sometime today.

দৈনিক পাকিস্তান

৩০শে নভেম্বর ১৯৬৯

মালিকদের প্রতি মুজিব : প্রেস শ্রমিকদের সাথে বিরোধ মিটিয়ে ফেলুন

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল শনিবার এক বিবৃতিতে প্রেস শ্রমিকদের সাথে বিরোধ মিটিয়ে ফেলার জন্য ঢাকার প্রেস মালিকদের প্রতি অনুরোধ জানান।

প্রেস শ্রমিক ধর্মঘটে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, পঞ্চাশ জনের কম শ্রমিক নিয়োগকারী শিল্প কারখানার শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরীর ব্যবস্থা না থাকায় শ্রমিকগণ দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন। ঈদ আসন্ন। শ্রমিকরা যাতে

ঈদ উদযাপন করতে পারেন সেজন্য বিরোধ মিটিয়ে ফেলার জন্য আমি প্রেস মালিকদের অনুরোধ করছি। সঙ্গে সঙ্গে আমি একথাও উল্লেখ করতে চাই যে, সরকার ঘোষিত নিম্নতম মজুরী পূর্ব পাকিস্তানের মাত্র এক-অষ্টমাংশ শ্রমিকের বেলায় প্রযোজ্য। শ্রমিক অসন্তোষ দূর করতে হলে বাদবাকী শ্রমিকদের জন্যও অবিলম্বে নিম্নতম মজুরী ঘোষণা করতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

প্রেস কর্মচারী ধর্মঘট অব্যাহত

ধর্মঘটী প্রেস শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে গতকাল শনিবার ঢাকা বিভাগীয় শ্রম দফতরে অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় আলোচনায় কোন মীমাংসায় পৌঁছা সম্ভব হয়নি। ফলে ঢাকার প্রেস শ্রমিকদের ধর্মঘট অব্যাহত থাকে। এদিকে আগামী ২রা ডিসেম্বর পুনরায় ত্রিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে।

আজাদ

১লা ডিসেম্বর ১৯৬৯

প্রেসিডেন্টের শাসনতান্ত্রিক ঘোষণার প্রতি শেখ মুজিবের অভিনন্দন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান এবং পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী খান পন্থী) প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের সাম্প্রতিক নীতি নির্দ্ধারিত বেতার ভাষণ সামগ্রিকভাবে অভিনন্দিত করিয়াছেন।

দলীয় সদস্যদের সহিত আলাপ-আলোচনা শেষে গতকাল রবিবার প্রদত্ত এক বিবৃতিতে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, নিজ হইতে সমস্যা সম্পর্কে জানিবার আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং মৌলিক সমস্যার প্রশ্নে অকপটে জাতির সহিত অভিন্ন মত প্রকাশের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ধন্যবার্দাহ।

নির্বাচনের সময় সূচী সম্পর্কে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, জনগণের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতি ও সময় সূচীর ক্ষেত্রে মতবিরোধের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। তিনি বলেন, প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ যদি বিষয়টি গুরুত্বের সহিত গ্রহণ করেন, তাহা হইলে প্রস্তাবিত জাতীয় পরিষদের জন্য নির্বাচন পূর্বাহ্নে অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

যাহা হউক, আওয়ামী লীগ মনে করে যে, প্রেসিডেন্টের প্রস্তাবিত ব্যবস্থার সুযোগ স্পষ্ট জনপ্রিয় ম্যানডেটসহ নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ফলদায়ক রূপে ব্যবহার করিতে পারেন।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত অবস্থা বজায় রাখার প্রতি যে জোর দিয়াছেন শেখ মুজিব তাহা অভিনন্দনযোগ্য হিসাবে উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, এই লক্ষ্য অর্জ্জন করিতে হইলে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকেও অবশ্যই বিবেক প্রয়োগ করিতে হইবে। কারণ, স্পর্শকাতর ও বিতর্কমূলক প্রশ্নে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চিন্তাহীন ও অতি উৎসাহী ব্যবস্থা গ্রহণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বিরোধী শক্তির কার্য্যকলাপ হইতে সৃষ্ট গোলযোগ অপেক্ষা কম গোলযোগ সৃষ্টি করিবে না। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, প্রেসিডেন্ট এই সম্ভাবনার বিরুদ্ধে সতর্কতামুলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করিবেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান আরও বলেন যে, প্রেসিডেন্ট কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের (ইস্যু) সমাধান সোপারেশ করিয়াছেন এবং কয়েকটি প্রশ্ন অমীমাংসিত রাখিয়াছেন। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সব সময় বিশ্বাস করে যে, শাসনতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক অথবা অন্যান্য মৌলিক প্রশ্ন কেবলমাত্র জনগণ তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মারফৎ সামাধান করিতে পারেন। প্রস্তাবিত জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ শাসনতন্ত্র রচনাকালে দেশের জন্য সামগ্রিক শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন। এই শাসনতন্ত্রে স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মত অমীমাংসিত মৌলিক প্রশ্নের সমাধান সংযোজনা করিবেন এবং সংযোজনাকালে প্রেসিডেন্ট তাহার ঘোষণার যে সমাধান সোপারেশ করিয়াছেন সেই প্রশ্নগুলি পর্যালোচনা ও সে সম্পর্কে চুড়ান্তভাবে ব্যবস্থাও গ্রহণ করিবেন।

এই প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের মনোভাব প্রকাশ করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, ৬-দফা ফর্মূলার ভিত্তি স্বায়ত্তশাসন এবং অন্যান্য অমীমাংসিত গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক প্রশ্ন নির্বাচনের সময় জনমত যাচাইয়ের উদ্দেশে পেশ করা যাইতে পারে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে অনুমোদিত সম্পাদনীয় আইনানুগ ও নৈতিক বলের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ মীমাংসা করিতে পারেন।

তিনি দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করিয়া বলেন, জনগণ স্পষ্টভাবে ৬-দফা কর্ম্মসূচীর ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে রায় দান করিবেন। তিনি আরও বলেন যে, একমাত্র এই ব্যবস্থায়ই শক্তির অসাম্য, অর্থনৈতিক বৈষম্য, দেশরক্ষাসহ চাকুরীর ক্ষেত্রে বৈষম্যের দরুন কেন্দ্র ও ফেডারেল ইউনিট বিশেষ করিয়া পূর্ব-বাংলার সহিত দীর্ঘকাল স্থায়ী ভুল বুঝাবুঝি চিরকালের জন্য অবসান ঘটাইয়া পাকিস্তানের একতা ও অখণ্ডতার ভিত্তি রচিত হইতে পারে।

আওয়ামী লীগ প্রধান তাঁহার বিবৃতিতে বলেন যে, প্রেসিডেন্ট সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য অনেক সমস্যার কথা বলিয়াছেন কিন্তু প্রতি বৎসর পূর্ব বাংলার জীবন ও অর্থনীতির উপর প্রলয়ঙ্করী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী বন্যা সমস্যার উপর আলোকপাত করেন নাই। তিনি বলেন, আমরা প্রেসিডেন্টের নিকট হইতে পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প হিসাবে সামগ্রিক বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত ঘোষণা আশা

করিয়াছিলাম, তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, প্রেসিডেন্ট এই ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন, অন্যাথায় এই অঞ্চলের জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের আশা পূর্ণ করা যাইবে না।

Dawn
1st December 1969
MUJIB : Another murder charge against 1st Lt. Calley

FORT BENNING, (Georgia), Nov. 30: First Lieutenant William Calley, who is to be court martialled for allegedly killing 109 South Viet-Namese civilians, has been charged with another murder, the US Army announced here.

The court martial stems from an alleged massacre by American troops at the fortified hamlet of My Lai in South Viet-Nam's Guang Ngai province on March 16, 1968.

The latest murder against Calley involves an adult male, who died about six weeks before the My Lai incident.

A statement by the Defence Department said evidence for the new murder charge stems from the Army's overall investigation of the alleged My Lai massacre.

Calley was working today on normal administrative duties at the office of the Deputy Post Commander of Fort Benning, where he is stationed.

A spokesman said he was "under no restraint of any kind and could leave during normal pass hours".

The spokesman could not say if Lietutenant Calley had left the base since the announcement of his court martial. –Reuter.

Dawn
1st December 1969
MUJIB HAILS YAHYA'S UNANIMITY ON BASIC PROBLEMS : Asghar Khan's call to accept offer Polls schedule satisfying, says Maudoodi
By Our Staff Correspondent

Important political leader of both Wings of the country have expressed satisfaction over President Yahya Khan's decision to hold general elections in the country on Oct 5 next year.

They have expressed their appreciation of the manner in which the President has sought to solve the basic problems facing the nation.

Sheikh Mujibur Rahman the Awami League chief, in a statement issued in Dacca yesterday said that President Yahya Khan deserved appreciation for his "can did expression of unanimity" with the nation on the basic problems and for his sincere endeavour to know for himself the problems of the nation.

The P.D.P leader Air Marshal Asghar Khan in a statement issued from Peshawar, said that the president's proposals did provide a reasonable solution of a difficult Problem. He urged all those who had the welfare of the country at heart to accept the solution that had been offered.

Maulana Syed Abul Aa'la Maudoodi, the Jamaat-i-Islami chief in a statement from lahour, said that president Yahya Khan's announcement of a date for the general election was a matter of satisfaction for the entire nation. He added that the anouncement of the election schedule gave a sense of satisfaction to the people.

... leaders hailed the presidents announcement, Mehtarams Kaniz Fatima. General Secretary of the Pakistan Trade Union's Federation, said that the President's remarks on One Unit were Based on the realistic analysis of the situation that followed the creation of One Unit.

Mr. M. A. Khatib, General Secretary of the All-Pakistan Confederation of Labour, termed the President's broadcast as a "bold and timely" political formula" which deserves "all praise".

MUJIBUR RAHMAN

Our Special Representative from Dacca adds: In a written statement issued to the Press on Sunday evening on the President's broadcast to the nation, Sheikh Mujibur Rahman said the mass of the people, including students, workers, peasants and intelligentsia of the country through toils, tears and supreme sacrifiecs "identified certain fundamental cases of our national malaise and clearly defined the remedies therefore." He said: President Yahya Khan deserves appreciation for his sincere endeavour to konw for himself the problems and his candid expression of unanimity with the nation on the basic problems." The Awami League chief said there was ample room for disagreement on the time schedule and the manner of effecting the transfer of power to the people. He thought the election to the proposed National Assembly could be held earlier if the administration took up the matter seriously. "Nevertheless we feel that the proposed arrangement envisaged by the President can be

efficaciously taken advantage of by the elected representatives who would be emerging out with clear popular mandate". The Sheikh commended the assertion of the President to maintain congenial condition in the country for holding polis. He advised the Administration to exercise scruples to attain these objectives for careless or overzealous actions of Administration on touchy matters and controversial issues would be capable of igniting no less disruption than that generated by the activities of the antagonists of democratic order. "We hope the President would ensure precaution against that possibility," he said.

The Awami leader said the autonomy and unresolved vital constitutional issues could be put to the test of popular will during election and could be resolved by the elected representatives on the irrefutable legal and moral strength of electoral ratification.

"We are confident that the people will give their verdict in clear terms in favour of their demand for autonomy on the basis of the six-point programme which alone can be the basis of the solidarity and integrity of Pakistan" the Sheikh said.

He regretted that the much anticipated announcement of a comprehensive flood control scheme outside the plan allocations did not come from the president. He heard the president would take steps in that direction otherwise the cherished improvement in economic condition of the people of this region could not be attained.

ASGHAR KHAN

APP adds from Peshawar: Air Marshal Asghar Khan, a leader of the Pakistan Democratic Party, said here on Sunday that President Yahya Khan's proposals for the restoration of democracy in the country did provide a reasonable solution of a difficult problem, though they did not meet exactly the wishes of different political parties.

Commenting on the President's broadcast to the nation on Friday, Air Marshal Asghar Khan in a Press statement urged all those who had the welfare of the country at heart to accept the solution that had been offered and to consider the issue at least in so far as the basis for election was concerned, as closed.

He said: General Yahya Khan's announcement on the steps he has proposed for the restoration of democracy must be examined in the context of the country's immediate and long-term interests, beyond narrow regional or parochial limits and above party or group consideration.

"Pakistan is today faced with a serious constitutional dilemma in which the Armed Forces have been placed in a position from which they must be extricated. This can only be done if political leaders and parties can agree at least on the basic approach to the solution of the present impasse.

"It is only proper that until now political parties and political leaders should have expressed their views on how democracy should be restored and it was natural that there should be difference of approach on the method to be adopted.

"Under the circumstances, Gen Yahya Khan has, I believe, adopted a course of action, which, though it does not meet exactly the wishes different political parties, it does provide a reasonable solution of a difficult problem.

"I, therefore, urge all those who have the welfare of the country at heart to accept the solution that has been offered and consider the issue, at least in so far as the basis for election is concerned, as closed. If we prepare for elections on this basis and if the newly-elected National Assembly approaches the constitutional issues in a spirit of co-operation and trust there is no reason why Pakistan should not march towards political satability and why we should not succeed in resolving the gigantic economic issues facing the country. The alternative would be continued political and economic instability, with its inevitable Consequences.

"I hope we will rise above narrow party and regional considerations and work for the strength and solidarity of the country and the happiness of the people."

দৈনিক ইত্তেফাক

১লা ডিসেম্বর ১৯৬৯

শেখ মুজিব বলেন : সমস্যা অনুধাবনে প্রেসিডেন্টের আন্তরিকতা প্রশংসাযোগ্য সমস্যার আলোকে অবস্থার বিচার-বিশ্লেষণ

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

"ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়সূচী ও উহার বাস্তবায়ন পদ্ধতির প্রশ্নে মতানৈক্যের অবকাশ থাকিলেও দেশের সমস্যা অনুধাবনের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা প্রশংসা যোগ্য।" দুইদিন যাবৎ দলীয় নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ-আলোচনার পর প্রেসিডেন্টের ঘোষণা সম্পর্কে দলের মতামত প্রকাশ প্রসংগে গতকল্য (রবিবার) আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান এই অভিমত প্রকাশ করেন।

শেখ মুজিব বলেন, আমরা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঘোষণা পাঠ করিয়াছি। দেশ আজ যেসব মৌলিক সমস্যার মধ্য দিয়া কালাতিপাত করিতেছে ও সে সব সমস্যা সম্পর্কে তিনি যেসব প্রতিবিধানের প্রস্তাব করিয়াছেন সেগুলিও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। দেশবাসী অর্থাৎ ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক এবং বুদ্ধিজীবীরা অক্লান্ত শ্রম, অফুরন্ত অশ্রু ও সর্বোচ্চ ত্যাগের মধ্য দিয়া জাতির মৌলিক সমস্যা এবং তাহাদের সমাধানসমূহ নির্দেশ করিয়াছেন। সমস্যাসমূহ ব্যক্তিগতভাবে অনুধাবনের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যে সাধু প্রয়াস পাইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে প্রশংসা করিতে হয়। মূল সমস্যাদি সম্পর্কে জাতির সঙ্গে একাত্মবোধ প্রকাশ করিতে গিয়া তিনি অকপটে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাও প্রশংসার্হ।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন, জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতি ও সময়সীমা নিয়া প্রেসিডেন্টের বক্তব্যের মধ্যে প্রচুর মতানৈক্যের সুযোগ আছে। প্রশাসনযন্ত্র আরও গুরুত্বদান করিলে প্রস্তাবিত জাতীয় পরিষদের নির্বাচন আরও শীঘ্র অনুষ্ঠান করা সম্ভব হইত। সে যাহাই হোক, আমরা বিশ্বাস করি যে, প্রেসিডেন্ট যেসব ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছেন সে সব প্রস্তাবের মধ্য দিয়া নির্বাচনে জয়ী ও জনগণের স্পষ্ট ম্যাণ্ডেটধারী জনপ্রতিনিধিরা ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিবেন। নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য দেশে শান্তি ও সম্প্রীতিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের উক্তি প্রশংসনীয়। এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য প্রশাসনযন্ত্রকেও অবশ্যই বিবেকসম্পন্ন ভূমিকা পালন করিতে হইবে। কারণ, স্পর্শকাতর বিষয় ও বিতর্কমূলক সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে প্রশাসনযন্ত্রের অসতর্ক বা অতি-উৎসাহমূলক ভূমিকা গণতন্ত্রের বিরোধী শক্তিসমূহের তৎপরতার চাইতেও ভয়াবহ বিভেদ সৃষ্টি করিতে সক্ষম। আমরা আশা করি প্রেসিডেন্ট সেই আশঙ্কা প্রতিবিধানের জন্য পূর্বাহ্নেই ব্যবস্থাবলম্বন করিবেন। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, প্রেসিডেন্ট কয়েকটি মূল সমস্যার সমাধান দিয়াছেন কিন্তু কয়েকটি সমস্যার সমাধান তিনি দেন নাই। শাসনতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক বা অন্যবিধ মূল সমস্যাবলী সমাধানের ব্যাপারে আমাদের আগাগোড়া ভূমিকাই হইল–আমরা বিশ্বাস করি যে, একমাত্র জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই এই সব সমস্যার সমাধান করিতে পারেন। প্রস্তাবিত জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শাসনতন্ত্র প্রণয়ন প্রসঙ্গে দেশের জন্য একটি সর্বমুখী শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন–যে শাসনতন্ত্রে স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক রূপরেখার মত মূল সমস্যাবলীর সমাধানসমূহ অন্তর্ভুক্ত করিবেন। শুধু তাহাই নহে, প্রেসিডেন্ট যে সব সমস্যার সমাধান দিয়াছেন সেগুলির চূড়ান্ত রূপদানের দায়িত্বও তাঁহাদের হাতে ন্যস্ত হইয়াছে। অতএব, আমরা বিশ্বাস করি যে, ৬-দফার

ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন এবং সমাধান করা হয় নাই এমন অপরাপর মৌলিক শাসনতান্ত্রিক সমস্যাবলী নির্বাচনের সময় জনমতের সামনে উপস্থাপিত হইতে পারিবে এবং সেইসব সমস্যা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নির্বাচনের বিতর্কাতীত ন্যায় নীতির ভিত্তিতে সমাধান করিতে সক্ষম হইবেন। ৬-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের দাবীর প্রতি জনগণ স্পষ্টভাষায় তাহাদের রায় ব্যক্ত করিবেন বলিয়া আমাদের আস্থা আছে। ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, প্রতিরক্ষা বাহিনীসহ সর্বক্ষেত্রে চাকুরি-বাকুরির বৈষম্যকে কেন্দ্র করিয়া কেন্দ্র ও ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত ইউনিটসমূহের মধ্যে–বিশেষ করিয়া পূর্ব বাংলায় ভুলবুঝাবুঝির যে দুরারোগ্য ব্যাধি বিদ্যমান রহিয়াছে একমাত্র ৬-দফা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়াই সেই ভুলবুঝাবুঝির অবসান ঘটাইয়া পাকিস্তানের অখণ্ডত্ব ও সংহতি বজায় রাখা সম্ভব।

শেখ সাহেব বলেন যে, প্রেসিডেন্ট সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অপরাপর অনেক সমস্যার অবতারণা করিয়াছেন। ফি বছর পূর্ব বাংলার অর্থনীতিকে নস্যাৎকারী বন্যা সমস্যার উল্লেখ করিতে তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন সেজন্য আমরা দুঃখবোধ করিতেছি। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাহিরে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল হইতে বন্যা সমস্যার সামগ্রিক সমাধান নির্দেশ করিয়া প্রেসিডেন্ট বহু প্রতীক্ষিত একটি সঠিক প্রকল্প ঘোষণা করিবেন, আমরা এই আশাই করিয়াছিলাম। আমরা আশা করি, প্রেসিডেন্ট এই প্রশ্নে পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন, নচেৎ এই অঞ্চলের মানুষের কাম্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন সম্ভব হইবে না।

Morning News
1st December 1969
Sheikh Mujib's reaction to Yahya's broadcast
(By our Staff Reporter)

AWAMI LEAGUE CHIEF SHEIKH MUJIBUR RAHMAN YESTERDAY SAID THAT PRESIDENT YAHYA KHAN DESERVED APPRECIATION FOR HIS SINCERE ENDEAVOUR TO KNOW FOR HIMSELF THE PROBLEMS AND HIS CANDID EXPRESSION OF UNANIMITY WITH THE NATION ON THE BASIC PROBLEMS.

Commenting on the President's Friday's broadcast to the nation, the Awami League leader said that there could be some room for disagreement on the time schedule for the election but the proposed arrangement envisaged by the President could be efficaciously taken advantage of by the elected representatives who could be emerging out with clear popular mandate.

Sheikh Mujibur Rahman also commended the President for his assurance that congenial atmosphere will be maintained in the country for holding the polls. He, however, said that for ensuring congenial atmosphere scruples must be exercised by the administration for careless or overzealous actions of the administration on touchy matters and controversial issues would be capable of igniting no less disruption then that generated by the activities of the antagonists of democratic order.

Sheikh Mujibur Rahman said that six-point programme of his party could form basis for solving some of the unresolved basic issues like autonomy and economic provisions. He said autonomy on the basis of six-point formula and other unresolved vital constitutional issues could be put to the test if popular will during elections and could be resolved by the elected representatives on he irrefutable legal and moral strength of electoral ratification.

The Awami League leader however, regretted that the President in his broadcast did not make mentions about recurring floods in East Pakistan. He said the people expected from the President the much anticipated announcement of his decision to execute a comprehensive scheme of flood control with the fund provided by the Central Government from outside the Five-Year Plan allocations.

TEXT

Following is the text of the statement "We have read the announcement of President Yahya Khan and noted his observations on the basic problems through which the country is passing and the remedies prescribed thereof. The mass of the people including students, workers, peasants and intelligentsia of the country through tolls, tears and supreme sacrifices indentified certain fundamental causes of our national malaise and clearly defined the remedies thereof. President Yahya khan deserves appreciation for his sincere endeavour to know for himself the problems and his candid expression of unanimity with the nation on the basic problems.

There is ample room for disagreement on the time schedule and the manner of effecting the transfer of power to the people. The election to the proposed National Assembly could be held earlier if the administration took up the matter seriously. Nevertheless we feel that the proposed arrangement envisaged by the President can be

efficaciously taken advantage of by the elected representatives who would be emerging out with clear popular mandate. The assertion of the President to maintain congenial condition in the country for holding the polls is quite commendable. In order to attain this objective scruples must be exercised by the administration too, for, careless or overzealous actions of administration on touchy matters and controversial issues would be capable of igniting no less disruption than that generated by the activities of the antagonists of democratic order. We hope the President will ensure precaution against that possibility.

VITAL ISSUES

The President suggested solution to some of the vital issues and left some issues unresolved. Our stand has always been that the basic issues, constitutional, economic or otherwise, can only be solved by the people themselves through their elected representatives. The elected representatives of the proposed National Assembly, during constitution making will frame a comprehensive constitution for the country embodying therein the solution to the unresolved basic issues like autonomy and economic provision and in doing so it will also review and work out finally the provisions in respect of the issues, the solution to which has been suggested by the President in his announcement. We, therefore, feel that the autonomy on the basic of 6-point formula and other unresolved vital constitutional issues can be put to the test of popular will during election and can be resolved by the elected representatives on the irrefutable legal and moral strength of electoral ratification. We are confident that the people will give their verdict in clear terms in in favour of their demand for autonomy on the basis of 6-point programme which alone can be the basis for solidarity and integrity of Pakistan by removing once for all the chronic misunderstanding, on account of power imbalance, economic disparity and disparity in services including the defence services, between the Centre and the federating units, particularly East Bengal.

The President has dealt at length social, economic and many other problems. We regret that he missed to focus the problems of flood in East Bengal which leaves every year a devastating effect on the life and economy of East Bengal. We expected from the President the much anticipated announcement of his decision to

execute a comprehensive scheme of flood control with the fund provided by the Central Government from outside the Five-Year Plan allocations. We hope the President will take steps in that direction, otherwise the cherished improvement in economic condition of the people of this region cannot be attained.

KHAN A SABUR

Khan Abdus Sabur, seniormost Vice President of Pakistan Muslim League (Convention) yesterday said that the President General A.M. Yahya Khan's announcement about the basis for constitution making of the country has given unmistakable proof of his earnest desire to transfer power peacefully.

Khan Sabur told APP that "the basis for the constitution making and accompanied statement as announced by the President General A.M. Yahya Khan will receive approbation of all persons who believe in constitutional way of righting a wrong. He has given an unmistakable proof of his earnest desire about the peaceful transfer of power.

Khan Sabur said "It is now for the politicians to accept the challenge and forge ahead with the task of giving a future constitution of the 5th largest state of the world." He said "There are, however, some unspelled procedure in his statement, that is, the procedure of voting, distribution of power between the centre and provinces, ground rules for election campaign, etc. Unless all these issues are elucidated more clearly, it is not possible to convey my fuller reaction to the announcement". "Is not four moths time rather too short a period for drafting and adoption of the whole constitution", he asked.

Khan Sabur said "these are my personal preliminary reaction and I will express my fuller reaction to this statement after I have been able to make a thorough study of the whole proposal with its follow up explanation and in consultation with my colleagues.

TOAHA

Commenting on the President's broadcast General Secretary of NAP (Bhashani group) Mr. Toaha, said that the Presidential pronouncement of having a Constitution through the proposed National Assembly could not fulfil the necessity of our time.

In a statement issued in Dacca last night Mr. Toaha said that the President's announcement seriously lacked in socio-political

realities and added "82 per cent of our population–peasantry–does not appear in the Presidential plan of our future Constitution".

The NAP leaders said that he failed to understand how such a venture on Constitution-making could be workable without taking into cognisance the existence of the working class and the peasantry. He said any effort for having a working Constitution must have the participation of the working class, peasantry, students, political parties, patriotic intelligentsia and patriotic section of the national bourgeoisie. He said the future Constitution of the country must have the character of a people's democratic Constitution.

Mr. Toaha said that the President had only put an official seal on the accomplished facts for which his party had worked since its inception. He claimed that his party was the first party to raise the demand for regional autonomy, annulment of One Unit, representation on the basis of population and anti-imperialists foreign policy.

দৈনিক পয়গাম

১ ডিসেম্বর ১৯৬৯

প্রেসিডেন্টের ঘোষণা সম্পর্কে শেখ মুজিব : জনসাধারণের মনোভাব উপলব্ধির ঐকান্তিক প্রচেষ্টারই প্রতিফলন ঘটিয়াছে

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

দেশের গণতান্ত্রিক সমস্যা ও নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করিয়া প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সম্প্রতি যে বেতার ভাষণ প্রদান করেন তাহার উপর মন্তব্য প্রসঙ্গে গতকল্য (রবিবার) আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মজিবর রহমান বলেন যে, দেশের সমস্যাসমূহ অবহিত হওয়ার ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং মৌলিক সদস্যাসমূহ সম্পর্কে জাতীয় মনোভাবের প্রতি তাঁহার অকপট স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। দেশে ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীসহ আপামর জনসাধারণ দীর্ঘ দিনের ত্যাগ ও তিতীক্ষার মাধ্যমে জাতীয় বিশৃংখলার কতিপয় মূল কারণ চিহ্নিত করিয়াছেন এবং উহার প্রতিকারের পথও নির্দেশ করিয়াছেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়সূচী সম্পর্কে মতভেদের অবকাশ থাকিতে পারে বলিয়া মন্তব্য করেন। প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের অধিকতর সহযোগিতা লাভ করিলে প্রস্তাবিত জাতীয় পরিষদ নির্বাচন নির্ধারিত সময়ের পূর্বেও অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

প্রেসিডেন্ট তাঁহার বক্তৃতায় কতিপয় মূল সমস্যা সমাধানের পথ-নির্দেশ করিয়াছেন সত্য কিন্তু কয়েকটি প্রশ্নের সমাধান না দিয়া তাহা এড়াইয়া গিয়াছেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, দেশের মৌলিক সমস্যা, শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার ন্যায় অন্যান্য সমস্যার সমাধান করিতে পারেন একমাত্র জনগণ তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে।

প্রস্তাবিত জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আলোচনার মাধ্যমে এমন একটি সর্বাত্মক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবেন, যাহার মধ্যে স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক বিষয়াদির ন্যায় কতিপয় অসমাধানকৃত মৌলিক প্রশ্নসমূহের সমাধান থাকিবে।

স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের ঘোষণার উদ্ধৃতি দিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, ৬ দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন এবং অনগণ্য শাসনতান্ত্রিক সমস্যাবলী নির্বাচনকালে জনসাধারণের ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। আমি এবং আমার দল দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, ৬-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে স্বায়ত্বশাসন দাবীর প্রতি নির্বাচন কালে জনসাধারণ তাহাদের সুস্পষ্ট রায় ঘোষণা করিবেন। এবং উপরোক্ত কর্মসূচীই কেবলমাত্র দেশের মধ্যে বিরাজিত যাবতীয় ভুল বোঝাবুঝির নিরসনের মাধ্যমে পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতিকে আরো দৃঢ় করিতে পারিবে।

প্রেসিডেন্টের ভাষণে পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা সমস্যার উল্লেখ না থাকায় শেখ মুজিব দুঃখ প্রকাশ করেন এবং প্রেসিডেন্ট অচিরেই এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন বলিয়া আশা প্রকাশ করেন।

ন্যাপের (ওয়ালীগ্রুপ) প্রতিক্রিয়া

পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ওয়ালী গ্রুপ) কার্যকরী কমিটির একসভায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নির্বাচন সংক্রান্ত সাম্প্রতিক ভাষণ পর্যালোচনা করা হয়।

সভায় বলা হয় যে, দেশে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে নির্বাচন অনুষ্ঠান ও নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণার জন্য যে দাবী উত্থাপিত হইয়াছিল এবং যে দাবীর ভিত্তিতে দীর্ঘকাল ব্যাপী সংগ্রাম ও আন্দোলন চলিয়া আসিয়াছে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণার মধ্যে দিয়া ঐ গণদাবীরই প্রাথমিক বিজয় সুচিত হইয়াছে।

সভায় বলা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বৈষম্যমূলক অগণতান্ত্রিক সংখ্যাসাম্য নীতির অবসান এবং এক লোক এক ভোটের নীতির ভিত্তিতে

নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণাও গণদাবীর একটি বিজয়। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে ১লা জানুয়ারী হইতেই সামরিক আইন প্রত্যাহার, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার কার্যকরী করা, সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি, রাজনৈতিক মামলা ও গ্রেফতার, পরোয়ানা প্রত্যাহারের দাবী করা হয়। সভায় অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, পাকিস্তানের সকল প্রদেশের বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের বিষয় সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নীতিগতভাবে স্বীকৃতি প্রদান করিলেও স্বায়ত্বশাসন কি পরিমাণ দেওয়া যাইতে পারে ইহা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তিনি অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিষয়ে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের সুপারিশ করিয়াছেন। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি অভিমত প্রকাশ করেন যে, মুদ্রা দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র এই তিনটি বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকিবে। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করিতে হইবে।

কেবলমাত্র এই ভিত্তিতেই স্বায়ত্বশাসন ও জাতীয় স্বাধিকারের প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে বলিয়া ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি অভিমত প্রকাশ করে।

দৈনিক পাকিস্তান

১লা ডিসেম্বর ১৯৬৯

মতভেদের অবকাশ সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট ধন্যবাদ পাবার যোগ্য : মুজিব : নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ঘোষিত ব্যবস্থার সদ্ব্যবহার করতে পারেন

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল (রোববার) বলেন, জাতির সমস্যাবলী অনুধাবন করার আন্তরিক প্রচেষ্টা ও মূল সমস্যাসমূহ সম্পর্কে জাতির সঙ্গে ঐক্যমত প্রকাশের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য।

গতকাল রাতে শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণ সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করে যে বিবৃতি দেন তাতে তিনি উক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য দেশে অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখার প্রতি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যে জোর দিয়েছেন তা প্রশংসনীয়। এই উদ্দেশ্য হাসিল করতে হলে প্রশাসন কর্তৃপক্ষকে ও বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে। কারণ বিতর্কমূলক ও নাজুক বিষয়ে প্রশাসন কর্তৃপক্ষের অসাবধান ও বিদ্বেষপ্রসূত কোন কাজ তুমুল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। আমরা আশা করি, প্রেসিডেন্ট এই সম্ভাবনার বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

তিনি বলেন, জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতি ও সময়সূচী সম্পর্কে মতভেদের যথেষ্ট অবকাশ আছে। প্রশাসন কর্তৃপক্ষ যদি গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি গ্রহণ করতেন তবে আরও আগে প্রস্তাবিত জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যেত। তা সত্ত্বেও আমরা মনে করি যে, প্রেসিডেন্ট যে ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেছেন জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এই ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে ফলপ্রদভাবে তার সদ্ব্যবহার করতে পারেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট ও কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমাধানের সুপারিশ করেছেন এবং কতিপয় বিষয়ের কোন সমাধানের পথ নির্দেশ করেননি। এ ব্যাপারে আমরা সব সময়ই বলে এসেছি যে, শাসনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ইত্যাদি মৌলিক সমস্যাবলীর সমাধান একমাত্র জনগণই তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মারফত করতে সক্ষম।

স্বায়ত্তশাসন

তিনি বলেন, আমরা বিশ্বাস করি যে, জনগণ ৬ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে তাদের স্বায়ত্ত শাসনের দাবীর সপক্ষে স্পষ্টভাবে রায় দেবে। একমাত্র এই ৬ দফা কর্মসূচীই দীর্ঘদিনের ভুল বুঝাবুঝি দূর করে দেশের সংহতির ভিত্তি রচনা করতে পারে।

পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা সমস্যা সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট কোন মতামত প্রকাশ না করায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি আশা করেন যে, প্রেসিডেন্ট এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

কনভেনশন লীগ

কনভেনশন মুসলিম লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি খান আবদুস সবুর খান প্রেসিডেন্টের ঘোষণাকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করার ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের আগ্রহের অকাট্য প্রমাণ বলে বর্ণনা করেন।

তবে এই ঘোষণায় ভোট গ্রহণ, কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন, নির্বাচনী প্রচারণা বিধি প্রভৃতি পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয়নি বিধায় এ সম্পর্কে তার পূর্ণ প্রতিক্রিয়া জানানো সম্ভব নয় বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

শাসনতন্ত্র রচনার সময়-সীমা হিসাবে চার মাসের পর্যাপ্ততা সম্পর্কেও তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন।

পিপিআই-র খবরে বলা হয় যে কনভেনশন লীগ বিদ্রোহী গ্রুপের তিনজন নেতা–সৈয়দ হাসান মাহমুদ, জনাব ওয়াহিদুজ্জামান ও কাজী আবদুল কাদের যৌথভাবে প্রেসিডেন্টের ঘোষণাকে মোবারকবাদ জানিয়েছেন।

সংবাদ

১লা ডিসেম্বর ১৯৬৯

মুজিব কর্তৃক প্রেসিডেন্টের আন্তরিকতার প্রশংসা : স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে রায় সম্পর্কে দৃঢ়তা প্রকাশ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

প্রেসিডেন্টের ঘোষণা সম্পর্কে গতকাল (রবিবার) প্রদত্ত এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বলেন, মৌলিক সমস্যাবলীর প্রশ্নে জাতির সহিত মতৈক্য প্রকাশ করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান প্রশংসার দাবী রাখেন। তিনি নিশ্চয়তা প্রকাশ করিয়া বলেন যে, নির্বাচনে জনসাধারণ ৬-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের দাবীর অনুকূলে পরিষ্কার রায় প্রদান করিবে। নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে তিনি বলেন, বিষয়টি গুরুত্বের সহিত গ্রহণ করা হইলে প্রস্তাবিত তারিখের পূর্বেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

নিম্নে শেখ মুজিবের বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হইল:

"আমরা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ভাষণটি পাঠ করিয়াছি এবং দেশ আজ যে সব সমস্যার মধ্য দিয়া অতিক্রান্ত হইতেছে তৎসম্পর্কে তাঁহার বক্তব্য ও বর্ণিত প্রতিকারসমূহ লক্ষ্য করিয়াছি। ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবী সহ দেশের আপামর জনসাধারণের ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সর্বোচ্চ ত্যাগের মাধ্যমে জাতীয় দুর্গতির জন্য দায়ী কতিপয় কারণ চিহ্নিত করিয়াছেন এবং সেইগুলির প্রতিকারও সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়াছেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সমস্যাবলী অবহিত হওয়ার ব্যাপারে তাঁহার আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং মৌলিক সমস্যাবলী সম্পর্কে জাতির সহিত মতৈক্য প্রকাশ করার জন্য প্রশংসার দাবী রাখেন।

"জনসাধারণের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর সংক্রান্ত সময়সূচী ও কার্যকরীকরণ পদ্ধতির ব্যাপারে মত পার্থক্যের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। প্রশাসন কর্তৃপক্ষ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করিলে প্রস্তাবিত জাতীয় পরিষদের নির্বাচন পূর্বেই অনুষ্ঠিত হইতে পারে। তৎসত্ত্বেও আমরা মনে করি যে, প্রেসিডেন্ট কর্তৃক প্রস্তাবিত ব্যবস্থার সুযোগ জনগণের পরিষ্কার ম্যাণ্ডেট লইয়া নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ লইতে পারেন। নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য দেশে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট যে দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়াছেন উহা প্রশংসাযোগ্য। এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য প্রশাসনকেও অবশ্যই দ্বিধাগ্রস্ত হইলে চলিবে না। কারণ মর্মস্পর্শী বিষয় ও বিতর্কমূলক প্রশ্নসমূহের ব্যাপারে প্রশাসনের অসতর্কতামূলক ও অত্যুৎসাহী কার্যকলাপ গণতান্ত্রিক

ব্যবস্থার বিরুদ্ধবাদীর কার্যকলাপের তুলনায় কোন অংশেই কম বিভেদ সৃষ্টি করে না। আমরা আশা করি, প্রেসিডেন্ট এই সম্ভাবনার বিরুদ্ধে সতর্কতা নিশ্চিত করিবেন।

"প্রেসিডেন্ট কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান সুপারিশ করিয়াছেন এবং কতিপয় সমস্যা অমীমাংসিত রাখিয়াছেন, সব সময়ে আমাদের নীতি এই যে, শাসনতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক বা অন্য যে কোন মৌলিক প্রশ্নের সমাধান শুধুমাত্র জনসাধারণ কর্তৃক তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমেই হইতে পারে। প্রস্তাবিত জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ শাসনতন্ত্র প্রণয়নকালে স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাদির ন্যায় অমীমাংসিত মৌলিক প্রশ্নগুলির সমাধান সম্বলিত দেশের জন্য একটি ব্যাপক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবেন এবং ইহা করিতে যাইয়া তাঁহারা প্রেসিডেন্ট তাঁহার ঘোষণায় যেসব প্রশ্নের সমাধান সুপারিশ করিয়াছেন, সেইগুলি পর্যালোচনা ও চূড়ান্ত করিবেন। কাজেই, আমরা মনে করি যে, ৬-দফা ফর্মূলা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র ও অন্যান্য অমীমাংসিত গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক প্রশ্ন নির্বাচনে জনমতের উপর ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে এবং ভোটারগণ কর্তৃক অনুমোদিত অখণ্ডনীয় আইনগত ও নৈতিক শক্তির ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ উহার মীমাংসা করিবেন।

আমরা নিশ্চিত যে, জনসাধারণ ৬-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের অনুকূলে রায় প্রদান করিবে। ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং প্রতিরক্ষা সার্ভিসসহ চাকুরী ক্ষেত্রে বৈষম্যের ব্যাপারে কেন্দ্র এবং ইউনিটসমূহ বিশেষতঃ পূর্ব বাংলার মধ্যে বিরাজমান ভুল বুঝাবুঝির চিরতরে অবসান ঘটাইয়া কেবলমাত্র ৬-দফাই পাকিস্তানের সংহতি ও ঐক্যের ভিত্তি হইতে পারে।

"প্রেসিডেন্ট সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য প্রশ্নে আলোকপাত করিয়াছেন। আমরা দুঃখিত যে, তিনি পূর্ব বাংলার বন্যা সমস্যার প্রতি আলোকপাত করেন নাই। অথচ বন্যা প্রতি বৎসর পূর্ব বাংলার জন-জীবন ও অর্থনীতির বিরাট ক্ষতি সাধন করিতেছে। আমরা প্রেসিডেন্টের নিকট হইতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ব্যবস্থাকৃত পাঁচসালা পরিকল্পনা বরাদ্দ বহির্ভূত বন্যা নিয়ন্ত্রণের একটি ব্যাপক প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যাপারে তাঁহার সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত বহু প্রত্যাশিত ঘোষণাটি আশা করিয়াছিলাম। আমরা আশা করি, প্রেসিডেন্ট এই ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। অন্যথায় এই অঞ্চলের জনসাধারণের অর্থনেতিক অবস্থার বাঞ্ছিত উন্নয়ন অর্জিত হইবে না।"

আজাদ

২রা ডিসেম্বর ১৯৬৯

শেখ মুজিবের বিবৃতি : সোহরওয়ার্দীর আদর্শ অনুসরণের আহ্বান

ঢাকা, ১লা ডিসেম্বর।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য আজাদী আন্দোলনের অন্যতম সেনানী মরহুম সোহরওয়ার্দীর আদর্শকে অনুসরণ করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। মরহুম সোহরওয়ার্দীর ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকীর প্রাক্কালে প্রদত্ত এক বার্তায় জনাব শেখ মুজিব উপরোক্ত আহ্বান জানান। উল্লেখযোগ্য যে, আগামী ৫ই ডিসেম্বর মরহুম সোহরওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হইতেছে।

শেখ মুজিব তাহার বার্তায় জাতির প্রতি মহান নেতার অবদানের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, জনাব সোহরওয়ার্দী ছিলেন জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতীক। তাহার জীবনাদর্শকে বাস্তবায়নের মাধ্যমেই কেবল তাঁহার প্রতি আমরা সত্যিকার শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে পারি বলিয়া শেখ মুজিব উল্লেখ করেন। –পিপিআই

দৈনিক ইত্তেফাক

২রা ডিসেম্বর ১৯৬৯

শেখ মুজিবের বাণী

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান নির্ভীক স্বাধীনতা সংগ্রামী ও গণতন্ত্রের মানসপুত্র মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আদর্শ অনুসরণের জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

জনাব সোহরাওয়ার্দীর ৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকীর (৫ই ডিসেম্বর) প্রাক্কালে জনগণের উদ্দেশে প্রদত্ত এক বাণীতে শেখ সাহেব এই আহ্বান জানান। পরলোকগত নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া শেখ মুজিব বলেন, জনাব সোহরাওয়ার্দী ছিলেন পাকিস্তানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনে অবদান ছাড়াও জনাব সোহরাওয়ার্দী ছিলেন এদেশে নিয়মতান্ত্রিক বিরোধিতা আন্দোলনের জনক।

জনাব সোহরাওয়ার্দী জাতিকে যে গতিশীল নেতৃত্ব প্রদান এবং জনগণের মধ্যে যে গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, শেখ সাহেব গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে উহার কথা উল্লেখ করেন। নেতার স্মৃতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান আরও বলেন, জনাব সোহরাওয়ার্দী ছিলেন জনগণের আশা-আকাংক্ষার প্রতীক। দেশবাসী আশা-আকাংক্ষার বাস্তবায়নই ছিল তাঁর সারা জীবনের সাধনা–আর লক্ষ্য অর্জনের নিরলস সংগ্রাম চালাইতে চালাইতেই তিনি বিদেশ-বিভুয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শেখ মুজিব বলেন, তাঁর আদর্শের অনুসরণ এবং অভীষ্ট লক্ষ্য হাসিলের জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাইয়া যাওয়ার মাধ্যমেই এই পরলোকগত মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন সম্ভব।

দৈনিক ইত্তেফাক

২রা ডিসেম্বর ১৯৬৯

শেখ মুজিব কর্তৃক ভুট্টোর উপর হামলার নিন্দা

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান পিপলস পার্টির প্রধান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর জীবনের উপর হামলার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। গতকাল (সোমবার) পিপিআই প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপকালে শেখ সাহেব জনাব ভুট্টোর জীবন নাশের প্রচেষ্টাকে "জঘন্য ও কাপুরুষোচিত বলিয়া আখ্যায়িত করেন।'গুণ্ডা ও প্ররোচণাকারীদে'র গণতন্ত্রের দুশমন বলিয়া আখ্যাদান করিয়া শেখ মুজিব বলেন, হিংসাত্মক কার্যকলাপ মানুষকে শুধুমাত্র অনিশ্চিত অন্ধকারের মধ্যেই নিক্ষেপ করিতে পারে। তিনি বলেন যে, কোন দাবী আদায়ের জন্য জনমতই হইতেছে সবচাইতে বড় হাতিয়ার। যারা আইন ও শৃংখলাকে নিজেদের হাতে তুলিয়া নেয়, তারা দেশের হিতাকাংক্ষী নয়।

Morning News

2nd December 1969

Mujib's call to uphold ideals of Suhrawardy

Sk. Mujibur Rahman, Chief of the Awami League, Urged upon the people yesterday to uphold the ideals of late Mr. Suhrawardy a great democrat and a freedom fighter.

In a message released to PPI on the eve of the sixth death anniversary of Mr. H.S. Suhrawardy, which falls on December 5, Sheikh Mujibur Rahman recalled the services of the great leader and the freedom fighter.

He said that late Suhrawardy was one of the founder of Pakistan and one of the pillars for freedom movement. Apart from his contributions towards the independence movement, the Awami League chief said, late Mr. Suhrawardy was also the father of constitutional opposition in Pakistan.

Sk. Mujibur Rahman referred to the dynamic leadership Mr. Suhrawardy had given to the nation and pointed out how he had instilled the spirit of democratic aspiration among the people.

Sheikh Mujibur Rahman, paid rich tributes to the late Mr. Suhrawardy and said that he was a symbol of hope and aspiration of the people. Mr. Suhrawardy lived up to the expectation of the people and died for it, far away from his motherland for which he fought and died.

Sk. Mujibur Rahman said that it would be the best things for the people to uphold his ideals and words unitedly for the realisation of his objectives. Thus alone we could show respect to the late lamented leader, he said.

দৈনিক পাকিস্তান

২রা ডিসেম্বর ১৯৬৯

ভুট্টোর প্রাণ নাশের চেষ্টা : মুজিবের নিন্দা

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল সোমবার পিপলস পার্টি প্রধান জনাব জেড এ ভুট্টোর প্রাণনাশের চেষ্টার তীব্র নিন্দা করেন। পিপিআই পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়, শেখ মুজিব এই আক্রমণকে জঘন্য ও কাপুরুষোচিত বলে বর্ণনা করেন।

শেখ মুজিব বলেন, গুণ্ডা ও প্ররোচকেরা গণতন্ত্রের শত্রু। তিনি বলেন, হাঙ্গামার ফলে হাঙ্গামাই সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে আমাদের কোন লাভ হয় না।

শেখ মুজিব বলেন যে কোন দাবী আদায়ের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হল জনমত। তিনি বলেন, যারা নিজেদের হাতে আইন তুলে নেয় তারা দেশের বন্ধু নয়।

দৈনিক পাকিস্তান

২রা ডিসেম্বর ১৯৬৯

৫ই ডিসেম্বর মৃত্যুবার্ষিকী : সোহরাওয়ার্দীর আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য মুজিবের আহ্বান

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল এক বাণীতে গণতন্ত্রের মহান নেতা ও মুক্তি সংগ্রামী মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আদর্শ সমুন্নত রাখার জন্য আহ্বান জানান।

পিপিআই পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়, মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এক বাণীতে শেখ মুজিব এই আহ্বান জানান। আগামী ৫ই ডিসেম্বর এই মৃত্যুবার্ষিকী। শেখ মুজিব এই মহান নেতা ও মুক্তি সংগ্রামীর সেবার কথা স্মরণ করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, মরহুম সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং মুক্তি সংগ্রামের একটি স্তম্ভ। স্বাধীনতা আন্দোলনে তার বিরাট অবদান রয়েছে। কিন্তু শুধু তাই নয় তিনি পাকিস্তানে নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী দলের জনক।

জনাব সোহরাওয়ার্দী জাতিকে যে গতিশীল নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং জনগণের মধ্যে গণতন্ত্রের যে আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলেছেন শেখ মুজিব সে কথার উল্লেখ করেন।

মরহুম সোহরাওয়ার্দীর ভূয়সী প্রশংসা করে শেখ মুজিব বলেন, তিনি ছিলেন জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। তিনি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করেছেন এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য মাতৃভূমি থেকে বহু দূরে প্রাণ ত্যাগ করেছেন।

শেখ মুজিব বলেন, জনসাধারণের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ হবে তার আদর্শ সমুন্নত রাখা এবং তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংঘবদ্ধভাবে কাজ করা।

কেবলমাত্র এইভাবেই আমরা মরহুম নেতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারি বলে তিনি মন্তব্য করেন।

আজাদ

৩রা ডিসেম্বর ১৯৬৯

শেখ মুজিবের আহ্বান : রাজনৈতিক ধোকাবাজীতে বিভ্রান্ত হইবেন না

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

শেখ মুজিবর রহমান গতকাল মঙ্গলবার ঢাকায় কায়েমী স্বার্থবাদীদের রাজনৈতিক হঠকারিতা ও ধোকাবাজীতে বিভ্রান্ত না হইয়া ঐক্যবদ্ধ ভাবে ছয়দফা ভিত্তিক সায়ত্ত শাসনের দাবী প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

যাহারা এই দেশের দাবী লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছেন তাহাদের সম্পর্কে সদা সচেতন থাকার জন্য ছাত্র, যুবক, কৃষক, শ্রমিক, আইনজীবি তথা জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাইয়া তিনি ঘোষণা করেন যে, গণ-অধিকার আদায়ের জন্য তিনি ও তাঁহার পার্টি সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত।

রাজারবাগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ শাখার উদ্যোগে গতকাল আয়োজিত এক এফতার পার্টিতে শেখ মুজিবর রহমান উপরোক্ত আহ্বান জানান। এফতার পার্টিতে শেখ সাহেব প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দসহ বিপুল সংখ্যক কর্মীও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, জনগণের ত্যাগ, তিতীক্ষা ও রক্তের বিনিময়ে গণভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাই এই অধিকারের অপব্যবহার না করার জন্য তিনি বিশ্বাসঘাতক মহলকে সতর্ক করিয়া দেন।

তিনি বলেন, জনগণের রক্ত কোন দিন বৃথা যাইবে না। গণদাবী প্রতিষ্ঠার আন্দোলন অব্যাহত থাকিবে।

আওয়ামী লীগ কর্মীদের উদ্দেশ করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, জনসাধারনের দাবী প্রতিষ্ঠা করিতে ত্যাগের প্রয়োজন। কর্ম্মীদের প্রতি যে কোন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানাইয়া তিনি বলেন যে, স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা পাকিস্তানের একজন আদর্শ নাগরিক হিসাবে বাস করিতে চাই। কাহারও গোলাম হিসাবে এই দেশের মানুষ বাঁচিতে চাহে না।

তিনি বলেন, গ্রামবাংলায় আজ হাহাকার পড়িয়াছে। কৃষক, শ্রমিকসহ সকল শ্রেণীর মানুষ সমস্যায় জর্জরিত। শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া তাহাদের অন্ন-বস্ত্র আর বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

তিনি ঘোষণা করেন যে, আগামী জানুয়ারী মাস হইতে তিনি জনসভা শুরু করিবেন।

Pakistan Observer

3rd December 1969

Sk. Mujib's warning : Be on guard against saboteurs of people's cause

Sheikh Mujibur Rahman, Chief of the Pakistan Awami League on Tuesday called upon his party-men to he guard against those who were again out to sabotage the cause of the people, reports PPI.

Speaking at an Iftar-party arranged in his honour by the Rajarbag Union Awami League Dacca on Tuesday evening, no advised the people in general and the intelligentsia in particular to remain alert against the evil designs of the self styled leaders.

He maintained that it was high time to unmask the anti people activities of these elements so that they could not befool the people in the ensuing general election of the country.

He asked his party-men to keep themselves ready for any sacrifices to fulfil their objectives which is for the betterment and welfare of the common people and the country.

Turning to the question of provincial autonomy, he said, the question could be solved on the basis of the six-point programme of his party.

Implementation of the programme is the way leading to strong Pakistan.

The Iftar-party was attended by Messrs Tajuddin Ahmed, General Secretary, Khandakar Mustaque Ahmed, Vice-President of the Provincial Awami League student leaders, party workers and elite of the city.

দৈনিক ইত্তেফাক

৩রা ডিসেম্বর ১৯৬৯

স্বায়ত্তশাসন ও বন্যানিয়ন্ত্রণ প্রশ্নে সুস্পষ্ট রায় ঘোষণার জন্য ঘরে ঘরে প্রস্তুত হউন : ইফতার পার্টিতে আওয়ামী লীগ-প্রধান শেখ মুজিবরের আহ্বান

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (মঙ্গলবার) ঢাকায় বলেন যে, আগামী সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব বাংলার জনগণকে ৬-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন ও বন্যানিয়ন্ত্রণের দাবীর সপক্ষে সুস্পষ্ট ভাষায় আনুষ্ঠানিক রায় ঘোষণা করিতে হইবে। আর এজন্য এখন হইতেই ঘরে ঘরে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

রাজারবাগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক ইফতার পার্টিতে ভাষণ দান কালে শেখ মুজিব বলেন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধিকার অর্জনের জন্য অপরিহার্য স্বায়ত্তশাসন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের দাবী পূর্ব বাংলার গণ-মানুষের ঈমানের অঙ্গ–সার্বজনীন দাবী। নির্বাচনের মাধ্যমে এই সার্বজনীন দাবীটিকেই আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ব বাংলার আপামর জনতার অপরিবর্তনীয় রায় হিসাবে শাসনতন্ত্র রচনার জন্য গঠিত ভবিষ্যত জাতীয় পরিষদের সামনে পেশ করিতে হইবে। শেখ মুজিব বলেন, পূর্ব বাংলার মত পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশকেও স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে এবং পাকিস্তানকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র হিসাবে গড়িয়া তোলার ইহাই সর্বাপেক্ষা উত্তম উপায়।

দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ-ব্যাধি ও অশিক্ষার গ্রাম বাংলার এককরুণ চিত্র তুলিয়া ধরিয়া বক্তৃতাকালে শেখ সাহেব বলেন, স্বায়ত্তশাসন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের দাবী বাস্তবায়িত না হইলে পূর্ব বাংলা একদিন দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যুর ভাগাড়ে পর্যবসিত হইবে। তিনি বলেন, পূর্ব বাংলার মানুষকে উপলব্ধি করিতে হইবে যে, নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় অর্থাৎ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা নিজেদের জীবনমরণ সমতুল্য দাবী বাস্তবায়নের যে সুযোগ আসিয়াছে যে কোন মূল্যে উহার সদ্ব্যবহার আমাদের করিতেই হইবে।

আওয়ামী লীগ প্রধান দৃঢ়তার সাথে বলেন, গোলাম হিসেবে নয়, আমরা পাকিস্তানের সম-অধিকার সম্পন্ন আদর্শ নাগরিক হিসাবে বাঁচিতে চাই। তিনি বলেন, আমাদের সংগ্রাম কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয়, শোষণ ও অবিচারের বিরুদ্ধে।

ত্যাগ-তিতিক্ষা ছাড়া কোন মহান লক্ষ্যই অর্জন করা যায় না বলিয়া মন্তব্য করিয়া শেখ মুজিব বলেন, দেশের মানুষ বহু রক্ত দিয়াছে, প্রয়োজন হইলে আরও ত্যাগ স্বীকার করিবে, রক্ত দিবে, কিন্তু অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন হইতে বিচ্যুত হইবে না। স্মিতহাস্যে শেখ সাহেব বলেন, "দেশবাসীর আশা আকাংক্ষার প্রতিধ্বনি করিতে গিয়া অতীতের মত আজও আমি যে কোন পরিণতিকে হাসিমুখে বরণ করিয়া নিতে প্রস্তুত আছি।"

জনগণের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, নির্বাচনের মাধ্যমে গণদাবী প্রতিষ্ঠার যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে উহা বানচালের জন্য "অনেক শত্রু অনেক মিথ্যাবাদী, হঠকারী ধোকাবাজ তৎপর হইয়া উঠিবে–তাহাদের অশুভ চক্রান্তকে যে কোন মূল্যে ব্যর্থ করিয়া দিতে হইবে।"

শেখ সাহেব দুঃখ করিয়া বলেন যে, পূর্ব বাংলার অন্তহীন দুঃখ-দুর্দশার জন্য এক শ্রেণীর বাঙ্গালী 'দালালই' দায়ী। তিনি বলেন, বছরের পর বছর ধরিয়া পূর্ব বাংলার ছাত্র-শ্রমিক, কৃষক-বুদ্ধিজীবী যখন জীবনপণ সংগ্রাম চালাইয়াছে তখন এই দালালের দল পাজামা-আচকানে সাজিয়া মন্ত্রী হওয়ার উমেদারী করিতে ব্যস্ত থাকার দরুনই জনগণের সর্বনাশ হইয়াছে। জনগণের উদ্দেশে শেখ মুজিব বলেন, "পূর্ব বাংলার মাটির সঙ্গে যারা বেঈমানী করিয়াছে আগামী নির্বাচনে তাদের এমন শিক্ষা দিন যেন এদেশের মাটিতে দাঁড়াইয়া আর কোনদিন কেহ বেঈমানী আর কায়েমী স্বার্থবাদীদের দালালী করার সাহস না পায়।" শেখ সাহেব বলেন যে, আগামী ১লা জানুয়ারী রাজনৈতিক তৎপরতার উপর হইতে বিধি-নিষেধ প্রত্যাহৃত হইলে তিনি সরাসরিভাবে তাঁহার বক্তব্য জনগণের নিকট পেশ করিবেন। দলীয় কর্মীদের সাংগঠনিক তৎপরতায় আত্মনিয়োগ করার উপদেশ দিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, "দিনের আরাম রাত্রির বিশ্রাম হারাম করিয়া কাজ চালাইয়া যান–প্রতিটি মহল্লা, প্রতিটি গ্রামকে গণ-অধিকার প্রতিষ্ঠার দুর্গে রূপান্তরিত করিয়া তুলুন।"

ইফতার পার্টিতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খোন্দকার মোশতাক আহমদ, সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ প্রমুখও উপস্থিত ছিলেন।

Morning News

3rd December 1969

AL Working Committee meet held

A meeting of the Dacca District Awami League Working Committee was held yesterday at 51, Purana Paltan, Dacca with Mr. Shamsul Huq, President, Dacca District Awami League in the Chair.

Messrs Shamsul huq, Advocate Secretary, Dacca District Awami League, Sajed Ali Mukhtear, Sabur Ashrafi, Harun-ur Rashid and Moslemuddin Khan participated in the deliberation.

Resolutions were passed in the meeting directing completion of primary units within December 30 1969, Hailing the reaction of Sheikh Mujibur Rahman, Awami League Chief to the statement of President Yahya Khan, supporting the genuine demands of Textile and Press workers, demanding the supply of potato seeds to the potato-growers of Munshiganj and starting of the Jahangirnagar university etc.

দৈনিক পয়গাম

৩রা ডিসেম্বর ১৯৬৯

ঢাকা জেলা আওয়ামী লাগের কার্যনির্বাহক কমিটির সভা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (মঙ্গলবার) ৫১, পুরানা পল্টনে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শামসুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে এডভোকেট শামসুল হক, জনাব সাজেদ আলী মোক্তার, জনাব সবুর আশরাফী, জনাব হারুন-উর-রশীদ ও জনাব মোসলেম উদ্দিন খান বক্তৃতা করেন।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে চলতি সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে প্রাথমিক ইউনিট গঠনের কাজ সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া সভায় গৃহীত অপর প্রস্তাবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিবর রহমানের বিবৃতির প্রশংসা করা হয়।

অপর প্রস্তাবে সুতাকল ও প্রেস শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী-দাওয়ার প্রতি সমর্থন এবং জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু ও মুন্সিগঞ্জে গোল আলুর বীজ সরবরাহের জন্য দাবী করা হয়।

সংবাদ

৩রা ডিসেম্বর ১৯৬৯

দলীয় কর্মীদের প্রতি শেখ মুজিব : গণবিরোধী চক্রের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার আহ্বান

ঢাকা, ২রা ডিসেম্বর (পিপিআই)।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ গণস্বার্থবিরোধী চক্রের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার জন্য দলীয় কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। শেখ সাহেব আজ রাজারবাগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক ইফতার পার্টিতে বক্তৃতা করিতেছিলেন। শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, গণবিরোধী চক্রের মুখোশ উন্মোচনের উপযুক্ত সময় উপস্থিত। এই চক্র যাহাতে আসন্ন নির্বাচনের সময় জনগণকে বিভ্রান্ত না করিতে পারে তজ্জন্য সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

সংবাদ

৩রা ডিসেম্বর ১৯৬৯

শেখ মুজিবের আহ্বান : সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু বার্ষিকী পালন করুন

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান নির্ভীক স্বাধীনতা সংগ্রামী ও গণতন্ত্রের অগ্রদূত মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীয় আদর্শ অনুসরণের জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

জনাব সোহরাওয়ার্দীর ৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকীর (৫ই ডিসেম্বর) প্রাক্কালে জনগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক বানীতে শেখ মুজিবর রহমান এই আহ্বান জানান। পরলোকগত নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া জনাব শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, জনাব সোহরাওয়ার্দী ছিলেন পাকিস্তানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

তিনি বলেন যে, ইহা ছাড়াও জনাব সোহরাওয়ার্দী ছিলেন এ দেশে নিয়মতান্ত্রিক বিরোধিতা আন্দোলনের জনক।

জনাব সোহরাওয়ার্দী জাতিকে যে গতিশীল নেতৃত্ব প্রদান এবং জনগণের মধ্যে যে গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন শেখ মজীব উহা শ্রদ্ধার সহিত স্মরন করেন। নেতার স্মৃতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিয়া তিনি বলেন, জনাব সোহরাওয়ার্দী ছিলেন জনগণের আশা আকাংখার প্রতীক। দেশবাসীর আশা আকাংখার বাস্তবায়নই ছিল তাঁহার সমগ্র জীবনের সাধনা আর লক্ষ্য অর্জনের নিরলস সংগ্রাম চালাইতে চালাইতেই তিনি বিদেশ বিভুইয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, তার আদর্শের অনুসরণ এবং অভীষ্ট লক্ষ্য হাসিলের জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাইয়া যাওয়ার মাধ্যমেই এই পরলোকগত মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন সম্ভব।

Morning News
5th December 1969
Mujib to address Paltan meeting on January 11
(By Our Staff Reporter)

Mr. Tajuddin Ahmad General Secretary, East Pakistan Awami League yesterday announced that Pakistan Awami League will hold a public meeting on January 11 (Sunday) at 3 p.m. at the Paltan Maidan where Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman will address the gathering. According to a party Press release issued in Dacca last night.

সংবাদ
৫ই ডিসেম্বর ১৯৬৯
শহীদ সাহেবকে যেমন দেখেছি
শেখ মুজিবর রহমান

"ভারতের অসহায় মুসলমানদের রক্ষার চাইতে' তিনি কোন উচ্চ পদকেই বড় মনে করেন নাই। তাই কোন পদ গ্রহণে অসম্মতি জানাইয়া তিনি ভারতে থাকিয়া সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়িয়া তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন।"

"জনাব সোহরাওয়ার্দীর দূরদৃষ্টি এমন এক সময় পাকিস্তানকে রক্ষা করিল–যখন কেন্দ্রে ও এখানকার সরকার তাহাকে একজন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হিসাবে প্রচার করিতে ব্যস্ত।"

"গরীব লোকটির একটি নিজস্ব গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে তিনি তাহাকে এই শেষ দান করিলেন।"

"পাকিস্তানের রাজনৈতিক মঞ্চে সম্ভবতঃ তিনিই একমাত্র ব্যক্তি–যিনি রাজপ্রাসাদ হইতে গরীবের কুটির পর্যন্ত সর্বত্র নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া নিতে পারিতেন।"

"রাত্রিতে এসো, তার আগে আমার সময় হবে না।"

জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে এত বেশী বিরল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটিয়াছিল যে, তাহার বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গেলে কয়েকখণ্ড পুস্তক রচনার প্রয়োজন। সুদীর্ঘ প্রায় এক চতুর্থ শতাব্দীকাল তাহার সংস্পর্শে থাকার ফলে আমার মনের কোণে তাঁহার যে ছবিটি অংকিত হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে তাহা কোনো সাধারণ মানুষের নহে, একজন প্রায় অতি মানবের। তাহার মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের মহৎ গুণের যে সমাবেশ ঘটিয়াছিল তাহাই তাহাকে একজন বিরাট ব্যক্তিত্বশীল মানুষে পরিণত করিয়াছিল।

জনাব সোহরাওয়ার্দী দেশ বিভাগের পর ভারতে ফেলিয়া আসা অসহায় মুসলমানদের জন্য যাহা করিয়াছেন তাহা একদিকে যেমন তাহার উচ্চমনের কর্তব্যবোধের পরিচায়ক, অন্যদিকে তেমনি অপরিসীম ত্যাগের প্রমাণ। অসহায় মুসলমানদের রক্ষা করার মহান উদ্দেশ্য সাধন করিতে যাইয়া তাঁহাকে কায়েদে আজমের একটি নয়, দুইটি নয়, পাঁচ পাঁচটি উচ্চপদ গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে হয়। কায়েদে আজম তাঁহাকে (১) ভারতে পাকিস্তানী হাইকমিশনার, (২) পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মন্ত্রিত্ব, (৩) পাঞ্জাবের গভর্ণর পদ, (৪) জাতিসংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধির পদ এবং সর্বশেষ (৫) বিদেশে কায়েদে আজমের ভ্রাম্যমাণ রাষ্ট্রদূতের পদ গ্রহণের প্রস্তাব দিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের অসহায় মুসলমানদের রক্ষার চাইতে তিনি কোন উচ্চ পদকেই বড় মনে করেন নাই। তাই কোন পদ গ্রহণে অসম্মতি জানাইয়া তিনি ভারতে থাকিয়া সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়িয়া তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন এবং একে একে সাম্প্রদায়িক উম্মাদনার লীলাভূমি কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থান, পূর্ব পাঞ্জাব, আলওয়ার, ভরতপুর, দিল্লী ও যুক্তপ্রদেশে সফর করিলেন। এই সকল স্থানের কোন কোনটায় তিনি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে গিয়াছিলেন, আবার কোন কোন স্থানে একাকীই গিয়াছিলেন। তবে সব জায়গাতেই তাঁহার জীবন বিপন্ন ছিল। শুধু ভারতে নহে, তিনি পূর্ব বাংলাও সফর করিলেন এবং বিভিন্ন স্থানে সভা সমিতি করিয়া মানুষের নিকট পাকিস্তান ও ভারত উভয় দেশের স্বার্থেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করিলেন। এই শান্তি মিশনে জনগণের অভ্যর্থনা, অভিনন্দন ও সাড়ার মাধ্যমে তাঁহার অচিন্তনীয় জনপ্রিয়তার যে চিত্র ফুটিয়া উঠিল, তদ্দৃষ্টে ক্ষমতাসীনদের বুক কাঁপিয়া উঠিল। তাই তাঁহারা সাত তাড়াতাড়ি ষ্টিমারযোগে টাঙ্গাইল রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে বাদামতলী ঘাটে তাহার উপর বহিষ্কার আদেশ জারী করিলেন। এ সময় পূর্ব বাংলার মুখ্য মন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দিন। জনাব সোহরাওয়ার্দীকে কলিকাতা ফিরিয়া যাইতে হইল এবং সেখানে গিয়া তিনি পুনরায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুনঃ প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। গান্ধিজীর সহায়তায় তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা কলিকাতা সহ পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন অংশ আসাম ও ভারতের পাকিস্তান সন্নিহিত বিভিন্ন প্রদেশ হইতে মুসলমানদের পাকিস্তান পাড়ি রোধ করিতে সক্ষম হইলেন। এইভাবে তিনি এই নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র, বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানকে কোটি কোটি মোহাজেরের চাপজনিত গুরুতর বিপর্যয় হইতে রক্ষা করিলেন। অন্যথায় এই নবীন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি এবং অসাংগঠনিক ও টলটলায়মান অর্থনীতি এবং প্রশাসন ব্যবস্থা সেই সময়ে চুরমার হইয়া যাইত।

সুতরাং জনাব সোহরাওয়ার্দীর দূরদৃষ্টি এমন এক সময় পাকিস্তানকে রক্ষা করিল যখন কেন্দ্র ও এখানকার সরকার তাঁহাকে একজন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হিসাবে প্রচার করিতে ব্যস্ত।

একজন দুঃসাহসিক মানুষ

জনাব সোহরাওয়ার্দীর সাহসের কথা সর্বজনবিদিত। শতবিপদ-আপদেও তিনি অটল ছিলেন, অথচ ইহার যেকোনটিতে তাঁহার জীবন খতম হইতে পারিত। কিন্তু কোন পরোয়া নাই। তাঁহার খোদা ভীরুতাই ইহার একমাত্র কারণ। শত্রু অধ্যুষিত এলাকায় রওয়ানা হইলে আমরা যখন বাধা দিতাম, তখন তিনি বলিতেন "খোদা তায়ালা যে সময় নির্ধারণ করিয়াছে তৎপূর্বে কেহই আমাকে হত্যা করিতে পারিবে না।" এই প্রসঙ্গে আমি তাঁহার জীবন প্রদীপ নির্বাপণ প্রচেষ্টার কতিপয় ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ১৯২৫ সালে কলিকাতার সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার সময় কিভাবে তিনি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, জনাব সোহরাওয়ার্দীর নিজ মুখেই আমি তাহা শুনিয়াছি। একবার তিনি শুদ্ধি আন্দোলনের নেতা স্বামী শ্রদ্ধামন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। কিভাবে রক্তক্ষয় বন্ধ করা যায়, এ সম্পর্কে তাঁহারা দুইজন রাস্তায়।

আমি কোনদিন তাঁহাকে কাহার উপর এমনকি তাঁহার রাজনৈতিক শত্রুর উপরও ব্যক্তিগত আক্রোশ অথবা রাজনৈতিক কারণে প্রতিশোধ নীতি দেখি নাই। সুদূর বৈরুতে তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করিয়াছেন কিনা তাহা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। তবে তিনি আর আমাদের মধ্যে নাই; কিন্তু একজন সাধারণ কর্মী, অনুসারী ও ঘনিষ্ঠ সহচর হিসাবে দীর্ঘ ২৩ বৎসরকাল আমি তাঁহার মধ্যে যে মানুষটির পরিচয় পাইয়াছি সে সাধারণ মানব নহে। অতি মানব।

দানশীল সোহরাওয়ার্দী

একজন দীপ্তিমান আইনীবী হিসাবে জনাব সোহরাওয়ার্দী লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করিতেন আবার ব্যয়ও করিতেন দরাজ হস্তে। তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য চাইতে আসিয়া কোনদিন কেহ খালি হাতে ফিরিয়া যাইত না। তবে তাঁহার দানের বিরল বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি কোন সময় অন্য কাহার নিকট নিজের দানের কথা অথবা দান প্রাপ্তদের কথা প্রকাশ করিতেন না। আমি জানি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বহু ছাত্র তাহার অর্থে লেখাপড়া শিখিত।

গুজরানওয়ালার জনসভা ব্যতীত জীবনে আর কোন সময় কেহ তাঁহাকে শত শত্রুতার মুখেও কোন কাজ হইতে বিরত করিতে পারে নাই। তিনি কোন বিপদকেই গ্রাহ্য করিতেন না। শত্রু দল যত সুংগঠিতই হউক না কেন

জনাব সোহরাওয়ার্দী কোন দিনও তাঁহার নির্ধারিত জনসভায় বক্তৃতা দান হইতে পিছপাও হইতেন না, বরং অসীম সাহসের সহিত তিনি পরিস্থিতির মোকাবিলা করিতেন এবং তাঁহার মোহনীয় বক্তৃতার মাধ্যমে যাদুমন্ত্রের ন্যায় শত্রুদেরকেও বশীভূত করিয়া ফেলিতেন।

জনাব সোহরাওয়ার্দী তাঁহার সারা জীবনে কোনদিন রাজনীতিক বা জনসাধারণকে ধাপ্পা দিয়াছেন তাঁহার বিরুদ্ধে এমন অপবাদ তাঁহার শত্রুরাও দিতে পারিবেন না। সম্ভবতঃ এই কারণেই তিনি পাকিস্তানে রাজনৈতিক কুচক্রের শিকারে পরিনত হইয়াছেন। তিনি কোন দিন গুজ গুজ রাজনীতি গোপন কারসাজী, ধাপ্পাবাজী চক্রান্তে বিশ্বাস করিতেন না। তিনি কেবল আইনের অনুশাসনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রেই বিশ্বাস করিতেন। তিনি খোলাখুলি রাজনীতিতে বিশ্বাস করিতেন। তিনি কোন দিনও কাহাকে মিথ্যা আশা দেন নাই, বরং কাহাকেও সাহায্য করার প্রয়োজন বোধ করিলে তিনি নির্ধারিত গণ্ডি অতিক্রম করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের খোঁজ-খবর ও কাজকর্মের তত্ত্ব-তালাশ করিতেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবেই কর্মীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন এবং তাহাদের পরিবারের খরচ প্রদান করিতেন। আমি কলিকাতা ও ঢাকা এই উভয় স্থানেই তাঁহাকে কিছুসংখ্যক যক্ষ্মা-আক্রান্ত রাজনৈতিক কর্মীর চিকিৎসা ও তাহাদের পরিবারের খরচা প্রদান করিতে দেখিয়াছি।

১৯৪৬ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচন

আমি তাঁহাকে বিখ্যাত নাটোর ও বালুঘাট উপনির্বাচনে কাজ করিতে দেখিয়াছি। তাঁহার সংগ্রাম নিপুনতাই সকল নির্বাচনে জয়লাভের কারণ।

আমি তাঁহাকে পাকিস্তান ইস্যুতে অনুষ্ঠিত ১৯৪৬ সনের সাধারণ নির্বাচনেও কাজ করিতে দেখিয়াছি। এমন কোন স্থান বা জায়গা ছিল না যেখানে তিনি যান নাই। তিনি প্রদেশব্যাপী জনমত সংগঠন করেন এবং নির্বাচনী অভিযান এমনভাবে পরিচালিত করেন যাহাতে সর্বাধিক দক্ষতা হইতে সর্বাধিক ফল পাওয়া যায়। সমগ্র ভারতের মধ্যে একমাত্র বাংলা দেশই "মুসলিম লীগ" শতকরা ৯৭টি আসন লাভ করিয়াছিল। তাঁহার ঝটিকা সফর, কর্মী ও ছাত্রদের সহিত তাঁহাদের ব্যক্তিগত সংযোগ ও উপযুক্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত স্থানে নিয়োগের ফলেই এই অভাবিতপূর্ব বিজয় সম্ভব হইয়াছিল।

১৯৫৪ সনে পূর্ব বাংলার সাধারণ নির্বাচনকালে তিনি কিভাবে কাজ করিয়াছিলেন তাহা আমাদের অনেকেরই জানা আছে। ঐ সময় তিনি যুক্তফ্রন্টের "সিমসন" রোডস্থ অফিসে অবস্থান করিতেন। সেখানে তিনি একজন সাধারণ লোকের মত খাটিয়ার উপর রাত্রি যাপন করিতেন। সময়

সময় হোটেল হইতে তাঁহার খাবার আসিত। অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে আমি প্রধানমন্ত্রীর 'প্রাইভেট সেক্রেটারী' জনাব এ, এ, শাহকে রাত্রি ১১ টার সময় ফাইলপত্র লইয়া জনাব সোহরাওয়ার্দীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া রাত্রি তিনটার সময় বাহির হইতে দেখিয়াছি।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রদেশগুলিকে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা দেওয়া হইলেও জনাব সোহরাওয়ার্দীর ব্যক্তিত্বের সম্মুখে কিছুই দাঁড়াইতে পারিত না। একবার কোন এক বিভাগীয় সেক্রেটারী জনৈক সিনিয়র আই,সি,এস, অফিসার কি 'নোটস'সহ একটি ফাইল লইয়া জনাব সোহরাওয়ার্দীর নিকট দিলে তিনি উক্ত নোটগুলি, বিশেষভাবে নোটের ভাষা অনুমোদন করিলেন না এবং অনুরূপ নোট লেখার জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসারকে তিরস্কার করিলেন। তিনি বিষয়টি গভর্নরের গোচরে আনিলেন এবং গভর্নর একদিন আলাপ প্রসঙ্গে জনাব সোহরাওয়ার্দীকে বলিলেন যে, "অফিসারটি শুধু সিনিয়র আই, সি, এস অফিসারই নহেন, অক্সফোর্ডের একজন এম, এ এবং প্রত্যেক ইংরেজ ভাল ইংরেজী জানে না" ইহার পর গভর্নর বলার কিন্তু পাইলেন না।

দু'টি ঘটনা

১৯৫৪ সালে আমার পল্লী ভবন হইতে প্রায় আড়াই মাইল দূরে জনাব সোহরাওয়ার্দী এক জনসভায় বক্তৃতা করেন। জনসভাশেষে আমরা পদব্রজে আমাদের বাড়ী যাই। তখন পথিমধ্যে আমাদিগকে একটি খাল অতিক্রম করিতে হয়। তখন উহা শুষ্ক ছিল। শহীদ সাহেব আমাকে খালটির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আমি তাহাকে বলিলাম যে, খালটিতে পানি না থাকায় মানুষের অনেক দুর্ভোগ পোহাইতে হয়। ১৯৫৭ সালে আমি যখন প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার সদস্য তখন এক দিন হঠাৎ শহীদ সাহেব আমাকে বলিলেন, মুজিব ১৯৫৪ কি করিয়াছ? তুমি এখন ক্ষমতাসীন। মানুষ কি এক্ষণে পানির অভাবে কষ্ট পাইতেছে? আমি সানন্দে তাঁহাকে বলিলাম যে, আমি সেই খালটিই পূনঃ খননের ব্যবস্থা করাইয়াছি। ইহা শুনিয়া তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় তাঁহার স্মরণশক্তি কত প্রখর ছিল এবং মানুষের কথা তিনি কত ভাবিতেন।

আর একটি ঘটনা। ১৯৪৫ সাল। আমরা প্রায় ৩০০ প্রতিনিধি নিখিল ভারত মুসলিম কনভেনশনে যোগদানের জন্য দিল্লী যাইতেছিলাম। আমাদের জন্য স্পেশাল ট্রেন রিজার্ভ করা হইয়াছিল। আমাদের বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য ষ্টেশনে সমাগত ৫০ জনেরও বেশী ছাত্র টিকিটের প্রয়োজন নাই দেখিয়া আমাদের সঙ্গে গাড়ীতে উঠিয়া দিল্লী রওয়ানা দিলেন। দিল্লী পৌঁছার পর এই অতিরিক্ত লোকের থাকা-খাওয়ার-আশ্রয়ের সমস্যা প্রকট হইয়া দেখা দিল।

পরণের কাপড়চোপড় ছাড়া তাহাদের কাছে আর কিছুই ছিল না। টাকা পয়সার কথা ত না বলিলেই চলে। আমরা বিষয়টি জনাব সোহরাওয়ার্দীকে জানাইলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে মরহুম জনাব লিয়াকত আলীর সঙ্গে আলোচনা করিয়া তাঁহাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। কনভেনশনে জনাব সোহরাওয়ার্দী যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়াছিলেন তাহা আজও আমার কানে বাজে। কনভেনশন শেষে জনাব সোহরাওয়ার্দী তাঁহার দিল্লীর কতিপয় বন্ধুর নিকট হইতে টাকা কর্জ করিয়া ছাত্রদের প্রত্যেককে কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের জন্য ২৫ টাকা করিয়া দেন। কর্মী ও ছাত্রদের স্থান যে জনাব সোহরাওয়ার্দীর অন্তরে কত উচ্চে ছিল, এ ঘটনা হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

একটি কৃষ্টি ও ধনী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করা সত্ত্বেও জনাব সোহরাওয়ার্দী এদেশের দরিদ্র জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া তাঁহার নিজ সম্প্রদায়ের পশ্চাৎপদ জনগণের স্বার্থে ব্যক্তিগত আরাম-আয়েস ত্যাগ করিয়া রাজনীতিতে নামিয়া পড়েন। তবে সংখ্যাগুরু অমুসলিম সম্প্রদায়ের সহিত তিনি সর্বদা বন্ধুত্বপূর্ণ মীমাংসায় আসিতে চেষ্টা করিতেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন সম্পর্কে পরলোকগত মিঃ এস, আর, দাসের সঙ্গে জনাব সোহরাওয়ার্দী যে 'রাজনৈতিক বন্ধুত্ব' করিয়াছিলেন তাহা এবং সোহরাওয়ার্দী-দাস চুক্তি আজও একটি গৌরবের বস্তু হিসাবে পরিগণিত। দেশবন্ধুর জীবিতকালে এই চুক্তি একবারও ভঙ্গ করা হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর মিঃ সুভাষ চন্দ্র বসু ও জনাব সোহরাওয়ার্দী উহা রিনিউ করেন। ইহাই সোহরাওয়ার্দী-বোস চুক্তি নামে পরিচিত। প্রথমোক্ত চুক্তি অনুযায়ী দেশবন্ধু কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ও শহীদ সাহেব ডেপুটি মেয়র হন। এই চুক্তি অনুসারেই প্রতি তিন বৎসরে একবারের জন্য কর্পোরেশনের মেয়র পদে মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত হয়।

তিনি মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা প্রত্যাখ্যান করিয়া আসন সংরক্ষণের ভিত্তিতে যুক্ত নির্বাচন প্রথার নীতিতে প্রণীত নেহরু ফর্মুলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মরহুম মওলানা মহম্মদ আলী, মওলানা শওকত আলী ও ডাঃ আনসারীসহ তৎকালীন আর অন্য কোন মুসলিম নেতা নেহরু ফর্মুলার বিরোধিতা করেন নাই। সেদিন যদি জনাব সোহরাওয়ার্দী নেহরু ফর্মূলার বিরোধিতা করিতেন আর যদি তাহা গৃহীত হইয়া যাইত, তাহা হইলে উহা মুসলমানদের ভবিষ্যৎ তথা পাকিস্তান আন্দোলনের মূলেই কুঠারাঘাত করিত। আবার তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি খণ্ডিত পাকিস্তানে খণ্ডিত বাংলার কুফল উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার ফলে উদ্ভব হইয়াছিল বৃহত্তর বাংলার সোহরাওয়ার্দী-বসু চুক্তি (জনাব সোহরাওয়ার্দী ও মিঃ শরৎচন্দ্র বসুর নামানুসারে)। এই পরিকল্পনার প্রতি

কায়েদে আজমেরও আশীর্বাদ ছিল। কিন্তু মিঃ বল্লবভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে পরিচালিত চরমপন্থী কংগ্রেস মহল এবং মিঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীর ন্যায় সাম্প্রদায়িক নেতারা তাহা করিতে দেয় নাই।

দুঃখের বিষয় জনাব সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক প্রতিবাদীরা পরিকল্পনাটিতে ভিন্ন উদ্দেশ্য আরোপ করিয়া উহা জনাব সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে মূলধন হিসাবে লাগাইতে এখনও চেষ্টা করেন। আমি নিশ্চিত যে, পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হইলে তাহা কত ভাল হইত, জনগণ আজ তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে। এই স্বল্পপরিসর জায়গায় পরিকল্পনাটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা সম্ভব নহে। আমি শুধু এইটাই বলতে চাই যে, এই পরিকল্পনায় উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি ন্যায় বিচারের নিশ্চয়তা ছাড়াও অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতার বিধান ছিল। সর্বোপরি বাঙলা-আসাম এবং বিহার-উড়িষ্যার বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলীকে লইয়া প্রস্তাবিত রাষ্ট্রটি গঠিত হইলে উহা সম্পদের দিক দিয়া বিশ্বের মধ্যে অন্যতম ধনী ও সম্পদশালী রাষ্ট্র হইত। জনাব সোহরাওয়ার্দীর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও অতি মানবীয় দক্ষতাকে অনেকেই ভয় করিতেন। সেই জন্যই অবিভক্ত ভারতে এবং পাকিস্তানে বিশেষ করিয়া মুসলিম লীগ মহলের অনেকেই তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিত ও তাঁহার বিরুদ্ধে সদাসর্বদা চক্রান্তের খেলায় লিপ্ত ছিলেন। জনগণের জন্য সর্বস্ব ত্যাগী নেতার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা জানাইবার মত আমার ভাষা নাই। মৃত্যুকালে তিনি ব্যাংকে ১৩ হাজার টাকা ঋণ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীদের ইহা শোধ করিতে হইবে। অথচ তিনি শুধুমাত্র আইন-ব্যবসায়ের দ্বারাই অতি সহজে কোটি কোটি টাকার সম্পদ গড়িতে পারিতেন। যদি তাঁহার মত এত বড় ব্যক্তিত্বশালী ও যোগ্যতাসম্পন্ন নেতা কোন উন্নত দেশে জন্ম গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি যুগের পর যুগ ক্ষমতার উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি যে এ দুর্ভাগা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

আজাদ

৬ই ডিসেম্বর ১৯৬৯

শহীদ সোহরওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান এই মর্মে ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের পুর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ এখন হইতে 'বাংলা' নামে অভিহিত হইবে। আজাদী সংগ্রামের অন্যতম সেনানী মরহুম হোসেন শহীদ সোহরওয়ার্দীর ষষ্ঠ

মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গতকাল শুক্রবার আয়োজিত আলোচনাসভায় প্রধান বক্তার ভাষণ দান কালে শেখ মুজিব উপরোক্ত ঘোষণা করেন। পরে সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান যে, এখন হইতে আওয়ামী লীগ সর্ব কাজে পূর্ব্ব বাংলার নাম 'বাংলা' হিসাবে ব্যবহার করিবে।

হোসেন শহীদ সোহরওয়ার্দী স্মৃতিবার্ষিকী উদযাপন কমিটির উদ্যোগে গতকাল অপরাহ্নে মাজার প্রাঙ্গণে নির্মিত প্যাণ্ডেলে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় সাবেক রাষ্ট্রদূত জনাব কামরুদ্দিন আহমদ সভাপতিত্ব করেন এবং প্রদেশের সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব এসএম মুর্শেদ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

প্রদেশের নামকরণ প্রসঙ্গে আজাদী সংগ্রামের দুইজন প্রিয় নেতা শেরে বাংলা মরহুম এ কে ফজলুল হক এবং মরহুম হোসেন শহীদ সোহরওয়ার্দীর নাম উল্লেখ করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, বাংলা নামটি এই দুই মহান নেতার স্মৃতির সহিত জড়িত অথচ বর্তমানে 'বে অফ বেঙ্গল' নাম ছাড়া মানচিত্র হইতে বাংলা নামটি মুছিয়া যাইতে বসিয়াছে।

শেখ মুজিব তাঁহার ভাষণের প্রারম্ভে স্বীকার করেন যে, সোহরওয়ার্দীর কথা মনে পড়িলেই তিনি ভাবাবেগ প্রবণ হইয়া পড়েন। কারণ হিসাবে তিনি বলেন যে, সোহরওয়ার্দী ছিলেন আমার নেতা। রাজনীতির পাঠ তাঁহার নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলাম।

দৈনিক ইত্তেফাক

৬ই ডিসেম্বর ১৯৬৯

দুনিয়ার কোন শক্তিই বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবী ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না : শেখ মুজিব

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (শুক্রবার) ঢাকায় বলেন যে, স্বার্থবাদী মহল আসন্ন সাধারণ নির্বাচন বানচালের যে চক্রান্ত চালাইতেছে উহা প্রতিহত করিয়া ছয় দফার সপক্ষে ঐক্যবদ্ধ রায় ঘোষণা করিতে পারিলে বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবী ঠেকাইয়া রাখিতে পারে এমন সাধ্য পৃথিবীতে কাহারও নাই।

অবিসম্বাদিত গণনায়ক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল অপরাহ্নে সোহরাওয়ার্দী-শেরে বাংলার মাজার প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বক্তৃতাকালে শেখ মুজিব দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, "বাংলার এই দুই কৃতী সন্তানের 'সমাধির' পাশে দাঁড়াইয়া আজ

আমরা আবার এই শপথই ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা সত্যিকার পাকিস্তানী নাগরিক হিসাবে বাঁচিতে চাই–কাহারও গোলাম হইয়া থাকিতে চাই না।"

আলোচনা সভায় বক্তৃতাকালে শেখ মুজিব বলেন, গণপ্রতিনিধিদের দ্বারা স্বায়ত্তশাসন সহ সমুদয় জাতীয় সমস্যার সমাধানকল্পে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের যে কর্মসূচী ঘোষিত হইয়াছে, নানা ছুতা-নাতা দেখাইয়া উহা বানচাল করার জন্য স্বার্থবাদী মহল চক্রান্ত শুরু করিয়াছে। জনগণের উদ্দেশে তিনি বলেন, এই চক্রান্ত রুখিয়া দাঁড়ান। পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বিলুপ্ত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করিয়া শেখ সাহেব বলেন, স্বায়ত্তশাসনের নিশ্চয়তা প্রদান করা হইলে ভাল হইত। তবে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ রহিয়াছে। তিনি বলেন, এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার উদ্দেশ্যেই নির্বাচন বানচালের চেষ্টা প্রতিহত করিতে হইবে। কোন কোন নেতা 'এক লোক এক ভোটের' বুঝেন না বলিয়া তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ইহার একমাত্র অর্থ জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব। এছাড়া অন্য কোন অর্থ খুঁজিতে হইলে আমাদেরকে নতুন করিয়া রাস্ট্রবিজ্ঞান পড়তে হইবে বলিয়া মন্তব্য করেন।

দালালী যদি কাহারও করিয়া থাকি–

শেখ সাহেব বলেন, বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক দাবীর প্রশ্ন তুলিলেই চৌধুরী খালিকুজ্জামান এবং তাঁর দোসররা আঁতকাইয়া উঠেন। এই অপরাধে বাঙ্গালীদের কম্যুনিষ্ট, হিন্দুস্থানের এজেন্ট আমেরিকার দালাল হিসেবে অভিহিত হইতে হইয়াছে, শুধু তাই নয়, গণমানুষের আশা-আকাংক্ষার প্রতিধ্বনি করার দরুনই কায়েমী স্বার্থবাদীদের তল্পিবাহকরা শেরে বাংলাকে অন্তরীণাবদ্ধ করিয়াছে। অথচ আমরা কোনদিন পশ্চিম পাকিস্তানীদের ঠকাইতে চাই নাই–শুধু ইনসাফ আর ন্যায্য পাওনা চাহিয়াছি। শেখ সাহেব বলেন, গণ-দুশমনরা যা কিছু খুশি বলুক–দালালী যদি কাহারও করিয়া থাকি, সে আমার দেশ ও দেশবাসীর।

যদি সেদিন–

শেখ মুজিব বলেন, আজ যারা বড় বড় কথা বলিয়া বাজিমাৎ করিতে চায়, কথায় কথায় বাঙ্গালীর দুঃখ কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করে বাংলার চরম দুর্দিনে সেই সব নেতাকে বাঙ্গালীরা পাশে পায় নাই। তিনি বলেন, ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন যখন ৬-দফার দাবীতে সারা বাংলা জাগিয়া উঠিয়াছিল–যখন আমরা জেলে–ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক স্বৈরাচারী শক্তির বুলেটের আঘাতে রক্তাক্ত হইতেছিল, সেই সময় এইসব বিপ্লবী নেতার কেহবা ভয়ে ঘরে খিল আটকাইয়াছে, কেহবা ৬-দফা

আন্দোলনে বহিঃশক্তির গন্ধ আবিষ্কারে লিপ্ত হইয়াছে। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, সেদিন যদি এইসব নেতা আন্দোলনকে আগাইয়া নিতেন, বহু পূর্বে আইয়ুবের পতন ঘটিত–স্বায়ত্তশাসনও আদায় হইত।

বেঈমানদের সমূচিত শিক্ষা দিন

জনগণের উদ্দেশে শেখ মুজিব বলেন, অগণিত দেশপ্রেমিকের পাশাপাশি এই বাংলার মাটিতে জন্ম নিয়াছে এক শ্রেণীর স্বার্থলোভী বেঈমান। ইহারাই ব্যক্তিগত লাভ লোভের বিনিময়ে বার বার বাংলা আর বাঙ্গালীর স্বার্থ বিকাইয়া দিয়াছে। আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, দেশব্যাপী প্রচণ্ড গণ-অভ্যুত্থানের দিনে অগণিত ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক জনতার রক্তপাতের মধ্যদিয়া আইয়ুবের পতন যখন অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে সেই মুহূর্তেও সেই রক্তের দাগ না শুকাইতেই এ বেঈমানের দল মন্ত্রিত্বের জন্য আইয়ুবের দুয়ারে ধর্ণা দিয়াছে। তিনি বলেন, আগামী সাধারণ নির্বাচনে এই পেশাদার বেঈমানদের এমন শিক্ষা দিন যেন বাংলার পবিত্র মাটিতে দাঁড়াইয়া বাঙ্গালীর সঙ্গে বেঈমানী করার ধৃষ্টতা আর কাহারও না হয়।

রক্তের ঋণ শোধ করিবই

শেখ সাহেব বলেন, জনগণের পক্ষে কথা বলিতে গিয়া আমি জেল খাটিয়াছি, জুলুম সহ্য করিয়াছি, ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হইয়াছি। কিন্তু ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক জনতা বুকের রক্ত দিয়া আমাকে আবার তাদের মধ্যে ফিরাইয়া আনিয়াছে। তিনি বলেন, দেশবাসীর যে ভালবাসা ও আশীর্বাদ আমি পাইয়াছি উহার চাইতে বড় কিছুই আমার পাওয়ার নাই। আবেগ কম্পিত কণ্ঠে শেখ সাহেব বলেন, দেশবাসীর রক্তের ঋণ আমি শোধ করিবই।

৫৬ সালের শাসনতন্ত্র প্রসঙ্গে

শেখ সাহেব বলেন, কোন কোন মহল বলিয়া বেড়াইতেছেন যে, মরহুম সোহরাওয়ার্দী ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন, স্বায়ত্তশাসনের নিশ্চয়তা না থাকায় এই শাসনতন্ত্র পাস হওয়ার সময় পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করার আগে নেতা যে বক্তৃতা দিয়াছেন উহা পড়িলেই বুঝা যাইবে যে, তিনি '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র সমর্থন করেন নাই।

গ্রামবাসীদের গায়ে মাংস নাই

দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতির এক করুণ চিত্র তুলিয়া ধরিয়া বক্তৃতাকালে শেখ মুজিব বলেন, ২২টি পরিবারের হাতে রাষ্ট্রের সমুদয় সম্পদ কেন্দ্রীভূত হইয়াছে আর গ্রামবাংলা শ্মশানে পর্যবসিত হইয়াছে। রোগ ব্যাধিতে অনাহার অর্ধাহারে ক্লিষ্ট গ্রামবাসীদের গায়ে মাংস নাই। তিনি বলেন, ৫ বছর ধরিয়া

শিল্পপতিদের ট্যাক্স হলিডে দেওয়া হইয়াছে অথচ ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকদের খাজনা মওকুফ করা হয় নাই– শ্রমিকরা শিল্প কারখানার শেয়ার পায় নাই। শেখ সাহেব বলেন, এই অবস্থার অবসান ঘটাইতে হইবে।

সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য

শেখ সাহেব বলেন, গণতন্ত্রই ছিল মরহুম নেতার সারা-জীবনের সাধনা। তিনি চাহিয়াছিলেন দেশে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের মাধ্যমে গণ-সরকার প্রতিষ্ঠিত হউক। শেখ সাহেব বলেন, সোহরাওয়ার্দী আজ নাই–তার অভীষ্ট গণতন্ত্র আজ দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে। যদি কুচক্রীদের অপচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়া সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করা যায়, যদি দেশের নিরন্ন-নিপীড়িত জনগণের মুখে হাসি ফুটাইয়া তোলা যায়, তবে উহাই হইবে মরহুম নেতার প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য।

Morning News

6th December 1969

Realisation of regional autonomy best homage to Suhrawardy : Mujib

SHEIKH MUJIBUR RAHMAN PRESIDENT OF THE ALL-PAKISTAN AWAMI LEAGUE YESTERDAY SAID THAT THE BEST WAY TO PAY HOMAGE TO LATE SHAHEED SUHRAWARDY WAS TO ESTABLISH FULL DEMOCRACY AND COMPLETE REGIONAL AUTONOMY IN THE COUNTRY.

ADDRESSING A LARGELY ATTENDED MEETING HELD UNDER THE AUSPICES OF THE SHAHEED SUHRAWARDY MIRTU BARSHIKI UDJAPAN COMMITTEE ON THE OCCASION OF OBSERVANCE OF SIXTH DEATH ANNIVERSARY OF THE LATE LEADER, THE AWAMI LEAGUE CHIEF SAID THAT HIS PARTY WOULD CONTINUE ITS STRUGGLE FOR THE REALISATION OF FULL REGIONAL AUTONOMY ON THE BASS OF ITS SIX-POINT PROGRAMME.

The discussion meeting held at the mazar premises was address among others by Mr. Justice S. M. Murshed a former Chief Justice of East Pakistan High Court and Mr. Sirajuddin Hussain, Mr. Kamruddin Ahmed, a former Ambassador of Pakistan to Burma, Presided.

Sheikh Mujibur Rahman said that he and his party were ready to face any consequences for the realisation of full regional autonomy and democracy in the country. He warned that a section of people was "conspiring to frustrate the ensuing general election" in order to what he called "perpetuate military rule" in the country.

Referring to those who were exploiting the people in various ways, Sheikh Mujib sounded a note of caution that the people will resist those exploiters at any cost. He said that the economic condition of the people had deteriorated during the last decade and the entire wealth of the country had been concentrated in the hands of only 22 families.

The rural people he said were living in extreme economic hardship without food and medicine. The industrialists had been given tax-holiday while the poor peasants were heavily burdened with taxes, he pointed out.

Shikh Mujibur Rahman was ... of those politician who wanted the restoration of the 1956 Constitution. The supporters of 1956 Constitution, he said sometimes quoted Suhrawardy that he (Suhrawardy) was in favour of its restoration. He asked these people to read the statement of the late leader on the question of autonomy when 13 Awami League members boycotted the 1956 Constitution.

SYMBOL OF DEMOCRACY

PPI add: He pointed out that the struggle of the people could not be suppressed. If suppressed, it will burst into more furies and strength, he added.

Paying homage to the great leader, Sheikh Mujibur Rahman said that late Suhrawardy was a symbol of democracy throughout his life. He devoted his energy, wealth and brain for the welfare of the people particularly the Muslims of India, he said.

He said that late Suhrawardy never desired to take revenge on any of his political opponent.

He was the only leader who could six with the people of all walks of life.

Sheikh Mujibur said that Suhrawardy was the founder of systematic opposition in Pakistan.

He said that the ideals of late Suhrawardy would be materialized on that day when the people of Pakistan would get back their economic and democratic rights back.

Morning News
6th December 1969
Nation pays homage to Suhrawardy

Nation paid homage yesterday to late Mr. Huseyn Shaheed Suhrawardy, a leader of the Pakistan movement and a former Prime Minister of Pakistan on the occasion of observance of his sixth death anniversary.

In Dacca as elsewhere in the province, various political, socio-cultural, student and other organisations observed the day through holding discussion meetings and seminars. The main body in the city for observance of the day was "Shaheed Suhrawardy Mirtu Barshiki Udjapan Committee". Speakers at different meetings and seminars called for the realisation of the ideals of the late leader.

A discussion meeting on late Mr. Suhrawardy was held yesterday under the auspices of the committee at mazar premises, west of the old Dacca High Court building. The meeting which was the days' main attraction was addressed among others by Sheikh Mujibur Rahman, President of the All-Pakistan Awami League, Mr. justice S. M. Murshed, a former Chief justice of Dacca High Court, Mr. Serajuddin Hussain News Editor of the daily "Ittefaq" and Mr. Kamruddin Ahmed, a former Ambassador of Pakistan to Burma. A capacity gathering which included people from all walks of life attended the meeting held at the mazar premises.

Earlier, in the morning political leaders and workers, distinguished citizens and admirers of late Mr. Suhrawardy visited mazar, offered fateha and laid wreaths on the mazar. The visit to the mazar continued throughout the day. The Quran khwani which began at the mazar premises on Thursday afternoon continued overnight.

The mazar was cleaned, decorated and illuminated befitting the occasion.

Before the meeting, Prayers were offered for the salvation to the departed soul and for the prosperity of the country. Later, an exhibition of photographs of late Mr. Suhrawardy on different occasions was opened.

East Pakistan Students Union (Motia Group) held a discussion meeting at its office premises in the afternoon. Pakistan Muslim Chhatra League also organized a errs at these meetings paid homemeeting on the occasion. Speakage to the great leader and urged the people to work hard for the realisation of the ideals of late Mr. Suhrawardy.

The Abu Dharr Ghifari Society organized a seminar on "Trials of Democracy in Pakistan" yesterday at the Islamic Academy auditorium.

The seminar was addressed among others by Mr. Abul Hashim, Director of Islamic academy, Professor Mozaffar Ahmed, President of East Pakistan National Awami Party (requisitionists group), Professor Ghulam Azam, Ameer of East Pakistan Jamaat-e-Islami, Dr. Rashiduzzaman and Dr. Rafiqur Rahman of Dacca University. Dewan Muhammad Azraf, Principal of Abu Dharr Ghifari College presided.

STRUGGLE FOR FREEDOM

Mr. Abul Hashim in his speech gave an account of the Muslim struggle for freedom in the subcontinent. He said that the history of politics in Pakistan was the history of power struggle between different power groups. He regretted that democracy was never given a fair trial in Pakistan.

Prof. Muzaffar Ahmed said that the idea behind the demand for Pakistan was to establish a democratic and welfare state where poor people irrespective of their religious belief could live in harmony and free from economic anxiety.

Prof. Ghulam Azam said that Pakistan was demanded and achieved on the basis of Islam. He regretted that while people wanted Islam, some political leaders wanted otherwise. He also agreed with other speakers that democracy was never given trial in Pakistan.

Purba Bangla Chhatra Shakti, a student organisation, also observed the day through holding a discussion meeting on the late leader at its office at BCC Road yesterday afternoon. In the morning students visited the mazar, offered fateha and laid wreath on it on behalf of the organisation. The discussion meeting presided over by Mr. Ashek Hossain was addressed among others by Muhammad Ali Mansur and Khan.

The speakers recalled eventful daker Shamsul Islam.

Life of the great leader and his contribution to the freedom movement of Muslims of the Indo-Pak sub-continent particularly of the then undivided Bengal.

This morning the East Pakistan … group will hold a discussion meeting at the mazar premises.

Local newspapers and periodicals brought out special supplements on the late leader containing articles on Shaheed Suhrawardy.

The Dacca station of Radio Pakistan broadcast special programme on the day. The Dacca television also telecast programme on late Suhrawardy at night.

The PDP also observed the anniversary by holding milad and a symposium. The PDP leaders visited late Mr. Suhrawardy's mazar and offered prayers in the morning.

Morning News

6th December 1969

Line up to ideas of Suhrawardy : Mujib's appeal

Sheikh Mujibur Rahman, Awami league President, yesterday appealed to the people to live up to the ideals of Mr. H. S. Suhrawardy, who, he said, throughout his life fought gallantly against oppression and injustice, reports APP.

He recalled Mr. Suhrwardy's contribution to the creation of Pakistan was only second to Qaid-e-Azam.

Sheikh Mujibur Rahman was speaking at a Milad Mehfil arranged on the occasion of the Sixth death anniversary of Mr. Suhrawardy at Nakhalpara, near here under the auspices of the Nakhalpara Awami League.

Paying tributes to the late leader Sheikh Mujibur Rahman and that Mr. Suhrawardy was dead but his ideals and sacrifices inspired us to fight for the cause of the people.

The Awami League chief said that the people through their sacrifices had achieved their democratic rights including the right of voting which was denied by the Ayub regime.

Sheikh Mujibur Rahman urged the people to elect right type of their representatives in the next election so that the demand for autonomy and other democratic rights as envisaged in the six-point programme could be achieved.

FARMERS LOT

Sheikh Mujibur Rahman regretted that even after 22 years of the creation of Pakistan, the lot of the farmers and the labourers had not a improved Floods, the vital problem of East Pakistan had not been solved. He said that his party wanted exemption of land revenue up to 25 bighas of agricultural holding and improvement of the condition of the workers and labourers.

Prayers were offered at the Milad Mahfil for salvation of souls of Mr. Suhrawardy and other leaders, who fought for the people's cause.

The Milad Mahfil was attended among others, by the General Secretary of East Pakistan Awami League, Mr. Tajuddin Ahmed and Mr. Tufail Ahmed President of the East Pakistan Students' League.

Morning News

6th December 1969

Bhashani recounts role of late Asaduzzaman

(By Our Staff Reporter)

Moulana Abdul Hamid Khan Bhashani, President, National Awami Party, while addressing the workers rally in connection with the second peasants rally at Sntosh yesterday recounted the role of late Asaduzzaman.

The first death anniversary of late Asaduzzaman will be observed on January 20.

Moulana Saheb said that late Asaduzzamn had played a great role in initiating the last mass upsurge that uprooted the previous regime.

He appealed to all concerned to observe Asaduzzamn's death anniversary in a befitting manner.

In the meanwhile a reception committee for the second peasant's rally to be held in January 19 was formed with Mr. Abdur Rahman as President Mr. Mujibur Rahman, Mr. Jalaluddin and Babu Kulada Chkroborty were elected vice-president while Bulbul Khn Mahboob and Ghulam Nurun Nabi were elected joint secretaries. Mr. S. M. Raza was elected treasurer of the committee.

দৈনিক পয়গাম

৬ ডিসেম্বর ১৯৬৯

সোহরাওয়ার্দী মৃত্যু দিবসের অনুষ্ঠানে শেখ মুজিবের দৃপ্ত ঘোষণা : এখন হইতে পূর্বাঞ্চলের নাম 'বাংলা হইবে'

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (শুক্রবার) ঘোষণা করেন, এখন হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের নাম হইবে 'বাংলা'। গতকল্য (শুক্রবার) মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ৬ষ্ঠ মৃত্যুদিবস উপলক্ষে

মাজার প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে ভাষণ দান কালে তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে এই কথা ঘোষণা করেন।

আবেগ জড়িত কণ্ঠে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, যে দেশের নামের সহিত শেরে বাংলার নাম জড়িত, যে দেশের নামের সহিত শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নাম জড়িত সেই বাংলা দেশের নাম মুছিয়া ফেলার বহু ষড়যন্ত্র বহুবার হইয়াছে। কিন্তু দুর্বার জনতার রুদ্র রোষের আগুনে সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। কাজেই জনগণের প্রিয় ভূমির নাম বাংলাই হইবে।

মরহুম সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক সংগ্রামের উপর আলোচনা করিতে যাইয়া আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বলেন, পাকিস্তান আন্দোলনের শুরু হইতে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে পর্যন্ত জনাব সোহরাওয়ার্দী স্বায়ত্তশাসিত সাধারণ গণতান্ত্রিক পাকিস্তানের স্বপ্নই দেখিয়াছেন। জনগণের কল্যাণের জন্য তাহার এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করিতে যাইয়া তিনি বার বার নির্যাতনের করলে পতিত হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে শেখ মুজিব আইয়ুব শাসনামলে বৃদ্ধ বয়সে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কারাবাসের কথা উল্লেখ করেন।

শেখ মুজিব উল্লেখ করেন যে, কোন কোন মহল '৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আওয়ামী লীগকে দায়ী করিয়া থাকে। তিনি এই মহলকে '৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের ইতিহাস পাঠ করিতে উপদেশ দিয়া বলেন, স্বায়ত্তশাসনের দাবী স্বীকৃত না হওয়ায় শাসনতন্ত্র গৃহীত হওয়ার সময় ১৩ জন আওয়ামী লীগ সদস্যসহ শহীদ সোহরাওয়ার্দী ওয়াক আউট করিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে বক্তৃতাদানকালে শেখ মুজিব আবার দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে কোন আপোষ নাই। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্টের সাম্প্রতিক বেতার ভাষণে এক ইউনিট বিলোপের কথা পরিষ্কারভাবে বলা হইলেও স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন পরিষ্কার করা হয় নাই।

তিনি সকলের প্রতি সংঘবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাইয়া বলেন, আপনারা সকল প্রকার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সজাগ থাকিয়া সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করুন। আপনাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা স্বায়ত্তশাসন আদায় করিয়া আনিবেন।

শেখ মুজিবর রহমান কল-কারখানার শ্রমিকদের মালিকানা অংশ দাবী করেন। তিনি বলেন, বর্তমানে দেশে শিল্পপতিরা ট্যাক্স মওকুফ পায় কিন্তু কৃষকদের খাজনা মওকুফ করা হয় না। তিনি দুঃখ করিয়া বলেন, বাচার দাবী জানাইতে গিয়া এদেশের যত কৃষক মজুর আইয়ুব শাসনামলে গুলীবিদ্ধ হইয়াছে, যুদ্ধেও বুঝি এত লোক মারা যায় না।

তিনি বলেন, কত রাত শহীদ সাহেবের সহিত এই দেশের ঐশ্বর্যপূর্ণ ভাবীরূপ স্বপ্নে দেখিয়াছি। কিন্তু কোথায় সেই রূপ? বুভুক্ষার হাহাকার ছাড়া আর কিছুই তো দেখি না।

বক্তৃতায় উপসংহারে আওয়ামী লীগ প্রধান সকলের প্রতি সংগ্রামী আহবান জানাইয়া বলেন, কারাগার দেখা হইয়া গিয়াছে, ষড়যন্ত্র দেখা হইয়া গিয়াছে, জীবনের অর্ধেক সময় পার হইয়া গিয়াছে, তাই সংগ্রাম করিতে আর ভয় পাই না। সংগ্রাম চাপাইয়া রাখার চেষ্টা করিলে উহা আগ্নেয়গিরির মত হঠাৎ ফাটিয়া পড়ে।

পশ্চিম পাকিস্তানের সহিত বিরোধ নাই

বক্তৃতাকালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করেন, পশ্চিম পাকিস্তানের সহিত আমাদের কোন বিরোধ নাাই। শেরে বাংলা ও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মাজার সাক্ষী রাখিয়া তিনি বলেন, আমরা মানুষ হিসাবে শুধু সম-অধিকার নিয়া বাচিতে চাই।

সামরিক আইন জিয়াইয়া রাখার ষড়যন্ত্র

শেখ মুজিবর রহমান সকলকে হুশিয়ার করিয়া বলেন যে, একটি মহল সামরিক আইন জিয়াইয়া রাখার ষড়যন্ত্র করিতেছে। "এক ব্যক্তি এক ভোট" এর তাৎপর্যসহ প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণের খুটিনাটি বিশ্লেষণ করিবার দাবী উত্থাপন করিয়া উক্ত মহল নির্বাচনে বিলম্ব ঘটাইবার চেষ্টাও করিতেছে বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন।

বিচারপতি মুর্শেদ

মাজার প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় ভাংগা ভাংগা বাংলায় প্রধান অতিথির ভাষণ দানকালে বিচারপতি এস, এম, মুর্শেদ বলেন, শহীদ সোহরাওয়ার্দী একজন মহান নেতা ছিলেন। তিনি অমর আছেন এবং অমর থাকিবেন। তিনি মরহুম সোহরাওয়ার্দীর বাল্যকালের কয়েকটি খণ্ডচিত্র তুলিয়া ধরিয়া তখন হইতেই ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের আভাসের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক বাণী ছিল একতার উপর ভিত্তিশীল।

সিরাজুদ্দীন হোসেন

জনাব সিরাজুদ্দীন হোসেন একটি দীর্ঘ লিখিত প্রবন্ধে পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিহাস ও দেশের বর্তমান পরিস্থিতির উপর আলোকপাত করেন। তিনি প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে স্বায়ত্বশাসনের দাবী কোন নূতন দাবী নয়। এই দাবী পূর্ব পাকিস্তানের জন্মলগ্নের দাবী। সোহরাওয়ার্দী সাহেব উজ্জলতম জ্যোতিষ্ক হিসাবে প্রতীয়মান হইবে।

তিনি বলেন, রাজনৈতিক প্রবন্ধের উপসংহারে বাংলার অতীত ইতিহাসের ষড়যন্ত্র ও মোনাফেকীর রাজনীতির সমাধির দেশের আপামর মানবের জয়যাত্রার পতাকা অনুন্নত করার আহবান জানান।

কামরুদ্দীন আহমদ

সভাপতির ভাষণে জনাব কামরুদ্দিন আহমদ বলেন, পাকিস্তান আন্দোলনের কোন সঠিক ইতিহাস লেখা হইলে পাকিস্তানের রাজনৈতিক গগনে আদর্শ ও ধর্ম শহীদ সাহেবের জীবনে কোন দিন গোড়ামী সৃষ্টি করিতে পারে নাই। তাই তিনি কালজয়ী নেতা। গতকল্য (শুক্রবার) মরহুম হোসেন সহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু দিবস পালনের প্রথম কর্মসূচী ছিল সকাল ৭টায় মাজার জিয়ারত ও পুষ্পমাল্য অর্পণ। প্রত্যুষ হইতেই নারী পুরুষ নির্বিশেষে মরহুম নেতার অগণিত অনুরাগী মাজার প্রাঙ্গণে ভিড় জমাইতে থাকেন। সারাদিন ধরিয়া মাজার প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য থাকে।

সন্ধ্যায় মরহুমের ব্যাপক কর্মবহুল জীবনের বিভিন্ন সময়ে তোলা আলোকচিত্রের এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। শিল্পী জয়নুল আবেদীন এই প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন।

সংবাদ

৬ই ডিসেম্বর ১৯৬৯

প্রদেশের নাম 'বাংলা' রাখিতে হইবে

ঢাকা, ৫ই ডিসেম্বর (এপিপি)।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে ঘোষণা করেন যে, ভবিষ্যতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের নাম হইবে বাংলা দেশ। মরহুম এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে ভাষণ দানকালে আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, এই প্রদেশ উহার সাবেক নামে পরিচিত হওয়া উচিত। তিনি বলেন, এক সময় সর্বত্র হইতে 'বাংলা' শব্দকে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হয়। এমন কি বঙ্গোপসাগর ছাড়া আর কোথাও বাংলা শব্দ ব্যবহার করা যাইত না। কিন্তু বাংলার জনগণ সর্বদাই ইহার বিরোধিতা করিয়াছে।

সংবাদ

৬ই ডিসেম্বর ১৯৬৯

শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় শেখ মুজিব : নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত গণতন্ত্রের শত্রুদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার আহ্বান

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (শুক্রবার) এখানে বলেন, এক শ্রেণীর লোক আসন্ন সাধারণ নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করিতেছে।

তিনি জনগণকে গণতন্ত্রের এইসব শত্রুর বিরুদ্ধে সতর্ক থাকিতে এবং তাহাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিতে আহ্বান জানান।

মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ৬ষ্ঠ মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল বিকালে এখানে মরহুমের মাজার প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সেমিনারে আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, "এক লোক এক ভোট" বলিতে কি বুঝায়– এ সম্পর্কে অনেকে তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, ইহার অর্থ জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব। ইহার আর কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

যাহারা ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের পক্ষপাতী তিনি তাঁহাদের সমালোচনা করিয়া বলেন, এমন কি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র অপেক্ষা অনেক বেশী গণ-দাবী মানিয়া নিয়াছেন।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের সমর্থক-গণতন্ত্র মাঝে মাঝে মরহুম সোহরাওয়ার্দীর উদ্ধৃতি দিয়া বলেন, তিনি (সোহরাওয়ার্দী) এই শাসনতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন। মরহুম সোহরাওয়ার্দী স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে পরিষদে যে বিবৃতি দিয়া ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বয়কট করিয়াছিলেন শেখ সাহেব এ সব লোককে সেই বিবৃতি পাঠ করার পরামর্শ দেন।

শেখ মুজিব ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের প্রবক্তাদের হুঁশিয়ার করিয়া দেন যে, জনগণ ইহার বিরোধিতা এবং ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের প্রচেষ্টা প্রতিহত করিবে।

স্বায়ত্তশাসন

স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে শেখ সাহেব বলেন, "আমরা সাধারণ নির্বাচন চাই। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ যে কোন মূল্যে ৬-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে প্রদেশসমূহের জন্য স্বায়ত্তশাসন আদায় করিবে।" তিনি অবশ্য সুস্পষ্টভাবে বলেন, "বাঙ্গালীরা কখনও পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে নাই এবং কখনও তাহা করিবে না।"

শেখ মুজিবর রহমান বলেন, "বাংলার দুই মহান সন্তান শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মাজারের সামনে দাঁড়াইয়া আমি বলিতে চাই আমরা সকল অধিকার ও সম্মানসহ মানুষের মত বাঁচিতে চাই।"

শেরে বাংলা এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া শেখ সাহেব বলেন, এই উভয় মরহুম নেতার নাম বাংলার সহিত সংযুক্ত। তিনি বলেন, "বাংলাকে গ্রাস করার জন্য অনেক ষড়যন্ত্র করা হইয়াছে।" তিনি বলেন, "আমাদের এই প্রদেশের নাম 'বাংলা' রাখিতে হইবে।"

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এমন একটি পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যেখানে সাধারণ লোকের ভাগ্যের উন্নতি ঘটিবে। কিন্তু তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, স্বাধীনতার ২২ বছর পর আজ পূর্ব পাকিস্তান শ্মশানে পরিণত এবং জাতীয় সম্পদের শতকরা ৮০ ভাগ ২২টি পরিবারে কুক্ষিগত হইয়াছে।

শিল্পপতিদের মাঝে মাঝে ট্যাক্স হলি ডে দেওয়া হয়, কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ও খাজনার ব্যাপারে কৃষকদের কোন সুবিধা দেওয়া হয় না। তিনি বলেন, শ্রমিকদেরও শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার দেওয়া উচিত।

শেখ মুজিব বলেন, জনগণ যখনই তাহাদের দাবী-দাওয়ার কথা বলিয়াছেন তখনই তাঁহাদের ভাগ্যে জুটিয়াছে বুলেট। তিনি বলেন, আইয়ুব সরকারের আমলে অগণিত লোককে হত্যা করা হইয়াছে।

তিনি উল্লেখ করেন যে, জনগণের দাবী কখনও চাপা দিয়া রাখা যায় না। চাপা দিলে তাহা আরও সজোরে বিস্ফোরিত হয়।

সোহরাওয়ার্দীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

শেখ মুজিবর রহমান তাঁহার মহান নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলেন, মরহুম সোহরাওয়ার্দী ছিলেন গণতন্ত্রের প্রতীক। আজীবন তিনি তাঁহার শক্তি, সম্পদ এবং মস্তিষ্ক জনগণ, বিশেষ করিয়া ভারতের মুসলমানদের জন্য উৎসর্গ করিয়াছেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, মরহুম সোহরাওয়ার্দী কখনও তাঁহার রাজনৈতিক বিরোধীদের উপর প্রতিশোধ নেন নাই। তিনিই একমাত্র নেতা ছিলেন যিনি সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতে পারিতেন।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন, মরহুম সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানে নিয়মতান্ত্রিক বিরোধীদলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

শেখ সাহেব বলেন, পাকিস্তানের জনগণ যে দিন তাহাদের অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ ফিরিয়া পাইবে সেদিন মরহুম সোহরাওয়ার্দীর আদর্শ বাস্তবায়িত হইবে।

অদ্যকার সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন সাবেক রাষ্ট্রদূত জনাব কামরুদ্দিন আহমদ এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি এস, এম, মুর্শেদ। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান প্রধান বক্তা এবং 'ইত্তেফাক'-এর বার্তা সম্পাদক জনাব সিরাজুদ্দিন হোসেন আমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে সেমিনারে যোগদান করেন।

এস, এম, মুর্শেদ

আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিয়া জনাব মুর্শেদ পাকিস্তান সৃষ্টিতে মরহুম সোহরাওয়ার্দীর অবদানের কথা উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, মরহুম সোহরাওয়ার্দীর বাণী ছিল ঐক্যের বাণী। তিনি জনগণকে তাহাদের দাবী দাওয়া আদায়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ঐক্য ও সংঘবদ্ধভাবে কাজ করার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান করা যায়।

স্বাধীনতার পর সোহরাওয়ার্দীর ভারতে অবস্থানের কথা উল্লেখ করিয়া বিচারপতি মুর্শেদ বলেন, ভারতে ৬ কোটি সংখ্যালঘু মুসলমানকে রক্ষা করার জন্যই তিনি সেখানে অবস্থান করেন।

সিরাজুদ্দিন হোসেন

দৈনিক 'ইত্তেফাক'-এর বার্তা সম্পাদক জনাব সিরাজুদ্দিন হোসেন তাঁহার লিখিত দীর্ঘ ভাষণে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বিভিন্ন গুণাবলীর উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন যে, মরহুম সোহরাওয়ার্দী ভারতের যে কোন প্রথম শ্রেণীর নেতার সহিত তুলনীয়। দানশীল ব্যক্তি হিসাবে তাঁহাকে হাজী মোহাম্মদ মোহসীনের সাথেও তুলনা করা যায়।

তিনি প্রকাশ করেন যে, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং অন্যান্য মুসলমান নেতা ও জনগণের মত নিয়াই অবিভক্ত বাংলার প্রস্তাব করেন।

ইহা প্রমাণ করার জন্য জনাব সিরাজুদ্দিন হোসেন নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান সহ তৎকালীন মুসলমান নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা এবং 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকার কয়েকটি সম্পাদকীয়ের উল্লেখ করেন।

তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী খানের একটি বক্তৃতার উদ্ধৃতি দেন। লিয়াকত আলী খান তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "নৈতিক বা অন্য কোন কারণে বাংলাকে ভাগ করা ন্যায়সঙ্গত হইবে না এবং মুসলমানগণ কখনও ইহা মানিয়া নিবে না। বাংলা ভাগ করা হইলে ভবিষ্যৎ অসন্তোষ এবং ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশের মধ্যে স্থায়ী তিক্ততার বীজ বপন করা হইবে।"

সভাপতির ভাষণ

পাকিস্তানের সাবেক রাষ্ট্রদূত জনাব কামরুদ্দিন আহমদ সভাপতির ভাষণে মরহুম সোহরাওয়ার্দীর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। মরহুমের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া তিনি বলেন, সোহরাওয়ার্দী গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। কোন সময় পাকিস্তানের ইতিহাস সঠিকভাবে লেখা হইলে সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের রাজনৈতিক গগনে উজ্জলতম জ্যোতিষ্ক হিসাবে প্রতীয়মান হইবেন।

আজাদ

৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৯

মাজারে আলোচনা সভা : সোহরওয়ার্দীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল শনিবার বলেন যে, মরহুম সোহরওয়ার্দ্দী দেশে নির্ভীক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। মরহুম হোসেন শহীদ সোহরওয়ার্দ্দীর ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী পালন উপলক্ষে গতকাল মরহুমের মাজার প্রাঙ্গণে আয়োজিত আলোচনা সভায় শেখ মুজিবর রহমান উপরোক্ত মন্তব্য করেন। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের (তোফায়েল গ্রুপ) উদ্যোগে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রলীগ সভাপতি জনাব তোফায়েল আহমদ সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় মরহুম নেতার কর্ম্মবহুল জীবনের বিভিন্ন দিক ও রাজনৈতিক আদর্শের উপর আলোকপাত করিয়া আলোচনায় অংশ নেন পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ওয়ালী খান পন্থী) সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহান, ডক্টর আলীম আল রাজী ও সাংবাদিক জনাব সিরাজ উদ্দীন হোসেন। শেখ মুজিবর রহমান ইহাতে প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান করেন।

মরহুম মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া শেখ মুজিবর রহমান আরও বলেন যে, শহীদ সোহরওয়ার্দ্দী কোনদিন ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। অথচ তাহাকেই পরবর্তীকালে ষড়যন্ত্রের শিকার হইতে হইয়াছে।

তিনি বলেন, প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এক বৎসর পূর্ব হইতেই পূর্ব বাংলার জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হয়। যাহার ফলশ্রুতি হিসাবে শহীদ সোহরওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রথম উজীরে আজম ও শেরে বাংলা মরহুম ফজলুল হক পুর্ব বাংলার গবর্ণর হইতে পারেন নাই। আজও সেই ষড়যন্ত্র অব্যাহত রহিয়াছে এবং ইহার জন্য পূর্ব বাংলারও কিছু সংখ্যক লোক দায়ী।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, ভবিষ্যতে পূর্ব বাংলার জনগণের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রকারীকে ক্ষমা করা হইবে না। আমরা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত। আমরা পাকিস্তানকে একটি শোষণমুক্ত সমাজ হিসাবে গড়িয়া তুলিতে চাই। শেখ মুজিব বলেন, বাঙ্গালী পাঞ্জাবী-পাঠান-সিন্দি-বেলুচিস্তানিদের লইয়াই মহাজাতি পাকিস্তানের সৃষ্টি। আমরা নিজ নিজ সত্তা লইয়া সত্যিকার স্বাধীন নাগরিক হিসাবে বাঁচিতে চাই।

তিনি বলেন, আগামী সাধারণ নির্বাচনে জনগণ 'ছয়দফার' ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণীত হইবে কিনা তাহা নির্দ্ধারিত হইবে। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, জনগণ নির্বাচন চায়। তাই নির্বাচনকে বানচাল করার কোন

প্রচেষ্টাই সহ্য করা হইবে না। আওয়ামী লীগ জনগণের রায়কেই মাথায় তুলিয়া লইতে সর্বদা প্রস্তুত রহিয়াছে।

পরিশেষে শেখ মুজিবর রহমান বলেন, নীতি হইতেই নেতার সৃষ্টি। নীতির জন্যই আমরা মরহুম হোসেন শহীদ সোহরওয়ার্দ্দীকে নেতা বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। এই নেতৃত্বদানের পেছনে তাঁহার বহু ত্যাগ ও তিতীক্ষা ছিল।

সভায় প্রাদেশিক ন্যাপ প্রধান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেন যে, মরহুম সোহরওয়ার্দ্দীর জনগণকে বুঝিবার অসীম ক্ষমতা ছিল। সংগঠক হিসাবে তিনি অনন্যসাধারণ ছিলেন। পরবর্তীকালে রাজনীতির ক্ষেত্রে কোন কোন ব্যাপারে দ্বিমত থাকিলেও এই মরহুম নেতাই তাহাকে রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, ষড়যন্ত্রের মধ্যে উপায় ছিল না বলিয়াই শহীদ সাহেবের কিছু রাজনৈতিক বিচ্যুতি ঘটিয়াছিল। ষড়যন্ত্রের এই ব্যূহ ভেদ করার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন যে, যথার্থ অর্থে মরহুম সোহরওয়ার্দ্দী পাকিস্তানের জাতীয় নেতা ছিলেন। একজন উর্দুভাষী হইয়াও তিনি পূর্ব বাংলার মানুষের চিত্তকে জয় করিতে সমর্থন হন।

তিনি বলেন, মরহুম সোহরওয়ার্দী ছিলেন জনগণের নেতা ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামী। তাই তিনি কখনও জনগণের প্রতিনিধি ব্যতীত আমলাতন্ত্রীদের হাতে দেশের শাসন ও দেশ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করিতে চাহেন নাই। বরং তিনি এইরূপ প্রচেষ্টার বলিষ্ঠ বিরোধিতা করিয়াছেন। এইজন্যই ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান শহীদ সোহরওয়ার্দীকে 'এবডোভুক্ত' করেন এবং এই ভাবেই একটি জাতীয় রাজনৈতিকজীবনকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ডক্টর আলীম-আল-রাজী বলেন যে, সবার উপরে শহীদ সোহরওয়ার্দ্দী ছিলেন একজন সত্যিকার মানুষ। মানবিক মহৎ গুণাবলীতে তাঁহার চরিত্র ছিল সমুজ্জ্বল। তিনি বলেন, রাজনীতি ক্ষেত্রে শহীদ সোহরওয়ার্দ্দীর আবির্ভাব না হইলে পাকিস্তানের সৃষ্টি হইত কিনা তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসই তাহার অনন্ত প্রমাণ দিবে।

আজাদ

৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৯

নারায়ণগঞ্জে সোহরওয়ার্দী মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠানে শেখ মুজিব : বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে জনগণের সেবা করার আহ্বান

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

নারায়ণগঞ্জ, ৬ই ডিসেম্বর।–অদ্য এখানে মরহুম হোসেন শহীদ সোহরওয়ার্দ্দীর ৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায়

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ পূর্ব পাকিস্তান এখন হইতে 'বাংলা' নামে অভিহিত হইবে–এই কথার পুনরুল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এক ইউনিট ভাঙ্গিয়া দিবার ফলে পূর্ব পাকিস্তানকে বাংলা নামে অভিহিত না করিবার কোন ন্যায় সঙ্গত কারণ নাই।

ঢাকা জেলা ছাত্রলীগ কর্তৃক আয়োজিত স্থানীয় রহমতউল্লাহ ক্লাবে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা জেলা ছাত্র লীগের সভাপতি জনাব নাজিমুদ্দিন মাহমুদ। শেখ মুজিব ছাড়াও সভায় অন্যান্য যাহারা বক্তৃতা করেন তাহারা হইতেছেন ইত্তেফাক সম্পাদক জনাব মঈনুল হোসেন, প্রাক্তন ছাত্রলীগ সাংগঠনীক সম্পাদক জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী, তোলারাম মহাবিদ্যালয়ের সহ-অধ্যক্ষ জনাব শামসুল হুদা, ছাত্র লীগ সভাপতি জনাব তোফায়েল আহমদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সমাজ সেবা সম্পাদক জনাব কে এম ওবায়েদুর রহমান, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি জনাব খোন্দকার মোস্তাক আহমদ, ঢাকা জেলা ছাত্র লীগের প্রাক্তন সভাপতি জনাব আবদুল হাই। মরহুম হোসেন শহীদ সোহরওয়ার্দ্দীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া শেখ মুজিব বলেন, পাকিস্তান অর্জনের পর জনগণ স্বভাবতঃই আশা করিয়াছিল এবার তাহারা পেট ভরিয়া দুমুঠো অন্ন পাইবে, চিন্তার স্বাধীনতায় কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না, ছাত্র সমাজ সুশিক্ষার সুযোগ পাইবে, মানুষ বিশেষ করিয়া কৃষক-মজুরের অবস্থার পরিবর্তন হইবে ; কিন্তু দীর্ঘ ২২ বৎসরে তাহার কিছুই হয় নাই। শ্রমিক তাহার পরিশ্রমের মজুরি পায় নাই, ছাত্র শিক্ষার সুযোগ পায় নাই। এক মুটো অন্ন আর এক খণ্ড বস্ত্রের জন্য আজ চারিদিকে হাহাকার। শুধু তাহাই নহে, কুচক্রী শাসকগোষ্ঠী জনগণের সকল প্রকার গণতান্ত্রিক অধিকারকে হরণ করিয়া বাংলা তথা সারা পাকিস্তানকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে। তিনি বলেন, আমার নেতা হোসেন শহীদ সোহরওয়ার্দী ছিলেন এই কুচক্রী মহলের চক্ষুশুল। তাদের বিরুদ্ধেই ছিল তাঁর জীবনভর সংগ্রাম।

বেতার ও টেলিভিশনের প্রতি আবেদন

তিনি বলেন, রামা-শ্যামাদের প্রচার হরহামেশাই আমাদের রেডিও-টিলিভিশনগুলিতে দেখা যায়। কিন্তু বাংলার প্রিয় নেতা শেরে বাংলা এবং শহীদ সোহরওয়ার্দীর নাম রেডিও পাকিস্তান এবং টেলিভিশনে কখনও দেখা যায় না। তিনি এই দুই প্রতিষ্ঠানকে অধিক সরকারী প্রচারের পরিবর্তে জনগণের খেদমত করিবার আহ্বান জানান।

তিনি বিগত আন্দোলনে নারায়ণগঞ্জ শহরবাসীর আন্দোলনের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলেন, আমার রাজনৈতিক জীবনে আমি ১০ বৎসর জেল খাটিয়াছি। দেশ এবং গণতন্ত্রের খাতিরে আমি আরও ১০ বৎসর জেল

খাটিতে রাজি আছি। উপস্থিত জনগণকে হুশিয়ার করিয়া দিয়া তিনি বলেন যে, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করিয়াছেন; কিন্তু এই নির্বাচনকে বানচাল করিয়া দিবার জন্য ষড়যন্ত্র চলিতেছে। এই ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করিয়া দিবার জন্য তিনি জনগণের কাছে আবেদন জানান।

পরিশেষে তিনি এক লোক এক ভোটের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি বলেন, এক লোক এক ভোটের অর্থই হইতেছে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচন। এটা আওয়ামী লীগেরই দাবী। প্রেসিডেন্ট এই দাবী মানিয়া লওয়ায় আওয়ামী লীগের একটি দাবী পূরণ হইয়াছে। তবে ৬ দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রকৃত স্বায়ত্তশাসনই হইতেছে আওয়ামী লীগের লক্ষ্য।

ফতুল্লার আলোচনা সভা

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জে আসিবার কালে পথে ফতুল্লাতেও এক আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করেন। ফতুল্লা থানা আওয়ামী লীগ এই আলোচনা সভার ব্যবস্থা করে।

দৈনিক ইত্তেফাক

৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৯

আগামী নির্বাচনে প্রদেশের ভাগ্য নির্ধারিত হইবে, অতএব– : ছাত্রদের সোহরাওয়ার্দী-স্মৃতিসভায় শেখ মুজিবরের আহ্বান

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

নির্বাচন পিপাসু সচেতন জাতি গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী, জনগণের দাবী-দাওয়ার নির্ভীক মুখপাত্র, নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক যুদ্ধের বীর সিপাহসালার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী পালনের তৃতীয় দিনে গতকাল (শনিবার) ঢাকাসহ শিল্প শহর টাঙ্গাইল ও বন্দর নগরী নারায়ণগঞ্জে সোহরাওয়ার্দী জীবনাদর্শের বিজয় দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে। ঢাকায় প্রাদেশিক ছাত্রলীগের উদ্যোগে, টঙ্গিতে থানা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এবং নারায়ণগঞ্জে ঢাকা জেলা ছাত্রলীগের উদ্যোগে শহীদের অমর স্মৃতি তর্পণ করা হয়। সর্বস্থানেই সোহরাওয়ার্দী জীবনাদর্শের মূলমন্ত্র জনসমক্ষে তুলিয়া ধরা হয় এবং এই মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শহীদের আজীবনের স্বপ্ন গণতন্ত্রের বৈজয়ন্তী বিজয়দৃপ্ত-মুষ্ঠিতে সমুন্নত রাখার জন্য দেশবাসীর প্রতি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবীরা আহ্বান জানাইয়াছেন। ঢাকায় ও নারায়ণগঞ্জে ছাত্র-সমাজ সোহরাওয়ার্দী জীবনাদর্শের সফল বাস্তবায়নের জন্য কায়মনোবাক্যে প্রয়াস পাওয়ার শপথ গ্রহণ করেন।

মাজার প্রাঙ্গণে ছাত্রলীগের স্মৃতিসভায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করেন, "আগামী সাধারণ নির্বাচনে চূড়ান্তভাবে বাংলা দেশের ভাগ্য নির্ধারিত হইবে। তাই এই নির্বাচনকে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে গণভোট হিসাবে গ্রহণ করিয়া বাংগালীদের ছয় দফার সপক্ষে ঐক্যবদ্ধ রায় দিতে হইবে। তিনি গতকাল (শনিবার) সকালে মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর স্মরণে ঢাকায় তাঁহার মাজার প্রাঙ্গণে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের উদ্যোগে আয়োজিত এক আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির ভাষণ দিতেছিলেন।

ছাত্রলীগ সভাপতি তোফায়েল আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই আলোচনাসভায় বক্তৃতা করেন সাবেক জাতীয় পরিষদ সদস্য ডঃ আলীম আল রাজী, অধ্যাপক রেহমান সোবহান, রিকুইজিশনপন্থী প্রাদেশিক ন্যাপ সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ এবং জনাব সিরাজুদ্দিন হোসেন।

আলোচনাসভায় বক্তৃতাকালে শেখ সাহেব আরও বলেন যে, বাঙ্গালীরা পাকিস্তানের সকল এলাকার অধিবাসীদের সঙ্গে ভাই হিসাবে সম-অধিকার সম্পন্ন নাগরিক হিসাবে বাঁচিতে চায়–কাহারো কলোনী হইয়া, বাজার হইয়া থাকিতে চায় না। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, আমার বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার–বাঙ্গালীরা কাউকে ঠকাইতে চায় না, ঠকিতেও চায় না। তিনি বলেন, পাঞ্জাবের পাঞ্জাবী, সিন্ধুর সিন্ধী, বেলুচিস্তানের বেলুচ, সীমান্তের পাঠান আর বাংলাদেশের বাঙ্গালীদের লইয়াই গড়িয়া উঠিবে সুখী সমৃদ্ধ পাকিস্তানী মহাজাতি।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আগামী ৫ই অক্টোবর দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন উহার কথা উল্লেখ করিয়া শেখ সাহেব বলেন, এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেই হইবে। বছরের পর বছর ধরিয়া বাংলা দেশের প্রতি যে অবিচার করা হইতেছে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা শাসনতন্ত্র রচনার কালে উহার সমাপ্তি ঘটাইবার বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবেন বলিয়া তিনি আশা প্রকাশ করেন। তাই এই নির্বাচনের মাধ্যমেই বাংলার গণ-মানুষকে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানাইয়া দিতে হইবে তাহারা ৬-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন চায় কিনা।

শেখ মুজিবর রহমান বক্তৃতাকালে আরও বলেন যে, এক শ্রেণীর নেতা প্রকাশ্যে বিপ্লবের বুলি আওড়াইয়াছেন আর তলে তলে "আইয়ুব খাঁর দালালী" করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমরা যখন জেলে পচিতেছিলাম তখন এইসব নেতা রাত্রির অন্ধকারে স্বৈরাচারী আইয়ুবের সঙ্গে হাত মিলাইয়া 'বিপ্লব কায়েম' করার চেষ্টা করিয়াছে। জনগণের উপর আস্থা এবং জনসমর্থন না থাকার দরুনই ভীতসন্ত্রস্ত এই বিপ্লবী নেতারা এখন নির্বাচন নস্যাৎ করার জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা চালাইতেছে বলিয়া উল্লেখ করিয়া শেখ সাহেব বরেন, ইহাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করিয়া দিতে হইবে।

ছাত্র সমাজের উদ্দেশ্যে শেখ সাহেব বলেন, সারা দেশ তাহাদের মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দশা মোচনের জন্য নীতির প্রশ্নে অটল থাকিয়া তাহাদের নিরলস সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে। শেখ সাহেব মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়া বক্তৃতাকালে তাঁহার নেতৃত্ব ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহের উপর আলোকপাত করেন।

ডঃ আলীম আল রাজী

আলোচনাসভায় বক্তৃতাকালে সাবেক জাতীয় পরিষদ সদস্য ডঃ আলীম আল রাজী বলেন যে, মরহুম সোহরাওয়ার্দীর সবচাইতে বড় পরিচয় ছিল নিরংকুশ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হিসাবে। জনগণই ছিল তাঁহার সকল প্রেরণার উৎস। তাই সারা জীবন ধরিয়া সকল অবস্থায় জনমতকেই তিনি সর্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন।

ডঃ রাজী আরও বলেন, এই মহান নেতা মানুষকে মনপ্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন বলিয়াই স্বাধীনতা লাভের পর সবাই কলকাতা ছাড়িয়া আসিলেও মুসলমানদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য তিনি সেখানে থাকিয়া যান। ডঃ রাজী বলেন, এদেশের বুকে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি নিরলস সংগ্রাম চালাইয়া গিয়াছেন। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা বানচালের উদ্দেশ্যেই ১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক শাসন জারি করা হইয়াছিল বলিয়া মন্তব্য করিয়া ডঃ রাজী বলেন, এবার নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সরকার কায়েমের সম্ভাবনা যাহাতে কেহ নস্যাৎ করিয়া দিতে না পারে সেজন্য দেশের ১২ কোটি মানুষকে প্রহরীর মত সজাগ থাকিতে হইবে।

রেহমান সোবহান

অধ্যাপক রেহমান সোবহান মরহুম সোহরাওয়ার্দীর স্মৃতির উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা জানাইয়া বলেন যে, তিনি ছিলেন বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী–পরিবেশ তাঁহার ব্যক্তিত্বের উপর কোনদিন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তাই দেশের ঝানু আমলাতন্ত্রের প্রভাব বলয় হইতে তিনি অনায়াসে নিজেকে মুক্ত রাখিতে পারিয়াছেন। আমলাতন্ত্রের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় গণপ্রতিনিধিদের বার বার পরাজয় ঘটার দরুনই দেশবাসী বিশেষতঃ বাঙ্গালীদের জীবনে সীমাহীন বিড়ম্বনা নামিয়া আসিয়াছে বলিয়া মন্তব্য করিয়া জনাব সোবহান বলেন, দেশে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের শাসন চালু হইবার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, উহা বানচাল করিয়া দেওয়ার জন্য আমলাতন্ত্র সক্রিয় হইয়া উঠিবে, ইহাই স্বাভাবিক। তিনি বলেন, মরহুম সোহরাওয়ার্দীর আদর্শের অনুসরণে গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এই শেষ সুযোগটিকে আমলাতন্ত্রের অশুভ কারসাজি হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

জনাব সোহরাওয়ার্দীকে সত্যিকার জাতীয় নেতৃত্বের প্রতীক বলিয়া অভিহিত করিয়া অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন, তিনি দেশের সকল মানুষকেই গভীরভাবে ভালবাসিতেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কথায় কথায় যারা জাতীয় সংহতির বুলি কপচান তাদের কয়জন জনাব সোহরাওয়ার্দীর মত বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সমস্যা, তাহাদের বঞ্চনা ও দুর্দশার খোঁজ-খবর লইয়া উহা সমাধানের প্রচেষ্টায় ব্রতী হইতে রাজী আছেন? অধ্যাপক সোবহান আরও বলেন, জনাব সোহরাওয়ার্দী যাহা বিশ্বাস করিতেন, যে পদক্ষেপ গ্রহণ করিতেন সকল অবস্থায় সে ভূমিকায় পাহাড়ের মত অটল থাকিতেন। তাই তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে সলিমুল্লা হলে আসিয়া ছাত্রদের কাছে নিজের ভূমিকার সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন, শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পরে দেশের আর কোন প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী কোনদিন ছাত্রসমাজ বা জনগণের আদালতে গিয়া হাজির হওয়ার সাহস দেখাইতে পারেন নাই।

মোজাফফর আহমদ

মরহুমের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া রিকুইজিশন পন্থী প্রাদেশিক ন্যাপের সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেন, জনাব সোহরাওয়ার্দীর অনুপ্রেরণাতেই আমি শিক্ষকতা ছাড়িয়া রাজনীতিতে যোগদান করি। তিনি বলেন, তাঁহার সংগঠন শক্তি ছিল অতুলনীয়। অধ্যাপক মোজাফফর বলেন, বাংলা দেশকে শোষণের জন্য চারিদিক হইতে যে চক্রান্তের জাল বিস্তার করা হইয়াছিল উহা ব্যর্থ করিয়া দেওয়ার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাজনীতির অর্থ দেশপ্রেম, ব্যক্তিগত স্বার্থের চাইতে দেশের স্বার্থ বড় এবং জনগণই দেশের সকল ক্ষমতার উৎস–মরহুম সোহরাওয়ার্দী সারাজীবনের সাধনার দ্বারা আমাদের জন্য এই শিক্ষাই রাখিয়া গিয়াছেন।

আলোচনা সভায় বক্তৃতার এক পর্যায়ে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেন, ৬-দফার ভিত্তিতেই হউক আর ১১ দফার ভিত্তিতেই হউক, যাঁহারাই স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে কথা বলিবেন আমরা তাঁহাদের সঙ্গেই সহযোগিতা করিব।

সিরাজুদ্দিন হোসেন

জনাব সিরাজুদ্দিন হোসেন তাঁহার বক্তৃতায় জনাব সোহরাওয়ার্দীর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, বাংলা দেশের দুঃখ-দুর্দশার জন্য একশ্রেণীর বাঙ্গালী মোনাফেকই দায়ী। তিনি বলেন, এই মোনাফেকরাই বাংলার ভাগ্য বার বার মোহাম্মদ আলী-আইয়ুব খানদের হাতে তুলিয়া দিয়াছে।

আগামী সাধারণ নির্বাচনে বাংলা দেশের ভাগ্য চিরতরে নির্ধারিত হইবে বলিয়া মন্তব্য করিয়া জনাব হোসেন আগামী নির্বাচনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, বাংলার নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যদি বাংলার স্বার্থের প্রশ্নে এক থাকেন, তাহা হইলে অতীতের ক্লেদাক্ত অধ্যায়ের অবসান ঘটাইয়া দেশের পূর্বাঞ্চলের স্বায়ত্তশাসন অর্জন করা আদৌ কঠিন কিছু নহে। বরং বাংলার প্রতিনিধিরা ঐক্যবদ্ধ থাকিলে স্বায়ত্তশাসনের দাবী রুখিতে পারে, এমন শক্তি কাহারও নাই। তিনি বলেন, বাংলা দেশের বুকে যাতে আবার মোনায়েম খানদের মোনাফেকীর ব্যবসা জমিয়া উঠিতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখিতে হইবে।

তোফায়েল আহমেদ

সভাপতির ভাষণে ছাত্রলীগ সভাপতি তোফায়েল আহমেদ বলেন যে, ৬-দফার জন্য মনু মিয়ারা জীবন দিয়াছেন, শেখ মুজিব অকথ্য নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন, যে এগার দফার ভিত্তিতে দেশে ঐতিহাসিক আন্দোলন হইয়াছে উহার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন আদায়ের জন্য বাংলা দেশের যুব সমাজ জীবনপণ সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে–শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মাজারে দাঁড়াইয়া আমরা আজ এই শপথই ঘোষণা করিতেছি। তিনি বলেন, বিগত গণআন্দোলনকালে যাহারা গুলী খাওয়ার ভয়ে পথে বাহির হয় নাই–তাহারাই পরে পিছন দুয়ার দিয়া ৫৬ সালের শাসনতন্ত্র চালু করার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু জনমতের স্রোতে সে অপচেষ্টা ভাসিয়া গিয়াছে। তিনি বলেন, আরেক শ্রেণীর নেতা বিগত গোলটেবিল বৈঠকের বিরোধিতা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে আবার তাঁহারাই গোলটেবিলের প্রস্তাব দিয়াছেন।

ছাত্রলীগ নেতা আরও বলেন, নির্বাচনে ভরাডুবি হইবে জানিয়া একশ্রেণীর রাজনীতিক ইসলাম এবং অপর একটি শ্রেণী নক্সালবাড়ীর ধুয়া তুলিয়াছে। ছাত্র ও যুব সমাজের উদ্দেশে তিনি বলেন, ইহাদের অপচেষ্টা রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

Morning News
7th December 1969
Mujib blames past Govts. for people's miseries
(From Our Correspondent)

NARAYANGANJ, Dec, 6: To observe the death anniversary of H. S. Suhrawardy, a discussion meeting was held yesterday at the local Rahmatullah Muslim Institute premises under the auspices of Dacca District branch of East Pakistan Students League. Sheikh

Mujibur Rahman, President of the Pakistan Awami League was the chief guest.

Addressing the gathering, Sheikh Mujibur Rahman said that during the last 20 years various governments perused the an economic policy which benefited the interest of the industrialists and vested quarters resulting in poverty, hunger, deception, frustration and illiteracy of the masses.

While discussing various aspects of life and activity of late Suhrawardy, Sheikh Mujib urged the people to rededicate themselves to the ideals of the late.

The Awami League Chief also reviewed the present state of affairs in the country and observed that the people of the country had been thrown into a untolerable condition from where they found no way out.

He also warned those leaders who are trying to frustrate the forthcoming general election. He called upon the people to be united for the restoration of democracy.

Presided over by Nazimuddin Mahmud, President of the Dacca District Awami League, the seminar was addressed by Messrs Mainul Hossain of Ittefaq, Khondokar Moztaq Ahmed, Vice President of East Pakistan Awami League, Tofail Ahmed, President of EPSL, K. M. Obaidur Rahman, Shah Muazzem Hossain, Prof. Shamsul Huda, Vice-Principal of Narayanganj Tolaram College and Noor-e-Alam Siddiqui of EPSL.

Morning News

7th December 1969

Polls to show if people want full autonomy : Mujib

SHEIKH MUJIBUR RAHMAN PRESIDENT OF THE PAKISTAN AWAMI LEAGUE YESTERDAY TOLD A GATHERING THAT THE ENSUING GENERAL ELECTION WOULD DECIDE WHETHER PEOPLE WANTED COMPLETE REGIONAL AUTONOMY ON THE BASIS OF THE SIX-POINT PROGRAMME OF THE LEAGUE.

The Sheikh was speaking as the chief guest at a discussion meeting held at the mazar premises of Mr. H. S. Suhrawardy under the auspices of the East Pakistan students League (Six-Point Group). The meeting held on the second day of the observance of sixth death anniversary of Huseyn Shaheed Suhrawardy was presided over by Tofail Ahmed. President of the Student's League

and was addressed among others by Messrs. Rehman Sobhan, Dr. Aleem-al-Razee and Serajuddin Hossain. Prefessor Muzaffar Ahmed President of the East Pakistan National Awami Party (requisitionist Group) also addressed the gathering.

The Awami League chief criticised those who were trying to sabotage the general election, as announced by General Yahya, on one pretext or the other and said, "We want election we will prove whether people want us or not". Whatever demands had been made by us had been accepted by President Yahya. "The way is now straight and clear", he said and added "Let us move on and reach the destiny."

He said that a section of people would always work for their own interest and try to obstruct restoration of power to the people. He cautioned that these people who speak about revolution and common man had in the past joined hands with the "Ayub-Monem regime".

Sheikh Mujib said whatever demands he and his party made had been made with confidence and after a thorough, analysis. There would be no compromise with these demands, he declared.

Recalling the past mass movements initiated by the students and the sacrifices they made in their struggles, the Sheikh said that the people would expect similar sacrifices from them in the future. He urged upon the student community to come forward and join the movement for restoration of power to the people.

Sheikh Mujib said that the people wanted a society free of oppression and exploitation. We want to live as equal citizens in Pakistan.

দৈনিক পয়গাম

৭ ডিসেম্বর ১৯৬৯

বাংলা নাম মুছিয়া ফেলার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করিতে হইবে

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল শনিবার ঢাকা জেলা ছাত্র লীগের উদ্যোগে নারায়ণগঞ্জের রহমতউল্লা মুসলিম ইনষ্টিটিউটে মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ৬ষ্ঠ মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আলোচনা সভায় বক্তৃতা করেন।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন যে, বেলুচিস্তান, সিন্ধু, আর পাঞ্জাবের মত এখন হইতে দেশের পূর্বাঞ্চলের নাম হইবে বাংলা। শেরে বাংলা আর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অবদান যে বাংলা দেশের নামের সঙ্গে জড়িত সেই বাংলা দেশের নাম মুছিয়া ফেলার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করিতে হইবে।

শেখ মুজিব আরও বলেন যে, সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাহার বেতার ভাষণে এক ইউনিট বিলোপের কথা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে পরিষ্কার কিছুই বলেন নাই। তিনি আশ্বাস দিয়া বলেন যে, এদেশের আপামর জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই এদেশের স্বায়ত্তশাসন আদায় করিয়া আনিবে।

বক্তৃতার উপসংহারে আওয়ামী লীগ প্রধান এদেশের সংগ্রামী নেতা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সিপাহ শালার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আদর্শ ও কর্ম কৃতিত্বকে অনুসরণ করার আহবান জানান।

ঢাকা জেলা ছাত্রলীগ আয়োজিত উক্ত সভায় আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খোন্দকার মোশতাক, সমাজ সেবা সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমান, ছাত্র লীগ সভাপতি জনাব তোফায়েল আহমদ ও প্রাক্তন সাংগঠনিক সম্পাদক নুরে আলম সিদ্দিকীসহ আরো অনেকে বক্তৃতা করেন।

দৈনিক পয়গাম

৭ ডিসেম্বর ১৯৬৯

দাবীর প্রশ্নে আপোষ নাই : যে কোন মূল্যে স্বায়ত্তশাসন আদায় করিতে হইবে : শেখ মুজিব

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (শনিবার) পুনরায় ঘোষণা করেন যে, সিনধ সিন্ধু, পাঞ্জাব যেমন পাঞ্জাব, সীমান্ত যেমন সীমান্ত প্রদেশ তেমনি বাংলাও হইবে বাংলাদেশ। এবং সব লইয়া হইবে আমাদের প্রিয় দেশ পাকিস্তান।

শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ (তোফায়েল গ্রুপ) আয়োজিত আলোচনা সভায় গতকল্য শনিবার বক্তৃতা দান কালে আওয়ামী লীগ নেতা উপরোক্ত কথা বলেন। সোহরাওয়ার্দীর মাজার প্রাঙ্গণে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শেখ মুজিবর রহমান ব্যতীত উক্ত আলোচনা সভায় ওয়ালী খান, ন্যাপের প্রাদেশিক সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, জনাব সিরাজুদ্দিন হোসেন, অধ্যাপক রেহমান সোবহান ও ডঃ আলীম-আল-রাজী আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মানবিক গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিবর রহমান বলেন, ষড়যন্ত্র কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না এবং ক্ষমতায় যাইয়া তিনি কখনো প্রতিপক্ষ দলের কোন ক্ষতি করেন নাই। অথচ এই দয়ালু নেতাকে বারবার ষড়যন্ত্রের নাগপাশে আবদ্ধ হইতে হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে শেখ মুজিব ১৯৪৬ সালের নির্বাচন হইতে শুরু করিয়া ১৯৫৪ সালের নির্বাচন এবং তাহার পরবর্তীকালে আইয়ুব শাসনামলে কারাবাসের কথা উল্লেখ করেন।

শেখ সাহেব বলেন, মরহুম সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্ব হেয় করিবার জন্য বহুবার ষড়যন্ত্র করা হইয়াছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, শুধু পাঞ্জাবী ষড়যন্ত্রই নয় শহীদ সাহেবের বিরুদ্ধে বাংগালী ষড়যন্ত্রও হইয়াছে।

আওয়ামী লীগ প্রধান গতকল্য শনিবার আবার ঘোষণা করেন যে দাবীর প্রশ্নে আপোষ নাই। তিনি বলেন, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন যে কোন মূল্যে আদায় করা হইবে।

বক্তৃতার উপসংহারে নীতি ঠিক ও কর্তব্যে অটল থাকিয়া ছাত্র সমাজকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ ছাত্র সমাজকে উপদেশ দেন।

দৈনিক পাকিস্তান

৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৯

সেমিনারে শেখ মুজিবর রহমান : আসন্ন নির্বাচনে ছ'দফার উপর গণভোট হয়ে যাবে

(স্টাফ রিপোর্টার)

মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী পালন উপলক্ষে গতকাল শনিবার পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ (তোফায়েল গ্রুপ) আয়োজিত এক সেমিনারে প্রধান অতিথির ভাষণদানকালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, জনাব সোহরাওয়ার্দী ছিলেন পাকিস্তান বিরোধী দল সংগঠনের প্রধান নেতা। গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত হচ্ছে শক্তিশালী বিরোধী দল। সেজন্যে নির্ভেজাল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মুসলিম লীগের একদলীয় সরকারের বিরুদ্ধে পাকিস্তানে সর্বপ্রথম বিরোধী রাজনৈতিক দল গঠন করেন।

জনাব সোহরাওয়ার্দীর মাজারে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে ছাত্র লীগের সভাপতি জনাব তোফায়েল আহমদ সভাপতিত্ব করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক জনাব রেহমান সোবহান, দৈনিক ইত্তেফাকের বার্তা সম্পাদক জনাব শিরাজুদ্দিন হোসেন, সাবেক জাতীয় পরিষদ

সদস্য ডঃ আলীম আল রাজী, রিকুইজিশন পন্থী প্রাদেশিক ন্যাপের সভাপতি অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ বক্তৃতা করেন।

স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পর থেকে মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে এক শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থবাদীদের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, জনাব সোহরাওয়ার্দী ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু রাজনৈতিক জীবনে তাঁকে বহু ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হয়েছে। আর সেই ষড়যন্ত্র শুরু হয় স্বাধীনতার পর মুহূর্ত থেকে। তিনি বলেন যে, স্বাধীনতার প্রাক্কালে যুক্ত বাংলার মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা হিসেবে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। অপর দিকে পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মামদোতের নবাব। কিন্তু পরবর্তীকালে ষড়যন্ত্র করে পার্লামেন্টারী পার্টির বৈঠকে খাজা নাজিম উদ্দিনকে নেতা নির্বাচিত করে পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসানো হলো। কিন্তু পাঞ্জাবের বেলায় কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করে পুনরায় নেতা মনোনীত করার কোন প্রশ্নই উঠানো হল না। পূর্ব বাংলা তথা সারা পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে সোহরাওয়ার্দীকে বাইরে রাখার জন্যে এই ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে তাঁকে পাকিস্তানে প্রবেশ করতেও দেয়া হয়নি। অপর দিকে পশ্চিম বাংলায় থাকাকালে ভারত সরকার জনাব সোহরাওয়ার্দীর উপর চল্লিশ লক্ষ টাকা আয়কর ধার্য করে তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে দেন। পরে শূন্য হাতে পশ্চিম পাকিস্তানে এসে তিনি রাজনীতি শুরু করেন।

আসন্ন নির্বাচন

আসন্ন নির্বাচনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নির্বাচন দিয়েছেন। জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের দাবীও স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। তবে দাবী আমরা যা করেছি তার প্রশ্নে কোন আপোষ নেই। কারণ দাবী আমাদের নয়–দাবী হচ্ছে জনগণের এবং আগামী নির্বাচনে ছয়দফার উপর গণভোট হয়ে যাবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

একদল লোকের বিরুদ্ধে নির্বাচন বানচালের অভিযোগ করে শেখ মুজিব বলেনে যে, একদল লোক উপরে উপরে বিলম্বের কথা বলেন, আর তলে তলে এজেন্সীর কাজ করেন। এরা আইয়ুবের সাথেও ষড়যন্ত্র করেছিলেন। নির্বাচনে তাঁরা জয়ী হতে পারবেন না বলেই তাঁরা নির্বাচন চান না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

পূর্ব বাংলার দাবী-দাওয়া নিয়ে সংগ্রাম করে যাওয়ার জন্যে ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন যে দেশকে শোষণমুক্ত করাই আমাদের সংকল্প। আমরা কারো কলোনী বা বাজার হতে চাই না। পশ্চিম পাকিস্তানকে শোষণ করার ইচ্ছাও আমাদের নেই বলে তিনি মন্তব্য করেন।

রেহমান সোবহান

অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন যে, জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন জাতীয় নেতা ও পাকিস্তানের জাতীয় ঐক্যের প্রতীক।

জাতীয় নেতৃত্ব ও জাতীয় সংহতি বিনষ্ট করার জন্যে আইয়ুব শাসনকে দায়ী করে অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন যে, জাতীয় রাজনীতি ও জাতীয় নেতাকে হত্যা করে আইয়ুব খান জাতীয় সংহতির মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। জাতীয় সংহতির শ্লোগান দিলেও তাঁরা জাতীয় সংহতির বিশ্বাস করতেন না। জাতীয় ঐক্য ও সংহতির সবচেয়ে বড় গ্যারান্টি জনগণ। আইয়ুবী আমলের নেতাদের কোন জনসমর্থন ছিল না। তাই তারা জনসমক্ষে হাজির না হয়ে নাইট ক্লাবে যাওয়াকেই শ্রেয় মনে করতেন। এছাড়া সোহরাওয়ার্দীর সৃষ্ট সংখ্যাসাম্যকে ব্যর্থ করে দিতে তারা জাতীয় সংহতিকে বিনষ্ট করেছেন।

পাকিস্তানের রাজনীতিতে সিভিল সার্ভেন্টদের হস্তক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করে অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন যে, গত দশ বছর পাকিস্তানের রাজনীতিতে সিভিল সার্ভেন্টরা প্রাধান্য বিস্তার করে আসছে। দেশের নীতি নির্ধারণের জন্যে জনগণের নিকট না গিয়ে জনসমর্থনহীন নেতারা সিভিল সার্ভেন্টের উপর নির্ভরশীল হয়েছে। বস্তুতঃ তারাই ছিল শাসক গোষ্ঠীর নীতি নির্ধারণের হোতা। কিন্তু শহীদ সোহরাওয়ার্দী কোনদিন আমলাতন্ত্রের নিকট নতি স্বীকার করেন নি। সে জন্যে তাকে ক্ষমতা থেকে অপসারণের সময় আমলাতন্ত্রেরও ষড়যন্ত্র ছিল বলে তিনি মন্তব্য করেন।

আলীম আল রাজী

ডঃ আলীম আল রাজী বলেন, জনাব সোহরাওয়ার্দী ছিলেন গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। তাই জনগণের উপর ছিল তাঁর অবাধ বিশ্বাস। পাকিস্তানে বিরোধী দলের অন্যতম সংগঠক হিসাবে তিনি গণতন্ত্রের বীজ বপন করে গেছেন।

আসন্ন নির্বাচনের কথা উল্লেখ করে ডঃ রাজী বলেন যে, নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এটা আমরা আশা করি। তবে প্রেসিডেন্টের ঘোষণায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথা স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। কাজেই নির্বাচনের আগে স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে আমাদের ঐক্যমতে পৌঁছতে হবে এবং জনগণের ম্যাণ্ডেট নিয়ে জাতীয় পরিষদে যেতে হবে। ইসলামাবাদের বাজারে যাতে সদস্যা বেচাকেনা না হন সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

সিরাজুদ্দীন হোসেন

জনাব সিরাজুদ্দিন হোসেন বলেন যে, জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বিশ্বস্ত দু'জন সহচর ছিলেন শেখ মুজিব ও তফাজ্জল হোসেন। শেখ মুজিব রাজনৈতিক মঞ্চে নেতৃত্ব দিয়েছেন আর মরহুম তফাজ্জল হোসেন নেপথ্যে থেকে তাকে বুদ্ধি যুগিয়েছেন।

সভাপতির ভাষণে জনাব তোফায়েল আহমদ বলেন যে, আগামী নির্বাচনে শতকরা ৯৫টি ভোট শেখ মুজিবের পক্ষে দেয়া না হলে বাংলাদেশে সকল শহীদের রক্ত বৃথা যাবে। কারণ শেখ মুজিব জন্মগ্রহণ না করলে আমরা বাঙ্গালীরা কথা বলতে পারতাম না।

তিনি বলেন যে, নির্বাচনের জন্যে আমরা ৩২ বছর যাবত সংগ্রাম করেছি। যারা আন্দোলনের চাপে পড়ে এগার দফা সমর্থন করেছে এবং গোল টেবিল বর্জন করেছে তারাই আজ আবার গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠানের দাবী করছে। নির্বাচনের বিরোধিতা করে সামরিক শাসন বহাল রাখাই তাদের উদ্দেশ্য।

মুজাফফর উদ্দীন

সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ বলেন যে, মরহুম সোহরাওয়ার্দী ছিলেন সত্যিকার অর্থে গণনেতা। কারণ তিনি জনগণের সাথে মিশতেন এবং জনতা কি চায় তা বুঝতে পারতেন। জনসাধারণের মনের কথা তিনি সঠিকভাবে উপলব্ধি করে বলে দিতে পারতেন। দেশ ও জাতির স্বার্থকে তিনি সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দিতেন। জনাব সোহরাওয়ার্দীর বৈদেশিক নীতির সমালোচকদের জবাব দান করে অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ বলেন যে, রোমে থাকলে রোমানদের ন্যায় আচরণ করতে হবে। তিনি যে পরিবেশে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন সে অবস্থায় তাঁর বৈদেশিক নীতি সময়োচিত ছিল বলে তিনি মন্তব্য করেন।

'ডাক'-এর কোন কোন নেতাগণ আন্দোলনের বিমুখিতার সমালোচনা করে তিনি বলেন যে, এসব নেতারা গণআন্দোলনের ভয়ে শরীক হতে চাননি। বিমানবন্দর থেকে আইয়ুব খান হাইকোর্টের দিকে আসতে থাকার সময় তাঁরা হাইকোর্ট থেকে বুড়িগঙ্গার দিকে শোভাযাত্রা নিয়ে গিয়েছিলেন। নেতৃত্ব দিতে হলে ত্যাগ স্বীকার ও নির্যাতন ভোগ করতে হয়।

শেখ মুজিবের সাথে বিভিন্ন প্রশ্নে ঐক্যমত প্রকাশ করে তিনি বলেন যে, আমাকে মুজিবের দালাল বলা হতে পারে কিন্তু আমি ও আমার পার্টি তাতে ভয় পাইনি। কারণ জনগণ যা চায় এবং যেদিকে আছে আমরাও সেদিকে রয়েছি বলে তিনি মন্তব্য করেন।

পিডিপি

মরহুম সোহরাওয়ার্দীর ৬ষ্ঠ মৃত্যু বার্ষিকী পালন উপলক্ষে গতকাল পিডিপির ঢাকা শহর কমিটির উদ্যোগে এক সেমিনার ও মিলাদ মহফিল অনুষ্ঠিত হয়। জনাব আবদুল সালাম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে জনাব মাহমুদ আলী, মওলবী ফরিদ আহমদ, জনাব রফিকুল ইসলাম ও জনাব ফজলুল হক বক্তৃতা করেন। তারা সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্ব ও গুণাবলীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

সংবাদ

৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৯

সোহরাওয়ার্দীর স্মৃতি সভায় নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা : সুবিধাবাদী ও হঠকারীদের সম্পর্কে সজাগ থাকার আহ্বান

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

"যাঁহারা গণতন্ত্রকে কবর দেওয়ার ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন তাঁহারা আজ নির্বাচনের প্রাক্কালে গণতন্ত্রের জন্য বুক ফাটাইয়া দরদ প্রকাশ করিতেছেন। অপর দিকে আইয়ুব আমলে যাঁহারা বিপ্লবী বুলির আড়ালে স্বৈরতন্ত্রের সহিত হাত মিলাইয়াছিলেন, তাঁহারাও ঐ একই বেশে শ্রমিক-কৃষকের বন্ধু সাজিয়া জনতার অর্জিত বিজয় ও নির্বাচনকে বানচাল করার জন্য তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন। জনসাধারণকে তাঁহাদের সম্পর্কে সজাগ থাকিতে হইবে।"

গতকাল (শনিবার) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উপরোক্ত সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান, পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, সাবেক জাতীয় পরিষদ সদস্য ডক্টর আলিম আল-রাজী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের রীডার অধ্যাপক রহমান সোবহান এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব সিরাজুদ্দিন হোসেন বক্তৃতা করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন ছাত্র লীগ সভাপতি জনাব তোফায়েল আহমদ।

শেখ মুজিবর রহমান

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান তাঁহার ভাষণে মরহুমের সহিত তাঁহার দীর্ঘদিনের কাজকর্ম ও সাহচর্যের কথা শ্রদ্ধা ও আবেগের সহিত স্মরণ করেন। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি ও আসন্ন সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে বলিতে গিয়া তিনি বার বার জনসাধারণের সহিত বিশ্বাসঘাতকতাকারী পরিচিত মুখগুলি সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া দেন। তিনি রাজনৈতিক বাক বিতণ্ডা ছাড়িয়া নির্বাচনে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য এইসব লোকের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, তাঁহার পার্টি দেশকে গুটিকতক লোকের শোষণ হইতে মুক্ত করার জন্য এবং বাংলা দেশকে বাজার বা উপনিবেশ করিতে না দেওয়ার জন্য জনসাধারণের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের বিরুদ্ধে বাংলার জনসাধারণের কোন অভিযোগ নাই।

তিনি বলেন, এক শ্রেণীর লোক নির্বাচনকে বানচাল করার চেষ্টা করিতেছে। কারণ তাহারা নির্বাচনকে ভয় পায়। পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন

সম্পর্কে তিনি বলেন যে, বাংলা দেশ এই ব্যাপারে কোন আপোষ করিবে না। এই প্রসঙ্গে তিনি জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া দেন যে, প্রতিনিধি নির্বাচনে তাঁহারা যেন ভুল না করেন।

অধ্যাপক মোজাফফর

আলোচনা সভার সর্বশেষ বক্তা পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ তাঁহার পার্টির বিঘোষিত কর্মসূচীর পুনরুক্তি করিয়া বলেন যে, পূর্ব বাংলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ছাড়া জাতীয় সংহতি শক্তিশালী হইতে পারে না। তিনি বলেন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, পাকিস্তান রাজনৈতিকভাবেই পাঁচটি জাতির সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি জাতির নিজস্ব সত্তাকে স্বীকার করিয়া লইয়াই ঐক্য রক্ষা করিতে হইবে–ইহাই হইল বাস্তব ও বিজ্ঞান সম্মত সমাধান। তিনি পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র ও সুবিধাবাদের রাজনীতির বর্ণনা বিভিন্ন ঘটনা ও উপমার মাধ্যমে তুলিয়া ধরেন। সমবেত সুধীমণ্ডলী গভীর আগ্রহের সহিত তাঁহার বক্তব্য শ্রবণ করেন।

জনাব আহমদ ষড়যন্ত্রকারী ও সুবিধাবাদীদের সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া সংগ্রামী ঐক্যের প্রতি সাফল্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি পরম শ্রদ্ধার সহিত শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জীবনের বিভিন্ন দিক ও রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

ডক্টর আলীম আল-রাজী

ডক্টর রাজী তাঁহার বক্তৃতায় শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ সাধক বলিয়া বর্ণনা করেন। আসন্ন নির্বাচন সম্পর্কে তিনি বলেন যে, সামরিক শাসনের ছত্রচ্ছায়ায় নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচন হইতে পারে না বলিয়া তিনি মনে করেন। তাই তিনি সামরিক শাসন প্রত্যাহারের দাবী জানান। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ইহা ব্যতীত সংহতি সম্ভব নহে, জনতার অসন্তোষ প্রশমন সম্ভব নহে।

অধ্যাপক রহমান সোবহান

আলোচনা সভার প্রথম বক্তা অধ্যাপক রহমান সোবহান শহীদ সোহরাওয়ার্দীর চরিত্রের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। তিনি বলেন, শহীদ সাহেবই পাকিস্তানে প্রথম বিরোধী দলের সংগঠক। তিনি জানিতেন যে, বিরোধী দল ছাড়া গণতন্ত্র অচল। তিনি শহীদ সাহেবের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার ভূমিকার প্রতি আলোকপাত করেন।

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে যাহারা বিচ্ছিন্নতার দাবী বলিয়া অভিহিত করেন তিনি তাঁহাদের কঠোর সমালোচনা করেন।

নৈতিক কারণেই পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দরকার। ইহা ছাড়া পাকিস্তান ফেডারেশন সম্ভব নহে।

সিরাজুদ্দীন হোসেন

বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব সিরাজুদ্দীন হোসেন মরহুমের রাজনৈতিক জীবনের প্রতি আলোকপাত প্রসঙ্গে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর স্বাধীন বাংলার প্রস্তাবের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মরহুমের কলিকাতায় অবস্থানের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, যাঁহারা গদীর লোভে সেই দিন কয়েক কোটি মুসলমানকে সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার মধ্যে রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন, শহীদ সাহেব তাহাদের দলে শামিল হইতে পারেন নাই। সংখ্যালঘুদের জানমাল রক্ষা তথা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্যই তিনি কলিকাতায় ছিলেন।

জনাব হোসেন মরহুমের নিঃস্বার্থ কর্তব্য নিষ্ঠার প্রশংসা করেন এবং বলেন যে, তাঁহার স্থান আজও অপূরণীয় রহিয়াছে।

নারায়ণগঞ্জ

গতকাল (শনিবার) নারায়ণগঞ্জ হইতে সংবাদের নিজস্ব প্রতিনিধি জানান যে, জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ৬ষ্ঠ মৃত্যু বার্ষিকী পালন উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জ রহমতুল্লাহ মুসলিম ইনষ্টিটিউটে ঢাকা জেলা ছাত্র লীগের উদ্যোগে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান।

জাতীয় পরিষদের প্রাক্তন সদস্য ডঃ আলীম আল রাজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ইত্তেফাক সম্পাদক জনাব মইনুল হোসেন ও বার্তা সম্পাদক জনাব সিরাজউদ্দীন হোসেন ও অন্যান্যরা বক্তৃতা করেন।

দৈনিক পয়গাম

৯ ডিসেম্বর ১৯৬৯

যক্ষ্মা সমিতির তহবিলে মুক্তহস্তে দানের জন্য শেখ মুজিবের আহ্বান

ঢাকা, ৮ই ডিসেম্বর।– পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান গত শুক্রবার এক বিবৃতিতে পূর্ব পাকিস্তান যক্ষ্মা সমিতি তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানাইয়াছেন।

উল্লেখযোগ্য যে, এই সমিতি একটা যক্ষ্মা হাসপাতাল পরিচালনাসহ প্রদেশব্যাপী যক্ষ্মা রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও নানাবিধ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করিতেছেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, যক্ষ্মা নিরোধ সমিতি নারায়ণগঞ্জে একটি যক্ষ্মা হাসপাতাল নির্মাণের কাজ শেষ করিয়াছেন। ইহাছাড়া প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে শ্রমিকদের বিনামূল্যে 'এক্সরে' গ্রহণের ব্যবস্থাও তাহারা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, রোগমুক্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও গৃহীত হইয়াছে।

দৈনিক পয়গাম
১৩ ডিসেম্বর ১৯৬৯
অদ্য শেখ মুজিবরকে রবীন্দ্র সঙ্গীতের রেকর্ড উপহার দান
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্থানী কণ্ঠ-শিল্পীদের গাওয়া রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মৌলিক রেকর্ডের প্রথম প্রকাশ উপলক্ষে আজ (মঙ্গলবার) বিকাল সাড়ে পাঁচটায় গ্রামোফোন কোম্পানী অব ইষ্ট পাকিস্তানের উদ্যোগে বাংলা একাডেমী মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। অনুষ্ঠানে শেখ মুজিবর রহমানকে তিন খানা রেকর্ডের একটি সেট উপহার দেওয়া হইবে।

উক্ত রেকর্ড সেটে স্থানীয় শিল্পী সনজিদা খাতুন, ফাহমিদা খাতুন, আফসারী খানম, বিলকিস নাসিরুদ্দিন, রাখী চক্রবর্তী ও কলিম শরাফীর গাওয়া বারোটি রবীন্দ্র সংগীত রহিয়াছে।

উল্লেখযোগ্য ইতিপূর্বে পাকিস্তানে রবীন্দ্র সংগীতের মৌলিক কোন রেকর্ড তৈরী হয় নাই। এখানে শুধু ভারতীয় রেকর্ডের প্রিন্ট হইত।

আজাদ
১৬ই ডিসেম্বর ১৯৬৯
শেখ মুজিবের প্রতি চ্যালেঞ্জ
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গণআন্দোলনের মুখে ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের উজির সভার এককালীন সদস্য বিশ্বস্ত অনুচর জনাব ওয়াহিদুজ্জামান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি নির্বাচন মোকাবিলা করার চ্যালেঞ্জ প্রদান করিয়াছেন।

গতকাল সোমবার ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি উপরোক্ত চ্যালেঞ্জ প্রদান করিয়া বলেন যে, তিনি আওয়ামী লীগের ৬-দফাকে রাজনৈতিক দিক নির্দেশ হিসাবে গ্রহণ করিতে রাজী নন।

তিনি বলেন, শেখ মুজিবর রহমান ও আমার নিজের নির্বাচনী এলাকা (গোপালগঞ্জ) একই, আমি তাহার সহিত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে প্রস্তুত। আমার সহিত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বি করা শেখ মুজিবর রহমানের উচিত।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৬ই ডিসেম্বর ১৯৬৯
শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েমই আওয়ামী লীগের লক্ষ্য : নিউ মার্কেটে আওয়ামী লীগ কর্মীসমাবেশে শেখ মুজিবর রহমানের বক্তৃতা
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (সোমবার) রাতে নিউ মার্কেট আওয়ামী লীগ কর্মীদের এক সমাবেশে বলেন যে, দেশে শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েম করাই আওয়ামী লীগের লক্ষ্য। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খোন্দকার মোশতাক আহমদ এবং সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদও এই সমাবেশে বক্তৃতা করেন।

শেখ মুজিব তাঁহার ভাষণে বলেন যে, গত ২২ বৎসরে একশ্রেণীর লোক শোষণের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার মালিক বনিয়াছেন। অপরদিকে একশ্রেণীর লোক ভিক্ষার ঝুলি লইয়া পথে নামিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, শোষকশ্রেণীর একটানা শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট হইয়া জনসাধারণের স্বাধীনতার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি–বিশেষ করিয়া গ্রামবাংলার অর্থনৈতিক দুর্দশার বর্ণনা প্রসঙ্গে শেখ সাহেব বলেন, সোনার বাংলা শ্মশানে পরিণত হইয়াছে।

গত ১১ বৎসরে গ্রামের মানুষ অর্ধাহারে অনাহারে থাকিয়া তাঁহাদের গায়ের মাংস নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে, তিনি সকলপ্রকার শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখিবেন। পূর্ব বাংলার দুর্দশার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, বাংলার দুঃখের জন্য বাংলারই একশ্রেণীর লোক দায়ী। তিনি আরও বলেন যে, এদেশের একশ্রেণীর লোক মন্ত্রিত্বের লোভে, পারমিটের লোভে বাংলার স্বার্থকে বিলাইয়া দিয়াছে। তিনি আগামী নির্বাচনে এই কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। তিনি ৬-দফা আদায়ের সংগ্রামকে জোরদার করার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগে যোগদান করার জন্যও উদাত্ত আহ্বান জানান। গত আন্দোলনে নিহত ব্যক্তিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা-নিবেদন প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, জীবনের রক্ত দিয়া হইলেও তিনি এই ঋণ পরিশোধ করিয়া যাইবেন।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খোন্দকার মোশতাক আহমদ তাঁহার ভাষণে গত ফেব্রুয়ারি মাসে রেসকোর্স ময়দানের ঐতিহাসিক গণসমাবেশের ইস্পাত কঠোর শপথের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া সেই ইস্পাত কঠোর সংকল্প লইয়া অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিবার উদ্দেশ্যে আগামীদিনের জন্য প্রস্তুত থাকিতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, যে দুর্জয় ঐক্যবদ্ধ শক্তি

লইয়া ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্নভিন্ন করিয়া নেতাকে একদিন নিজেদের মধ্যে ছিনাইয়া লইয়া আসিয়াছিলেন, ৬-দফা আদায়ের জন্য সেই শক্তি, সাহস ও ত্যাগের মূলমন্ত্র লইয়া নেতার পিছনে কাতারবন্দী হউন।

জনাব তাজুদ্দিন আহমদ তাঁহার ভাষণে বলেন যে, জাতি এক মহাদুর্যোগের মধ্য দিয়া চলিতেছে। এই দুর্যোগ উত্তরণের উদ্দেশ্যে তিনি ত্যাগী নেতৃত্বের পিছনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। তিনি বলেন, স্বাধীনতা লাভের পর হইতেই জনসাধারণ এদেশের সম্পদ এদেশের মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করার জন্য সংগ্রাম করিতেছেন। কিন্তু কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের কারসাজিতে তাহা সম্ভব হইতেছে না। তিনি সেই কায়েমী স্বার্থবাদী মহল যাহাতে ভবিষ্যতে এদেশের মাটিতে মাথাচাড়া দিয়া উঠিতে না পারে, তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে নিউমার্কেটের বিভিন্ন ব্যবসায়ীর পক্ষ হইতে শেখ সাহেবকে বিভিন্ন উপহার প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে ৬-দফার প্রতীক বিশিষ্ট স্বর্ণপদক উল্লেখযোগ্য।

সভাশেষে শেখ মুজিব নিউ মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি কর্তৃক আয়োজিত ঈদ পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। উল্লেখ্য যে, সমাবেশে নিউ মার্কেট ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইতে জনাব রেজাউল করিম শেখ সাহেব ও তাঁহার সহকর্মীদের অভ্যর্থনা জানাইয়া ভাষণদানকালে বলেন যে, গত নবেম্বর গোলযোগের সময় নিউ মার্কেটে কোন গোলযোগ হয় নাই।

দৈনিক পাকিস্তান

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৬৯

আমরা এখনও বিপদ মুক্ত নই : মুজিবের ঘোষণা

(স্টাফ রিপোর্টার)

নিউমার্কেট আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এক ঈদ পুনর্মিলনী সমাবেশে বক্তৃতাকালে গতকাল সোমবার আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, দেশের নিরন্ন মানুষের মুক্তির জন্যে শোষণমুক্ত একটি সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার জন্যেই আওয়ামী লীগ সংগ্রাম করছে। শোষণের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের এই সংগ্রামে শরীক হবার জন্যে তিনি দেশের সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

নিউমার্কেটের পার্কে আয়োজিত এই সমাবেশে নিউমার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি, নিউমার্কেট দোকান কর্মচারী সমিতি ও আওয়ামী লীগের বহু সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খোন্দকার মোশতাক আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ বক্তৃতা করেন।

দেশের সমস্যার কথা উল্লেখ করে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, সত্যই আমরা এখনও বিপদমুক্ত নই। আইয়ুব-মোনেমের আমলে দেশে যে সংকট ও সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল তাঁরা বিদায় নিলেও সে সব সমস্যার আজও কোন সমাধান হয়নি। তবে দেশের সমস্যার সমাধানের জন্যে জনগণকে সংগ্রাম করতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

জনগণের উপর শোষণ ও নির্যাতনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, স্বাধীনতার পর থেকে যে শোষণ শুরু হয়েছে তার শেষ এখনও হয়নি। এক শ্রেণীর লোক জনগণকে শোষণ করে কোটিপতি বনেছে। অপর দিকে একদল লোক ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, সোনার বাংলা আজ শ্মসানে পরিণত হয়েছে।

পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের কথা উল্লেখ করে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, আমরা কারো বাজার হতে চাই না। অন্যের হক কেড়ে নেয়ার ইচ্ছাও আমাদের নেই। আমরা চাই ছ-দফার ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার ন্যায্য অধিকার।

পূর্ব বাংলার দুঃখের জন্যে এক শ্রেণীর বাঙ্গালীদের দায়ী করে তিনি বলেন যে, পূর্ব বাংলার দুঃখের জন্যে এখানকার এক শ্রেণীর লোকই দায়ী। মন্ত্রিত্ব ও পারমিট লাইসেন্সের লোভে তারা বাঙ্গালীদের স্বার্থের সাথে বেঈমানী করেছে। তাদের অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, দর্প বেশী দিন টিকে না। আইয়ুব-মোনেম তা প্রমাণ করে দিয়ে গেছে। এছাড়া ক্ষমতার দণ্ড ঘুরিয়ে দেশ শাসনও করা যায় না। জুলুমের সাহায্যে নয়–প্রীতি ও ভালবাসার মধ্য দিয়েই দেশ শাসন করতে হয় বলে তিনি মন্তব্য করেন।

গণঅধিকার আদায়ে জনগণের সংগ্রামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, দাবী আদায়ের জন্যে দেশের জনগণ যে ত্যাগ ও নির্যাতন স্বীকার করেছেন তা বৃথা যাবে না। আমাদের রক্ত দিয়ে হলেও আমরা শহীদদের ত্যাগের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করবো।

খোন্দকার মুশতাক আহমদ বলেন যে, পাকিস্তানের এক দুর্যোগপূর্ণ অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা জাতীয় নেতা শেখ মুজিবকে মুক্ত করে এনেছি। তাঁর মুক্তির পর রেসকোর্স ময়দান থেকে শুরু করে দেশের সর্বত্র যে আওয়াজ উঠেছে তাতে শোষক শ্রেণীর মধ্যে কম্পন শুরু হয়েছিল। তিনি বলেন, শেখ মুজিবের উপর আজ কঠোর দায়িত্ব বর্তিয়েছে। ন্যায় ও শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে আমাদের এগুতে হবে এবং 'নেতা'র হস্তকে শক্তিশালী করতে হবে।

জনাব তাজ উদ্দিন আহমদ বলেন যে, জাতি আজ এক দুর্যোগের মধ্য দিয়ে চলেছে। এই দুর্যোগ সাম্প্রতিক কালের সৃষ্ট নয়। স্বাধীনতার পর থেকে

এক শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থবাদী ও তাদের চেলা-চামুন্ডেরা এই দুর্যোগের গোড়াপত্তন করেছিল।

তিনি বলেন যে, কঠোর ত্যাগ স্বীকার করে মানুষ কায়েমী স্বার্থবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। মানুষের হাসি ফোটানোর জন্য প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আওয়ামী লীগ জননেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে সংগ্রাম করছে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী শেখ মুজিবর রহমান নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে জনগণের দাবীর জন্যে সংগ্রাম করে আসছেন। তাঁর নেতৃত্বে ৬-দফা কায়েম করে আমরা এদেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটাবো বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সমাবেশে নিউমার্কেট আওয়ামী লীগের সদস্যদের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবকে কিছু উপহার দেয়া হয়। এছাড়া একটি সোনার পাতে আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচীর প্রতিলিপি তাঁকে দেয়ার কথা ঘোষণা করা হয়।

সংবাদ

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৬৯

শেখ মুজিবের প্রতি ওয়াহিদুজ্জামানের চ্যালেঞ্জ

সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও কনভেনশান মুসলিম লীগের বিদ্রোহী গ্রুপের নেতা জনাব ওয়াহিদুজ্জামান আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে তাঁহার নির্বাচনী এলাকা গোপালগঞ্জ হইতে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার চ্যালেঞ্জ প্রদান করিয়াছেন। গতকল্য (সোমবার) ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে জনাব ওয়াহিদুজ্জামান এই চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন বলিয়া এপিপির খবরে প্রকাশ।

জনাব ওয়াহিদুজ্জামান বলেন যে, তিনি শেখ মুজিবর রহমানের ৬-দফাকে তাঁহার রাজনৈতিক কর্মসূচী হিসাবে গ্রহণ করিবেন না। আমি ঐ নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে যাইতেছি। আমি আশা করি যে, শেখ মুজিবর রহমান আমার সহিত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে বিচলিত বোধ করিবেন না।

বিদ্রোহী গ্রুপের নেতা জনাব ওয়াহিদুজ্জামান বলেন যে, মুসলিম লীগ একটি জাতীয় রাজনৈতিক দল। ইহার ব্যাপক জনপ্রিয়তা রহিয়াছে। আসন্ন সাধারণ নির্বাচনেই সত্যিকার জনপ্রিয়তা যাচাই হইবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, জনাব ওয়াহিদুজ্জামান ও শেখ মুজিবর রহমান উভয়ে গোপালগঞ্জের অধিবাসী। ১৯৫৪ সনের সাধারণ নির্বাচনে জনাব ওয়াহিদুজ্জামান শেখ মুজিবর রহমানের নিকট পরাজয়বরণ করিয়াছিলেন।

আজাদ

১৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৯

রেকর্ড গ্রহণ অনুষ্ঠানে শেখ মুজিব : প্রদেশে রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশের দাবী

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

শেখ মুজিবর রহমান অবিলম্বে বিশ্ব ভারতীর অনুমতি লইয়া পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশ ও শাহজাদপুরে অবস্থিত রবীন্দ্রনাথের 'কুঠিবাড়ী' রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানাইয়াছেন।

পূর্ব পাকিস্তানী কণ্ঠশিল্পীদের গাওয়া রবীন্দ্র সংগীতের প্রথম পাকিস্তানী রেকর্ড প্রকাশ উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাংলা একাডেমীতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান উপরোক্ত দাবী জানান।

গতকাল একটি গ্রামোফোন কোম্পানীর পক্ষ হইতে ৪৫ আরপিএম-এর তিনখানা রেকর্ডের একটি সেট শেখ মুজিবর রহমানকে উপহার দেওয়া হয়। বেগম সুফিয়া কামাল এই উপহার শেখ মুজিবের হাতে অর্পণ করেন।

রবীন্দ্র সংগীতের উক্ত তিনখানা রেকর্ডে কণ্ঠ দিয়াছেন খ্যাতনামা কণ্ঠশিল্পী কলিম শরাফী, অধ্যাপিকা সান্‌জিদা খাতুন, আফসারী খানম, বিলকিস নাসির উদ্দীন, ফাহমিদা খাতুন ও রাখী চক্রবর্তী।

এই অনুষ্ঠানে শেখ মুজিবর রহমান বলেন, যে জাতি নিজেদের কবি-সাহিত্যিক-জ্ঞানী ও গুণীদের শ্রদ্ধা করিতে জানে না সে জাতি কখনই বড় হইতে পারে না। অত্যন্ত লজ্জার বিষয় যে, স্বাধীনতার ২২ বৎসর অতিবাহিত হইবার পর এই প্রথম রবীন্দ্র সংগীতের রেকর্ড এখানে প্রকাশিত হইল এবং তাহাও করাচীতে করিতে হইয়াছে।

তিনি বলেন, নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় কবি। অথচ সেই কবির জন্যই বা আমরা কি করিয়াছি? বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবাহী শাহজাদপুরের 'কুঠিবাড়ী' রক্ষণাবেক্ষণের কোন ব্যবস্থাই অদ্যাবধি করা হয় নাই। কুঠিবাড়ীতে বিশ্বকবির ব্যবহৃত আসবাব-পত্র আজ অযত্নে ও অবহেলায় ধ্বংস হইতে চলিয়াছে।

শেখ মুজিব বলেন, আমাদের জাতি-সত্তাকে ধ্বংস করিবার জন্য বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর বার বার আঘাত আসিয়াছে। কিন্তু পূর্ব বাংলার জাগ্রত জনগণ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মাধ্যমে সেই প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করিয়াছে। তিনি বলেন, অত্যাচার আর নিপীড়ন দ্বারা কোন জাতিকে কোনদিন দাবাইয়া রাখা যায় না।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন, "বাংলা দেশ, বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালী জাতি চিরদিন বাঁচিয়া থাকিবে।

ইহার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রই আর সহ্য করা হইবে না।" তিনি বলেন, দালালী করার জন্য 'বাংলা উন্নয়ন বোর্ড' প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মহান বাংলা ভাষা আন্দোলনের শহীদদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে 'বাংলা একাডেমী' ও 'কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড' জন্মলাভ করিয়াছে।

শুধু রবীন্দ্র রচনাবলী ও সংগীতই নহে, এদেশের মাটি ও মানুষের প্রাণের সংগে যে গান ও সাহিত্যের গভীর যোগাযোগ রহিয়াছে, সেইসব গান ও সাহিত্য প্রাকাশের জন্যও তিনি উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান।

সভানেত্রীর ভাষণে বেগম সুফিয়া কামাল বলেন যে, আজ আমাদের পরম আনন্দ ও স্মরণীয় দিন। আজ আমরা এখানে রবীন্দ্র সংগীতের প্রথম রেকর্ড প্রকাশে সমর্থ হইয়াছি। তিনি বলেন, সত্য ও সুন্দরের জয় অবশ্যম্ভাবী।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে রবীন্দ্র সংগীতের আসরে কণ্ঠ দেন শিল্পী কলিম শরাফী, জাহেদুর রহিম, আফসারী খানম, বিলকিস নাসির উদ্দীন ও রাখী চক্রবর্তী। সমবেত কণ্ঠে 'সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

অনুষ্ঠান উপলক্ষে গতকাল বাংলা একাডেমী মিলনায়তনে তিল ধারণের স্থান ছিল না এবং বহু লোক স্থানাভাবে ফিরিয়া গিয়াছে। এই অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের পক্ষ হইতে 'ঢাকা বেতার ও টেলিভিশন হুশিয়ার হুশিয়ার, রবীন্দ্র বিরোধিতা চলবে না, 'রবীন্দ্র সাহিত্য প্রকাশ কর', 'শহীদ স্মৃতি অমর হউক' প্রভৃতি শ্লোগান প্রদান করা হয়।

Dawn

17th December 1969

Daultana's call to preserve nation : Mujib's Six Points criticized : Ayub's regime denounced

LAHORE, Dec 16: Council League Chief Mian Mumtaz Mohammad Khan Daultana called upon the various parties in the country today to make an earnest endeavour on the political level to ensure that the procedure and working of the forthcoming National Assembly should be such as to inspire confidence into the hearts of people from every part of Pakistan.

In an interview with PPI this morning he said, "I visualise an intense effort to bring this about during the coming months and in every such constructive effort, my party is willing to play its full part."

Talking about the shape of things to come, the CML chief said all sorts of administrative and constitutional adjustments in Pakistan were feasible, but they must be democratic in character and so designed as to preserve the basic unity and solidarity of the state.

In an Obvious reference to One Unit, he said the administrative shape of West Pakistan was in the last resort to be decided according to the will of the people in every region of the province.

"I am sure when the National Assembly meets," he said, "all these matters can be resolved by common agreement and mutual adjustments, simultaneously meeting the ends of administrative feasibility and satisfying the needs of the people."

SIX-POINTS CRITICISED

About the other Wing of the Country, the Council League chief said the fulfilment of the legitimate rights and aspirations of our brothers in that Province was something for which everyone in Pakistan must fight.

In this context, he openly disapproved of the Six Points of Sheikh Mujibur Rahman and said a close analysis of these points brought out their glaring inconsistency with the idea of the integrity and cohesion of Pakistan as one, indivisible nation.

Nevertheless, he was hopeful that when the final moment for shaping the constitutional future of a united Pakistan came, the Six-Point Awami League leader and his party would show the some patriotism, statesmanship and restraint which was so vital and essential at this juncture. "If the Pakistan for which we all fought was to continue to expand fulfill its promise".

Mr. Daultana added: "For my own view the genuine demands of the people of East Pakistan can he fully met on the lines of the Eight Points which were basis of unity among the constituent parts of the PDM."

AYUB–NEGATION OF ML

Discounting the suggestion on merger with any party of faction, the CML chief said: all doors are always open, but naturally our party cannot conceive merging its identity with any group calling itself the Muslim League or of accepting its existence as such after it had shored up the disastrous dictatorship of Mr. Ayub Khan."

Raising his voice to an emotional pitch Mian Mumtaz Daultana said Ayub and his regime were the negation of everything that the Muslim League ever stood for.

He said: With eagerness and humility, we would welcome every one who was once of us and now returns to us with a real change of heart, but we naturally can have no association with any party which is or continues to be associated with the dark regime of Mr. Ayub Khan."

He said the CML subscribed to three unalterable principles fundamental to the existence of Pakistan. These were 'Islam, democracy and national integrity.'

The party's attitudes and alliances would be governed by these fundamentals. –PPI

Explaining these principles, Mian Mumtaz Daultana said the CML believed that the integrity and solidarity of Pakistan achieved by national will in 1947 depended upon the fulfillment of the wishes of every section and region of the country.

The party was, however, convinced that the people's needs all over the country were nowhere in conflict with national solidarity.

ISLAM, DEMOCRACY

He said the spiritual values of Islam were the ideological urge behind Pakistan. Shorn of this ideology, Pakistan could not have come into existence without losing its rationale.

Islam possessed the most egalitarian system in human society. Therefore, adherence to Islam signified a commitment to total justice and egalitarianism in economic, social and human relations.

Coming to the third fundamental, he said Pakistan was the creation of democracy. Complete unadulterated democracy was the only viable system for Pakistan. This had been proved again and again by the people's will never more than through the united popular upsurge last winter.

He said: "I am glad that on this point, the people and the Government of Pakistan are absolutely at one. Through the effort of the nation, after a long time, the way seems to be open for the restoration of its true birthright, viz, the sovereignty of the people through a sovereign legislature.

Mian Mumtaz Daultana said this was a moment of trial and challenge to the sanity of every genuine, democratic patriotic party.

He was confident that the statesmenship of their leaders and the irresistible pressure of public opinion would resolve all problems and controversies through a spirit of restraint, co-operation and common dedication to the solidarity of the nation and the aspirations of the common man in Pakistan.

The Council League, he said would play its full, dedicated and unselfish part in bringing about this solutions as it had done in the past struggle over the last years. The party was stronger today in organization and in the people's trust than ever before during the past 11 years, he asserted.

He further said that the National Council of the Party would meet in Dacca on Dec 26 and 27, "We hope we shall be able to clarify and state the views of our party on various national matters after that," he added.

Answering a question, he said nobody anywhere, least of all in West Pakistan, had ever denied the particular rights of every region in the country. As such, the principle of one man one vote was quite acceptable to all.

However, he added, "I am sure our brothers in East Pakistan who are committed to the federal form of government will willingly co-operate in bringing about a true federation in Pakistan in which the equality of units as in federal systems the world over. There are so many ways of arriving at a balance, between the principle of one-man-one-vote and the principle of federation. A reasonable solution is not beyond the ingenuity and statesmanship of the leadership of Pakistan." –PPI.

দৈনিক ইত্তেফাক

১৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৯

রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের জন্য বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের প্রতি শেখ মুজিবের আহ্বান

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগপ্রধান শেখ মুজিবর রহমান বিশ্বভারতীর অনুমোদন লইয়া পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশের জন্য অবিলম্বে উদ্যোগ গ্রহণ করিতে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। গতকাল (মঙ্গলবার) সন্ধ্যায় বাংলা একাডেমীতে পাকিস্তানে প্রস্তুত রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রথম মৌলিক রেকর্ডের সেট শেখ মুজিবর রহমানকে উপহার দানকল্পে গ্রামোফোন কোম্পানী অব ইষ্ট পাকিস্তান কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে শেখ মুজিব উপরোক্ত আহ্বান জানান।

বেগম সুফিয়া কামালের সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, বাংলা উন্নয়ন বোর্ড নজরুল রচনাবলী প্রকাশ করিতেছেন, ইহা আনন্দের কথা কিন্তু সেই সঙ্গে রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশের ব্যবস্থাও করিতে হইবে। বাংলা উন্নয়ন বোর্ড সম্পর্কে তিনি বলেন যে, বাংলা ভাষার সেবার জন্যই বাংলা উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কোন স্বার্থান্বেষী মহলের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নহে।

তিনি পশ্চিমবঙ্গের বই-পুস্তক পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশের উপর বিধিনিষেধের নিন্দা করিয়া বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে এইসব বইয়ের প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়। সেখানে এইসব বইয়ের অবাধে প্রমাদে পরিপূর্ণ পুনর্মুদ্রণ হইতেছে।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, যে জাতি তাহার কবি-সাহিত্যিককে সম্মান করে না, সে জাতি কখনও সমৃদ্ধ হইতে পারে না। তিনি বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রচনাবলীতে কোটি কোটি বাঙ্গালীর আশা-আকাংক্ষার প্রতিফলন ঘটাইয়াছেন।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, বিগত ২২ বৎসর যাবৎ বাংলার সংস্কৃতি ও ভাষাকে দমাইয়া রাখার বহু ষড়যন্ত্র হইয়াছে; কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সে-সব ষড়যন্ত্র রুখিয়াছে। তিনি বলেন যে, শোষক চক্র ভাবিয়াছিল যে, জনসাধারণকে দাবাইয়া রাখিতে হইলে উহার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যেই বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উপর বিভিন্ন পর্যায়ে হামলা নামিয়া আসে। এই প্রসঙ্গে তিনি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস আনুপূর্বিক ব্যাখ্যা দান করেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, সংস্কৃতির উপর হামলার কারণেই রবীন্দ্র-সঙ্গীতের উপর হামলা আসে। তিনি বলেন যে, রবীন্দ্র-সঙ্গীত ছাড়া বাংলা সঙ্গীতই অসম্পূর্ণ। শেখ মুজিব বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য বাংগালীর জীবন এবং বাংলা সাহিত্যের ন্যায় তাঁহার জীবনেও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। জেলখানার নির্জনে রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা' তাঁহাকে প্রেরণা যোগাইত বলিয়া শেখ মুজিব উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, জেলে 'সঞ্চয়িতা' হইতে 'বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা' কবিতা পাঠ করিয়া তিনি প্রেরণা লাভ করিতেন।

শাহজাদপুরে এবং শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত কুঠিবাড়ীর যথাযথ সংরক্ষণ না হওয়ায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, সাম্প্রতিক এক সফরকালে তিনি শাহজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ব্যবহৃত পালকি ও অন্যান্য জিনিসপত্র সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হইতে দেখিয়াছেন। তিনি এইসব স্মৃতি যথাযথভাবে সংরক্ষণের দাবী জানান।

শেখ মুজিবর রহমান এদেশের নদ-নদী, আবহাওয়া, জলবায়ু, মানুষ ও প্রকৃতি এবং জনগণের আশা-আকাংক্ষার প্রতিফলন করার জন্য শিল্পী-সাহিত্যিকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিল্পীদেরও ঐ ধরনের রবীন্দ্র-সঙ্গীত বেশি পরিবেশন করার আহ্বান জানান। শেখ মুজিবর বলেন যে, স্বাধীনতার ২২ বৎসর পর রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মৌলিক রেকর্ড প্রকাশ নিতান্ত লজ্জার বিষয়। শেখ মুজিব বলেন যে, আর বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উপর কোন হামলা হইতে দেওয়া হইবে না এবং এখন হইতে পূর্ব পাকিস্তান অবশ্যই বাংলা দেশ নামে পরিচিত হইবে।

সভানেত্রীর ভাষণে বেগম সুফিয়া কামাল বলেন যে, বিগত ২২ বৎসর ছিল রবীন্দ্র-সঙ্গীত নিষিদ্ধ ফলের মত। রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাওয়া ও শোনার জন্য অনেককে অনেক রকম নিগ্রহ সহ্য করিতে হইয়াছে; অনেকের জন্য টেলিভিশনের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে; আই, বি ও অন্যান্যের উপদ্রব সহ্য করিতে হইয়াছে। তিনি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মৌলিক রেকর্ড প্রকাশকে সত্যের জয়, সুন্দরের জয় বলিয়া অভিহিত করেন।

তিনি বলেন যে, বিগত ২২ বৎসর যাবৎই বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের জন্য সংগ্রাম করিতে হয় এবং রাজপথ রক্তরঞ্জিত হয়। বেগম সুফিয়া কামাল শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি অভিনন্দন জানাইয়া বলেন যে, শেখ মুজিবকে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সেট উপহার দান অত্যন্ত সময়োপযোগী হইয়াছে।

প্রখ্যাত রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিল্পী এবং রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মৌলিক রেকর্ড প্রকাশের ব্যাপারে প্রধান উদ্যোক্তা জনাব কলিম শরাফী তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, বিগত ২২ বৎসর প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের বিরুদ্ধে রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রচারের সংগ্রামে শিল্পীরা নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণের সহযোগিতা পাইয়াছেন। তিনি বলেন যে, যদিও শিল্পীরা ভয়ে ভয়ে গান গাহিতেন এবং রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইলে বিপদ হইবে এমন কথা শুনিয়াও তাঁহারা নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণের ভালবাসা সম্বল করিয়া রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করিতেন।

তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রকাশে গ্রামোফোন কোম্পানী বিশেষ করিয়া উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর বেগম রোজী লতিফের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানে বেগম রোজী লতিফের হাত হইতে প্রথম সেটটি লইয়া বেগম সুফিয়া কামাল উহা শেখ মুজিবকে উপহার দেন। অনুষ্ঠানে শিল্পী আফসারী খানম, বিলকিস নাসিরুদ্দিন, রাখী চক্রবর্তী, কলিম শরাফী, জাহেদুর রহিম এবং ওয়াহিদুল হক রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়া অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। বাংলা একাডেমী মিলনায়তনে তিল ধারণের স্থান ছিল না। সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিল্পী এবং ছাত্রগণ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

Morning News
17th December 1969
Tagore integral part of Bengali culture : says Mujib
(By Our Staff Reporter)

Sheikh Mujibur Rahman, Awami League chief, said to Dacca on Tuesday that Bengali Development Board should seek permission from Visva-Bharati and publish all the works of Rabindranath Tagore.

Speaking at a function arranged on the occasion of the release of three discs comprising 12 Tagore Songs by East Pakistan artistes, the Awami League chief said that even after 22 years the works of Tagore were not available in East Pakistan.

This was the first time that Tagore Songs have been recorded in Pakistan. The songs have been rendered by Sanjida Khatun, Fahmida Khatun, Afsari Khanum, Bilquis Nasiruddin, Rakhi Chakravorty and Kalim Sharafi. The songs were recorded under the supervision of Kalim Sharafi.

Addressing a select gathering of intelligentsia, artistes and writers at the Bengali Academy here yesterday afternoon, the Awami League chief observed that Tagore reflected the hopes and aspirations of the millions of Bengalis through his works. Without him, the Awami League chief continued, Bengali culture was incomplete.

Sheikh Saheb said East Pakistan has a cultural entity of its own and no amount of coercion can alienate the people from it.

He regretted that a section of the rulling clique since the creation of Pakistan has always dubbed people of this wing as either Communist or Indian agents whenever they had asked for the proper recognition of Bengali language, literature and culture. He also regretted that a section of people of East Pakistan had also helped this group.

Sheikh Saheb said, "things had been brought such a pass that we have so long been singing and listening to Tagore Songs with certain amount of fear and apprehension." He said Bengali music is very sweet and it has been further enriched by Tagore Songs.

Sheikh Sabeb said he had recently visited Kuthibari at Shahjadpur and was shocked to see the regrettable condition of the house.

He said any nation which wants to alienate its own poets can never prosper.

He also said that proper care of poet Nazrul Islam was not being taken. He said a paltry monthly monetary allowance was not enough for a poet of Nazrul's genius.

Kalim Sharafi, a noted exponent of Tagore Song, said it was a matter of shame that Tagore Songs were not recorded in East Pakistan for long 22 years.

He said the reactionary forces had persistently tried to eliminate Tagore Songs from East Pakistan. He said a number of fearless people kept alive the Tagore Songs against heavy odds in East Pakistan.

Sheikh Saheb's inspiration immediately after his release from the so-called Agartala Conspiracy Case helped strength the minds of the lovers of Tagore Songs.

Begum Sufia Kamal in her very brief speech said how the previous regimes had coerced the people associated with the research and expansion of Tagore Songs.

The function was attended by government officials, professors and lawyers.

The audience later, through slogans criticised Radio Pakistan, Dacca and Dacca Television for their indifferent attitude towards Rabindranath.

The function was rounded off with the presentations of Tagore Songs.

দৈনিক পয়গাম
১৭ ডিসেম্বর ১৯৬৯
রবীন্দ্র সঙ্গীতের রেকর্ডের প্রথম প্রকাশ অনুষ্ঠানে শেখ মুজিবের ভাষণ : 'যে জাতি গুণীদের কদর দিতে জানে না সে জাতির উন্নতি সুদূর পরাহত'
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

যে জাতি শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবি গুণীদের কদর দিতে জানে না, সে জাতির উন্নতি সুদূর পরাহত। গতকল্য (মঙ্গলবার) আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, আমাদের সংস্কৃতিকে ধ্বংশ করার জন্য বার বার আঘাত হানা হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক সময়েই জাগ্রত ছাত্র-সমাজ উহা প্রতিহত করিতে সক্ষম হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানী কণ্ঠ শিল্পীদের গাওয়া রবীন্দ্র সংগীতের মৌলিক রেকর্ডের প্রথম প্রকাশ উপলক্ষে গ্রামোফোন কোম্পানী অব ইষ্ট পাকিস্তান লিঃ কর্তৃক বাংলা একাডেমীতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে

ভাষণদানকালে শেখ মজিব উপরোক্ত মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রথম রেকর্ডের একটি সেট শেখ মজিবর রহমানকে উপহার দেওয়া হয়।

বেগম সুফিয়া কামাল অনুষ্ঠানে সভানেত্রীত্ব করেন। পূর্বাহ্নে প্রখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী জনাব কলিম শরাফী বক্তৃতা করেন।

শেখ মজিব দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, ইহা অত্যন্ত লজ্জার বিষয় যে, আজাদীর সুদীর্ঘ ২২ বছর পর এই প্রথম পূর্ব পাকিস্তানী কণ্ঠ শিল্পীদের গাওয়া রবীন্দ্র সংগীতের মৌলিক রেকর্ড করা সম্ভব হইল। তিনি বলেন, আমাদের দেশে এমন একটা ত্রাসের সৃষ্টি করা হইয়াছিল যে, সঙ্গীত পিপাসুগণ রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনিতে ভয় পাইত–রবীন্দ্র সঙ্গীত গাহিতে ভয় পাইত।

বিশ্বভারতীর অনুমতি গ্রহণ বাংলা উন্নয়ন বোর্ড পূর্ব পাকিস্তান হইতে রবীন্দ্র সাহিত্য প্রকাশের ব্যবস্থা না করায় শেখ মজিব বিস্ময় প্রকাশ করেন।

শেখ মজিব উল্লেখ করেন যে, জেলে আটক থাকাকালীন সময়ে তিনি কবি গুরুর 'সঞ্চয়িতা' পাঠ করিয়া মনে শক্তি পাইতেন।

এই সময় হলে উপস্থিত শ্রমিকবৃন্দ "তোমার সঙ্গীত আমার সঙ্গীত–রবীন্দ্র সঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীত" শ্লোগান প্রদান করে। অনুষ্ঠানে আফসারী খানম, বিলকিস নাসির উদ্দিন, রাখী চক্রবর্তী সংগীত পরিবেশন করেন।

দৈনিক পাকিস্তান

১৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৯

এখানেই রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশ করতে হবে : মুজিব

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অবিলম্বে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডকে রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বাংলা উন্নয়ন বোর্ড নজরুল রচনাবলী যখন প্রকাশ করতে পেরেছে তখন রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশ না করার কারণ থাকতে পারে না।

পূর্ব পাকিস্তানী কণ্ঠশিল্পীদের গাওয়া রবীন্দ্র সংগীতের মৌলিক রেকর্ডের প্রথম প্রকাশ উপলক্ষে বাংলা একাডেমীতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভাষণ দানকালে গতকাল মঙ্গলবার তিনি এই আহ্বান জানান। গ্রামোফোন কোম্পানী অব ইস্ট পাকিস্তান লিমিটেড এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র সংগীতের রেকর্ডের একটি সেট শেখ মুজিবুর রহমানকে উপহার দিয়েছে। এই অনুষ্ঠানে সভানেত্রীত্ব করেন বেগম সুফিয়া কামাল।

গতকাল বাংলা একাডেমীতে এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বহু সংস্কৃতিবিদ উপস্থিত ছিলেন।

শেখ মুজিবর রহমান বাংলা উন্নয়ন বোর্ডকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও বাংলা সংস্কৃতির উন্নতির জন্যই এই বোর্ড স্থাপিত হয়েছে ইসলামাবাদের দালালী করার জন্য নয়।

তিনি বলেন, কবিগুরুর বহু বই পশ্চিম পাকিস্তানে মুদ্রিত হয়ে এখানে ক্রয় হচ্ছে। সেখানকার জঘন্য বাংলা ছাপা পড়ার যোগ্য নয়। বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের উচিত সুষ্ঠুভাবে রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রকাশের ব্যবস্থা করা। তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথের বই না পেলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা শিক্ষার পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে।

রবীন্দ্র নাথের যেসব গানের সঙ্গে এদেশের মানুষের ব্যথা বেদনা ফুটে উঠেছে, এখানকার আকাশ, বাতাস ও মাটির সাথে গভীর যোগাযোগ রয়েছে সে গানগুলো রেকর্ড করার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

শেখ মুজিবর বলেন, আমাদের সংগীত আমাদের ঐতিহ্য, এর মাঝেই রয়েছে আমাদের পরিচয়। যারা রবীন্দ্র সংগীতের প্রচারে বাধা দিয়েছিলেন তারা আজ অপসারিত। এরপর যারা বাধা দেবে তারাও অপসারিত হবে।

আজাদী লাভের পরও এখানে রবীন্দ্র সংগীতের মৌলিক রেকর্ড প্রকাশে এতো বিলম্ব হওয়ায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষার উপর প্রতিক্রিয়াশীলচক্রের বারবার হামলার কথা তিনি উল্লেখ করেন।

কবি নজরুলকে পাকিস্তান সরকার প্রদত্ত সাহায্যের স্বল্পতার জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, নজরুলকে নিয়ে সরকার মাতামাতি করছেন কিন্তু কবি খেতে পাচ্ছেন কিনা সে খবর কেউ রাখে না।

রবীন্দ্রনাথের শাহজাদপুরের বাড়ী ও শিলাইদহের কুঠিবাড়ীর শোচনীয় অবস্থার উল্লেখ করে তা যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে সংরক্ষণের জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, যে জাতি তার নিজের কবিকে শ্রদ্ধা করতে পারে না সে জাতি কখনও বড় হতে পারে না।

তিনি বলেন, এদেশ বাংলা দেশই থাকবে এবং এদেশে বাংলা ভাষাও থাকবে। এখন থেকে এ প্রদেশের নাম হবে বাংলা দেশ।

সভানেত্রী বেগম সুফিয়া কামাল বলেন, আমাদের দেশের নিষিদ্ধ ফল রবীন্দ্র সংগীতের প্রথম মৌলিক রেকর্ড প্রকাশিত হওয়ায় আজ সবাই আনন্দিত। তিনি বলেন, এখানে যারা রবীন্দ্র সংগীত চর্চা করেন তাদের অনেক অত্যাচার সইতে হয়েছে। এর ফলে অনেকের জন্য টেলিভিশনের স্বর রুদ্ধ হয়ে গেছে। সেজন্য অবশ্য কেউ আফসোস করছে না। সত্যের জয় হবেই। তিনি বলেন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা যেমন মিটে গেছে তেমনি রবীন্দ্র সংগীত সম্পর্কিত বিতর্কের অবসান হয়েছে। এই রেকর্ড প্রকাশ একটা ইতিহাস হয়ে থাকবে।

জনাব কলিম শরাফী তার ভাষণে বলেন, প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তের বিরুদ্ধে জনগণের সহযোগিতা ও সমর্থনের ফলেই আজ রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রথম মৌলিক রেকর্ড এখানে প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, রবীন্দ্র সঙ্গীত আমাদের সংগীত। গত বিশ বছর আমরা ভয়ে ভয়ে এ গান গেয়েছি। এ গান গাইলে বিপদ ঘটতে পারে। এটা জেনেও শিল্পীরা ঝুঁকি নিয়ে সাহস ভরে এগিয়ে এসেছেন।

তিনি বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান গত ফেব্রুয়ারী মাসে মুক্তির পর রেসকোর্স ময়দানে ঘোষণা করেছিলেন যে রবীন্দ্র সঙ্গীত আমাদের সঙ্গীত। এটা বন্ধ করা চলবে না। তখন থেকেই আমরা এ কাজে ভরসা পেয়েছি।

এই অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের এক অংশ ঢাকা বেতার টেলিভিশন হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার, আমার সঙ্গীত তোমার সঙ্গীত রবীন্দ্র সঙ্গীত বলে শ্লোগান দান করে।

রবীন্দ্র সঙ্গীতের যে তিনখানা ৪৫ আরপিএম রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছে এতে স্থানীয় ৬ জন শিল্পীর ১২ খানা গান রয়েছে। কলিম শরাফী গেয়েছেন–দিন পড়ে যায় দিন ও বুক বেঁধে তুই দাঁড়া। ফাহমিদা খাতুন গেয়েছেন–এখনও তারে চোখে দেখিনি ও ভরা থাক স্মৃতি সুধার। সনজিদা খাতুন গেয়েছেন–আসা যাওয়ার পথের ধারে ও কাছে থেকে দূরে রচিল। আফসারী রহমান গেয়েছেন–আজ গোধূলি গগনেও দাঁড়িয়ে আছ তুমি। রাখী চক্রবর্তী গেয়েছেন–সখি ভাবনা কাহারে বলে ও আহা আজি এ বসন্তে। বিলকিস নাসিরুদ্দীন গেয়েছেন–সেদিন দুজনে ও আমার পরান যারে চায়।

এই অনুষ্ঠানে আফসারী রহমান, রাখী চক্রবর্তী, বিলকিস নাসিরুদ্দীন, কলিম শরাফী, জাহেদুর রহিম ও ওয়াহিদুল হক রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

আজাদ

২০শে ডিসেম্বর ১৯৬৯

জানুয়ারীর শেষ নাগাদ শেখ মুজিবের পেশোয়ার সফর

পেশোয়ার, ১৯শে ডিসেম্বর।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আগামী মাসের শেষের দিকে সাবেক উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সফর করিবেন। উল্লেখযোগ্য যে, জানুয়ারী মাসের প্রথমদিকেই তাহার এই সফরের কথা ছিল।

আজ পার্টি সূত্রে প্রাপ্ত উপরোক্ত খবরে প্রকাশ, সীমান্ত অঞ্চলের বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা মা কী শরীফের পীর সাহেবের বিবাহের তারিখ পরিবর্ত্তনের ফলে শেখ সাহেবের সফরসূচীর পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। সীমান্ত অঞ্চল সফরকালে শেখ সাহেব পেশোয়ার, মর্দান, সোয়াত, বান্নু, কোহাট ও করকে জনসভায় বক্তৃতা করিবেন। –পিপিআই

দৈনিক পাকিস্তান

২৭শে ডিসেম্বর ১৯৬৯

লাহোর প্রস্তাব কখনো সংশোধন করা হয়নি : শেখ মুজিব

পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান কায়েদে আজমের ইচ্ছানুযায়ী শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার কায়েদে আজমের জন্মদিন উপলক্ষে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শেখ মুজিবর রহমান সভাপতিত্ব করেন।

সভায় ভাষণদান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ধনী আরো ধনী এবং গরীব আরো গরীব হবে এমন পাকিস্তান কায়েদে আজম চাননি।

তিনি বলেন, যারা বিদেশী শাসকদের গোলামী এবং পাকিস্তানের বিরোধিতা করেছে তারাই কোনরকমে ক্ষমতাসীন হয়েছে। যেহেতু পাকিস্তানের জন্য কোন সংগ্রাম তারা করেনি, তাই ক্ষমতাসীন হওয়ার পরও পাকিস্তানকে তারা ভালবাসেনি।

লাহোর প্রস্তাবের উল্লেখ করে তিনি বলেন, লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি বলেন, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব কখনো সংশোধন করা হয়নি। নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের উক্ত প্রস্তাব ১৯৪৬ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লেজিসলেটরস কনভেনশনের পক্ষে সংশোধন করা সম্ভব ছিল না।

লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই আওয়ামী লীগ ছয়-দফা কর্মসূচীর জন্য অভিযান শুরু করেছে। আর কায়েদে আজমই লাহোরের ঐতিহাসিক সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদ, সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জহিরউদ্দিন ও মওলানা কাওসার নিয়াজীও ভাষণ দেন।

সংবাদ

৩০শে ডিসেম্বর ১৯৬৯

আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী : শেখ মুজিব কর্তৃক প্রধান সংগঠক নিয়োগ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহম্মদ গতকাল (সোমবার) রাতে নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। ১৯৬৯ সনের ১৬ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটি কর্তৃক ক্ষমতা বলে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান জনাব এ, রাজ্জাক এম. এ, এল. বিকে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান সংগঠক হিসাবে নিযুক্ত করিয়াছেন। এই নিযুক্তি সঙ্গে সঙ্গে কার্যকরী হইবে। পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করার দায়িত্ব জনাব রাজ্জাকের।

Dawn

31st December 1969

MUJIB TO TOUR FRONTIER AREA IN JANUARY

From Our Staff Correspondent

PESHAWAR, Dec 30: Shaikh Mujibur Rahman, Chief of the Six-point Awami League, is scheduled to visit Frontier Province at the end of January next. This was announced by the Convenor of Sarhad Awami League (Six-point), Master Khan Gul, today.

He said: "Shaikh Sahib will tour many parts of the NWFP and is expected to address public meetings at Peshawar Kohat, Bannu, Mardan, Hazara and Dera Ismail Khan". Master Khan Gul said by that time the Awami League structure of sixpoint Awami League will be complete.

He said that many leaders of the Convention League, after the fall of President Ayub, had approached Shaikh Mujibur Rahman to allow their entry in Awami League but they had already very bad reputation and were asked to wait for sometime to see as to what was the people's reaction about them. They, however, started manoeuvres in most cases to align with other parties and of course a vilification campaign against Shaikh Mujibur Rahman and the Awami League. Presently they are in the forefront of antagonists of the Awami League.

Master Khan Gul said some such leaders were those very persons who opposed One-Unit of West Pakistan tooth and nail and changed overnight after the removal of former President Ayub just like a fashionable young man changes his suit. He said Shaikh Mujibur Rahman and Awami League will remain on guard from the corrupt politicians and opportunists who have virtually ruined the country and added, "who knows that they would change colours like a chameleon in the future.

Master Khan Gul said that the democratic elections on sound basis are being held for the first time since the establishment of Pakistan and results of these elections will clearly indicate as to

who represent the people in both wings of the country. He said "only an economic programme based on the principles of social justice will succeed".

The Awami League, he said, wil start election campaign in the Fourther at the next month simultaneously with the visit of Shaikh Mujibur Rahman." There was no move so far for alignment or alliances in elections of Awami League with NAP (Wali Khan Group) or any other political party, he said.

নির্ঘণ্ট

অ

অধ্যাপক রেহমান সোবহান- ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৪১, ৪৪৪।
অধ্যাপক ইউসুফ আলী- ৬৪, ৬৫।
অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ- ২৪৭, ২৪৮, ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৫, ৪৩৭, ৪৪১, ৪৪৬, ৪৪৭।
অধ্যাপক গোলাম আজম- ২৯, ১৭৮, ৩৪১।

আ

আবদুল বাকী বালুচ- ৯।
আওয়ামী লীগ- ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২১, ২২, ২৩, ২৫, ২৭, ২৮, ৩১, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৮২, ৮৩, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ১০৩, ১০৫, ১১০, ১১১, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১৩০, ১৩১, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৬, ১৮৭, ১৯২, ১৯৩, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৯, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩২, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৭, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, ২৮২, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৯, ৩১০, ৩১১, ৩১২, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৯, ৩২০, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৪১, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৫০, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৯, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮২, ৩৮৪, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯৪, ৩৯৬, ৩৯৮, ৪০০, ৪০১, ৪০২, ৪০৩, ৪০৪, ৪০৫, ৪০৬, ৪০৮, ৪১৫, ৪১৬, ৪১৮, ৪২৪, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৭, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৬, ৪৪৮, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫১, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৫৮, ৪৬২, ৪৬৩, ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৬৭।
আইয়ুব খান- ৮৯, ১১৭, ৪৩২, ৪৩৭, ৪৪৪, ৪৪৫।

আবুল খায়ের- ১৯৪।
আবদুল আউয়াল- ১৯৪।
আবদুল জলিল ভূঁইয়া- ১৯৪।
আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন- ২১, ৩৫, ৩৭, ৪২, ৬৬, ৭২, ৮৬, ৮৮, ৯৭, ১০৩, ১০৯, ১১০, ১১৪, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২৮, ১৩০, ১৩৬, ১৪০, ১৪৪, ১৪৯, ১৫৮, ১৬০, ১৬১, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৭২, ১৭৪, ১৭৬, ১৭৭, ১৯৩, ২০৭, ২১২, ২১৫, ২২৭, ২৪৮, ২৭০, ২৭২, ৩০৩, ৩১২, ৩৩১, ৩৩২, ৩৪৩, ৪৪২, ৪৪৭, ৪৪৮।
আবদুর রাজ্জাক- ২৫।
আবদুর রউফ- ৬৫, ২৫০, ২৫১।
আ স ম আবদুর রব- ২৫।
আবদুস সালাম খান- ২৬।
আখতার সোলায়মান- ২৬।
আল-মুজাহিদী- ২৬, ৩০।
আমেনা বেগম- ২৯, ৩১, ৩৪, ৪৪, ৫০।
আতিকুজ্জামান খান- ২৯।
আবদুল খালেক- ২৯।
আবুল কাসেম- ১৩, ১৭, ২৯।
আবদুল মান্নান- ২৯, ৪৪, ৪৬, ৫৪, ২৫০, ২৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৭৮, ২৭৯, ২৮৩, ২৯৪, ৩৪১।
আরহাম সিদ্দিকী- ৩১, ৩৪, ৪৪, ৬৪, ২৫২।
আবদুল মোমেন- ৩১, ৩৪, ৪৮, ৫৪, ২৩৭, ২৩৯, ২৪২, ২৪৮, ৩৫৭।
আবদুর রব- ২৫, ৪৪, ৪৬, ৬৪, ৬৫, ২৫২, ২৫৩।
আশরাফ আলী- ৫০।
আফাজুদ্দিন আহমদ- ৫০।
আবদুল বারী- ৫০।
আমরু মিয়া- ৫৬।
আবদুল মতিন- ৫৯।
আবদুল মালেক উকিল- ৬৪, ৬৫, ২৩৭, ২৪৮।
আজিজুর রহমান- ২৬২, ২৬৪, ২৮০, ২৯০।
আবদুল হান্নান- ৬৪, ৬৫, ২৭৮, ২৮৩।
আরবাব আবদুল গফুর খান- ৯৮।
আতাউল্লাহ খান মেঙ্গল- ১০৪।
আবদুস সত্তার পীরজাদা- ১০৪।
আইনসভা- ১৩৫।
আতর আলী- ১৩৬।
আমিনুল হক বাদশা- ১৩৯।
আখতার হোসেন- ১৭৭।

আবদুল ওয়াহিদ খান- ১৭৯।
আহমদ ফজলুর রহমান- ২২২।
আবদুল হান্নান- ৬৪, ৬৫, ২৭৮, ২৮৩।
আতাউর রহমান খান- ৩৪১।
আঞ্জুমানে মোহাজেরিন- ৩৪১।
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা- ১৮৪, ২৬৮, ২৮২, ৩১২, ৩১৬, ৩২৫, ৩২৭, ৩৫৯, ৪৬৪।
আসগর খান- ৩৬৬।
আফসারী খানম- ৪৪৯, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৬০, ৪৬৩।

ই

ইউসুফ আলী চৌধুরী- ২৬।
ইউনুস আলী- ১৯৪।
ইপিইউজে- ৩০।
ইউনাইটেড পার্টি- ৭১।
ইমরোজ- ১১৫, ১২৯।
ইমান আলী- ২৭৮।
ইয়াহিয়া খান- ৩০, ৩১, ২৮৭, ৩১১, ৩২৬, ৩৩০, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৮, ৩৮০, ৩৮৩, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৮, ৪০৭, ৪২৮, ৪৩৫, ৪৪১, ৪৪৩।

উ

উর্দু ডাইজেষ্ট- ১২, ১৫।

এ

এ, এইচ, এম কামরুজ্জামান- ৬০।
এ, কে, এম, শামসুজ্জোহা- ১৩।
এ, কে, এম ফজলুর রহমান- ১৩।
এ, কে, ফজলুল হক- ১৭।
এগার দফা- ২৬৪, ৪৩৮, ৪৪৫।
এস, এ, সামাদ- ৩১, ৪৬।
এডভোকেট আবদুর রইস- ৫০।
এডভোকেট খালেকুর রহমান চৌধুরী- ৫০।
এডভোকেট নুরুল ইসলাম চৌধুরী- ৫০।
এক ইউনিট- ২১, ৩৫, ৩৭, ৪২, ৬৬, ৭০, ৭২, ৯৭, ১০৩, ১০৯, ১১০, ১১৪, ১১৬, ১১৭, ১১৯, ১২৭, ১২৮, ১৩০, ১৩৬, ১৪৩, ১৫১, ১৫৭, ১৫৮, ১৬০, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৭৪, ১৮৭, ২০৭, ২১৫, ২২৫, ২২৭, ২৪৮, ২৬৭, ২৭২, ২৯৫, ৩০৩, ৩৪৩, ৪০৭, ৪১৭, ৪২৫, ৪৩৩, ৪৪১।

এম, এ, মান্নান- ৬৪, ৬৫।
এম, এ, সোবহান- ২৫২।
এম, এ, সামাদ- ৫৭, ৬৪, ৬৫।
এম এ খুরো- ১০৪।
এস, এইচ, খান মিল্কী- ১৯৮।
এম, এ, আজিজ- ১৯৮, ২১১।
এস, এম, আহসান- ২১৯।
এ, এ, শাহ- ৪১৩।
এপিপি- ৯, ১৮, ২৭, ৩০, ৫৭, ৬৬, ৮৩, ৮৭, ৯৩, ৯৫, ৯৯, ১০৪, ১১০, ১১৬, ১২৬, ১২৭, ১৩৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৬৯, ১৭১, ১৭৩, ১৭৭, ১৮০, ১৮৩, ১৯৯, ২০৭, ২১১, ২১৬, ২১৮, ২২৬, ২২৮, ২৩১, ২৪২, ২৭১, ২৭৪, ২৮০, ২৮১, ২৯১, ২৯৬, ৩০৭, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৮, ৩২৩, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩৩০, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৪০, ৩৪৪, ৩৬১, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৬, ৪২৭, ৪৫৩।
এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম- ৩৪১।
এডভোকেট শামসুল হক- ৪০৭।
এবডো- ৪৩২।

ও

ওয়াহিদুজ্জামান- ৩৯৭, ৪৪৯, ৪৫৩।
ওয়াহিদুল হক- ৪৬০, ৪৬৫।

ক

করাচী বিশ্ববিদ্যালয়- ১০৫।
কাজী আবুল কাসেম- ১৩, ১৭।
কাজী রোকনুদ্দিন- ২৫১।
কাজী ফয়েজ আহমদ- ১৩০।
কাজি মোহাম্মদ আকবর- ১৬।
কে, এ, খালেক- ২৩।
কে, এ, তিরমিজি- ২৪০।
কে, এম, ওবায়দুর রহমান- ২৫, ১৩৬।
কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড- ৪৫৫, ৪৬৩।
করাচী প্রেসক্লাব- ১২৫, ১২৭।
কবি বেগম সুফিয়া কামাল- ১৩৯, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৬০, ৪৬৩, ৪৬৪।
কে, জি, মোস্তফা- ১৩৯।
কামরুদ্দিন আহমদ- ১৩৯, ৪১৬, ৪২৭, ৪২৯, ৪৩০।
কাজী কফিলউদ্দীন- ১৭৭।
কাজী ফয়েজ মোহাম্মদ- ৩৭০, ৩৭২, ৩৭৬।
কাজী আবদুল কাদের- ৩৯৭।

ক্যাপ্টেন মনসুর আলী- ২৬৪, ২৭০, ২৭১, ২৮০।
কলিম শরাফী- ৪৪৯, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৬০, ৪৬৩, ৪৬৫।
ক্রুগ মিশন- ১৮৪, ২৩৯, ২৫৫।

খ

খান গোলাম মোহাম্মদ খান লুন্দখোর- ১৮, ২৭, ২৯৬।
খালেদ মোহাম্মদ আলী- ২৫, ২৫২, ২৫৩।
খান গুল- ২৫, ২৭।
খান আবদুল কাইয়ুম খান- ২৭।
খান সবুর- ২৯।
খোন্দকার মুশতাক আহমদ- ৩০, ৪৬, ৫০, ৫১, ৫৪, ৫৭, ৬০, ৬৪, ৬৫, ১৩০, ১৩৬, ১৩৭, ১৪৫, ১৫২, ২৩৫, ৪০৬, ৪৩৩, ৪৫০, ৪৫১, ৪৫২।
খোদা খেদমতগার পার্টি- ৭১।
খোদেজা চৌধুরী- ১৩৬।
খাজা খায়রুদ্দি- ৩৪১।
খাজা নাজিম উদ্দিন- ৪৪৩।
খেলাফতে রব্বানী পার্টি- ৩৫৭।

গ

গাজী গোলাম মোস্তফা- ৪৪, ৪৯, ৫১, ২১৬, ২৫৩।
গণপরিষদ- ৮৬, ১০৪, ১৩৫, ২০৯, ৩৩৪, ৩৬৬।
গার্ডিয়ান- ৩৩৩।
গোলাম মোহাম্মদ লেঘারী- ৩৭২, ৩৭৬।
গোলটেবিল বৈঠক- ১১৯, ১৪০, ৩০৮।
গ্রামোফোন কোম্পানী অব ইষ্ট পাকিস্তান- ৪৫৮, ৪৬২।

চ

চৌধুরী খালিকুজ্জামান- ১৭৯, ৪১৭।

ছ

ছয়দফা- ১২, ১৩, ২৪, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৪২, ৪৩, ৬৬, ৭২, ৮৬, ৮৮, ১১৪, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৪০, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৯, ১৫১, ১৫৪, ১৫৭, ১৫৮, ১৬০, ১৬৬, ১৬৮, ১৭১, ১৭২, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৮৪, ১৯৯, ২০১, ২১১, ২৩০, ২৩৭, ২৩৯, ২৪৩, ২৪৬, ২৫৭, ২৭০, ২৮০, ২৮৪, ২৮৯, ৩০২, ৩০৩, ৩১২, ৩১৩, ৩১৬, ৩৩১, ৩৪৩, ৩৮৪, ৩৮৯, ৩৯০, ৩৯৫, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০৩, ৪০৫, ৪১৭, ৪২৮, ৪৩১, ৪৩৫, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৪৩, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫১, ৪৫৩।

জ

জহিরুদ্দিন- ২৯।
জিল্লুর রহমান- ৪৬, ১৪৫, ১৫২।
জুলফিকার আলী ভুট্টো- ৭৩, ৮৩, ৩৬১, ৩৬৫, ৪০১, ৪০২।
জি এম সৈয়দ- ৯৮, ১০৪, ১১৬, ১২৭।
জামাতে ইসলামী- ২৯, ১৭৩, ১৭৮, ৩০৭, ৩৪১।
জেড এইচ লারী- ১৭৯।
জহুর আহমদ চৌধুরী- ১৯৮, ২০০, ২০১, ২০৪।
জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন৩০, ৩৩৬।
জি এম সাঈদ- ৩৭০।
জান সাকিয়ান- ৩৭৬।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়- ৪০৭।
জাহেদুর রহিম- ৪৫৫, ৪৬০, ৪৬৫।
জহিরউদ্দিন- ৪৬৬।

ট

টমাস উইলিয়মস- ৩২৩।

ড

ডঃ ফজলে রাব্বী- ৯।
ডঃ আহমদ শরীফ- ২৬।
ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লা- ২৮, ২৯, ৩০।
ডঃ কামাল হোসেন- ২৩৯, ২৮৩।
ডঃ আলীম আল রাজী- ৪৩১, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৪৮।
ডাঃ আনসারী- ৪১৪।

ত

তাজুদ্দীন আহমদ- ২৩, ২৭, ৩৪, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫৯, ৬০, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৭০, ১৩০, ১৩৬, ১৬৯, ১৯২, ১৯৬, ২১৬, ২২৫, ২৩৫, ২৩৭, ২৩৯, ২৪২, ২৫০, ২৫২, ২৫৩, ২৫৭, ২৬২, ২৬৫, ২৮১, ২৮৫, ২৯৪, ৩৪১, ৩৪৫, ৩৪৭, ৩৪৮, ৪০৬, ৪৫০, ৪৫১, ৪৬৬।
তোফায়েল আহমদ- ২৫, ১৭৩, ২৩৬, ২৩৯, ২৭৮, ২৭৯, ২৮৩, ৪৩১, ৪৩৩, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৫, ৪৪৬।
তফাজ্জল হোসেনের (মানিক মিয়া)- ২৬, ৬৫, ৪৪৪।
তারা মিয়া- ৫০।

দ

দৈনিক ইবরাত- ১৬।
দেওয়ান লিয়াকতউদ্দিন- ২৩।
দেওয়ান ওয়ারাসাত হোসেন খান- ৩৪১।

ধ

ধীরেন্দ্র কুমার গুপ্ত- ২০৪।

ন

নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান- ১৮, ২৭।
নওয়াব হাসান আসকরী- ২৬।
নূরজাহান মুর্শেদ- ৪৪, ৪৮, ৬৫, ৯৮, ১০৫।
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি- ৩৯, ৪৩, ১৩৪, ১৮৩, ২১৭, ২১৮, ২৪৭, ৩৪১, ৩৮৩, ৩৯৫, ৩৯৬, ৪৩১, ৪৪৬, ৪৪৭।
নূরুল হক- ১৪৫, ১৫২, ১৮৭, ২৪৮, ২৭৯।
নাজির হোসেন সরকার- ১৯৪।
ন্যাশনাল প্রেসট্রাস্ট- ২১২।
ন্যাশনাল প্রগ্রেসিভ লীগ- ৩৪১।
নাগরিক শান্তি সমিতি- ৩৫৭।
নূরে আলম সিদ্দিকী- ৪৩৩।
নক্সালবাড়ী- ২৬৯, ২৭৯, ৪৩৮।
নিউমার্কেট- ৪৫১, ৪৫৩।
নজরুল রচনাবলী- ৪৫৯, ৪৬৩।

প

পল্টন ময়দান- ৯।
পল্লীকবি জসীম উদ্দীন- ১৩৯।
পিডিএম- ১৩, ১৮।
পিপিআই- ১০, ১৫, ২৭, ২৮, ৩৪, ৩৯, ৬৪, ৬৭, ৭৩, ৮২, ৮৩, ১০৫, ১১৬, ১২৯, ১৩৫, ১৪১, ১৪৯, ১৫৬, ১৬০, ১৬২, ১৬৭, ১৬৮, ১৭০, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৯, ২১৭, ২২৩, ২২৮, ২৩৫, ২৩৮, ২৪০, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৬, ২৪৮, ২৫৬, ২৫৯, ২৬৫, ২৭২, ২৭৩, ২৮৫, ২৯৮, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৯, ৩১০, ৩১৮, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৬, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৬৭, ৩৭১, ৩৯৭, ৪০০, ৪০১, ৪০২, ৪০৮, ৪৬৫।
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি- ২১, ১২৬।
পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন- ৩৩৭।
পূর্ব্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ- ২২, ২৫, ২৬, ৩০, ৬৫, ৯২, ২৫৩, ২৬৬, ২৭৮, ৪৩১, ৪৩৫, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৬।
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন- ৩৫৭।
পাকিস্তান পিপলস পার্টি- ৭৩।
পাকিস্তান ব্রাদার হুড- ৩৫৭।
পীরজাদা আবদুর সাত্তার- ৯৮।
পীর হুসানুদ্দিন- ৯৮।

পীর এলাহি বক্স- ৯৮।
পীর আলী মোহাম্মদ রাশদি- ৯৮।
পাকিস্তান টাইমস- ১১৫, ১২৯।
পরমেশ চক্রবর্তী- ২৭৮।
পাঞ্জাব সাংবাদিক ইউনিয়ন- ৩৩৬।

ফ

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ- ১০৪।
ফণি ভূষণ মজুমদার- ২৭৮, ২৭৯।
ফরিদ আহমদ- ৩৪১, ৪৪৫।
ফাহমিদা খাতুন- ৪৪৯, ৪৫৪, ৪৬৫।

ব

বিচারপতি হামুদুর রহমান- ২৯।
বিচারপতি এস এম মুর্শেদ- ২৮, ৪১৬, ৪২৬, ৪২৯, ৪৩০।
বিচারপতি এস, এ, রহমান- ২৯।
বিচারপতি আমিন আহমদ- ৩১।
বিশ্বভারতী- ৪৫৮, ৪৬৩।
বুলবুল একাডেমি- ২৯।
বদরুননেসা আহমদ- ৪৫, ৬৩।
বাংলা একাডেমী- ৩৫৭, ৪৪৯, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৮, ৪৬০, ৪৬২, ৪৬৩, ৪৬৪।
বিলকিস নাসিরুদ্দিন- ৪৪৯, ৪৬০।
বেগম রোজী লতিফ- ৪৬০।

ম

মহিউদ্দিন আহমদ- ১৩, ১৭, ২১৭, ৩৪১।
মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী- ২৭, ৩৭, ৩৯, ৪৩, ৭৩, ১১৫, ১৩৪, ২৬২, ২৬৪, ৩০৮।
মওলানা মওদুদী- ২২, ৬২, ১৭৩, ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯।
মওলানা রসুল আমীন- ২৫।
মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগিশ- ২৮।
মওলানা সাইদুর রহমান- ২৯।
মওলানা মহম্মদ আলী- ৪১৪।
মওলানা শওকত আলী- ৪১৪।
মওলানা কাওসার নিয়াজী- ৪৬৬।
মওলানা আবদুর রহিম- ২৯।
মওলবী ফরিদ আহমদ- ৪৪৫।
মাহমুদ নূরুল হুদা- ২৯।

মানকী শরীফ- ২৫।
মোশাররফ হোসেন- ২৩।
মোখলেসুজ্জামান খান- ১২৬।
মাহমুদুল হক ওসমানী- ২৭, ১৮৩, ২৪৭।
মেজর জেনারেল মোজাফফর উদ্দিন- ৩১।
মতিউর রহমান- ৩১, ৩৪, ৪৪, ৬৫।
মিজানুর রহমান চৌধুরী- ৩১, ৩৪, ৪৪, ১৯২, ২৭৮, ২৮৩।
মোল্লা জালালউদ্দীন আহমদ- ৪৯, ৫১, ৫৯, ৬৪, ১৩৬, ১৩৭, ২১৬, ২৫১, ২৫৩, ৩৪১।
মোল্লা রিয়াজুদ্দিন- ৬৫, ২৫৩।
মোহাম্মদ আবদুল হাই- ৫০।
মোহাম্মদ শাহজাহান- ৫০।
মোহাম্মদ আছাদ্দর আলী চৌধুরী- ৫০।
মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ- ৮৩, ৪৩০।
মতিয়র রহমান- ৬৪।
মশিহুর রহমান- ৬৪।
মোহাম্মদ আওয়াজ হায়দর বখশ জাতই- ৯৮।
মুরাদ খান জালালী- ৯৮।
মকদুমজাদা তালেবুল মওলা- ৯৮।
মোহাম্মদ আইয়ুব খুরো- ৯৮।
মোয়াজ্জেম হোসেন- ১৩৭, ১৪৫, ১৫২।
ময়েজ উদ্দিন- ১৪৫, ২১৬, ২৫২।
মসজিদুল আকসা- ১৫৫, ১৫৮, ১৬৬।
মুসলিম লীগ- ১৭৯, ৩০৭, ৩৩৫, ৩৪১, ৪১২, ৪১৫, ৪৪৩, ৪৫৩, ৪৬৬।
মুসলিম ইনস্টিটিউট- ১৯৯, ২০০, ২০৩, ২১০, ২১৬।
মালিক নভীদ- ২১৮।
মোঃ শাহজাহান- ২৭৮।
মানিক চৌধুরী- ২৭৮, ২৭৯।
মিয়া মোমতাজ মোহাম্মদ খান দৌলতানা- ২৯৬, ৩০৬, ৩৬১।
মাহমুদ আহমদ মিন্টো- ৩৩৫।
মোহাম্মদ তোয়াহীদ- ৩৪১।
মফিজুল হক- ৩৪১।
মহিউদ্দিন আহমদ- ১৩, ২১৭, ৩৪১।
মুনসুর আহমদ- ৩৫৬।
মজলিস-ই-উলেমা-ই-ইসলাম- ৩৬৩, ৩৬৫।
মওলানা আসাদুল কাদরী- ৩৬৩, ৩৬৫।
মোসলেম উদ্দিন খান- ৪০৭।
মনু মিয়া- ৪৩৮।

য

যুক্তফ্রন্ট- ৯৭।

র

রবীন্দ্রনাথ- ৪৫৪, ৪৫৯।
রমনা রেষ্টুরেন্ট- ১৩৮।
রুহুল আমিন ভুঁইয়া- ২৭৮।

ল

লিলু মিয়া- ১৩, ১৭।
লিয়াকত হোসেন- ২৫১।
লিয়াকত আলী খান- ৪৩০।
লাহোর প্রস্তাব- ২২, ১৭৯, ৪৬৬।

শ

শাসনতন্ত্র- ৯, ২৭, ৬৬, ৭১, ৭২, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯৩, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ১০৩, ১০৪, ১১০, ১১৩, ১১৭, ১১৯, ১২৫, ১২৭, ১২৮, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৪৩, ১৫০, ১৫১, ১৫৭, ১৬১, ১৬৪, ১৬৭, ১৬৮, ১৭৫, ১৭৬, ১৮৭, ১৯৩, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০৭, ২০৯, ২১১, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২২৭, ২৩০, ২৩৮, ২৪০, ২৬০, ২৬১, ২৬৩, ২৬৬, ২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৮৪, ২৯৩, ২৯৫, ৩০৩, ৩৩২, ৩৩৪, ৩৬৬, ৩৮৪, ৩৮৯, ৩৯৫, ৩৯৭, ৩৯৯, ৪০৫, ৪১৮, ৪২৫, ৪২৮, ৪৩১, ৪৩৫, ৪৩৮।
শাহাবুদ্দিন- ২৩।
শহীদুল্লাহ কায়সার- ৩০।
শওকত আলী খান- ২৯, ১৯২, ১৯৬, ২১৬।
শরৎচন্দ্র বসু- ৪১৪।
শফিকুল আলম- ৪৪।
শহীদ আলী খান- ২৫১।
শামসুল হক- ৩১, ৩৪, ৪৪, ৪৬, ৬৪, ৬৫, ২১৬, ৪০৭।
শেখ আবদুল আজিজ- ৬৪, ৬৫।
শেখ আবদুল মজিদ সিন্ধি- ৯৮।
শেখ ফজলুল হক মণি- ২৫।
শেখ মঞ্জুরুল হক- ৩৫৭, ৩৬২।
শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন- ১৪৫, ১৫২।
শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক- ৪২৮।
শামসুল হামিদ সিদ্দিকী- ৩৪১।
শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী- ৪১৫।
শিল্পী জয়নুল আবেদীন- ৪২৭।

স

সনজিদা খাতুন- ৪৪৯, ৪৬৫।
সিরাজুদ্দীন হোসেন- ২৩, ১৯৪, ৪২৬, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩৫, ৪৩৭, ৪৪১, ৪৪৪, ৪৪৬, ৪৪৮।
সিরাজুল আলম খান- ১৩৯।
সৈয়দ আকবর হোসেন- ২৩।
সৈয়দা লুৎফুন্নেছা- ২৬।
সৈয়দ আহমদ হোসেন- ২৯।
সৈয়দ নজরুল ইসলাম- ৬০, ২৫৭, ২৭০, ২৮৯।
সৈয়দ দেলোয়ার হোসেন- ৫০।
সৈয়দ আবদুস সুলতান- ২৩৭, ২৩৯।
সাজেদা চৌধুরী- ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৪৯, ৫১।
সফিউল আলম- ৪৬।
সাবর আলী- ৩৪১।
সাঈদুল হাসান- ৩৪১।
সাহেবজাদা ইয়াকুব আলী খান- ৩৭৯, ৩৮০।
সৈয়দ মোহাম্মদ মোস্তফা আলমাদানী- ৩৪১।
সৈয়দ মোহাম্মদ মাসুম- ৩৪১।
সৈয়দ হাসান মাহমুদ-৩৯৭।
সাজেদ আলী মোক্তার- ৪০৭।
সবুর আশরাফী- ৪০৭।
সুভাষ চন্দ্র বসু- ৪১৪।
সঞ্চয়িতা- ৪৫৯, ৪৬৩।

হ

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী- ১৭, ২৬, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ২২২, ৪০০, ৪০২, ৪০৮, ৪০৯, ৪১৬, ৪২৪, ৪২৭, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৪৬, ৪৪৮, ৪৫৩।
হোটেল শাহবাগ- ২৭।
হোটেল ইডেন- ১৪২, ১৪৯, ১৫০, ২৪৭।
হাফেজ হাবিবুর রহমান- ২৪২।
হামারী আওয়াজ- ৩১৮।
হামিদ সরফরাজ খান- ৩৭৬, ৩৭৭।
হারুন-উর-রশীদ- ৪০৭।
হাজী মোহাম্মদ মোহসীন- ৪৩০।

র

রুহুল কুদ্দুস- ২২২, ২৭৮।
রশীদ মোশাররফ- ২৫২।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- ৪৫৪, ৪৫৯।
রবীন্দ্র সঙ্গীত- ৪৪৯, ৪৬০, ৪৬৩, ৪৬৪, ৪৬৫।
রবীন্দ্র রচনাবলী- ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৮, ৪৫৯, ৪৬৩।
রাখী চক্রবর্তী- ৪৪৯, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৬০, ৪৬৩, ৪৬৫।

■■■